শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয় পত্রিকা

১ম বর্ষ | ফাল্গুন ১৩৫৫ | ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ

সম্পাদক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক।
কার্য্যালয়ঃ—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

প্রথম বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাঙ্গ ৪৬২ গোবিন্দ হইতে ৪৬৩ গোবিন্দ
বঙ্গাব্দ ১৩৫৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৫৬ মাঘ
খৃষ্টাব্দ ১৯৪৯ মার্চ্চ হইতে ১৯৫০ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদকদ্বয়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথবল্লভ বাবাজী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

মহোপদেশক

পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী

পণ্ডিত শ্রীযুত নামবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম্, এ, বি, এল্

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ

পণ্ডিত শ্রীযুত দীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরনারায়ণ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক চুঁচুড়া সহরস্থ শান্তি প্রেসে মুদ্রিত।

প্রথম বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১।	অচ্যুতানন্দের নির্য্যাণ—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৭
২।	অভক্তি মার্গ [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৩
৩।	অভাব	১০।৩৮৯
৪।	অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত—শ্রী	১২।৪৬২
৫।	অযোধ্যা-ধাম পরিক্রমার বিরাট আয়োজন—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	৬।২৩৪
৬।	অযোধ্যায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব	১০।৩৯৩, ১১।৪৩৬
৭।	অর্থ ও অনর্থ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।১৬৪
৮।	অর্থপঞ্চক—শ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৯০
৯।	আমার প্রভু কে ?	৩।১০৯
১০।	আচার্য্যদেব ও কৃষ্ণদাস	৬।২১৭
১১।	আর্ত্তি-নিবেদন [পদ্য]	১২।৪৫৪
১২।	উত্তমা ভক্তি	৩।৯৫
১৩।	উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রয়োদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—শ্রী	১১।৪২৩
১৪।	উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা—শ্রী	১।২০
১৫।	উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।২০০
১৬।	একখানি পত্র	৫।১৯৯
১৭।	ঐকান্তিকতা	৪।১৩২
১৮।	কলি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১১।৪১১
১৯।	কামনা [পদ্য]	৫।১৭৮
২০।	কৃষ্ণকৃপা—শ্রীশ্রী [পদ্য]	৯।৩৪২
২১।	গুরু-কৃপা—শ্রী	২।৫৫
২২।	গুরু-কৃপা-প্রার্থনা—শ্রীশ্রী	১১।৪২৭
২৩।	গুরুদেব—শ্রী [পদ্য]	১।১৮
২৪।	গুরুপাদপদ্ম—শ্রী [পদ্য]	৪।১৪৮
২৫।	গুরু-স্বরূপ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২৪২
২৬।	গুর্ব্বষ্টক [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর-কৃত]	৩।৮১
২৭।	গুর্ব্বষ্টকম্—শ্রী	৭।২৪১
২৮।	গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি—[শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১।৮
২৯।	গোদ্রুম-কল্পাটবী—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	
	প্রথম দ্রুম, দ্বিতীয় দ্রুম, তৃতীয় দ্রুম,	৭।২৫৫, ৭।২৫৯, ৭।২৬৩,
	চতুর্থ দ্রুম, পঞ্চম দ্রুম	৭।২৬৮, ৭।২৭৩

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৩০।	গোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ—শ্রীশ্রী [শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃতঃ]	৭।২৫০
৩১।	গোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৭।২৫২
৩২।	গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্—শ্রীশ্রীমৎ	১০।৩৬১
৩৩।	গৌরকিশোর-নমস্কার-দশকের অনুবাদ—শ্রীমৎ	১০।৩৬২
৩৪।	গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব	১।১০
৩৫।	গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত উৎসব তালিকা—শ্রী	১।৩৮
৩৬।	চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত	৫।১৯০
৩৭।	জগন্নাথাষ্টকম্—শ্রীশ্রীল	১২।৪৪১
৩৮।	ঠাকুর নরহরি [পদ্য]	৯।৩৩২
৩৯।	ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ—শ্রীল	৫।১৭০
৪০।	দয়িতদাসদশকম্—শ্রীশ্রী	৯।৩২১
৪১।	দয়িত-দাস-দশকের অনুবাদ—শ্রীশ্রী	৯।৩২৩
৪২।	দয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্—শ্রী	৬।২০১
৪৩।	দয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকের অনুবাদ—শ্রী	৬।২০৩
৪৪।	দামোদরাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৯।৩৪৫
৪৫।	দামোদরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৯।৩৪৫
৪৬।	দামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই একটী কথা—শ্রীশ্রী	৯।৩৪৪
৪৭।	দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা	৫।১৭৬
৪৮।	দীনের প্রার্থনা [পদ্য]	১১।৪২৫
৪৯।	দ্বারকাধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীউর্জ্জব্রত—শ্রীশ্রী	১।২৪
৫০।	ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৮
৫১।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমা—শ্রী	২।৬৯
৫২।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র—শ্রী [পরিক্রমা ও জন্মোৎসবপঞ্জীসহ]	২।৬৭-৬৮, ১২।৪৭৫-৭৬
৫৩।	নবদ্বীপের পুরাতত্ত্বগঞ্জ—শ্রীধাম [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১২।৪৪৩
৫৪।	নাড়া [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৮
৫৫।	নিত্যানন্দাভিন্নাঃ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাঃ—শ্রীশ্রী	৩।১০১
৫৬।	পতিতের অশ্রু [পদ্য]	৩।১০৭
৫৭।	পত্রিকা-প্রশস্তি	৪।১৫৫
৫৮।	পরিপ্রশ্নমূলক পত্রদ্বয়	১০।৪০০
৫৯।	পাঞ্চরাত্রিক অধিকার [শ্রীল প্রভুপাদ]	৮।২৮৩
৬০।	প্রকাশকের নিবেদন	১।৪০, ১২।৪৭৮
৬১।	প্রকৃত স্বজন [পদ্য]	৬।২১৫
৬২।	প্রচার-প্রসঙ্গ	১।৩৩, ৪।১৫৬
৬৩।	প্রতিকূল মতবাদ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২৪

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৬৪।	প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৮
৬৫।	প্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ—শ্রীশ্রী [সানুবাদঃ]	৪।১২১
৬৬।	প্রভুপাদপদ্মে নিবেদন—শ্রীল [পদ্য]	২।৬৬
৬৭।	প্রভুপাদাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৫।১৬১
৬৮।	প্রভুপাদাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৫।১৬২
৬৯।	প্রভুপাদের আরতি—শ্রীল [পদ্য]	১।২৩
৭০।	প্রভুপাদের পত্র—শ্রীল [স্ব-হস্ত-লিখিত পত্রের ব্লক]	১।৫
৭১।	প্রভুপাদের বিরহ—শ্রীল	১০।৩৯৭, ১১।৪১৯
৭২।	প্রভুপাদের বিরহ-গীতি [পদ্য]	১১।৪৩০
৭৩।	প্রভুপাদের সাক্ষর—শ্রীল [ব্লক]	১।১৭
৭৪।	প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত [শ্রীল প্রভুপাদ]	৬।২০৪
৭৫।	বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯।৩২৫
৭৬।	বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা	৯।৩৩৬
৭৭।	বর্ষশেষ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪৪২
৭৮।	বর্ষান্তে নিবেদন	১২।৪৫৭
৭৯।	বস্তু-নির্ণয়	৪।১৪৯
৮০।	বিরহ-মাঙ্গল্য	১।২
৮১।	বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস তালিকা	৯।৩৬০, ১০।৩৭৭, ১১।৪৪০, ১২।৪৭৭
৮২।	বেদান্ত দর্শন [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৯।৩২৮
৮৩।	বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজ	২।৫৮
৮৪।	বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৫
৮৫।	বোস সাহেবের পত্র ও প্রশ্ন	৩।১১৬
৮৬।	বোস-সাহেবের প্রশ্নের উত্তর [শ্রীযুত অভয়চরণ দে]	৫।১৮৬
৮৭।	বোস-সাহেবের প্রশ্নের উত্তর [শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ]	৬।২২২, ৮।৩০১, ৯।৩৫২, ১০।৩৮৩, ১১।৪৩১, ১২।৪৪৭
৮৮।	ব্যাসপূজা—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	১২।৪৭৪
৮৯।	ব্যাসপূজা উপলক্ষে বক্তৃতা—শ্রী	১।২১
৯০।	ব্যাসপূজার আহ্বান—শ্রীশ্রী	১।১৯
৯১।	ভক্তি-উচ্ছ্বাস [পদ্য—শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহোদয়ের বিজয়ে]	৯।৩৪৭
৯২।	ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [পদ্য—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে]	৮।২৯৮
৯৩।	ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	৬।২৩৫
৯৪।	ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্—শ্রীমদ্	১১।৪০১
৯৫।	ভক্তিবিনোদবিরহদশকের অনুবাদ—শ্রী	১১।৪০৩
৯৬।	ভক্তিমার্গ—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।৮৩
৯৭।	ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশক—শ্রীশ্রীমৎ [পদ্য]	১০।৩৭৮

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৯৮।	ভগবানের কথা	৩।১০৩, ৬।২২৯, ১১।৪৩৩, ১২।৪৫০
৯৯।	ভাগবত-গুরু-পরম্পরা—শ্রীশ্রী [সংস্কৃত]	২।৪১
১০০।	ভ্রম-সংশোধন	৮।৩২০, ১১।৪৩৮
১০১।	মধ্বমুনি চরিত—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ]	১০।৩৬৪, ১১।৪০৫
১০২।	মাননীয় চন্দ্র বাবুর পত্র	৮।৩১৯, ৯।৩৫৭
১০৩।	মাননীয় নারায়ণ বাবুর প্রশ্নাবলী	৬।২৪০
১০৪।	রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব-তালিকাসহ]	৪।১৫৯-৬০
১০৫।	রথযাত্রার তিথি-বিচার	৮।৩১১
১০৬।	রথযাত্রা সঙ্গীত	৮।৩০০
১০৭।	রথযাত্রা সম্বন্ধে দু'চারটী কথা	৮।৩১৫
১০৮।	শরণাগতি	৫।১৮০
১০৯।	শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য	২।৭৬, ৬।২৩৩
১১০।	শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত	২।৭৯, ৩।১২০
১১১।	শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য	১।২৯
১১২।	শ্রীগৌড়ীয়ের পুনরাবির্ভাব	৯।৩৩৪
১১৩।	সদাচার	৮।২৯৩
১১৪।	সদ্‌গুণ ও ভক্তি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৮।২৯১
১১৫।	সনাতন ধর্ম্ম	৩।১১৩
১১৬।	সনাতনাভিন্ন শ্রীগুরুদেব [পদ্য]	১২।৪৪৬
১১৭।	সমিতির বিশিষ্ট দাতৃবর্গ	১।৩৬
১১৮।	সরস্বতীগোস্বাম্যষ্টকম্—শ্রীল	৮।২৮১
১১৯।	সরস্বতী-গোস্বাম্যষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীল	৮।২৮২
১২০।	সাধু ও অসাধু	৬।২১১
১২১।	সাধুজনসঙ্গ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭০
১২২।	স্বধামে অতীন্দ্রিয় প্রভু	৫।১৯২
১২৩।	স্বাধীনতা	৯।৩৪১
১২৪।	স্মার্ত্ত "শ্রমণের" বিশ্বাসঘাতকতা	৮।৩০৭
১২৫।	হরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা—শ্রীশ্রী	১।১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম খণ্ড | গৌরপূর্ণিমা, ২৯ গোবিন্দ, ৪৬২ গৌরাব্দ | ১ম সংখ্যা
সোমবার, ফাল্গুন ১৩৫৫, ইং ১৪।৩।৪৯

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

শ্রীল-প্রভুপাদ-বন্দনা

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥

শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-বন্দনা

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-বন্দনা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীল-জগন্নাথ-বন্দনা

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু-বন্দনা

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

বিরহ-মাঙ্গল্য

আজ প্রচুর হর্ষ ও আনন্দের মধ্যে বিষাদ বেদনাই জাগিয়া উঠিতেছে। হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। সেই নিঃশ্বাস বায়ু বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত হইয়া শব্দে পরিণত হইয়াছে। সেই শব্দই ক্রন্দন। তাহার ভাষা অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট; কণ্ঠ রুদ্ধ ও গদগদ। তথাপি অবগুণ্ঠিতা বিরহ-বেদনা ব্যক্ত হইলেই কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে মনে করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ঠাকুর শ্রীল নরহরি

সেবাবিগ্রহ প্রভুর অদর্শনজনিত ক্লেশলাঞ্ছিত লেখনী আজ কম্পিতপদে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

যিনি সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে প্রিয়ত্বে পরাভূত করিয়া স্বেচ্ছায় অন্যের চিত্তে সমর্পণ করিতে সমর্থ, যিনি শ্রীহরির যাবতীয় গুণসমূহ সমাহরণ করিয়া নির্গুণ-ব্রহ্মবাদিগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্গুরুরূপে শ্রীচৈতন্যবাণী ও শ্রীব্যাসবাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরীধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি মাদৃশ বিষয়ী-ধুরন্ধর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পতিতাধমের কেশাকর্ষণ করিয়া স্বীয় পাদপঙ্কজধূলিসদৃশ করিয়াছিলেন, যিনি কারুণ্য-গুণে ঈশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই গুরুপাদপদ্ম পরমহংসকুলের আদর্শ মহাপুরুষ দৈন্যবশে জগতের নিকট আত্মস্বরূপ আচ্ছাদন করিতে গিয়া আপনাকে **"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর"** নামে পরিচয় দিয়াছেন—সংক্ষেপে বিশ্ববাসী তাঁহাকে **"শ্রীল প্রভুপাদ"** বলিয়াই সাদর সম্বোধন জ্ঞাপন করিতেন।

যাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় সমগ্র ভারত কেন সমগ্র বিশ্ব বিমোহিত হইয়াছে, যাঁহার দার্শনিক বিচার নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সুদূর পাশ্চাত্যের মহা-মনিষীবৃন্দ চমৎকৃত হইয়া পদানত হইয়াছেন, যাঁহার পরপক্ষনিরাশপর যুক্তিসমূহ বজ্রের ন্যায় কঠোর বলিয়া বিরোধী সম্প্রদায় সর্ব্বদাই ভয়ে আতঙ্কিত থাকিত, যাঁহার অচল অটল অধোক্ষজ সেবাসিদ্ধান্তসমূহ হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর নত করিয়াছে আজ তাঁহার আত্মগোপনজনিত বিরহ-ব্যথা বহু ব্যক্তিকে ব্যথিত করিয়াছে।

যাঁহার অপ্রাকৃত ললিতলাবণ্য মূর্ত্তি পার্থিব যাবতীয় সৌন্দর্য্যকে লজ্জিত করিয়াছে, যাঁহার হৃদয় সিদ্ধান্ত-বিরোধ খণ্ডনে পাষাণ অপেক্ষা কঠোর হইলেও যিনি কাহারও সামান্য সেবা-সৌষ্ঠব সন্দর্শন করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন, যিনি "অল্প সেবা বহু করি' মানে" বৈষ্ণবের এই মহান্ গুণের প্রধান প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ, যিনি আমাদের অতি অল্প সেবা দেখিয়া কতই না প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি আবার সামান্য ত্রুটী দেখিয়া প্রভূত হিতকথাপূর্ণ অমৃততুল্য গালি বর্ষণ করিয়াছেন। যিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভসেবক পরমপূজ্যপাদ **শ্রীমন্ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ** প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের যাবতীয় সেবাভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে ও মহানন্দে দূরাতিদূর

দেশে অবস্থান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই, {আজ তাঁহারা উভয়েই মাদৃশ ঘৃণিত পতিতাধমের সঙ্গ অত্যন্ত বিষবৎ মনে করিয়া এমন দেশে চলিয়া গেলেন যে তাঁহাদের সন্ধান পাওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।}

হে নরহরি দা, আপনি সকলের নিকট 'ঠাকুর মহাশয়' বলিয়া পরিচিত। আপনার সুমঙ্গল শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্রই আপনার সেবার নৈরন্তর্য্যের কথা সকলেরই স্মরণ পথে আসিয়া পড়ে। আপনি স্বয়ংই শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম শ্রীচৈতন্য মঠ-স্বরূপ। আপনার নিকট থাকিলে সর্ব্বদা মনে হইত আমরা শ্রীচৈতন্য মঠেই অবস্থান করিতেছি। আপনি অক্রোধ পরমানন্দ-স্বরূপে যে সেবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একমাত্র লক্ষ্য। আপনি আপনার অভীপ্সিত **শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সেবা** দর্শন করিয়া আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। {কোনও সময় অপরাধ করিলে আমাকে শাসন করুন।}

{আমার সেবার ত্রুটী দেখিয়া ভর্ৎসনা করিবার জন্য আদর্শ পুরুষের যেরূপ অভাব, আবার সামান্য সেবা-চেষ্টা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া উৎসাহ দিবার লোকেরও সেইরূপ অভাব।} হে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়! হে শ্রীল প্রভুপাদ! আপনারা উভয়ই আমার পরজীবনের একমাত্র কাণ্ডারী। আপনারা উন্নততম পরজগতে নিজ নিজ উন্নততম সেবানন্দে মগ্ন থাকিলেও মাদৃশ পতিতের কথা স্মরণ করিয়া প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন—প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন—প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাই আজ আপনাদের পাদসরোজে সকাতর প্রার্থনা।

হে শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি আপনার প্রিয়তম সংবাদপত্রগুলিকে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ হইতে পূর্ব্বাচার্য্যবর্গ আপনার নিকট যে সমস্ত সংবাদ মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিতেন তাহাই আপনার প্রিয় পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইত বলিয়া উহা বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ। আজ আপনি আমাদিগকে আপনার পরমোচ্চতম স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করুন, আমরা উহা প্রকাশ করিয়া আপনার "বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ" আখ্যার স্বার্থকতা সম্পাদন করি।

শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি দূর হইতে আমাদিগকে পত্রদ্বারা সম্বোধন করিয়া উপদেশ নির্দ্দেশ দান করিতেন। আজ তাহাই আমাদের একমাত্র স্মরণীয় আপনার নিজ লেখনীনিঃসৃত পত্রখানি আমাদের এই "শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার" জীবাতু হউন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীশ্রীকরকমলাঙ্কিত পত্রখানি পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। পরমমুক্তপুরুষের স্বহস্তলিখিত পত্র গৃহে সংরক্ষিত হইলে গৃহের যাবতীয় অমঙ্গল দূর হইবে। সুতরাং শ্রীপত্রিকার এই সংখ্যা সযত্নে রক্ষা করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শ্রীশ্রীগৌরহরিঃ শরণম্।

শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তন
২।৮।১৫

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ

আপনার ১১।৪।২২ তারিখের পত্রিকা পার্শ্বেল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিয়দংশ ও অন্যান্য ভক্তধামবাসীগণকে কিয়দংশ প্রদান করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আমি বিগত ২২ বর্ষ কাল কোনরূপে ফল প্রসাদ পাই নাই এবং অন্ন-মাংসাদি ব্যবহার করি না। আপনার ভবিষ্যত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। শ্রীমান্ মধুসূদনের পত্র পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা সরোজ-বাসিনীর পত্রও পাইয়াছি।

সজ্জন তোষণী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছেন। তাহাতে হরিকথা ব্যতীত অন্য বাজে কথা নাই। অনেক ভক্তপোষ্ট প্রবন্ধাদি তাহাতে সন্নিবিষ্ট থাকে, আপনারা উহা যথারীতি পাঠ করিতে পারেন। উহা পাঠ করিলে অন্য ধ্বনী ও কর্মীসঙ্গে কষ্ট পাইতে হয় না। আশাকরি আপনার ভজনকুশল। নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীবিমলপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণবই শুদ্ধ শাক্ত

শক্তি ও শক্তিমানের একত্র উপাসনাই কর্ত্তব্য

ব্যবহারিক জগতে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বহুকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

পৌরাণিক ঐতিহ্যেও তাহা স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব রাজা চন্দ্রহাসের বিবরণে আমরা তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সুষ্ঠুবিচারে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু একজন অনন্ত শক্তির ও অন্যতর একল শক্তিমানের উপাসক। শক্তির উপাসক, শক্তিমানের সেবক না হইয়া থাকিতে পারে না, আর শক্তিমানের সেবক সশক্তিক ভগবানের উপাসক, তাঁহার উপাস্য তত্ত্ব নিঃশক্তিক নহেন। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই সিদ্ধান্তে শক্তিশূন্য শক্তিমান্ উপাসিত হইতে পারেন না, অথবা শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপেও শক্তির উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং, নির্ম্মল সেবাধর্ম্মে অধিষ্ঠিত শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি? কিন্তু যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নির্ম্মল সেবা-বুদ্ধির ব্যত্যয় অর্থাৎ ভোগবুদ্ধির অভ্যুদয়।

গুণজাত উপাসনা অনিত্য

গুণজাত বৃত্তি যখনই জীবকে অধিকার করিতেছে, তখনই সেবা-বৃত্তির হ্রাস বা লোপ সংসাধন পূর্ব্বক তাহার শক্তিমান্‌সহ শক্তির সেবা অন্তর্হিত করাইয়া ভোগেরই আবাহন করায়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থলে রজস্তম আসিয়া লোককে ভোগে প্রবৃত্ত করাইয়া ফেলে। এই অবস্থায় যে ধর্ম্ম তাহা নিত্য ধর্ম্ম নহে, সৌভাগ্যক্রমে ভোগপ্রবৃত্তি ও গুণাধিকার প্রশমিত হইলেই ঐ তাৎকালিক ধর্ম্মের আর অধিকার থাকে না। তখন জীব বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ম্মল সেবাই তাঁহার বৃত্তি বলিয়া নিত্য ভগবদ্দাস অভিমান করিবেন। এক্ষণে কোন কোন স্থলে ঐ রজস্তমোধিকৃত ভোগীর ধর্ম্মকেই বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এরূপস্থলে যে যে উপাসনায় যথার্থ সেবা বুদ্ধি নাই তৎতন্মূলে স্ব স্ব জাগতিক সুখ-চেষ্টা বিরাজিত।

গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণশাক্ত

ধন, যশ, শত্রুনাশ, লোকবল প্রভৃতি লাভের জন্যই প্রজারঞ্জনাদির প্রয়োজন। লক্ষ্মী, কাত্যায়নী প্রভৃতি শক্তিকে অধিকারিক দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট এ পৃথিবীতে থাকা কালে সুবিধার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলি প্রার্থনাই আমাদের সকাম কৃত্য হইয়া পড়ে, তখনই গৌণ বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের যজন। সুতরাং মূলে নিষ্কাম শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রভেদ না থাকিলেও আমরা গুণগত বৃত্তি লইয়া কামনামূলে সত্য হইতে উভয়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন,

তাঁহাদের সকলেই যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর নিষ্কাম সেবক, তাহা নহে, অনেকেই ভোগমার্গের বৈষ্ণব ও শাক্ত। যেখানে বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুশক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে ঐ জাগতিক শুভ প্রার্থনার প্রশ্রয় আছে, সেখানে নির্ম্মল সেবা, ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও এবং বৈষ্ণব চিহ্নে চিহ্নিত থাকিলেও এরূপ বিষ্ণুপাসকের গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণ শাক্ত ভিন্ন অন্য পরিচয় নাই।

শক্তিমান ব্যতীত কেবল শক্তির কর্ত্তৃত্ব বেদ বিরুদ্ধ

স্বীয় ভোগোপকরণ-সংগ্রহ জন্য বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কেননা ভোগময় জগতে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই শক্তিসঞ্জাত। তাই, ভোগাধিকৃত বুদ্ধি শক্তিমান্ বৈকুণ্ঠের দর্শনে অসমর্থ হইয়া ভোগময়ী মায়া-শক্তিকেই চিনিতে পারে, শক্তিমানের সংবাদ রাখে না। তাহাতেই বিরোধের সৃষ্টি। নচেৎ, যদি তটস্থ হইয়া বিচার করা যায় যে, শক্তির স্বতন্ত্রাধিষ্ঠান সম্ভবপর কিনা, তখন বেদানুগত হইয়া আমরা দেখিতে পাই, ভগবদন্তরালেই শক্তি আছেন। যেখানে শক্তিমান্ ছাড়িয়া পূর্ব্বে শক্তি ও পরে শক্তিমান্, তাহা বেদ বিরুদ্ধ কপিলমতানুবর্ত্তিতা। তাহারা প্রকৃতিকেই কর্ত্রী করিলেও বেদে তাহার স্বীকার নাই।

শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তির আশ্রয় অসম্ভব

ব্রাহ্মণ, যাঁহার বেদই একমাত্র অবলম্বনীয়, সুষ্ঠুবিচারে শক্তিমান্ অস্বীকার করিয়া শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ শক্তিকে কেবল অচিৎ বলা হয় না। শক্তি তদীয় তত্ত্ব। তদ্বস্তু বা তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্ব স্বীকার না করিলে তিনি শুদ্ধ শাক্ত হইতে পারেন না। কেননা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণাবলম্বী, তিনি কিরূপে সত্ত্ব পরিহার করিয়া রজস্তমের অধীন হইবেন? বরং তিনি ক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নির্গুণতা অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমশঃ যথার্থ বৈষ্ণব হইবেন। তিনি স্বয়ং নিত্য ভোগ্য-তত্ত্ব বা শক্তি, সুতরাং তাঁহার কিছুমাত্র ভোগ প্রবণতা থাকিবে না, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ সেবারূপ নিত্যস্বরূপ ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন জড়ভোগার্থে কৃত উপাসনাদিকে তাঁহার আর ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইবে না, তিনি ভক্তি বলিয়া ভুক্তি স্বীকার করিবেন না ও ভুক্তিমূলা প্রার্থনাকে ভক্তির সহিত অভিন্ন ভাবিবেন না।

ভোক্তা ভক্ত নহে

মায়ের কাছে আব্দার করিয়া, যত পারা যায়, আদায় করিবার যত্নকে মাতৃ-

ভক্তি বলা যায় কি? "কারও দুধে চিনি, আমার শাকে বালি" এই ক্ষোভকে যদি ভক্তি বলা যায়, তাহা হইলে জগতে ভক্তের অভাব থাকিত না, আর ভক্ত এত আদরণীয় তত্ত্ব হইত না। নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাবণও মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তনামে অভিহিত হয়েন নাই।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ মহারাজে পার্থক্য

ধ্রুব মহারাজের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বৈষ্ণবানুমোদিত ছিল না, যেহেতু তিনি রাজ্যলোভে ও দুঃখ নিরাকরণমানসে পদ্মপলাশলোচন হরির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। পরে সৌভাগ্যবলে দেবর্ষি নারদের পাদাশ্রয়ে সাধুসঙ্গক্রমে তাঁহার সে দুর্ব্বুদ্ধি দূরিভূত হয়, তখনই তিনি ভক্তাগ্রগণ্য হইলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে কদাপি এরূপ ভোগপ্রবণ, সেবারহিত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের আবাহন দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বৈষ্ণব ও শাক্তের শিবপূজা

সময়ে সময়ে ভোগপর বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্তগণকে শৈবধর্ম্মযাজী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁহারা মোক্ষসাধন-তৎপর হ'ন, তখন তাঁহারা শাঙ্কর শৈবগণের পথ অবলম্বন করেন। যখন তাঁহারা মায়ের নিকট আব্দার করেন, "এ সংসার-গারদে আর আমি থাকিতে পারি না, আমার এ গারদ হইতে উদ্ধার কর," অর্থাৎ যখন ভোগ করিয়া দেখে, অবিমিশ্র সুখভোগ ঘটে না, তৎসহ দুঃখ ভোগ মিশ্রিত, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকল্পে মোক্ষচেষ্টা প্রবল হয়। আমরা অজ্ঞতাক্রমে উহাকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিয়া লই, কিন্তু ঐরূপ মোক্ষ-প্রবৃত্তিতে শুদ্ধা ভক্তির স্থান নাই, তাহাও তাৎকালিক কার্য্যসিদ্ধির জন্য আধিকারিক দেবতার উপাসনা মাত্র।

নির্ম্মলা ভক্তির লক্ষণ

নির্ম্মলা ভক্তি ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-দুষ্ট নহে। নির্ম্মল বৈষ্ণব বা বিষ্ণুশক্তির আশ্রিতগণ শুদ্ধভক্তি-যাজী। এই সকল বিচার করিলে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ থাকিতে পারে না। যাঁহার যেরূপ প্রাপ্য, তিনি তদ্রূপ ভজন করিবেন, তাহাতে বিবাদের স্থল কোথায়?

—শ্রীল প্রভুপাদ

গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয়দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম

অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ন্যায্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী জীবন যাপনের বৃত্তি। রাজ্য-পালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা—ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করতঃ প্রাণ রক্ষা করার নাম ধর্ম্ম।

রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ শূদ্র যোগ্য রাজকার্য্য ও ক্ষত্র যোগ্য রাজকার্য্য। কার্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমনপূর্ব্বক লেখাপড়া দ্বারা রাজ্যশাসন কার্য্যে যাঁহারা রাজসেবা করেন তাঁহাদের ক্ষাত্রবৃত্তি। এই সকল রাজসেবকদিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করাই উচিৎ। গোপনে অর্থ সংগ্রহ করাটা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুই প্রকার—রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া লওয়া এক প্রকার চৌর্য্য। নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যসূত্রে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন;—

রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-৯।৯০

যে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য অত-এব অবৈষ্ণব। এই পাপ ক্রিয়া তাঁহারা সত্বর পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা যতদূর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিৎ।

যাঁহারা রাজার নিকট নিয়মিত অর্থ দান চুক্তি করিয়া বিষয় ভোগ করেন তাঁহারা রাজার মূল ধন দিয়া যাহা পান তাহাই তাহদের সদ্বৃত্তি প্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন;—

ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মেকর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিও যাতে দুই লোক যায়।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-৯।১৪২-৪৪

যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বর্ত্ত ধন

পান তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্যমাংস ভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকর্দ্দমা ইত্যাদিতে ব্যয়, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উদ্বর্ত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি সেবা, দুঃখী লোককে অন্নদান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্যদান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা আর একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত সেবাতে হইয়া থাকে। এ বৎসর যে সব ধনী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ভগবৎসেবার উদ্দেশে অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের তুল্য সদ্বৈষ্ণব আর কে আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈনন্দিন সেবা সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের উদ্বর্ত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। মহাত্মাগণ আনন্দের সহিত সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ও হইবেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার কৃত বেদান্ত-ভাষ্য—শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়। তাঁহার ভাষ্যই তাঁহাকে চারি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি চারি সৎসম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিও আচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণের ত' কথাই নাই প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

সৎ ও অসৎ সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ ব্যাস তাঁহার স্বরচিত পদ্মপুরাণ শাস্ত্রে লিখিয়াছেন;—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" অর্থাৎ সম্প্রদায়বিহীন যে সমস্ত মন্ত্র বর্ত্তমান যুগে পরিদৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদয়ই ফলপ্রদ নহে। এইস্থলে মন্ত্র শব্দের দ্বারা প্রণব ও স্বাহাপুটিত দীক্ষামন্ত্র অথবা তদনুকূল শিক্ষাসমূহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা নাই। বর্ত্তমান যুগে যে সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিৎ চিন্তা প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সহিত শাস্ত্রোক্ত সাম্প্রদায়িকতার

প্রচুর পার্থক্য আছে। একপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা লোককে অধঃপাতিত করে, অন্যপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বোত্তম স্থানে সমাসীন করায়। যাহারা সৎ সম্প্রদায় স্বীকার করিতে অক্ষম তাহারা সৎ সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া অসৎ সম্প্রদায়ের প্রশ্রয় দিতেছেন। এইরূপ অসৎ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে বহু প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও প্রত্যেকে অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য এক একটী সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছেন। এই প্রকার অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়সমূহের গণ্ডিগুলি যতই উৎসাদিত হইবে ততই জগতের মঙ্গল।

গলতাগাদীতে সৎ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা

সৎ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে প্রকৃত সৎ সম্প্রদায় তাহা গলতার গাদীতে স্থাপন করেন। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহার মূল-পুরুষ শ্রীবলদেবের বিচার-বিজয়-বৈজয়ন্তী-ক্ষেত্র জয়পুরের নিকটবর্ত্তী গলতা পাহাড় শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমাকালে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে প্রদর্শন করাইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

এই গলতা পাহাড়েই তিনি রামানন্দী, শাঙ্কর, শৈব প্রভৃতি বহু ধর্ম্মযাজী পণ্ডিতগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা স্থাপন করেন। বিচারে পরাস্ত হইয়া ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকগণ পদ্মপুরাণের উক্ত প্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রোক্ত কোন সম্প্রদায় স্বীকার না করায় বলদেবের প্রদর্শিত বিচারযুক্তি যতই অকাট্য হউক না কেন উহা নিষ্ফল বলিয়া গণ্য হইবে। আচার্য্য বলদেব তাঁহাদের এই উক্তির নিষ্ফলতা প্রদর্শনকল্পে কয়েকদিনের মধ্যে বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। এই সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বলদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে বহু ইতিহাস প্রচলিত আছে। আমরা শ্রীবলদেবের দাসসূত্রে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত

শ্রীবলদেবই সেই সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ব্যাসোক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রহ্ম-মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বলদেবের এই বিচারের পূর্ব্বেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্ব-

সম্প্রদায়ের একটী শাখাস্বরূপ বিবেচিত হইত। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুই মধ্ব-সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য শ্রীশ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে আচার্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছেন যে তাঁহারা সকলেই মধ্বসম্প্রদায়-ভুক্ত। আচার্য্য বলদেব আমাদিগকে যে গুরুপরম্পরা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রদর্শিত পরম্পরা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আলোচনা করিলেও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিম্নে বলদেব-প্রদর্শিত শ্রীগুরু-পরম্পরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।

—প্রমেয় রত্নাবলী।

শ্রীবলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেবের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা বলা বাহুল্য। বলদেবের আচার বিচার ও ভজন-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেহেতু বলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব। তাঁহার রূপানুগত্ব তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচারিত আছে। যাঁহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও বৈষ্ণব অপরাধী। এমন কি তাঁহারা সম্প্রদায়-অনুগত গুরুপরম্পরায় গুর্ব্বানুগত্য ত্যাগ করিয়া শ্রীবলদেবের নাম উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। এরূপ অসৎ সম্প্রদায়কে 'কর্ত্তাভজা,' 'কিশোরী-ভজা' বা 'ভজন-খাজা' সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব কাল

শ্রীল বলদেবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সুস্থির সিদ্ধান্তে আমরা এখনও উপনীত হইতে পারি নাই। তবে শ্রীল রূপগোস্বামীর সঙ্কলিত স্তবাবলীর টীকা প্রনয়ণের

কাল নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং ১৬৮৬ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় বর্ত্তমান সময়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভৌম জগতে প্রকট ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য বলদেব তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। বলদেবের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপরম্পরা প্রদর্শনকালে আমরা এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীবলদেবের জাতি ও জন্মভূমি

শ্রীবলদেব গৌড়দেশ অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের উপকণ্ঠে উৎকল দেশে বালেশ্বর জেলার উপরিভাগের অন্তর্গত রেমুণার নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উৎকল দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও বলদেব কোন দিনই কোন প্রকার প্রাদেশিকতার কালিমার প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রৌক্র-বৈশ্যকুলে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে কেহ বৈশ্য বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি কৃষিজীবি খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং বহু শ্রৌক্র-ব্রাহ্মণ তাঁহার পদাবলেহন করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহই ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন ;—

যেতে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীগীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" অর্থাৎ গুণ এবং কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলদেব নিজে আচরণ করিয়া এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার বর্ণের মধ্যে অনেকেই আজও উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীবলদেব দৈববর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম আদর্শ

শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা জানাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—'যে সকল মতিচ্ছন্ন শৌক্রকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণব্রুব "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" —এই স্মৃতি-

বাক্য গোপন করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণব্রুব'-সংজ্ঞায় প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ-ব্রুবেতর কুলে বৈষ্ণবাচার্য্যের জন্ম-গ্রহণ, বিদ্যাভূষণাদি সংজ্ঞা-গ্রহণ বা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্ভব নহে। তাঁহাদের ঐতিহ্যজ্ঞানের দরিদ্রতা নিতান্ত শোচনীয়া। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই এই কল্পিত যুক্তির বিভঞ্জনকারী। বৃত্ত ব্রাহ্মণ হইতেই শৌক্র ব্রাহ্মণকুল উদ্ভূত হইয়া মন্বাদি-প্রচলিত স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গীতাশাস্ত্র এই সকল মতবাদের বিরোধী বৃত্তবর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ গোস্বামি-গ্রন্থ, আগম-প্রামাণ্য ও নারদাদি পঞ্চরাত্র, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি পদ্ধতি-গ্রন্থের আলোচনাভাবে বঙ্গীয় স্মার্ত্তকুল শ্রৌত-পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যকুল বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদীর তর্কপথকুঞ্জরদন্ত ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। শ্রৌতপন্থা ভক্তিপথেরই নামান্তর। তর্কপন্থা বহির্ম্মুখ নাস্তিক সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত।'

শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও একাকারত্ব এক নহে

তর্কপথের পথিকগণ সুবিধাবাদী। তাঁহারা স্ব স্ব বংশ-মর্য্যাদার অযথা বহুমানন করিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদার-নীতি অনুসারে সমাজ সংগঠিত হইলে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সমাজ আপন আপন শৌক্র-পারম্পর্য্য অবলম্বন করিয়া যে বংশ মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকারকগণের অভিপ্রেত নহে। বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিকগণও ইহার উন্মাদনকল্পে বদ্ধবান্ হইতেছেন। প্রকৃত শাস্ত্রানুগত সমাজ সংগঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অশাস্ত্রীয় উচ্ছৃঙ্খল একাকারত্ব জগতের মঙ্গল আনয়ন করিবে না। আমরা এসম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা

ভাষ্যকারের গুরুপরম্পরা বিচার করিলে আমরা যে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করি তাহা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি,—তিনি প্রথমতঃ বিরক্তশিরোমণি পিতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে রাধাদামোদর দাস নামক একজন কান্যকুব্জবাসী শৌক্র ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। শ্রীরাধা-দামোদর বেদান্ত স্যমন্তকের লেখক এবং রসিকানন্দ মুরারীর পৌত্র। তিনি অপর একজন

কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ শ্রীনয়নানন্দ দেব গোস্বামীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রসিকানন্দ প্রভু ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্বপুরুষ। রসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য। পূর্ব্বে যে নয়নানন্দ দেব গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছি তিনি রসিকানন্দ প্রভুর পুত্র। শ্যামানন্দের গুরু গৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আচার্য্য হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য হইলেও পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপপাদের শিষ্য এবং রূপপাদ শ্রীসনাতনের শিষ্য। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সহচর।

ভাষ্যকারের শিষ্যপরম্পরা

শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরার উল্লেখ করিলাম। উদ্ধবদাস, কোথাও বা উদ্ধরদাস নামে ভাষ্যকারের শিষ্যরূপে উল্লেখ দেখা যায়। কাহারও মতে উঁহারা পৃথক্ ব্যক্তি। সে যাহাই হউক না কেন, উদ্ধবদাসের শ্রীমধুসূদন দাস নামে এক শিষ্য ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ তাঁহারই শিষ্য। যিনি সিদ্ধ জগন্নাথ দাস নামে কিছুদিন পূর্ব্বে মাথুরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভাগবত-পারম্পর্য্যমতে ভজন শিক্ষায় গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রকাশ করেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ভজন-গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে দীক্ষামন্ত্রাদি প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন। এই পারম্পর্য্য যাঁহারা স্বীকার করিতে অক্ষম তাঁহারা তোতারাম বাবাজী মহারাজের উল্লিখিত তের অপসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত অথবা চতুর্দ্দশম সম্প্রদায়ের উৎপত্তিকর্ত্তা।

পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ও ভাগবত-পারম্পর্য্য

উল্লিখিত গুরুপরম্পরা হইতে আমরা দেখিতেছি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত। আচার্য্য শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করায় এবং শ্রীজীব একান্ত রূপানুগ বিধায় শ্রীবলদেবও রূপানুগ বৈষ্ণব। যাঁহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ মনে না করিয়া

শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত বলিয়া উন্নত-উজ্জ্বল রসের পরমোচ্চতম সেবাভাগের অধিকারী নহেন বলিয়া মনে করেন তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও অপরাধী। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীরাধাদামোদর দাসের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক-পারম্পর্য্য ব্যতীত ভাগবত পারম্পর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। ভাগবত-পারম্পর্য্য ভজন-নিষ্ঠার তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাগবত পারম্পর্য্যে পাঞ্চরাত্রিক পারম্পর্য্য অনুস্যূত থাকে বলিয়া ভাগবত-পারম্পর্য্যেরই মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। ইহাতে কালগত ব্যবধান থাকে না। শুদ্ধ-ভক্তির বিচারে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত সম্প্রদায় উভয় মতই, একার্থ-প্রতিপাদক'। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—'পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।'—(মধ্য—১৯।১১৯)। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় যেরূপ 'শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত জন' পরিচয় দিয়া আচার্য্য শ্রীজীবের চরণে অপরাধরাশি সঞ্চয় করেন, অধুনাতন জাতি-গোস্বামীকুলের উচ্ছিষ্টভোজী কতিপয় সহজিয়া 'কর্ত্তাভজা', 'কিশোরীভজা' ও ভজন-খাজা' সম্প্রদায় চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুগত অভিমানে ভাষ্যকার শ্রীবলদেবের প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত ঘৃণীত নরকগামী হইয়া থাকেন।

শ্রীবলদেবের গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীবলদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ব্যতীত বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও টীকাকর্ত্তা। তিনি প্রেমেয় রত্নাবলী নামে একখানি সল্লায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে প্রভূত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের জনৈক শিষ্য কৃষ্ণদেব এই গ্রন্থের একটী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। বেদান্তাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহার নাম 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য'। স্বয়ং গোবিন্দদেব তাঁহাকে এই ভাষ্য রচনা করিতে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই ভাষ্যের নাম 'গোবিন্দভাষ্য'। যে কালে রামানুজীয় মতাবলম্বিগণ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির অধিকারপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়গণের বৈষ্ণবাধিকার খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীবলদেবই শ্রীচক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৃন্দাবনবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণের অনুমতিক্রমে জয়পুরে গিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত গোবিন্দভাষ্যের বিচারের দ্বারা পরাজিত করেন। সেই জয়পুরেই গোবিন্দদেবের নির্দ্দেশানুসারে গোবিন্দভাষ্য রচিত হয়। এই ভাষ্যের একটী টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সিদ্ধান্ত রত্ন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের অপর

নাম ভাষ্যপীঠক। ইহারও একটা টীকা তাঁহার নিজেরই রচিত। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য কৌমুদী নামে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ নির্ণয়-সাগর যন্ত্রে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত ব্যাকরণ কৌমুদী নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত না হইয়া বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ ঘেরায় রহিয়াছে। বলদেব তত্ত্বসন্দর্ভের একটী টীকা রচনা করিয়া প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত দশখানি উপনিষদ্-ভাষ্যের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও ঈশাবাস্যের ভাষ্য কয়েকটী সংস্করণ বৈষ্ণব-করকমল বিভূষিত করিতেছে। সিদ্ধান্ত দর্পণ, কাব্য-কৌস্তুভ নামক গ্রন্থসমূহ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। ভাষ্যকার গোপালতাপনী-ভাষ্য, কৃষ্ণানন্দিনী টীকা, ছন্দকৌস্তুভ, লঘুভাগবতামৃতের টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটী টীকাও প্রচারিত ছিল। জয়দেবের চন্দ্রালোক নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা ও শ্রীরূপের নাটকচন্দ্রিকার টীকা তিনি রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতে অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষ্যকারের রচিত গ্রন্থের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদান করিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইতেছি। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যে রূপানুগ রসিকভক্ত ছিলেন, আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে আলোচনা করিয়া ক্রমশঃ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিব।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেবের অভিন্ন বিগ্রহ

শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষর

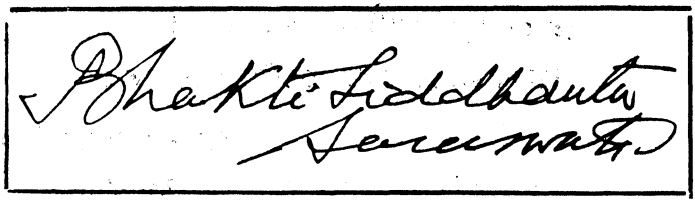

শ্রীগুরুদেব

অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের বিবিধ বিলাস।
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
ভেদাভেদ পরিচয় নিত্য দোঁহাসনে।
শক্তি শক্তিমান্ বলি সাধুজন জানে॥
গুরু ভোক্তা কভু নহে আশ্রয় ভগবান।
বিষয় বিগ্রহ পূজ্য তাঁহারই সমান॥
ভগবানে প্রীতিদান তাঁর নিত্যধর্ম্ম।
জীব উদ্ধারণ লীলা আর এক কর্ম্ম॥
জীব পরিত্রাণ পায় তাঁহার শরণে।
ভগবদ্ কৃপা নহে গুরু কৃপা বিনে॥
জানিয়া শুনিয়া যেবা গুরু নাহি ভজে।
কৃষ্ণকৃপা দূরে রহু রৌরবে পড়ি মজে॥
দাম্ভিক বলিয়া কৃষ্ণ তারে না দেখয়।
দীন জনে কৃপা তার বহুত আছয়॥
কৃষ্ণের পূজায় কৃষ্ণ যত প্রীত হন।
ততোধিক তুষ্ট করে শ্রীগুরু সেবন।
ভবসিন্ধু কর্ণধার গুরুপাদপদ্ম।
পরম কল্যাণখনি ভকতির সদ্ম॥
অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু প্রেমের মূরতি।
সেবকেতে স্নেহময় জনক যেমতি॥
সকল বৈষ্ণব মোরে হউন পরসন্ন।
গুরু পাদপদ্ম সেবি হই যেন ধন্য॥
হে গুরো করুণাসিন্ধো অনাথের নাথ।
তোমার চরণে মোর কোটী প্রণিপাত॥

—শ্রীরাধানাথ দাস অধিকারী
সহঃ সম্পাদক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,**

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেলা হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
২১শে মাঘ, ১৩৫৫ সাল।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৫, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯, শুক্রবার, ব্যাসাভিন্ন জগৎগুরু ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত মঠে আগামী ৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত **পূজাপঞ্চক** অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক এবং **তত্ত্বপঞ্চকের পূজা** ও হোম প্রভৃতি বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, বক্তৃতা, স্তবপাঠ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসংশন ও অঞ্জলিপ্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজাপঞ্চকাদি, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা, সন্ধ্যার পর প্রসাদসেবা। শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা

পূজাপঞ্চকের অনুষ্ঠান

পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় এবৎসরও নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত **৪ঠা ফাল্গুন** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহোদয় স্বয়ং ব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত থাকিয়া স্মৃতির বিধান অনুযায়ী পূজাপঞ্চকাদির যথারীতি শুদ্ধ হৃদয়ে অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ঐকান্তিক সেবকগণের পক্ষে কেবলমাত্র তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোমাদি করিলেই চলিতে পারে; কিন্তু তত্ত্বপঞ্চকের পূজার সহায়ক-রূপেই বৈষ্ণবগণ পূজাপঞ্চকের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং **ব্যাসপূজায় পূজাপঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চক উভয়েরই পূজা** স্বয়ং সভাপতি-মহারাজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

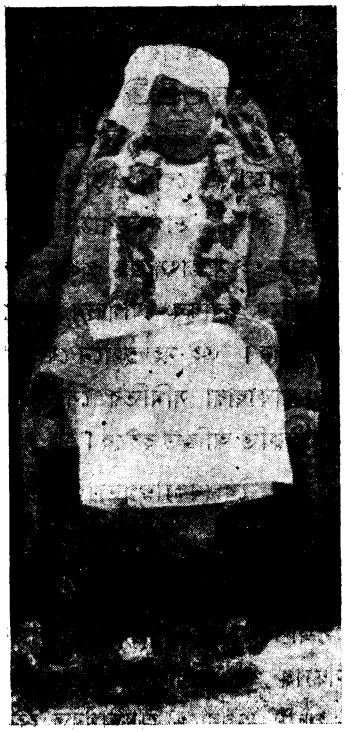

অভিনন্দন পাঠ

দ্বিতীয় দিবস **৫ই ফাল্গুন** হিন্দী ভাষায় ২টী ও বাংলাভাষায় গদ্য ও পদ্যে ৮টী অভিনন্দন আলোচিত হয় ও হরিকথা কীর্ত্তন হয়। পত্রিকার এই সংখ্যায় স্থানাভাবহেতু উহা প্রকাশিত হইল না। সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

অঞ্জলি প্রদান

৬ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব দিবসে ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিচিত্র বসনের দ্বারা ও নানাপ্রকার সুশোভিত পুষ্পমাল্য দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। অঞ্জলি প্রদানের পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুত দীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী 'শ্রীল প্রভুপাদ-দশকম্' অর্থাৎ 'শ্রীসুজনার্ব্বুদ' স্তোত্র, তৎপরে 'গুর্ব্বষ্টক'—'সংসারদাবানললীঢ়', 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'গুরুপরম্পরা'—

"শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষি" এবং পরে পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীহরিসাধন ব্রজবাসী শ্রীল প্রভুপাদের আরতি করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ একনিষ্ঠ সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভুর আনুগত্যে সকলে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলেই জগদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজ শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় আলোচনা করিবেন বলিয়া নিবেদন জানাইলে শ্রোতৃমণ্ডলী সকলে প্রসাদ সেবনান্তে যথাসময়ে সভাস্থলে পুনরায় উপস্থিত হন।

শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে বক্তৃতা

সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়" এই গীতিটি উক্ত ব্রহ্মচারীজী অতি সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি মহারাজ বক্তৃতামুখে শ্রোতৃমণ্ডলীকে যাহা পরিবেশন করিয়াছেন সংক্ষেপে নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদই ব্যাসপূজার প্রবর্ত্তক

প্রতি বৎসরই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এতদ্‌প্রসঙ্গে বহু কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন করা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই বঙ্গদেশে এই ব্যাসপূজার প্রবর্ত্তনকর্ত্তা। শুধু বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতেই বিশুদ্ধ ব্যাসপূজা তাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা শ্রীবাস অঙ্গনে এই ব্যাসপূজার প্রথম অধিবেশন করিলেও উহার আচার-বিচার-পদ্ধতি তাঁহাদের পরবর্ত্তীকালে লোকসমাজে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

শাঙ্করসম্প্রদায়ে ব্যাসপূজার ভাণ বর্ত্তমান

ব্যাসানুগত্যই জীবের পক্ষে মঙ্গলের আকর। ইহা জগৎজীবকে জানানই ব্যাসপূজার প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় থাকিলেও সকলেই ব্যাসানুগত নহে। শাঙ্কর সম্প্রদায় জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্যাসপূজা করিয়া থাকিলেও তাহা ব্যাসপূজা নহে—ব্যাসপূজার ভাণমাত্র। যাহাকে পূজা করিতে হয় তিনি ভ্রান্ত এরূপ বিচার যাহাদের—তাহাদের পক্ষে ব্যাসপূজা বিড়ম্বনা-বিশেষ। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণে ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আচার্য্য

শঙ্করের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ৭।১২১)। এই শ্রেণীর সম্প্রদায়ের পক্ষে ব্যাসপূজা প্রকৃত ব্যাস পূজা নহে। সুতরাং সমগ্র ভারতে শ্রীল প্রভুপাদই প্রকৃত ব্যাস পূজার প্রবর্ত্তন কর্ত্তা।

অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ব্যাসানুগত্যের অভাব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে ভারতে ধর্ম্মচিন্তাস্রোতের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। সকল প্রদেশেই ধার্ম্মিক মনিষীবৃন্দের ইতিহাস পাওয়া যায়। পশ্চিমদেশে ভক্ত তুলসীদাস, পাঞ্জাবে গুরু নানক, উড়িষ্যায় অতিবাড়ী জগন্নাথ, আসামে হঙ্করদেব বা শঙ্করদেব ও বাংলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীবৃন্দাবন দাস ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মনিষী বৃন্দের প্রকরণ গ্রন্থগুলি বর্ত্তমানযুগে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্ম্ম চিন্তাস্রোত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। সকলেই অল্পবিস্তর ব্যাসের রচিত ও সঙ্কলিত শাস্ত্রাদিকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তুলসীদাসের রামায়ণ, পাঞ্জাবে গুরুনানকের গ্রন্থসাহেব, উড়িষ্যায় জগন্নাথ দাসের ভাবগত, আসামে শঙ্করদেবের কীর্ত্তনঘোষা প্রভৃতি প্রকরণ-গ্রন্থসমূহ প্রচারিত হইবার পর সকলেই ব্যাসের মূল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রকরণ গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু বাংলাদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থসমূহ ব্যাসানুগত্যে রচিত হইলেও গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মযাজী সকলেই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের শিক্ষাকে হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্থান দিয়াও ব্যাসের আনুগত্য পরিত্যাগ করেন নাই। **বেদব্যাস-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র জীবাতু।** শ্রীমন্মহাপ্রভুই ব্যাসানুগত্য শিক্ষার মূল পুরুষোত্তম। তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদই তাহার উদ্ধার করিয়া জগতের সমক্ষে ব্যাসানুগত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আজ তাঁহার আবির্ভাব দিবসে চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

[সভাপতি মহারাজের উল্লিখিত অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লেখ্যা-অর্চ্চা-মূর্ত্তির সন্ধ্যা-আরতি করা হয়। আরতিকালে যে গীতিটী কীর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য মুদ্রিত হইল।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল-প্রভুপাদের আরতি

জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি।
যোগমায়াপুর নিত্য সেবাদানকারী॥
সর্ব্বত্র প্রচার ধূপ সৌরভ মনোহর।
বদ্ধ মুক্ত অলিকুল মুগ্ধ চরাচর॥
ভকতি সিদ্ধান্ত দীপ জ্বালিলা জগতে।
পঞ্চরস-সেবা-শিখা প্রদীপ্ত তাহাতে॥
পঞ্চ মহাদীপ যথা পঞ্চ মহাজ্যোতিঃ।
ত্রিলোক-তিমির নাশে অবিদ্যা দুর্ম্মতি॥
ভকতিবিনোদধারা জল-শঙ্খ-ধার।
নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাজে সর্ব্বকাল।
বৃহৎ মৃদঙ্গবাদ্য পরম রসাল॥
বিশাল ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল।
গলদেশে তুলসীমালা করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর।
তপ্ত-কাঞ্চন-বরণ পরম সুন্দর॥
ললিত লাবণ্য মুখে স্নেহভরা হাসি।
অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে নিত্য পূর্ণশশী॥
যতিধর্ম্মে পরিধানে অরুণ-বসন।
মুক্ত হৈল মেঘাবৃত গৌড়ীয় গগন॥
ভকতি কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত।
সৌন্দর্য্যে সৌরভে তার বিশ্ব বিমোহিত॥
সেবাদর্শে নরহরি চামর ঢুলায়।
কেশব অতি অভাগা নিরাজন গায়॥

শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীউর্জ্জব্রত

(১) শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ বিগত কার্ত্তিক মাসে দেশবাসীকে শ্রীউর্জ্জব্রত-পালন-মুখে শ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা এবং অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট তীর্থস্থান সন্দর্শনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন ২৫০ আড়াইশত ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয় ও মহিলাগণ এতদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া নিত্যমঙ্গল অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা বিগত ২রা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর তারিখে হাওড়া ষ্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে ২ খানি বগি রিজার্ভ করিয়া যাত্রা করেন।

(২) দ্বারকা **পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য** এই যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে একটী সুসজ্জিত শিবিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সমিতির সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ ইহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহাতে যাবতীয় দর্শক মণ্ডলীর চিত্ত প্রচুর পরিমানে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরিক্রমাকারিগণ মৃদঙ্গ, করতাল, ঘণ্টা, কাঁসর ও বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রভৃতি যোগে উচ্চ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারই অনুগমন করিতেন।

(৩) হাওড়া হইতে তাঁহারা প্রথমে **শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে** উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও অন্যান্য বিগ্রহ, বিভিন্ন লীলাস্থলী এবং ভক্তস্থানসমূহ দর্শন করেন। পরিক্রমাকালে বিভিন্নস্থলের বর্ণন উপলক্ষে সমিতির সভাপতি মহারাজ সমাগত ভক্ত মহোদয়গণের নিকট কৃপাপূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করেন।

(ক) যখন **দাবানল কুণ্ডে** পরিক্রমা সঙ্ঘ উপস্থিত হন তখন তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই :— অণিমাদি যোগসিদ্ধি প্রভাবে কোনও ব্যক্তিতে কোনও প্রকার আশ্চর্য্যজনক কিছু প্রদর্শিত হইলেই তাহাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত হইবে না। পরন্তু ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তিতে কোন প্রকার ঐরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার পরিদৃষ্ট না হইলেও তাহাকেই সাধু বলিয়া জানিতে হইবে। প্রলম্বাসুরের বন্ধু দাবাগ্নিরূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও তাহাকে কেহ সাধু বলেন নাই, যেহেতু সে ভগবান্ কৃষ্ণের বিরোধী হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

(খ) **শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের স্থানে** বক্তৃতাকালে—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্য কটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

শ্লোকটী আলোচনামুখে তিনি বলিয়াছেন—মায়াবাদিগণ কৈবল্য-মুক্তিকে চরম সাধ্য বিবেচনা করিয়া একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মায়াবাদিগণের চরম সাধ্য মুক্তিকে নরক-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ।

(গ) **কালীয় হ্রদে** বক্তৃতাকালে তিনি জানান যে—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে কালীয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত দর্শন করিয়া সমীপবর্ত্তী সখাগণ এবং মাতা ও মাতৃস্থানীয়া গোপিগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ব্যাকুলতার তারতম্য বিচার করিলে সখ্যরস অপেক্ষা বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়।

(ঘ) **মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালায়** অবস্থানকালে সন্ধ্যার সময় সভাপতি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের "গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরুদ্বহ" শ্লোকের ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লালসায় দ্বারকায় প্রায়ই আগমন করিতেন—ইহা উল্লেখ করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার উদ্দেশ্যই দ্বারকা পরিক্রমার তাৎপর্য্য বলিয়া বর্ণনা করেন।

(৪) শ্রীবৃন্দাবন হইতে পরিক্রমাসঙ্ঘ **শ্রীমথুরাধামে** উপস্থিত হন এবং তথাকার দর্শন সমাপনান্তে আগ্রা হইয়া জয়পুর যাত্রা করেন।

(৫ক) অতি প্রত্যুষে পরিক্রমাসঙ্ঘ **জয়পুর ষ্টেশনে** অবতরণ করেন। পর্ব্বত-বেষ্টিত জয়পুরের প্রাকৃতিক শোভা বিশেষতঃ যখন তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চামূর্ত্তিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সংকীর্ত্তন সংযোগে তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশালাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন সূর্য্যদেবকে পূর্ব্বাকাশ রক্তিম ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া পাহাড়ের মধ্য হইতে তদীয় আরাধ্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অতীব সম্ভ্রমের সহিত নির্নিমেষ নেত্রে দর্শন করিতে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হন। তাঁহারা "উদিল অরুণ" গীতিটি স্মরণ করিতে করিতে এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন। স্থানীয়

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী "শঙ্করলাল রূপনারায়ণ"এর সত্ত্বাধিকারী মহোদয় পরিক্রমা সঙ্ঘকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছিলেন। পরিক্রমার অনুগমন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তিনি পাদুকা দূরে নিক্ষেপ করতঃ নগ্নপদ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবিকা সুদীর্ঘপথ বহন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

(খ) তথায় তাঁহারা আদি শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথজী ও অন্যান্য বিগ্রহগণের দর্শন লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী আম্বেরের নিকটবর্ত্তী গীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব কবির সেবিত শ্রীশ্রীরাধামাধবজীর দর্শন লাভ করিয়া ভক্তযাত্রিগণ সমিতির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

(গ) এই জয়পুর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে সুউচ্চ পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থল—**গলতা পাহাড়** নামে পরিচিত। এই স্থানে গোবিন্দ ভাষ্যের রচয়িতা শ্রীমদ্-বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, যাঁহার গৌরবে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি বিশেষভাবে গৌরবান্বিত, তিনি তদানীন্তন শ্রী, রামানন্দী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিচারে জয়লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের সমুজ্জ্বল পতাকা সর্ব্বোচ্চে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থান গৌড়ীয় মাত্রেরই বিশেষতঃ মদীয় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির পরম গৌরবের স্থল। এই স্থানে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক সমবেত জনগনের নিকট অত্যন্ত আবেগভরে ২।৩ ঘণ্টাকাল যাবৎ শ্রীপাদ বলদেব প্রভুর বিজয়-কাহিনী ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গলতাগাদীস্থ মঠের মোহান্ত মহারাজ রামানন্দী শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্য। তিনি স্বামীজী ও তাঁহার সেবকগণকে এবং যাত্রি-গণকে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করেন ও বিশেষভাবে প্রসাদ সেবার আয়োজন করেন। পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজের আদেশে মঠ-সেবকগণ তথায় রন্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া প্রসাদ পান। তাহাতে সকলেরই মনে বলদেবের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল যেন পরাজিত-সম্প্রদায় বিজিত-সম্প্রদায়কে সম্মান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমরা তথাকার মোহান্ত মহারাজকে সাদরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

(ঘ) জয়পুর হইতে পরিক্রমাসঙ্ঘ আজমীর হইয়া **পুষ্করতীর্থে** উপস্থিত হন এবং পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া পুষ্করস্নান, দর্শনাদি ও প্রত্যহ পাঠকীর্ত্তন শ্রবনের সুযোগ লাভ করেন। পুষ্কর হইতে

আজমীরে একরাত্র অবস্থান করিয়া পরিক্রমাকারিগণ পোরবন্দরাভিমুখে অগ্রসর হন।

(৭ক) যথাসময়ে যাত্রিগণ **পোরবন্দরে** উপস্থিত হন। সুদীর্ঘ পথ আসিতে তাঁহাদের দুই দিনের অধিক সময় লাগিলেও নিয়ামক মহারাজের সুব্যবস্থায় তাঁহাদের কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। সুদামাপুরীর বর্ত্তমান নাম পোরবন্দর। এই স্থান কৃষ্ণসখা শ্রীসুদামাবিপ্রের নামানুসারে সুদামাপুরী হইয়াছে। শ্রীমন্দিরে সুদামাবিপ্র সিংহাসনোপবিষ্ট এবং দ্বারকাধীশজী তাঁহার পদসেবারত দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানের এইরূপ ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া সাধুগণ পরমানন্দ লাভ করেন। এখানে (নাট্যমন্দিরে) সমিতির অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ-নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল প্রভু হিন্দী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় গান্ধি সম্প্রদায়ের লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে ও জনৈক প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার এন, এল, জ্যোতি মহোদয়ের গৃহে সমবেত স্থানীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করা হয়।

(খ) পোরবন্দর হইতে ১৬ মাইল দূরে **মূল-দ্বারকা**—মথুরা হইতে দ্বারকা আসার পথে ভগবান্ কৃষ্ণের বিশ্রামস্থল। পরিক্রমাকারিগণ তথায় শ্রীমন্দির মধ্যে ভগবান্ দ্বারকানাথের পাদদেশে শ্রীশিবলিঙ্গকে অবস্থান করিতে দেখিতে পান। ইহা দর্শনে সিদ্ধান্তবিদ্ সজ্জনবর্গ পরমানন্দ লাভ করেন। মন্দিরের সেবকগণ প্রসাদ, চন্দন ও মাল্যদ্বারা সভাপতি মহারাজের প্রতি যথেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেন। মূল দ্বারকা দর্শনান্তে যাত্রিগণ পোরবন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথা হইতে "সোনাবতী" নাম্নী সমুদ্র-জাহাজ-যোগে বেট দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেন।

(৮) ২৪ ঘণ্টা সমুদ্রবক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে অবস্থান করিয়া যাত্রিগণ সমুদ্রযাত্রার প্রচুর আনন্দের সহিত পরদিবস **বেট দ্বারকায়** উপস্থিত হন। দ্বীপকে এতৎপ্রদেশে বেট কহে। এই দ্বারকা প্রায় চতুর্দ্দিকেই সমুদ্র-বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম বেট দ্বারকা। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া যাত্রিগণ শ্রীদ্বারকাধীশ এবং অন্যান্য বিগ্রহাদি ও শঙ্খকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনের সুযোগ লাভ করেন। পরিক্রমা সঙ্ঘ শ্রীদ্বারকাধীশের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে সেবকগণ অতীব যত্নসহকারে সকলকে দর্শনের সুযোগ দিয়াছেন এবং তাঁহারা

পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজের গলদেশে ও তাঁহার ত্রিদণ্ডে প্রসাদীমাল্য দান করিয়া সন্ন্যাসী ও ত্রিদণ্ডের প্রতি মর্য্যাদাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(৯) বেট হইতে ৬ মাইল সমুদ্র পার হইয়া যাত্রিগণ **গোপীতালাও** দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ইহা অতীব আদরের স্থান। তজ্জন্য ভক্তগণ সকলেই এই স্থান হইতে গোপীপদরজঃ সংগ্রহ করিয়া লন। এখান হইতে পরিক্রমাসঙ্ঘ গোমতী-দ্বারকা অভিমুখে অগ্রসর হন।

(১০ক) যথাসময়ে পরিক্রমাকারিগণ **গোমতীদ্বারকায়** উপস্থিত হন এবং সমিতির সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারি-বাহিত শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীদ্বারকাধীশের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবিকা-সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলে মন্দিরের সেবকগণ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা বিধান করেন। ক্রমশঃ দর্শকবৃন্দ-প্রদত্ত মাল্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ আবৃতপ্রায় হইয়া উঠে। এতদ্ প্রদেশের অনেক অধিবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন না; তাঁহারা তাঁহাকে ভক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। কিন্তু গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারফলে ও তাঁহার অর্চ্চামূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদের সে ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ শ্রীদ্বারকাধীশের পূজা বিধান করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করেন। তৎপরে তাঁহারা গোমতীতে স্নান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

(খ) এই স্থানে অবস্থানকালে পরমাধ্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথি** আসিয়া উপস্থিত হন। এই দিবস সন্ধ্যায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমলপ্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ বক্তৃতামুখে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবা করেন। সভাপতি মহারাজের বক্তৃতায় ভাগবত পারম্পর্য্যের বিচার-ধারাটি সকলকে আকৃষ্ট করে। তিনি যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম—

গুরুপারম্পর্য্য কোনরূপ মায়িক কালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। মায়িক কালের ব্যবধান থাকিলেও পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণই থাকে। যেহেতু গুরুপাদপদ্ম মায়াতীত বস্তু। তিনি কাল-ক্ষোভ্য বস্তু নহেন।

তাঁহার আর একটী বিচারধারাও সকলের অতীব চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল—

"গুরু ছাড়ি গৌরাঙ্গ ভজে।
সে পাপী নরকে মজে॥"

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিচারের বিরোধী গৌড়ীয় নামধারী কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। সাক্ষাৎ গুরুমুখনিঃসৃত বাণীকে বিশ্বাস না করিয়া শাস্ত্রবাণীকে বিশ্বাস করা একটি অভিনয় ছাড়া কিছু নহে। কারণ শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

(১১) **গোমতী দ্বারকায়** পরিক্রমাসঙ্ঘ কয়েকদিন অবস্থান করিয়া দ্বারকাধীশের প্রচুর দর্শনলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মাসাধিককাল ভক্তসঙ্গে বাস, শ্রীহরিকথা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া পরিক্রমাকারিগণ ৬ই অগ্রহায়ণ ২২শে নভেম্বর দিবস হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন।

আমরা সমিতির পক্ষ হইতে সমস্ত পরিক্রমাকারিগণকে সাদর অভিবাদন জানাইতেছি। তাঁহারা যেন পরিক্রমার সমস্ত শ্রম-ক্লেশ ভুলিয়া সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবানন্দে মগ্ন থাকেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
সহঃ সম্পাদক

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রীপত্রিকার স্বরূপ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীলজীব গোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একনিষ্ঠা ঐকান্তিকী প্রেষ্ঠা সেবিকা। সর্ব্বপ্রধানা ও প্রিয়তমা সেবিকাসূত্রে উক্ত সমিতি উভয় সভারই অভিন্না প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র বলিলে ইহাকে উক্ত সভাদ্বয়েরও মুখপত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্র শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মুখপত্র সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের অভিন্ন কলেবর এই শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের ভাব, ভাষা ও ধারার সহিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ভাব, ভাষা ও ধারা অভিন্ন। সংক্ষেপতঃ **শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা শ্রীলরূপ ও রঘুনাথের কথার একমাত্র প্রচারিকা।**

সজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়ের অবস্থিতি কাল

শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা বর্ত্তমান কাল হইতে অনুমান ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিতা হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তদশ বর্ষকাল শ্রীল ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিচালিতা হন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ পত্রিকার সপ্তবর্ষকাল সম্পাদনা করেন। মোটের উপর চতুর্ব্বিংশ বর্ষকাল সজ্জনতোষণী প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। এই চতুর্ব্বিংশ বর্ষের চতুর্ব্বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে অনুমান ৪৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা'র নিয়ামক মহারাজের সহায়তায় মাসিক সজ্জনতোষণী পত্রিকার অভিন্ন কলেবরস্বরূপে 'গৌড়ীয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইহাও চতুর্ব্বিংশ বর্ষ অবধি অবস্থিত থাকিয়া অনুমান ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অন্তর্হিত হয়েন।

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার আবির্ভাবের কারণ

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পর তাঁহার মনোভাব অনুযায়ী শুদ্ধ-হরিকথা কিয়ৎকাল যাবৎ তাঁহার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ প্রচার করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইলেও নানাপ্রকার দৈব ও আসুর দুর্ঘটনায় উক্ত সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের প্রকৃত সেবা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা শ্রীগুরুপরতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। তখন হইতে 'গৌড়ীয়' অবাধে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ঘোমটার মধ্যে খেমটা' নীতির পরিপোষক হইয়া পড়িল। কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি প্রাণহীন গৌড়ীয়ের কঙ্কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধ তৈলের দ্বারা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও ক্রমশঃ তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাপর শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্তসমূহই গৌড়ীয়ের প্রকৃত আহার। তাহার অভাব হইলে গৌড়ীয়ের প্রাণধারণ একান্ত অসম্ভব। কতকগুলি গুরুদ্রোহীতামূলক অপসিদ্ধান্তপর অপদার্থ অখাদ্য কুখাদ্য গৌড়ীয়কে সঞ্জীবিত রাখিতে পারে না। এইরূপে গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তথাকথিত পরিচালক-বর্গের অপরাধফলে গৌড়ীয় অন্তর্হিত হন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগৎ শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত প্রচারিত শুদ্ধ-রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পত্রিকা নির্ভীকচিত্তে নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের অনুকরণে কতকগুলি অপসিদ্ধান্তপর সংবাদপত্রের ও গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ক্রমশঃ তাহাদের বিচারধারা যে শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ধারণার প্রতিকূল তাহা আমরা প্রদর্শন করিব। কেহ বা অপ্রাকৃত স্মৃতির সহিত প্রাকৃত স্মৃতির মিল রাখিয়া পর্ব্বাদি পালনের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' আরও কতকগুলি সংবাদপত্র দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলির দ্বারা গৌরজনগণের চিত্তোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। ঐ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয় কথা লইয়া, হরিকথার ছলে কেবল মায়ার কথা লইয়া, ভক্তি-বিরুদ্ধ কথা লইয়া পরস্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়া কোথাও বা আত্ম-প্রশংসায় ভরপূর হইয়া হরিকথা হইতে দূরে চলিয়া যান। তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে সুখোদয় হয় না। কেহ বা বিষয়িগণের মতানুগমনে শুদ্ধ ভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া ভক্তিমার্গের উন্নতি হইল মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা করিতে গিয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। শ্রীপত্রিকা এই প্রকার সংবাদপত্র সমূহের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন। তবে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ভাবসমূহ ভক্তি কথার সহিত অজ্ঞাতভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের হৃদয়ে সেবাবিরোধ ঘটাইতে পারে এই আশঙ্কায় মায়িক-প্রসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পত্রিকা সর্ব্বদাই সচেষ্টা থাকিবেন। ভক্তির প্রতিকূল মতবাদ সমূহে যাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবাপন্ন তাহারা নিসর্গক্রমে ভক্তিসুখ সন্দর্শনে অসমর্থ। শ্রীপত্রিকা এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌড়ীয়ের সহিত বিভিন্ন নীতির সম্বন্ধ

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় চিন্তাস্রোত যে ভাবে প্রধাবিত হইতেছে তাহা ধর্ম্মজগতের সহিত কতদূর সম্বন্ধযুক্ত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা তাহা সর্ব্বদাই সমালোচনা মুখে বিশ্লেষণ করিবেন। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের সহিত এই পত্রিকার প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও যে স্থলে উক্ত নীতিসমূহ নিত্য সনাতন ধর্ম্মনৈতিক চিন্তাস্রোতের ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত জন্মাইবে, সেস্থলে ইহা

নির্ব্বাক থাকিয়া জগতের অমঙ্গল আনয়ন করিবেন না। স্বাধীন ভারতের পূর্ব্ব ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি ধর্ম্মনীতিই যাবতীয় নীতিসমূহের মূল ও ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং যাঁহার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া বিশ্বের যাবতীয় সত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে সেই বস্তুর প্রতি ওদাসীন্যই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শ্রীপত্রিকা তাহা প্রতি পদে পদে প্রদর্শন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে সচেতন রাখিবেন। ধর্ম্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মই ভারতের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ধর্ম্মের জন্যই ভারত সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের বিজয়পতাকা সমগ্র বিশ্বের শীর্ষোপরি স্থাপন করিবার মূল-মন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টকের' অন্যতম "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকের তাৎপর্য্য জগদ্‌বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীপত্রিকা সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিবেন।

ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা

ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্কীর্ণা অসৎ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে অধঃপাতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাঁহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাঁহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটী পৃথক তত্ত্ব। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।

শ্রীপত্রিকার ভাষা

এই পত্রিকা সমগ্র ভারতে যাহাতে সমাদৃত হইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। প্রধানতঃ বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী, উৎকল, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রবন্ধাদি ইহাতে স্থান পাইবে।

গভীর গুরুদায়িত্ব লইয়া এই পত্রিকা বিশ্ববাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইতেছেন। ভারতবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বর্দ্ধমান, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি বহু স্থানে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারক মহোপদেশক **পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল,** ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের সহায়তায়, পার্টিসহ বিগত কয়েকমাস যাবৎ বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তত্তদ্দেশীয় সজ্জন ও সুধীগণের হৃদয়ে শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর আসন বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ এবং শাস্ত্রবাণী-সম্মত বিচারধারা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী এই সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রচুর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাঁকুড়ায় ঃ—

গত জানুয়ারী মাসে তিনি মহারাজজীর সাহায্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাদ্বারা তথাকার সজ্জন ও সুধীগণের নিকট সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং সনাতন ধর্ম্মই যে বিশ্ববাসীর একমাত্র কল্যাণের পথ তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাণীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। বি, ডি, আর রেলওয়ের অফিসার-ইন-চার্জ্জ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নারায়ণ বসু বি, ই; সি, ই; এ, এম, আই, ই, (ইণ্ডিয়া) চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় তাঁহার নিকট নানাপ্রকার প্রশ্নের সুযুক্তিপূর্ণ সমাধান লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতির প্রচার ও উন্নতিকল্পে তিনি যে সহায়তা করিয়াছেন বেদান্ত সমিতি তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সমিতি নবদ্বীপে যে নূতন মঠ নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহার যে প্ল্যানটি তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য সমিতি তাঁহার নিকট অতীব কৃতজ্ঞ।

সোণামুখী গ্রামে ঃ—

বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী এই স্থানে তাঁহারা কয়েকদিন যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে যে আবিলতা প্রবেশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্থানীয় সজ্জনগণকে অবহিত করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় ঃ—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিতজী মহারাজজীর সাহচর্য্যে সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বেড়াবেড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে

তাঁহাদের গ্রামে গমন করেন এবং কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বৈঁচী অঞ্চলে ঃ—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পণ্ডিতজী, প্রচার সম্পাদকসহ বৈঁচী গ্রামে শুভবিজয় করিয়া সাত্বত শাস্ত্রবাণী কীর্ত্তন করিয়া সেবোন্মুখজনগণের আনন্দ ও বিমুখ-জনগণের সুকৃতি বর্দ্ধন করিয়াছেন। তদ্দেশীয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত অচলানন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ বিগত ১১ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্নস্থানে ছলধর্ম্ম নিরসনমুখে বেদান্তপর বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া বহু ব্যক্তি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বহু স্থানে বিদ্বন্মণ্ডলী স্বামীজীকে শোভাযাত্রা সহকারে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। নিম্নে কয়েকটি স্থানের প্রচার বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতেছি—

মেদিনীপুর জেলার খারড় গ্রামে (কাঁথি মহকুমা) ঃ—

গত বৎসর স্বামীজীর সভাপতিত্বে এই পল্লীতে শ্রীগৌরাঙ্গ তরুণ সঙ্ঘ নামে একটী প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত হয়। তাঁহাদের সাদর আহ্বানে স্বামীজী এবৎসরও তদঞ্চলে শুভ বিজয় করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জুখিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে উক্ত সঙ্ঘ তথায় উপস্থিত হন এবং স্বামীজীকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করেন। তৎপরে তাঁহারা কীর্ত্তন সম্বলিত শোভাযাত্রাযোগে স্বামীজীকে সভামণ্ডপে লইয়া যান। স্বামীজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয় এবং তাঁহাকে মাল্য দ্বারা বিভূষিত করা হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস পুরাণরত্ন মহোদয় স্বামীজীকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎপরে স্বামীজী

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা আলোচনা করেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল ও সংস্কৃতের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র ভূঞা মহাশয় কয়েকটী প্রশ্ন করেন। স্বামীজী সভাস্থলেই শাস্ত্র-যুক্তিমূলে তাহার সমাধান করিলে উকিল মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন। উক্ত সঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ দাস, প্রাচীন কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত শশীভূষণ ভূঞা, শ্রীযুত বঙ্কিম বিহারী দাস, ও শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুলবাড়ী গ্রামে (তমলুক মহকুমা) ঃ—

উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুত বিহারীলাল দাস মহাশয়ের সাদর আহ্বানে গত ১৬ই জানুয়ারী স্বামীজী তথায় উপস্থিত হন। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন। বিহারী বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তথায় স্বামীজী কয়েকদিবস শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বিহারী বাবু অতিশয় আকৃষ্ট হন এবং সস্ত্রীক স্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়া সাত্বত-বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে শ্রীনাম ও দীক্ষা লাভ করেন। এতদ্দেশে বিহারী বাবু একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি। তিনি "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীগৌরগোপাল মঠ, ২০/০ বিঘা ধানী জমি ও যাবতীয় ধন-সম্পত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন।

হাঁসচড়ায় ঃ—

১৯শে জানুয়ারী স্বামীজী গ্রামস্থ হাইস্কুলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ স্বামীজীর সারগর্ভ, শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ও সুসিদ্ধান্তপর বিচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

পিছলদায় ঃ—

গ্রামবাসিগণের সাদর আহ্বানে স্বামীজী ২৩শে জানুয়ারী তারিখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত পিছলদা গ্রামে উপস্থিত হন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা যোগে তাঁহারা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্থানীয় হরিতলায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছেন। গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত পাদপীঠের জন্য

এই ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন। শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর রথ, শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি, শ্রীযুত প্রিয়নাথ দাস ও শ্রীযুত শ্রীনিবাস দাসাধিকারী মহোদয়গণের সেবা প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৪ পরগণা জেলার গদামথুরায় (ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা) ঃ—

পিছলদা হইতে স্বামীজী-মহারাজ উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন এবং শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গ্রামবাসিগণের নিত্যকল্যাণ বিধান করেন। শ্রীযুত গিরীশ চন্দ্র দাস, তৎপুত্র শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দাস মহাশয়ের সৌজন্য এবং আন্তরিক সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

আইপ্লটে ঃ—

অতঃপর সভাপতি মহারাজ আইপ্লট নামক স্থানে আগমন করেন। তথায় বিভিন্ন স্থানে তিনি ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানে শ্রীযুত শশীভূষণ মাল দাস, শ্রীযুত সুখচাঁদ বেরা, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীযুত গজেন্দ্র নাথ মান্না প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বামীজী মহারাজকে প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

সূর্য্যপুরে ঃ—

আইপ্লট হইতে স্বামীজী উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থানে শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও তিনি ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ শ্রীযুত কেলারাম মাল, ম্যানেজার কাছারীর কর্ম্মচারী শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ খাটুয়া, শ্রীযুত নিত্যানন্দ মাইতি দাস মহোদয়ের সেবা-প্রবৃত্তি ও ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমিতির বিশিষ্ট দাতৃবর্গ

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মোহাটী গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ বাড়ই দাস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নবদ্বীপ মঠের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য তথায় একটী নলকূপ প্রস্তুতের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে

অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহার জল পান করিয়া নবদ্বীপে সমাগত বহু সজ্জনব্যক্তি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত সিধাবাড়ী গ্রাম প্রভৃতির জমীদার চুঁচুড়া-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা নলিনী বালা দাসী সমিতির একটী শাখামঠ স্থাপনের নিমিত্ত সিধাবাড়ীতে ১৫/০ পনর বিঘা জমী প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মঠের অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আরও ২০/০ বিশ বিঘা ধানী জমী প্রদান করিয়া দানের স্বার্থকতা করিয়াছেন। তাঁহার এই সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। আমরা তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর উক্ত সদিচ্ছা পূরণ কার্য্যের জন্য প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত কুলবাড়ী গ্রামের শ্রীযুত বিহারীলাল দাস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারে মুগ্ধ হইয়া সস্ত্রীক সমিতির আনুগত্য স্বীকার করেন এবং যথাসর্ব্বস্ব উক্ত সমিতিকে প্রদান করিয়াছেন। এতদঞ্চলে একটী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করিয়া তিনি অত্রস্থ অধিবাসিগণকে প্রচলিত তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে সাহায্য করিয়াছেন। সমিতি তাঁহাদের সেবা-চেষ্টার প্রশংসা করিতেছেন।

বঙ্গদেশ হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীযাত্রাকালে পিছলদা গ্রাম অতিক্রম করিয়াছিলেন—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পিছলদা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহোদয়ের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া উক্ত গ্রামবাসী একজন ভক্ত তথায় শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন এবং তজ্জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। সভাপতি মহারাজ উক্ত ভক্তের প্রদত্ত একখানি গৃহ ও তন্নিম্নস্থ ভূমি অঙ্গীকার করেন এবং গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের স্মৃতিতর্পণ-কল্পে উক্ত গৃহদ্বার উন্মুক্ত করেন। আমরা উক্ত ভক্তের সেবোদ্যম দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত উৎসব তালিকা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিরাট বিরাট উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। পাঠক বর্গের অনেকেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসরেই ভক্তগোষ্ঠীতে যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি। উৎসবাদির প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীকে সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ দান করা। ইহাতে সৎসঙ্গে শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ, অমেধ্য ভক্ষণ হইতে বিরতি ও শ্রীশ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি ও লীলাস্থলীসমূহের দর্শনাদি বহু ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের মহা সুযোগ লাভ ঘটিয়া থাকে। সমিতির এবম্প্রকার উৎসবাদিতে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা লাভ করিয়া বহু সুকৃতিবান্ ব্যক্তির ভক্তি-লাভের সুযোগ হইয়াছে ও হইতেছে। সমিতির উৎসবের সংবাদ অনেক সহৃদয় ব্যক্তি সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন তজ্জন্য আমরা তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে সমিতির কার্য্য-বিবরণ কিছু অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

১। ১৩৪৮ সাল ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ বৃহস্পতিবার হইতে ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত।

২। ১৩৪৯ সাল ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ ১৯৪৩ মঙ্গলবার হইতে ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত।

৩। ১৩৫০ সাল ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৪৪ শনিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত।

৪। ১৩৫১ সাল ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ বুধবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

৫। ১৩৫২ সাল ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ ১৯৪৬ মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত।

৬। ১৩৫৩ সাল ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ ১৯৪৭ রবিবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত।

৭। ১৩৫৪ সাল ৭ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ ১৯৪৮ শনিবার হইতে ১৩ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত।

৮। ১৩৫৫ সাল ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, ১৯৪৯ বুধবার হইতে ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

শ্রীউর্জ্জব্রত ও পরিক্রমা

১। ১৩৪৯ সাল ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর ১৯৪২ শনিবার হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাঁপাহাটি **শ্রীগৌরগদাধর মঠে**।

২। ১৩৫০ সাল ২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৩ বুধবার হইতে ২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত চুচুড়া সহরে **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে**।

৩। ১৩৫১ সাল ১৬ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর ১৯৪৪ সোমবার হইতে ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চৌরাশীক্রোশ **শ্রীব্রজমণ্ডলে**।

৪। ১৩৫২ সাল ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর ১৯৪৫ বুধবার হইতে ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত চৌরাশী-ক্রোশ **শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে**।

৫। ১৩৫৩ সাল ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর ১৯৪৬ বৃহস্পতিবার হইতে ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর পর্য্যন্ত **শ্রীকাশীধামে**।

৬। ১৩৫৪ সাল ১১ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৭ বুধবার হইতে ১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮শে নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত **শ্রীবৈদ্যনাথধামে**।

৭। ১৩৫৫ সাল ১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর ১৯৪৮ সোমবার হইতে ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত **শ্রীদ্বারকাধামে**।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব

১। ১৩৫১ সাল ৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন ১৯৪৪ মঙ্গলবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত।

২। ১৩৫২ সাল ২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই ১৯৪৫ সোমবার হইতে ৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

৩। ১৩৫৩ সাল ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন ১৯৪৬ শনিবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত।

৪। ১৩৫৪ সাল ৪ঠা আষাঢ়, ১৯শে জুন ১৯৪৭ বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন শনিবার পর্য্যন্ত।

৫। ১৩৫৫ সাল ২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই ১৯৪৮ মঙ্গলবার হইতে ৩২শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত।

—প্রকাশক কর্ত্তৃক সংগৃহীত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে অতি অল্প সময়ে ও নানাপ্রকার গুরুতর সেবাকার্য্যের চাপের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় বহুস্থানে নানাপ্রকার ভ্রম ও মুদ্রাকর প্রমাদাদি রহিয়া গিয়াছে। শ্রীপত্রিকাকে মনোরম ও সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রভূত প্রয়াস পাইলেও তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি নাই। মাননীয় সরকার বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক চুঁচুড়া সহরস্থ শান্তিপ্রেসে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রকাশ করিতে আদেশ দিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রেসের অত্যন্ত সময়াভাববশতঃ আমাদিগকে ও প্রেসকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত মাত্র ৫ পাঁচদিনের মধ্যে মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এমনকি পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকগণের প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবারও সুযোগ ঘটিল না। আগামী সংখ্যায় সেই সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে উহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইবেন। পত্রিকার উন্নতিকল্পে কেহ কোন নির্দ্দেশ দিতে ইচ্ছা করিলে তাহা সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। পরিশেষে আরও অনুরোধ জানাইতেছি যে ইহার যাবতীয় ত্রুটী-বিচ্যুতি সমস্তই আমার। তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

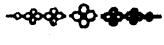

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৩০ বিষ্ণু, ৪৬৩ গৌরাব্দ | ২য় সংখ্যা
বুধবার, ৩০ চৈত্র ১৩৫৫, ইং ১৩।৪।৪৯

শ্রীশ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥

অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥

পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্ গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।
কলিকলুষসন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ।
রূপ-সনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভূ ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভুর্মতঃ ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যভূষণঃ।
বিদ্যাভূষণপাদঃ শ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ॥
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুরধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥
তদভিন্নসুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥
মায়াবাদিকুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তঃপদ্মবিকাশকঃ ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁবিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ॥

অভক্তি মার্গ

অভক্তির পরিচয়

যে পথে কৃষ্ণ সেবার কথা নাই তাহাই অভক্তি মার্গ বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তি মার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভায় বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন তাঁহাদের হটকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই ভক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

সচেতা সামাজিকগণ! আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ রূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন শব্দে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। অনু শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান রহিত। শীল্ ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য সম্বন্ধীয় তত্তচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন সম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন দ্বয়।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম ও জীবতত্ত্ব

কৃষ্ণ বলিলে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষ তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন মাধুর্য্যদাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি, স্বীয় প্রকাশ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অদ্বয় তত্ত্ব বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য অবতারসমূহ প্রকট হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর

পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপারজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত, ভক্তিদ্বারা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন।

অভক্তি-বৃত্তির লক্ষ্য

ভক্তের ভক্তি-বৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ব বস্তুকে পরমাত্মা, কখনও বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেন; সুতরাং যোগীগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানীগণের ব্রহ্ম, কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ প্রকাশবিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া ভোগ-তাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গোব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন। আবার কোন সময় স্বীয় বিভুত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার ভোগপর জীবনই হরিত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র, বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

অনুকূল-প্রতিকূল ভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণানুশীলন

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘবক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধান রহিত সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল অনুশীলনের স্বরূপ

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত অন্যাভিলাষ শব্দবাচ্য। যথেচ্ছাচারী কুকর্ম্মকারী বা অজ্ঞান-সেবী কুজ্ঞানীগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয় তর্পণাশা সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষসম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য প্রতিভা বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উত্তম আচার্য্যবংশ বা বর্ণগত সম্মান লাভে তৎপর, লাভপূজা প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসা প্রভৃতি, ঐহিক বা স্বর্গসুখ-ভোগরত, বেশ বা আশ্রমের মাহাত্ম্যলোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্য অভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তি পথে দেখা যায়।

অমল জ্ঞানের বিচার ও পঠন-পাঠনই ভক্তি

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে ভক্তবৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণ-শাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্মভোগফল নিরস্ত করিয়াছে সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয়

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস। কৃষ্ণে সম্বন্ধ জ্ঞান হয় নাই, অভিধেয় ভক্তি অগ্রসর হইয়াছে এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষঃত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধ জীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম-কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে।

কৃষ্ণই অদ্বয় জ্ঞান ও কৃষ্ণেতর দ্বৈতজ্ঞান

শুদ্ধভক্তিকে তাহার বণিগ্‌বৃত্তির অন্যতম মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐ প্রকার বৃথা তর্কদ্বারা তত্ত্ব বস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্ম-বঞ্চনাক্রমে কেবলা অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান মিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ফল্গু বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদ জ্ঞানে আবৃত না হয়। **কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান।** তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব সে জ্ঞান **কৃষ্ণেতর দ্বৈত জ্ঞান**। জ্ঞানীর অজ্ঞান বিজৃম্ভিত মায়িক নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্ম মায়ার বিক্রমহেতু অভক্তি, কিন্তু হরির উদ্দেশ্যে ক্রিয়াই ভক্তি

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি-কথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজকর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে সৎকর্ম্ম প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ

সংশ্লিষ্ট উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল, জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফলভোগ নহে ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি পিশাচিনী, ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—হে দেবর্ষে হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধি ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্থয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিষ্য দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী চিত্ত কাঠিন্যের হেতু তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যাদি অভক্তিমার্গ

ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই। ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও তপস্যার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার প্রয়োজন নাই আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মজ অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গ সমূহই অভক্তিমার্গ।

অভক্ত ও অভক্তি হইতে নিরপেক্ষ থাকা কর্ত্তব্য

বিচক্ষণ পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তিমার্গে

উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকেও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রেমময় ভক্তও বলিবেন না। তাঁহাদের মায়াবাদীয় বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

—শ্রীলপ্রভুপাদ

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

চিৎ ও জড়ে সমন্বয় অসম্ভব

কোন খ্রীষ্টান পণ্ডিত একখানি ইংরাজী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :— বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সহিত ধর্ম্মভাবের সামঞ্জস্য যে প্রকার উচ্চ জীবনপ্রার্থীদিগের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সদসৎ নির্দ্ধারিণী বুদ্ধি কি প্রকারে মানবের জড়মূলক সিদ্ধান্তের সহিত একত্রাবস্থান করিতে পারে এবং কিরূপেই বা মনুষ্যের উচ্চ অর্থাৎ অপ্রাকৃত জীবন জড়বিজ্ঞাননির্দ্ধারিত মানবের জড়মূলত্বসাধক সিদ্ধান্তের সহিত যুগপৎ স্বীকৃত হইতে পারে এই দুইটী প্রমেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের হৃদয়কে অবশ্য উদ্বিগ্ন করিতে থাকিবে। পারমার্থিক বুদ্ধি এবং জড়বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি এতদুভয়ের মধ্যে একটী বিবদমান-ভাব আছে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জীবননির্ণয়স্থলে এই বিবদমান ভাবটী নিত্যবর্ত্তমান, প্রেমচেষ্টাস্থলে জ্ঞানচেষ্টাকে স্থাপন করিবার বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়।

জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক ও ইচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ

নরজীবনের জড়মূলত্ব সাধকভাবে সদসৎ বিচার এবং ধর্ম্মভাবের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ ইহা স্থির করিতে গেলে যে,কোন প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নয়। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে একাল পর্য্যন্ত যত প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা হইয়াছে সে সমুদয়ই একটী বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসটী এই যে মানব একটি

আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তি চালন করিতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সেই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটী বিশ্বাসকে আনিয়া স্থাপন করিতে চান।

জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব

তাঁহার প্রস্তাবিত ভাব এই যে, মন এবং শরীরের শক্তিসমূহ হইতে একটী জড়যন্ত্রের ন্যায় মানব সৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইটী ভাবের অত্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেষোক্ত ভাবটী স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম্ম ও সংকারের প্রাচীন মন্দির কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয় এমত নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতীতি, অমূলক ছবির ন্যায় এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয়। সদসৎ চিন্তা, বিচার, দয়া, আশা এবং ক্ষমা যাহা সম্প্রতি আমাদের সত্তায় গম্ভীর সত্যরূপে প্রতীত আছে সে সমস্ত এককালে খপুষ্পের ন্যায় অমূলক প্রতিচ্ছায়াভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। সল্লোক ও অসল্লোকের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি একেবারে উঠিয়া যায়। নরভোজী রাক্ষস এবং পরোপকারী যীশুখ্রীষ্ট উভয়ই জড়ীয় পূর্ব্বভাবের জড়সন্ততিরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার মাধ্যাকর্ষণবলনিক্ষিপ্ত পর্ব্বত হইতে নিপতিত প্রস্তর ফলকের ন্যায় জড়দ্রব্যবিশেষ হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রশংসা ও নিন্দা এবং তাহাদের প্রতি রাগ-দ্বেষ কিছুই আবশ্যক হয় না। ডারউইন, টিণ্ডল, হাক্‌সলি প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, তাহাদের মত এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তকে ভয় করে না।

তর্কস্থলে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী

নরজীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নির্ণয়স্থলে প্রাগুক্ত জড়মূলক মতকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্রবিশেষ ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়, ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা যায় না। এস্থলে সরল জিজ্ঞাসুদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা জড়বাদীদিগকে তাহাদের নিজ সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করিতে বাধ্য করান এবং তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্টবাক্যে আমরা সত্য বলিলাম কিনা ইহার উত্তর গ্রহণ করুন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লুএলিন ডেভিস নিজ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান এবং আত্মার তত্ত্বের বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

জড়বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আত্মতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয়

এখন দেখা উচিত, ইঁহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সমান সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু তাহা আমরা করিতে পারি না। যখন জড়বাদীগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অনধিকার চর্চ্চা নয়। তাঁহাদের বিজ্ঞান তাঁহাদের অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধীয় কোন ভাবেরই আভাস দেয় না। কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও সিদ্ধক্রম এই সকল শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল ভাবের প্রতি আদর তাঁহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাঁহারা সুন্দরতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অথচ তাঁহারা নিজেই কিছু বুঝিতে পারেন না। এই সকল তত্ত্বের অনুশীলন প্রয়াসে তাঁহারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী আমরা এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি সিদ্ধান্তের বাক্যকে অনাদর করি না, কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোন প্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে বিজ্ঞান-বৈশারদীবুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক।

আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক উর্দ্ধগতিসম্পন্ন

আমাদের বিবেচনায় আসল প্রশ্ন এই যে বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না? এখনকার কথা এই যে তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হইবে, না আত্মজ্ঞানের অনুগত হইবে। বিজ্ঞান বিগত-ব্যাপার এবং নিম্নগত ব্যাপার সকল লক্ষ্য করে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের ভাবী ব্যাপার এবং উর্দ্ধগতির প্রতি দৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গৃহীত ব্যাপার সকলের অনুসন্ধান-পূর্ব্বক দেখিয়া থাকেন যে বস্তু সকলের কিরূপে ক্রমবিবর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অমৃতপান করতঃ কাব্য এবং শিল্প রচনা করিতে সক্ষম হন।

লুএলিন ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে

লুএলিন ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা ইহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্ব্বত্র এই কথাগুলি লক্ষিত হয়। যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক ভাবও ধর্ম্মপ্রসূত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার উপর দাবী রাখে, কেন না ইহা সত্য।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত সুতরাং হেয়

আমরা স্থির করি এই যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধার্হ হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হেয়। কেননা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলেন তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়। দেখ নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আসল কথা কি? তাহাদের আসল কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা নাই সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র এবং ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অনুগত গোস্বামী বলেন যে, খ্রীষ্টপ্রেম দ্বারা আমি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোৎপত্তি-সাধক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন তাহা নয়। হে খ্রীষ্টিয়ান, তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ ভ্রম। তোমার খ্রীষ্ট-প্রেম বৈদ্যুতিক সংবাদদাতার কার্য্য সম্বন্ধের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যের নিতান্ত গৌণ কর্ত্তামাত্র। সুখ-দুঃখ, অশ্রু ও হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ এবং প্রেম ইহারই সামাজিক কার্য্যের গৌণ নিয়ন্তা।

ক্রমোৎপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন

ন্যায়মতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ দাবীর হেতু কি দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে বৈজ্ঞানিক-জগৎ বলা হইয়াছে তাহা ডারউইনের ক্রমোৎপত্তি সিদ্ধান্তের চরণে এতদূর সাষ্টাঙ্গ প্রণত যে ডারউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটী মতবাদমাত্র তাহা দেখাইতে হইলে বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরম ভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আজও প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল এইমাত্র, তাহা নয়। প্রমাণ চিরদিনই অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে দেখিয়া তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে কোন মূল আকার হইতে আকারবৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই দুইটী সর্ব্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের ন্যায় অন্য আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অতাত্ত্বিক ঘটনাগুলি দৃষ্টি করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ এবং তাহাদের ন্যায় অনেকেই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহু প্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ্ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত দুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক্

জাতি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই। মানব সৃষ্টির পর ক্রমোৎপত্তির কোন কার্য্য দেখা যায় না একথা ক্রমোৎপত্তিবিদ্ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে বহুকাল বিগত না হইলে একটী নূতনজাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং নূতন জাতি দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নয়। এখন কথা এই হইল, যে প্রতিদিবসের প্রতিঘণ্টার এবং প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনা-সকলে বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একটী অদৃষ্ট-ফল মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমেয় বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক

জড়বাদ স্বীকার করার পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকিলেও তদপেক্ষা গুরুতর আর একটী প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটী সামান্য প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তব্ধ। যে পর্য্যন্ত ভূমিস্তরসমূহে ও উদ্ভিদ্ ও জন্তুদিগের আকৃতি ও নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে সে পর্য্যন্ত এই ক্রিয়ারও মূলানুসন্ধান প্রবৃত্তি কার্য্য করে না। এই মতে তন্ত্রবাদী যথেষ্ট। কিন্তু সম্বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন, যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্তা প্রতীত হয় যাহার সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বস্তু আত্ম-প্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই।

ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও ধৃষ্টতা

যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, দুঃখ ও সুখ, বাক্য ও ক্রিয়া বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাদের উৎপত্তিক্রমের মূল জানিতে পারি না, কেবল যখন সৃষ্টিশক্তির তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করি, তখনই তাহা জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহসের সহিত কিন্তু প্রমাণশূন্য হইয়া বলিতে থাকেন যে, এই শক্তি জড়যন্ত্রোদিত্ এবং আত্মপ্রত্যয়ের সম্বন্ধবিহীন। কি প্রকারে জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধশূন্য কোন প্রকার শক্তি আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীব সকলকে উৎপত্তি করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় না। পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন যে এই তত্ত্বটী অপরিজ্ঞাত এবং অবিচিন্ত্য। তথাপি তাঁহার জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অবিচারপূর্ব্বক তিনি বলিয়া থাকেন, যাঁহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা

সন্দেহ করেন, তাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ এবং বাদদূষিত।

জড়ীয় মতবাদ সসীম ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত

হারবার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান করণাপাটবসম্ভূত প্রমাদবিশেষ। অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগদ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানীগণ জৈবজীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধি সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। জড়ীয় মতবাদ যে নিতান্ত সীমাবিশিষ্ট এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবে পরিপূর্ণ দেখাইয়া দিলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধে সেই ভ্রান্তদিগের শিক্ষা কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে না।

খ্রীষ্টিয়ান মতের Soul ও বেদের আত্মা এক নহে

এই প্রবন্ধটী কোন খ্রীষ্টিয়ান লেখনী হইতে নিঃসৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক জড়বাদ অস্বীকারপূর্ব্বক যেটুকু আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মোচিত সঙ্কোচিত আত্মবাদ মাত্র। খ্রীষ্টানধর্ম্মে যে একটি (Soul) শব্দ আছে, তাহা স্থাপনা করিতে গেলে নিতান্ত জড়বাদীদিগের মতের খণ্ডন করা আবশ্যক, কেন না জড়শক্তিগত বিধি সকলকে অতিক্রম করিয়া সেই Soul বর্ত্তমান। **পরন্তু খ্রীষ্টিয়ান মত-ভাবিত Soul যে শুদ্ধ আত্মা তাহা নয়।** বেদশাস্ত্রে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য মন্তব্য' ইত্যাদি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে সে আত্মা নিতান্ত জড়বাদ ও মিশ্রজড়বাদ হইতে পৃথক্। **খ্রীষ্টানের আত্মা মিশ্র জড়বাদের অন্তর্গত। মন ও মনের ধর্ম্ম সমস্তই খ্রীষ্টানের আত্মা। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে অত্যন্ত উচ্চ ও শুদ্ধ।**

জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ শরীরকে খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি স্বর্গ ও একটি নরকের কল্পনা করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি ঈশ্বর ও একটি সয়তানের বিশ্বাসকে অঙ্গীকার করেন। যাহা হউক খ্রীষ্টানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্ব্ব প্রকার জড়বাদীর পূজনীয়, কেন না সর্ব্বপ্রকার জড়বাদেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ মাত্রই নাই। খ্রীষ্টানগণের স্থূল ও জড়বন্ধন মুক্তি পূর্ব্বিকা আত্মপথে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়

—ইহাই তাহাদের মঙ্গলের বীজ। এই শ্রদ্ধাভাস জন্মজন্মান্তরে সৎসঙ্গরূপ সুকৃতি বলে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধারূপে পরিণত হইবে। জড়বাদীগণ দুর্ভাগা। তাহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম্ম প্রাপ্তিই ফল। "ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা" এই ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ। "যান্তি দেবব্রতা দেবান্" এই বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টানগণ দেবতত্ত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন হইতে সন্দেহ নাই। বেদার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" এই বাক্য ক্রমে শুদ্ধ আত্মবস্তুর যাজন পূর্ব্বক পরমাত্ম স্বরূপ ভগবৎ সেবা লাভ করেন।

জড়বাদীগণই ভূত-পূজক—'ভূতেজ্যা' এবং ইহাদের সভ্যতা আধুনিক ও আসুরিক

জড়বাদীদিগকেই ভূতেজ্যা বলা যায়, কেননা তাহারা জড়ভূত ও জড় ভূতদিগের বিধি ও জড়-শক্তি আলোচনা পূর্ব্বক যত প্রকার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বিধি নির্ণয় করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া জড়মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের আত্মশক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া জড়শক্তি প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয়। ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অপরাধেই তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়। এই প্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ আর্য্যপুরুষদিগের মধ্যে বহুতর অধঃপতিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র নূতনতা নাই। **পাশ্চাত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়।** সেই সব দেশে সুতরাং টিণ্ডল, হাক্‌সলি, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায় তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আসুর প্রবৃত্তি বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরং" অপরস্পরসম্ভূতং" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বাদ এই সকল যে আসুর প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয় তাহা কথিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদীগণের প্রতি উপদেশ

এই সকল বাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা স্বার্থ-সাধক জীবের কর্ত্তব্য। জড় জগতের বৈচিত্র্য সমস্ত স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতে অধিকর্ত্তার লীলা

আলোচনা করতঃ ভগবৎ প্রেমের অনুসন্ধান করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। প্রক্রিয়ান্বেষী শিল্পীদিগের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান বহু মাননীয়। শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নতি করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণের সেবা করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর নির্ব্বাহী ব্যাপার সকলের সাধনের জন্য অন্যান্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাত, ক্রমোন্নতিবাদি! হে ভ্রাত, ক্রমোৎপত্তিবাদি! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকারচর্চ্চাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগুরু-কৃপা

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ শিক্ষায় লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১০১)

তাৎপর্য্য এই যে জীবসকল দুষ্কৃতিফলে নানা যোণিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং নব নব কর্ম্ম বাসনার উদয়ে তাহার সংসার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। যে কোন-রূপে অজ্ঞানক্রমেও এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হইয়া যায়, তবে সেই প্রকার কর্ম্মফলে সুকৃতি সঞ্চয় হয় এবং ঐ সঞ্চিত সুকৃতির উদয়ে গুরুকৃপা লাভ ঘটে। সাধারণতঃ জীবের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয় না। ভোগোন্মত্ত জীবের স্বভাব এই যে তাহারা নশ্বর বস্তুর সেবা করিবে, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির সেবা করিবে, কিন্তু বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবা করিবার অভিলাষ তাহাদের হইবে না।

গৃহমেধী জীবের কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কাম্য। যাহারা ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর ইন্ধন যোগাইয়া দেয়, তাহাদিগকেই উপদেষ্টা, হিতকামী বা

গুরুরূপে বরণ করে এবং তাহার ফলে পরিণামে বাসনাময় সংসারই বৃদ্ধি হয়। পরন্তু যদি কোন জীবের সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, তবে ঐ সুকৃতিফলে তাহার সাধুগুরুর সঙ্গ লাভ হয়। সেই সুকৃতিশালী জীবের পরম কল্যাণ বিধানের জন্য নিখিল কল্যানৈকখনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেষ্ঠজনকে মহান্ত গুরুরূপে এ জগতে প্রেরণ করেন। ইহাই কৃষ্ণ-কৃপা। আর শ্রীগুরুদেব জীবগণকে কৃষ্ণসেবারূপ অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন ইহাই গুরুকৃপা। ইহার অপর নাম ভক্তিলতা-বীজ। ভক্তিলতা-বীজ লাভই যে ভজনের পরিপক্ক অবস্থা তাহা নহে, এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করতঃ তাহার অনুকীর্ত্তনই জল-সেচন কার্য্য। শ্রদ্ধাবান্ জীব সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া শিষ্যের যোগ্যতানুসারে বিবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার সকল ইন্দ্রিয়কে আত্মেন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করেন। 'এই প্রকার সেবাফলে তাহার ক্রমান্বয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে'। ইহাই ভক্তিলাভের সহজ ও সুগম পন্থা। কিন্তু গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে বাদ দিয়া যে কৃষ্ণভজনের ছলনা; তাহা "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার" ন্যায় বৃথা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভাশা সুদূরপরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত"। শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ অর্থাৎ বিশ্রব্ধ শিষ্যকে পরম গুহ্য বস্তুর উপদেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে অকপট সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব আমাদের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন।

নব যোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ ঋষির বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মদো হরি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্যতম হরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটে তাঁহার অনুগমনে ভাগবত-ধর্ম্মের শিক্ষা করিতে হইবে।

তদ্দ্বারা আত্মা হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মোটকথা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক নিষ্কপটে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক সময় ভোগোন্মত্ত চিত্ত নানা প্রকার পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারে বাধা প্রদান করিয়া অজ্ঞ বিষয়ীর সেবা করিতে প্রবুদ্ধ করায়। তখন আমরা নিজ বিচারে শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণ-প্রীতি-উদ্দেশক কঠোর আদেশ-বাণী সমূহের বাছাই করিয়া লইয়া বলিয়া বসি—ইহা আমি পালন করিতে পারিব না, আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি আমার যোগ্যতা বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিলে এরূপ অন্যায় আদেশ করিতেন না। এইরূপ বিচার গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আনয়ন করে, অথবা পরম বিজ্ঞ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে অজ্ঞ মনে করাইয়া থাকে। অনেক সময় তিনি বাহ্যিক অজ্ঞের ভান করিলেও অন্তর্য্যামীসূত্রে তিনি আমার প্রতি কার্য্যের প্রতি-পদবিক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন—যাহাতে আমি অন্যাভিলাষ ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে সেবা-নিমগ্ন থাকিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করেন। **অতএব বিনা বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিতে পারিলেই গুরুকৃপা সুলভ হয়।** আর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে অনর্থ বর্দ্ধিত হয় ও ক্রমে সংসার ভোগের পথস্বরূপ নরকের দ্বার প্রশস্ত হয়।

আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এ বিষয়ের জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির মূল অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দুইজন শিষ্য ছিলেন। একজনের নাম শ্রীঈশ্বরপুরী অপর শিষ্যের নাম শ্রীরামচন্দ্র পুরী। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ 'গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া' এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া নির্ব্বিচারে নিষ্কপটে নিরন্তর 'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা' অর্থাৎ প্রীতি ও অনুরাগের সহিত গুরুর সেবা করিতেন, এমন কি স্বহস্তে গুরুদেবের মল-মূত্রাদিও মার্জ্জন করিতেন। যথা :—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী 'প্রেমের সাগর'।

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৬-২৯)

আর শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুরুদেবে অবজ্ঞা ও নিজে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করার ফলে চিত্তবৃত্তি নিম্নগামী হইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের নিন্দা এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির নিন্দা ও পরিশেষে গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অপ্রকটকালে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন—

পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে॥
"তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?"
শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর, পাপী' বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।১৬-২১)

—শ্রীদীনর্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, সহঃ সম্পাদক

বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজ

রামানুজ সম্বন্ধে লিখিবার উদ্দীপনা ও তাঁহার জন্ম-পরিচয়

আমরা গত সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা বেদান্তচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। কারণ তিনি এই চৈত্র-মাসেই শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। সে আজ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তাঁহার স্থিতিকাল ১০১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২০ বৎসর।

রামানুজের পিতার নাম কেশব ভট্ট, মাতার নাম কান্তিমতী। কান্তিমতী যামুন মুনিবরের পৌত্রী এবং শৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। শৈলপূর্ণ যামুনাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানুজ পেরেম্বুদুর গ্রামে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে মাতৃ-

কুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হন। পেরেম্বুতুর গ্রামের অন্য নাম ভূতপুরী বা মহাভূতপুরী। মাতুল শৈলপূর্ণ কেশব-তনয়ের অমানুষিক লক্ষণাদি বিচার করিয়া সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণশক্তির অবতার জানিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন শ্রীলক্ষ্মণ দেশিক। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ বলিয়া তাঁহার অন্য জগদ্বিখ্যাত নাম শ্রীরামানুজ। তামিল ভাষায় তাঁহার গৌরবময় পরিচয় 'ইলায়া পেরুমল'।

আচার্য্যের জন্ম, মাস ও ঋতুর তথ্য

আচার্য্যের আবির্ভাবের তিথি মাসাদির বিচারে দেখা যায় তাহাদের মধ্যেও বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আচার্য্য শ্রীল রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণ পঞ্চরাত্রের অনুগত। শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে প্রাকৃত কালের অন্তর্গত ঋতু, মাস, তিথি, বার প্রভৃতির প্রাকৃত নিরীশ্বর নামের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব তোষণের নিমিত্ত বিষ্ণুপর নামের দ্বারা তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মদীয় শ্রীগুরুদেব জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই আদর্শে বিশেষ মৌলিকতার সহিত শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রতি বৎসর বৈষ্ণবগণের হিতের জন্য প্রকাশ করিতেন। আজকালও উহা কতক পরিমাণে সেই আদর্শে কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে দেখা যায় বর্ত্তমান চৈত্রমাসের নাম 'বিষ্ণু,' বসন্ত ঋতুর নাম 'মাধব' এবং পঞ্চমী তিথির নাম 'শ্রীধর'। সুতরাং আচার্য্য শ্রীরামানুজ **মাধব** ঋতুতে, **বিষ্ণু** মাসে, **শ্রীধর** তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণু মাসে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া **বিষ্ণুপূজক** রামানুজ তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য **বিষ্ণুচিত্তের** পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া **'বিষ্ণুপুরাণ'** দ্বারা শুষ্ক-জ্ঞান-বিনাশিনী **বিষ্ণুভক্তির** অবলম্বনে **'বিষ্ণু পূজাই'** জীবের একমাত্র কৃত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। অধিকন্তু এই মাধব বসন্তে মধু চৈত্রমাসে **'মধুর কবি'** নামক মধুর কবিতা লেখক জনৈক আল্‌বরও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আদর্শ আচার্য্য বিষ্ণুবাহনের অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। সে আজ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩২৪৬ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা হইলেও রামানুজ তাঁহার কাব্য-মাধুর্য্যে ও আচার-বিচারে আকৃষ্ট হইয়া অহংগ্রহ-উপাসনার ধ্বংস সাধন করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। ধন্য এই মধু চৈত্রমাস—যিনি বিষ্ণুমাস নাম ধারণের স্বার্থকতা করিয়াছেন।

রামানুজের জন্মতিথি শ্রীপঞ্চমীর তথ্য

পঞ্চমী অর্থাৎ শ্রীধর তিথি। রামানুজের এই শ্রীধর তিথিতে আবির্ভূত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা একটী বিশেষ তথ্যের সন্ধান পাই। শ্রীধর শব্দের অর্থ 'শ্রী' ধারণ অর্থাৎ স্বীকার করিয়াছেন যিনি, তিনি শ্রীধর। বেদব্যাস বলেন—"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে।" অর্থাৎ শ্রী (লক্ষ্মীদেবী) বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-পুরুষ শ্রীনারায়ণের প্রধানা সেবিকা। তিনি শ্রীরামানুজকে তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধান সেবক আচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শ্রীধর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্যাসের ভবিষ্যদ্বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সেই হেতু রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়কে নিত্যকালের জন্য ধারণ করিয়া 'শ্রীধর' আচার্য্যস্বরূপে শ্রী-বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হইতেছেন। ধন্যা এই পঞ্চমী তিথি যিনি শ্রীধর-তিথি নামে খ্যাতা হইয়াছেন।

আচার্য্যের আবির্ভাব কালের অবস্থা বর্ণন

ভারত ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ভারতবাসীর এমন দিন হইয়াছিল যে সময় তাঁহারা সর্ব্বদা গভীর ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি-সমন্বিত, ভগবানের নিত্য বিগ্রহে আস্থা সম্পন্ন। তাঁহারা সমস্বরে বেদ-বেদান্ত, পঞ্চরাত্র-ভাগবত, পুরাণ-ইতিহাস, স্মৃতি-মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের পূজা প্রদানে মুক্তহস্ত এবং তাহাদের মর্য্যাদা গানে মুক্তকণ্ঠ। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় কালের করাল চক্রের অব্যর্থ আবর্ত্তনে ভারতের সে সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইতে লাগিল। শুভদিনের নির্ম্মল আকাশ কঠোর নাস্তিকতার ঘন ঘটায় আবৃত হইয়া পড়িল। বেদ-বেদান্ত, মহাভারত, ভাগবত পুরাণাদির উজ্জ্বল চর্চ্চালোক অদ্বয়বাদের অমান্ধকারে নিষ্প্রভ হইতে লাগিল; মানবের হৃদয়পটে শাস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ সন্দেহের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হইল। ক্রমশঃ শ্রীবেদব্যাসের নির্ম্মিত ভগবদ্ভক্তির প্রশস্ত সহজ সরল সরণি শুষ্ক-জ্ঞান-কণ্টকে সমাকীর্ণ হইয়া দুর্গম পথে পরিণত হইল। 'সমগ্র জগৎ মিথ্যা ও অসৎ' এইরূপ চিন্তা-রাক্ষসী সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের কদর্থ-বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া দম্ভ-দ্রুমের অরণ্য নির্ম্মাণ করিল। ফলে পিতা-মাতা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা বিনষ্ঠ হইল; ধর্ম্মভাব দূরে পলায়ন করিল; বিশ্ব ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এমন কি অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের অত্যাচারে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপ কার্য্যে উৎসাহ, নরহত্যাদিতে নির্ভয়, পরনারী হরণে নির্লজ্জ-

ভাব প্রভৃতি পৈশাচিক প্রবৃত্তির তাণ্ডব নৃত্যে ধরিত্রী উদ্বিগ্না ও ব্যথিতা হইতে ছিলেন। এমন সময় ভক্তি-ভাব-বিভাবিত ভুবন-মঙ্গল বিশিষ্টাদ্বৈত চিন্তা-স্রোতের পূর্ণাস্তিক্য দর্শনের প্রবল বন্যা আনয়নকারী আচার্য্য-কেশরী ভাষ্যকার শ্রীরামানুজ অবতীর্ণ হইলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামানুজ চরিতকার শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার সুলেখনী নিঃসৃত ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর লিখিত কাল বিচার

কালধর্ম্মানুসারে শঙ্কর কথিত বেদ-চতুষ্টয়সার মহাকাব্য চতুষ্টয়ের দুরর্থ করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসী-বেশধারী ইন্দ্রিয় পরবশ মানব আপনাদের ও সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যে তাহারা সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত, সপ্তধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, অধ্রুব নশ্বর জীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম, অচ্যুতব্রহ্ম, এরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্র যেরূপ জললগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য-পাপ, আচার-অনাচার, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম,—সুতরাং আমি যাহাই করিনা কেন আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী ব্যক্তি সকল যে শীঘ্রই আপনাদের স্বদেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোল-কল্পিত কদর্থকারিগণ শঙ্কর-কথিত অদ্বৈতবাদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে না পারিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি, ও সত্যের অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; সেই অভাব দূর করিবার জন্যই এই মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীর অভিমত

গোঁড়া অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস লেখক। তাহাতে আচার্য্য লক্ষ্মণ দেশিকের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও পাঠকবর্গের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। বিরুদ্ধ-বাদিগণের দৃষ্টিতেও রামানুজের মহিমা যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে

তাহা হইতেও আমরা অনেক কিছু অবগত হইতে পারি। শঙ্কর-পন্থী মায়াবাদিগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার মহিমায় উদ্‌ভ্রান্ত, সাম্প্রদায়িকতায় দুষ্ট, তাহারা অন্যের কোনও দোষ না থাকিলেও যে কোন প্রকার একটা কিছু আরোপ করিয়া শঙ্কর-মতের প্রাধান্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং রামানুজের বিজয় গান তাহাদের নিকট বিষবৎ মনে হইলেও রামকৃষ্ণানন্দজীর মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া স্বামীজী লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—"বাস্তবিক রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর লেখায় চিন্তাশীলতা আছে, কিন্তু ঐতিহাসিকতা নাই। জীবন-চরিতকারগণ রামানুজের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন অবস্থা যেরূপ বর্ণন করেন, তাহা আদপেই সঙ্গত মনে হয় না। কারণ তাঁহাদের মতে শাঙ্কর-মত যখন **সাধারণ বুদ্ধি লোকের নিকট বিকৃত হইয়াছে,** যখন বেদান্তের গভীর আত্মতত্ত্ব দেহাত্মবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। (বস্তুতঃ) যখন দক্ষিণ ভারতে—কেবল দক্ষিণ ভারতে নহে, সমস্ত ভারতেই যখন শাঙ্কর-মত প্রবল, (প্রকৃতপক্ষে) তখন রামানুজের আবির্ভাব। অন্যত্র আরও লিখিয়াছেন—"আমাদের (অদ্বৈতবাদিগণের) দৃঢ় ধারণা রামানুজের যুগে শাঙ্করমতে কোনও ব্যাপক গ্লানির উদ্ভব হয় নাই, বরং বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে শাঙ্কর মতের প্রাধান্য ও প্রাবল্যের যুগেই রামানুজের আবির্ভাব।" শাঙ্কর মতবাদিগণের বিন্দুমাত্রও গ্লানি ও পতন হইতে পারে ইহা যেন স্বামীজীর পক্ষে স্বীকার করা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। তিনি অতি কষ্টে সত্যের খাতিরে লিখিয়াছেন—"শঙ্করের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে রামানুজের ন্যায় প্রতিভা আর কাহারও হয় নাই। বিচার মল্লতায় রামানুজ অন্যান্য আচার্য্যগণের অগ্রণী। তার্কিকের শিরোমণি রামানুজ শাঙ্করমত খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদের স্থাপনে যেরূপ বদ্ধ-পরিকর, সেরূপ অন্য কোনও আচার্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যে সকল আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে, রামানুজ তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" আমরা শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর ঘোর সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ গোঁড়ামী দেখিয়া অবাক হইতেছি। তিনি বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস লিখিতে গিয়া যে ঐতিহ্যজ্ঞানের ও শঙ্কর-প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। এমন কি ঐ গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় শঙ্করপ্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াও স্বামীজীর শত শত ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

লক্ষ্মণদেশিকের বাল্য জীবনের সমালোচনা

শঙ্কর-প্রেমিক স্বামীজী আচার্য্য কেশব-তনয় শ্রীলক্ষ্মণ দেশিকের বাল্য-

জীবনের মধ্যে কোনও প্রকার প্রতিভা দর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"তাঁহার শৈশবকালের বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শৈশবে এমন কিছুই অসাধারণত্ব দেখা যায় নাই, যাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সূচনা করিতে পারে।" অথচ এই স্বামীজী অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ মায়াবাদী পণ্ডিত মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীভাষ্যের 'আভাস'-ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। * * * * ফলকথা শৈশবেই তাঁহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য-পথ উদ্ভাসিত হইয়াছিল।" এস্থলে আমাদের বক্তব্য প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর উল্লিখিত কথাগুলি বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ১৩৩৩ সালের ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতজীর শ্রীভাষ্যের অনুবাদের আভাস-ভূমিকা প্রকাশিত হয়। স্বামীজী উহা ভালরূপে অধ্যয়ন করিলেও পরশ্রী-কাতরতা, হিংসা-দ্বেষবশে বেদান্তের আচার্য্য-শার্দ্দূল শ্রীরামানুজের বাল্যজীবনের কোনও প্রতিভা দর্শন করিবার চক্ষু তাঁহার প্রস্ফুটিত হয় নাই। ইহাই অদ্বৈত-বাদিগণের গোঁড়ামী ও নীচ সাম্প্রদায়িকতা।

আমরা আচার্য্যের বাল্য জীবনের অসামান্য প্রতিভার কথা নিম্নে আলোচনা করিয়া স্বামীজীর লেখনী যে কতদূর অসংযত ও সাম্প্রদায়িকতা দোষে কলুষিত তাহা প্রমাণ করিব।

আচার্য্যের বাল্যজীবনে সাধুসঙ্গ

অতীব শৈশব কাল হইতেই লক্ষ্মণ দেশিকের সাধুসঙ্গ লাভের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইত। বালচপলতাপ্রযুক্ত রামানুজ তাহার সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত খেলাধূলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন। একদিন পথিমধ্যে অকস্মাৎ কাঞ্চীপূর্ণ নামক একজন পরম ভাগবত বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ হয়। পরস্পর দর্শন মাত্রেই যেন চুম্বকের ন্যায় উভয়ই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বালকের অন্তর্নিহিত অমানুষিক প্রতিভাময়ী বুদ্ধি দর্শন করিয়া প্রায়শঃ তাহার নিকট আসিতেন এবং বালককে প্রভূত ভুবন-মঙ্গলময় উপদেশ দান করিতেন। বালক তাহা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমশঃ কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি তাহার প্রচুর প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিল। বালক প্রতিভাবলে তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া

জানিতে পারিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কাঞ্চীনগরস্থ শ্রীশ্রীবরদরাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ তাঁহার স্বগ্রাম পুণামেলি হইতে শ্রীবরদরাজের সেবার জন্য কাঞ্চীপূর্ণ নগরে যাইতেন। পথিমধ্যে রামানুজের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ হেতু তাহার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন। একদিন কেশব-তনয় তাহার পিতামাতার আদেশ না লইয়াই কাঞ্চীপূর্ণকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। নিজ হস্তে তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া বালক তাঁহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বালকের নিরভিমানে বৈষ্ণবসেবা করিবার প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার স্বভাব-সুলভ দৈন্যবশে বলিলেন—"লক্ষ্মণ! তুমি অতি সদ্‌ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, আর আমি অতি নীচ শূদ্র জাতি। সুতরাং তোমার এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়। সমাজ তোমাকে নিন্দা করিবে।" ইহা শুনিয়া বালক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো, বৈষ্ণব কখনও শূদ্র হইতে পারেন না। আপনি মহাভাগবত, বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য দৈন্য করিয়া নীচ কুল গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। আপনার কুল আপনাকে সজাতীয়তা স্বরূপে কোনও প্রকার দাবী রাখিতে পারেন না। আরও নিবেদন করি—আমাদের পূর্ব্বতন একজন আলোয়র চণ্ডাল কুলে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ-কুলের উপাস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীতিরুপ্পান আলোয়র। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন।" রামানুজের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত নিরপেক্ষ সুতীক্ষ্ণ বিচার দর্শন করিয়া কাঞ্চীপূর্ণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাহার বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

বালকের এইরূপ প্রতিভার পরিচয় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গফলেই রামানুজের হৃদয়ে যে ভক্তির বীজ রোপিত হইয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাই একটী বিরাট বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া শুষ্ক-জ্ঞান-সন্তপ্ত শত শত নরনারীর হৃদয়ে শান্তি-ছায়া দানে সমর্থ হইয়াছিল।

আচার্য্যের বিদ্যাভ্যাস

আচার্য্যের বিদ্যাভ্যাসের কাল উপস্থিত হইল। পিতা কেশব দীক্ষিত পুত্রের প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাহার শিক্ষার জন্য তদানীন্তন কালের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট তাহাকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তৎকালে কাঞ্চীপুর নগরে যাদব প্রকাশ নামক একজন জগদ্বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত বাস করিতেন। অদ্বৈতবাদী যাদব প্রকাশ তখন পণ্ডিত কুলের মধ্যে অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক। তাঁহার গৌরবে শাঙ্কর-মতবাদি-

গণ গৌরবান্বিত এবং তাঁহাকেই তখন কেন্দ্র করিয়া মায়াবাদ মহাদম্ভে কাল যাপন করিত। দ্রাবিড়-কুল-শশি কেশব-তনয় পিতার ইচ্ছাক্রমে অগত্যা তাঁহাকেই তাহার অধ্যাপকস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই গীতোক্ত বিধি অনুসারে আচার্য্য রামানুজ যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যাদব-প্রকাশও তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। বিশেষতঃ তাহার ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন, বিনয়-নম্র ব্যবহার, অসাধারণ প্রতিভা ও অকপট গুরুসেবা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অতি অল্পকাল মধ্যেই অধ্যাপকের যাবতীয় পাণ্ডিত্য অধিকার করিয়া লইলেন। এখন রামানুজের পাণ্ডিত্য সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, অলৌকিক প্রতিভা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। এমন কি অধ্যাপক অপেক্ষা ছাত্রেরই অধিক মহিমা ঘোষিত হইতে থাকায় যাদবের মনোবিকার উপস্থিত হয় এবং শ্রীমান লক্ষ্মণ দীক্ষিতকে বিশেষ ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বালক অত্যন্ত বিনয় সহকারে যাদবের শাস্ত্রব্যাখ্যায় বহুস্থলে ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাও সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলে যাদবের ঈর্ষানল ক্রমশঃ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

বৈষ্ণবের পাদোদকে গ্রহ-শান্তি

অপর একদিন কাঞ্চীনগরের অধিপতির প্রিয়তমা কন্যা দুর্ভাগ্যক্রমে এক দুর্দ্দান্ত পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। রাজ-অমাত্যবর্গের ও দেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শানুসারে নৃপতি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও বহু তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী আচার্য্য যাদব প্রকাশকে আনাইয়া কন্যাবরের গ্রহশান্তি করাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। আচার্য্য যাদব বহু চেষ্টা করিয়াও রাজ-দুহিতার কোনও উপকার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সেই ব্রহ্ম-রাক্ষস নানা প্রকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং যাদবের ও তাহার নিজের পূর্ব্ব জীবনের কথা ব্যক্ত করিতে লাগিল। যাদব পূর্ব্বজন্মে একটী 'গোসাপ' ছিলেন। অজ্ঞাতসারে কোনও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করেন এবং ব্রহ্মদৈত্যও পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলে মায়াবাদীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব বিদ্বেষফলে তাহার প্রেতযোনি লাভ হইয়াছে। সে আরও চিৎকার করিয়া ঘোষণা করে যে পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মণ দেশিকের পাদোদক পান করিতে পারিলেই সে উদ্ধার লাভ করিবে এবং রাজ-তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

রাজন্যবর্গ প্রেতাত্মার আদেশে তাহাই করিলেন। রামানুজের পাদোদক পান করাইয়া ব্রহ্ম-রাক্ষসের মুক্তি ও রাজকন্যার শান্তি বিধান করাইলেন। ইহাতে যাদব প্রকাশের মাৎসর্য্যপূর্ণ চিত্ত যে কি প্রকার হিংসা ও দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে নিবেদন

প্রভুপাদ! তব পদে এমিনতি মোর।
কৃপা করি আকর্ষহ গলে দিয়া ডোর॥
কৃষ্ণ ভজিবারে মতি নাহি চাহে মন।
সদাই রয়েছি হায় বিষয়ে মগন॥
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভোগ করিবারে।
ইন্দ্রিয়-সমূহ চেষ্টা করে বারে বারে॥
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কনক-কামিনী।
লভিবারে ব্যস্ত আমি দিবস যামিনী॥
অতি হীন-দুরাচার তব দাসাধম।
কেমনে লভিবে বল তব শ্রীচরণ॥
তব কৃপা বিনা মায়া জয় নাহি হয়।
সে কৃপা দুর্ল্লভ বলি শাস্ত্রে বাখানয়॥
কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-শক্তি তুমি কৃষ্ণময়।
কৃষ্ণেরে দানিতে হেথা হইলে উদয়॥
মায়াদাস্য ছাড়াইয়া মোরে কর পার।
লভিবে কুমুদ সন্ত চরণ তোমার॥

—শ্রীভক্তি কুমুদ সন্ত

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)
৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৮

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৫, ইং ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৪৯ সোমবার, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল-ভুবনমঙ্গলময়ী **আবির্ভাবতিথিপূজা** উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় আগামী ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বুধবার হইতে ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহা-প্রসাদ বিতরণ, শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত ৯টি দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ পরিক্রমা** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :— কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসবপঞ্জী

১। ২৫শে ফাল্গুন, বুধবার—(১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)

(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য) - মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি (শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মন্দির) এবং

(৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য)—রাহুতপুর বা রাতুপুর।

৩। ২৭শে ফাল্গুন, শুক্রবার—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনির স্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)। (৬) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৮শে ফাল্গুন, শনিবার—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)--পোড়ামাতলা ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঞ্জেরডাঙ্গা।

৫। ২৯শে ফাল্গুন, রবিবার—(৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবনাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং

(৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন (প্রসাদ-সেবান্তে) মুরারি গুপ্তের পাট।

৬। ৩০শে ফাল্গুন, সোমবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ১লা চৈত্র, মঙ্গলবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। নবদ্বীপ সহরে পূর্ব্ব বঙ্গের অর্দ্ধ লক্ষাধিক অধিবাসী স্থায়ী বসবাসের জন্য সমাগত হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় গৃহাদি না মিলিলেও সমিতি বহু সংখ্যক শিবির স্থাপন করিয়া যাত্রীগণের অবস্থানের মনোরম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রসাদ, বাসস্থান এবং সেবা-শুশ্রূষাদির সুব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাত্রীগণ স্বচ্ছন্দে শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়া নিত্যকল্যাণ লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ যাত্রীগণের নিকট দৃষ্ট-স্থানসমূহের মাহাত্ম্য শাস্ত্রাদি হইতে পাঠ করিয়া এবং বক্তৃতা প্রদান করিয়া অবগত করান। বলা বাহুল্য যাত্রীগণ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়াছেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং মহারাজগণের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

পরিক্রমার প্রথম দিবস

২৫শে ফাল্গুন বুধবার পরিক্রমার প্রথম দিবস তাঁহারা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পারে উপস্থিত হন। তাঁহারা গঙ্গা স্পর্শ করিয়া এবং শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া কীর্ত্তনাখ্য **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে** পরিক্রমণ আরম্ভ করেন। এই দ্বীপের বর্ত্তমান অপভ্রংশ নাম গাদিগাছা। গঙ্গার সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে পরিক্রমা করিতে করিতে যাত্রীগণ **সুরভিকুঞ্জে** উপস্থিত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরচিত "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ হইতে শ্রীপত্রিকার সহকারী সঙ্ঘপতি এই স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। এই স্থলে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থ দ্রুম ছিল এবং সুরভি গাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করেন বলিয়া এই দ্বীপ গোদ্রুম নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় মুনি এই স্থানে সুরভি গাভীর নিকট গৌর-ভজনের উপদেশ লাভ করিয়া শ্রীগৌর হরির ভজনা করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনি ব্রজ-লীলায় বারি বর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জ শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত।

সুরভি কুঞ্জের অনতিদূরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী **"স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ"**। এখানে শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে সেবিত হইতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন কুটীরের পশ্চিম-উত্তর দিকে বায়ুকোণে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীর** বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ত্যাগী হইয়াও গৃহস্থ লীলাভিনয়কারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট ভজন-শিক্ষার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইয়াছেন যে—"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার"। ভজনে উন্নত হইলে গৃহীও ত্যাগীর ভজন গুরু বা শিক্ষা গুরু হইবার যোগ্য। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বক্তৃতা কালে এই বিষয়টী যাত্রীগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট সমস্ত বৈষ্ণব-জগৎ যে সর্ব্বতোভাবে ঋণী তাহাও জানাইয়া দেন।

তৎপরে যাত্রীগণ **সুবর্ণ বিহার মঠে** উপস্থিত হন। এখানে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য হইতে সুবর্ণ বিহার প্রসঙ্গ পাঠ করেন। এই স্থলে সত্যযুগে সুবর্ণসেন নামে এক নৃপতি বাস করিতেন। তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর এই মঠ প্রকটিত হইয়াছেন। গৌরলীলায় যিনি বুদ্ধিমন্ত খাঁ—তিনিই সেই সুবর্ণসেন। এই স্থান বর্ত্তমানে সুবর্ণ-বিহার নামে পরিচিত।

অতঃপর পরিক্রমা-সঙ্ঘ গণ্ডকী নদীতীরে অলকানন্দার পূর্ব্বপারে **হরিহর ক্ষেত্রে** উপস্থিত হন। এই স্থানে শিব গৌরীসহ শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করেন এবং নির্য্যাণ সময়ে জীবের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। ইহা বারাণসীধাম হইতে অভিন্ন। শ্রীহর শ্রীহরির হৃদয়স্বরূপ এবং শ্রীহরিও হরের হৃদয়। সুতরাং হরি ও হর অভিন্ন ভেদাভেদ তত্ত্বরূপে এখানে বিরাজিত বলিয়া এই স্থলের নাম হরিহর ক্ষেত্র। অত্রস্থ শ্রীমন্দিরে যে বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ শুভ্র বর্ণ এবং অর্দ্ধাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ হরি ও হরের একত্র সমাবেশ। যাত্রীগণ নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া পথশ্রান্তি দূর করেন এবং দধি, চিড়া ও সরবৎ-প্রসাদ পাইয়া নৃসিংহপল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। এইস্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ যাত্রীগণকে সুমধুর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া উপদেশ দান করেন।

যাত্রীগণ **নৃসিংহপল্লীতে** উপস্থিত হইয়া শ্রীনৃসিংহ মন্দির পরিক্রমা করেন। নিয়ামক মহারাজ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য সকলের নিকট কীর্ত্তন করেন। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ এবং প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের মধ্যে নৃসিংহদেবের প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। এই স্থানে সূর্য্যটিলা, ব্রহ্মটিলা, ইন্দ্রটিলা প্রভৃতি উচ্চস্থানগুলি দেবতাদিগের ভজনস্থলীস্বরূপের নির্দ্দেশ দান করিতেছে। দেবগণ এখানে বাস করিয়া ভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা দেবপল্লী নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে **দেবপল্লী শব্দের অপভ্রংশ দেপাড়া নামই প্রচলিত**। এখানে মধ্যাহ্নকালে যাত্রীগণ নৃসিংহদেবের প্রসাদ সেবা করিয়া মধ্যদ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হন।

মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্যদ্বীপ। ইহার অপভ্রংশ নাম মাজিদা। এই দ্বীপে **হাটডাঙ্গা** নামক স্থানটী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। এই স্থানে সমস্ত দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে শ্রীগৌর-কথা আলোচনা করিতেন। তখন হইতে ইহাকে হাটডাঙ্গা বলিয়া থাকে। ইহার নিকটবর্ত্তী যে গ্রামের নাম **বামনপুরা বা শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর** সেস্থানে সত্যযুগে দিবোদাস নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীধামের কৃপায় 'পুষ্কর' তীর্থের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইহার নাম ব্রাহ্মণপুষ্কর, বর্ত্তমান নাম বামনপুরা। যাত্রীগণ ক্রমশঃ **হংসবাহন** নামক স্থানে উপস্থিত হন। এখানে পঞ্চানন স্বীয় বাহন বৃষকে পরিত্যাগ করতঃ হংসারূঢ় হইয়া স্বগণসহ গৌরগুণগাথা শ্রবণ করেন। এখানে মধ্যাহ্ন সময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্যপ্রভাযুক্ত পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌর সুন্দর সপ্তর্ষিদিগকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণের ভজনস্থলী **সপ্তটীলা** আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে যে সুপবিত্রা জলধারাটী দৃষ্ট হয় তাহা **গোমতী বলিয়া খ্যাত**। গোমতীর পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি **নৈমিষারণ্য** নামে অভিহিত। এস্থানে সূতগোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ঋষিগণ গৌর-ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। যাত্রীগণ এই সমস্ত স্থান দর্শন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সহর নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

দ্বিতীয় দিবস যাত্রীগণ কোলদ্বীপের কিয়দংশ ও ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করেন। কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য দ্বীপ; গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরই কোলদ্বীপ বা কুলিয়া নামে অভিহিত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস

প্রভুর চরণে অপরাধী গোপাল চাপাল নামক বিপ্র ও ভাগবত-বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন করেন; এইজন্য ইহা অপরাধ ভঞ্জনের পাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাত্রীগণ কোলদ্বীপের অন্য অংশ ৪র্থ দিবসে রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমাকালে দর্শন করিবেন। তাহার বিবরণ উপযুক্ত স্থলে প্রদত্ত হইবে। যাত্রীগণ ক্রমশঃ **গদখালির কোল, তেঘরির কোল**, কোলের আমাদ, **কোলেরগঞ্জ,** কোলেরদহ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া **সমুদ্রগড়ে** উপস্থিত হন। এই স্থলে সমুদ্রসেন রাজা ভগবান কৃষ্ণের দর্শন আকাঙ্খায় ভীমের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোটক আবদ্ধ করায় ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভীমসেনের বিপদ দর্শন করিয়া ভক্তবৎসল কৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং সমুদ্রসেন রাজার ভক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন। এই স্থানে সমুদ্র গঙ্গার আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীগৌরলীলা দর্শন করেন। সমুদ্রসেন রাজার গড় অথবা সমুদ্র গড়াইয়া আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থলের নাম সমুদ্রগড়।

এস্থল হইতে আমরা অর্চ্চনাখ্য ঋতুদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করি। পথিমধ্যে **চম্পকহট্ট, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটী** গ্রাম বিরাজিত। পূর্ব্বকালে স্থানীয় হট্টে প্রচুর পরিমাণে চম্পকপুষ্প বিক্রীত হইত। স্থানটী চম্পক বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। ইহা বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অন্যতম খদিরবন-স্বরূপ। এই স্থানে চম্পকলতা সখী চম্পক পুষ্পের মালা রচনা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীগীতগোবিন্দ রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামী, পত্নী পদ্মাবতী আহৃত চম্পপপুষ্প দ্বারা এইস্থানে বহুকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিয়াছিলেন এবং পুরটসুন্দর-দ্যুতি শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এখানে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর মঠ বিরাজিত আছেন। এখানে গৌরপার্ষদ শ্রীরিক্ত বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ মঠস্থ ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া আছেন। এই স্থান হইতে ঋতুদ্বীপে আসিয়া ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে সকলকে জানান হয়, যে বসন্তের সহিত ষড়্ঋতু শ্রীগৌর ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম **ঋতুদ্বীপ** হইয়াছে। পরিক্রমাসঙ্ঘ এই স্থান হইতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

তৃতীয় দিবস পরিক্রমা-সঙ্ঘ বিদ্যানগর—শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাটে উপস্থিত হন। বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠ বিরাজিত আছেন।

ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গাদী বৃক্ষমণ্ডপতলে শোভা পাইতেছেন। নিয়ামক মহারাজ তথায় সমবেত পরিক্রমাকারীগণের নিকট ধামমাহাত্ম্য পাঠান্তে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে যাবতীয় দর্শন বা বিদ্যা যখন ভক্তির আনুগত্য করে তখনই তাহার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। এই বিদ্যানগরে যাবতীয় বিদ্যা ও দর্শন-শাস্ত্র অবস্থান করিয়া যথাসম্ভব শ্রীগৌরহরির পাদপদ্ম সেবা করিয়াছিলেন। স্বয়ং বৃহস্পতি গৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম-রূপে অবতীর্ণ হইয়া এইস্থানে পরবিদ্যাপতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মসেবা করিতে সমর্থ হন।

এখান হইতে যাত্রীগণ **জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্যদ্বীপে** উপস্থিত হন। অপভ্রংশ ভাষায় ইহাকে জান্নগর বলে। ইহা বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অন্যতম ভদ্রবন। ভগীরথ-আনীত গঙ্গাকে জহ্নুমুনি এই স্থানে পান করিয়াছিলেন এবং ভগীরথের প্রার্থনায় জানুদেশ বিদীর্ণ করিয়া এই স্থান হইতে তাঁহাকে পুনঃপ্রকটিত করেন। তজ্জন্য ইহার নাম জহ্নুদ্বীপ। জহ্নুমুনি এইস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন।

এখান হইতে যাত্রীগণ **মোদদ্রুম—দাস্যাখ্য দ্বীপে** উপস্থিত হন। শ্রীরাম লীলায় ভগবান এই স্থানে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষতলে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ বনবাস লীলা করিয়াছিলেন। এই স্থানটী দর্শনে ভক্তহৃদয়ে সেবামোদ বৃদ্ধি পায় বলিয়া ইহা মোদদ্রুম নামে পরিচিত। এই দ্বীপের অন্তর্গত মামগাছি গ্রামে চৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাসস্থলী। এস্থানে শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল। এইস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-সেবিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। এখানে ধামমাহাত্ম্য পাঠের পরে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সকলে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

পরদিন পরিক্রমার চতুর্থ দিবসে যাত্রীগণ **কোলদ্বীপের** অবশিষ্টাংশ পরিক্রমা করিয়া রুদ্রদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা প্রথমে সহরস্থ শ্রীপোড়ামা তলায় অর্থাৎ প্রৌঢ়া মায়ার স্থানে উপস্থিত হন। ইনি বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া নহেন পরন্তু ভগবল্লীলা পরিপোষিকা যোগমায়া-স্বরূপিনী। 'কোল'

শব্দের অর্থ বরাহ। ভগবান এই দ্বীপে সত্যযুগে বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমারকে কোল মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন বলিয়া এই দ্বীপকে কোলদ্বীপ বলে।

এস্থান হইতে যাত্রীগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরে উপস্থিত হন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর ধামের নির্দ্দেশক এবং মহামন্ত্রের উচ্চ সংকীর্ত্তনের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এ স্থানে শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজ গুরু-পরম্পরা, ভাগবত-পরম্পরা ও মহামন্ত্রের অসংখ্যাত উচ্চ কীর্ত্তনের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অতঃপর পরিক্রমা-সঙ্ঘ নিদয়া ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া **রুদ্রদ্বীপে** উপস্থিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণকালে এই ঘাট দিয়া পার হইয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের প্রতি নিদয় হইয়া তাহাদিগকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া যান বলিয়া তাঁহারা এই ঘাটকে নিদয়া ঘাট আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অদূরে মোদদ্রুমান্তর্গত **মাতাপুর বা মহৎপুর গ্রাম** অবস্থিত দেখা যায়। এইস্থলে মহৎ পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা মহৎপুর নামে খ্যাত।

রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্যদ্বীপ। এই স্থলে নীল-লোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই স্থানে রুদ্রকৃপা লাভ করতঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই দ্বীপটী গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত। এখানে প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠের বিগ্রহগণকে দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যাত্রীগণ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস ২৯শে ফাল্গুন রবিবার গঙ্গা পার হইয়া সীমন্ত দ্বীপ—সখ্যাখ্য দ্বীপ এবং আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন। যাত্রীগণের সুবিধার্থ এই দিবস তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলে **শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন** পরিক্রমা ও দর্শন করেন। অভ্রভেদী মন্দির মধ্যে তিনটী প্রকোষ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীপ্রিয়া মধ্যবর্ত্তী গৌরসুন্দর, মহাভাবে শ্রীগৌরসুন্দর ও রাধামাধব যুগলমূর্ত্তি এবং শ্রীপঞ্চতত্ত্ব বিরাজিত আছেন। নিকটে নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীশচীমাতার সূতিকাগৃহ। ঈশান কোণে ক্ষেত্রপাল শিব এবং পূর্ব্বদিকে শ্রীনৃসিংহ মন্দির অবস্থিত আছেন। যোগপীঠের শতধনু উত্তরে **শ্রীবাস অঙ্গন** –

শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনস্থলী। ইহার অন্য নাম **খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা**। সংকীর্ত্তনরত ভক্তগণের মৃদঙ্গ এই স্থানেই চাঁদকাজী ভাঙ্গিয়া দেন।

ইহার দশ ধনু উত্তরে **শ্রীঅদ্বৈত-ভবন**। যাত্রীগণ অদ্বৈত-ভবন পরিক্রমা করিয়া **শ্রীচৈতন্য মঠ** অভিমুখে অগ্রসর হন। ক্রমে তাঁহারা **ভক্তি-বিজয়-ভবন** অতিক্রম করিয়া **শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে** উপস্থিত হন। তথায় দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহারা চৈতন্য মঠে প্রবেশ করেন এবং ঊনত্রিংশ চূড়াযুক্ত শ্রীমন্দিরে অবস্থিত শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজিউকে দর্শন পরিক্রমা করেন। এই মন্দিরের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে—অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যূহস্বরূপে **শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক** সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আচার্য্যগণ চতুষ্কোণে বিরাজিত রহিয়াছেন। চৈতন্য মঠের দক্ষিণদিকে অবস্থিত **শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির** পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ চাঁদকাজীর সমাধিতে উপস্থিত হন।

পাষণ্ডী হিন্দুগণের প্ররোচনায় চাঁদকাজী প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন প্রচারে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃসিংহমূর্ত্তিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলে তিনি মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন এবং মহাপ্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হন। এই সময় হইতে তিনি মহাপ্রভুর ভক্তমধ্যে পরিগণিত হন। **চাঁদকাজীর সমাধির** উপর রোপিত গোলকচাঁপা বৃক্ষটী চারিশত বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীচাঁদকাজীর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

পরিক্রমা-সঙ্ঘ এখান হইতে সখ্যাখ্য সীমন্ত দ্বীপে **শ্রীধর অঙ্গনে** উপস্থিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হইয়া এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীধরের শতছিদ্র লৌহপাত্রে জলপান করিয়া ভক্ত শ্রীধরের মহিমা প্রচার করেন এবং তাহার নিকট হইতে কলার থোড়, মোচা প্রভৃতি কাড়িয়া লইতেন।

পরিক্রমাসঙ্ঘ এস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুত ভূদেব ও অনন্তদেব ব্রহ্ম মহাশয়দের বাটীতে উপস্থিত হন। আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরের উৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিবৎসর এই ব্রহ্ম মহাশয়দের বাটীতে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। পরিক্রমার যাত্রীগণ, ধামবাসীগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে এই দিবস এই স্থানে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া থাকেন।

এই অনুষ্ঠানে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া ব্রহ্ম মহাশয়গণ সমিতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। যাত্রীগণ অপরাহ্নে শ্রীমুরারিগুপ্তের পাটে শ্রীশ্রীরামসীতার মন্দির দর্শন করেন এবং পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আমরা বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ** সগোষ্ঠী পরিক্রমায় যোগদান করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত সুমধুর কণ্ঠে সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যাত্রিবর্গের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী (সহঃ সম্পাদক)

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার বক্তব্য

আমরা শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীকরকমলাঙ্কিত একখানি পত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছিলাম। সময় ও স্থানাভাবহেতু আমরা গত সংখ্যায় ঐ পত্রখানিতে যে উপদেশ-সার নিহিত আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের অনেক সহৃদয় পাঠকবর্গ উহা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় এই সংখ্যায় উহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

সন ১৩২২ সালের ১১ই শ্রাবণ তারিখে লিখিত একখানি পত্রের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ইং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে উক্ত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। তাই পত্রখানিতে শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বাশ্রমের নাম স্বাক্ষর করা রহিয়াছে। তাঁহার অতি শৈশব হইতেই অতিমর্ত্ত্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা আলোচনা করিব। পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি অপেক্ষা মহাজনগণের পত্রই প্রকৃত প্রাণস্পর্শী হয়। অবশ্য সাক্ষাৎ উপদেশের কথা স্বতন্ত্র। যদিও উহা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লেখা হয় তথাপি উহাতে এত চেতনাশক্তি নিহিত থাকে যে তাহা সমষ্টি জীবনকেও আকর্ষণ করিয়া মঙ্গলের রুথে অনায়াসে আনয়ন করিতে পারে। আমরা তজ্জন্যই শ্রীল প্রভুপাদের পত্র মুদ্রিত করিয়াছি। অনেক সময় পত্র-প্রকাশক মহাজনের নামে পত্র প্রকাশ করিয়া নিজের ধারণাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিয়া পত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া থাকেন। আমরা তজ্জন্য মহাপুরুষের স্বহস্ত লিপিই মুদ্রিত করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ করিতে

যত্নের ত্রুটী করিব না। বর্ত্তমানে আপনাদের স্মরণের জন্য উক্ত পত্রখানি এখানে মুদ্রিত অক্ষরে পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশ্রীগৌরহরিঃ শরণম্

শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তন
২।৮।১৫

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তুবিশেষাঃ—

আপনার ১১।৪।২২ তারিখের প্রেরিত পার্শ্বেল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিয়দংশ ও অত্রস্থ ভক্তধামবাসীগণকে কিয়দংশ প্রদান করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় **আমি বিগত ২২ বর্ষকাল কোন প্রকার আম্র ফল প্রসাদ পাই নাই** এবং আম্রসত্তাদি ব্যবহার করি না। আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞাতকারণ নিবেদন করিলাম। শ্রীমান্ মধুসূদনের পত্র পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনীর পত্রও পাইয়াছি।

সজ্জন তোষণী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছেন। তাহাতে হরিকথা ব্যতীত অন্য বাজে কথা নাই। অনেক ভক্তপাঠ্য প্রবন্ধাদি তাহাতে সন্নিবিষ্ট থাকে। আপনারা উহা যথা-রীতি পাঠ করিতে পারেন। উহা পাঠ করিলে অন্য জ্ঞানী ও কর্ম্মীসঙ্গে কষ্ট পাইতে হয় না। আশাকরি আপনার ভজন কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীবিমলপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী

আমরা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উক্ত পত্রের স্থূল ও স্পষ্ট মুদ্রিত অংশের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা সর্ব্বত্রই উপদেশপূর্ণ হইলেও আমরা উক্ত স্পষ্ট মুদ্রিত স্থলের একটী উপদেশ আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ "আমি বিগত ২২ বর্ষকাল কোন প্রকার আম্র ফল প্রসাদ পাই নাই" এই কথার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের আত্মজীবনের যুক্ত-বৈরাগ্য, নিষ্কাম-সেবা, কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগের পরম আদর্শ নিহিত রহিয়াছে। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে গৌর-জন্মস্থানে যোগপীঠের সেবকখণ্ড গৃহমধ্যে সন্ধ্যা-বেলায় পদচারণ করিতেছেন এমন সময় মনে মনে ভাবিলেন এখন একটী পাকা আম পাইলে সেবা করা যাইত। তখন আদৌ আমের সময় নহে। অনুমান পৌষ বা মাঘ মাস চলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দিরের পূজারী একটী পাকা আম হাতে করিয়া লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আম কোথায় পাইলেন?" পূজারী বলিলেন—"এই মাত্র একটী বালক এই আমটী আমাকে দিয়া বলিয়া গেল যে এখনই ইহা সরস্বতী ঠাকুরকে দাও।" শ্রীল প্রভুপাদ ইহা শুনিবামাত্র এত দুঃখিত হইলেন যে দরদর ধারে তাঁহার অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং গদগদ স্বরে আমটী ফেরৎ দিয়া পূজারীকে বলিলেন—"এখনই ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগে লাগাইয়া আপনারা প্রসাদ পাইবেন।" পূজারী ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটী গূঢ় রহস্য আছে।

ভক্তের ইচ্ছা ভগবান সর্ব্বদাই পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত। কারণ ভক্ত কোন-দিনই তাঁহার প্রীতি ব্যতীত নিজ-কামনা পূরণ জন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। এরূপ স্থলে ভক্তের যদি কিছু প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে ভগবান তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহা পূরণ করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ মনে মনে ভাবিলেন—"এই অসময়ে আমার হৃদয়ে আম খাইবার কামনার উদ্রেক হওয়ায় শ্রীভগবানকে কষ্ট দিয়াছি, তাঁহাকে আমার নিজ ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে; তাঁহাকে আমার কর্ম্মচারীরূপে ব্যবহার করিয়াছি। ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে; সুতরাং জীবনে আর আম খাইব না। ভগবানের প্রীতির জন্যই আম সমর্পিত হইল।" তদবধি তিনি আর আম গ্রহণ করেন নাই। উহাই উক্ত পত্রে গুপ্ত-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগ। লোকশিক্ষার জন্য নিত্যমুক্ত-পুরুষ শ্রীল প্রভুপাদের কোনও কামনা না থাকিলেও এইরূপ একটী

লীলা স্বীকার করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ নিষ্কাম জীবনের আদর্শ আর কোথাও দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিচার ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মে এরূপ সর্ব্বোচ্চ চিন্তাস্রোত দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত

১। উচ্চ ইং বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র ঃ—

পরমপূজনীয় শ্রীপাদ কেশব মহারাজ,

আপনার শ্রীপত্রিকা ও কৃপালিপি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। আপনার পত্রিকা দর্শনে মনে হয় যেন অসীম কৃপাময় শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় প্রকট হইলেন। সত্যই বৈষ্ণব জগতে আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। আপনি ধন্য—আপনার প্রচেষ্টা চির সমুজ্জ্বল-সাফল্য-গৌরব লাভ করুক—শ্রীল প্রভুপাদের চরণকমলে আমার এই প্রার্থনা। আমি কি করিয়া আপনার মহামহিমাময়ী শ্রীপত্রিকার সেবা করিতে পারিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছিনা। আশাকরি শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্রই দুই একটী প্রবন্ধ প্রেরণের শক্তি দিবেন।

স্বাঃ শ্রীনীলকান্ত মিশ্র, আশীকাটী, ত্রিপুরা, ২৮।৩।৪৯

২। সুকবি ও সুগায়ক মাননীয় শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় ঃ—

পতিত পাবন মহারাজ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা অদ্য দর্শন করিলাম। পত্রিকাটি চমৎকার হইয়াছে। পত্রিকার প্রবন্ধ এবং আপনার রচিত প্রভুপাদের আরতি গীতিটি অতি চমৎকার ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। ঐ আরতিটি আমি খোল করতালে কীর্ত্তন করিব। আমি সত্বর গ্রাহক হইবার চেষ্টা করিব এবং অন্য ২।১ জনকেও করাইব ইচ্ছা আছে। বহুদিনের পর জগতে পারমার্থিক পত্রিকার পুনঃ প্রচার হইল। ইহাতে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার হইবার আশা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। আপনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদর্শ সেবা করিতেছেন। তাঁহার কৃপাশিস্-ধারা যে কি প্রকারে কাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে তাহা কার্য্যতঃ অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক আপনার সর্ব্বাঙ্গীন জয় হউক ইহাই প্রার্থনা।

স্বাঃ শ্রীমোহিনী মোহন রায়, নারমা, মেদিনীপুর, ২০শে চৈত্র, ১৩৫৫

৩। Back to Godhead পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুত অভয় চরণ দে মহোদয়ঃ—

পূজ্যপাদ কেশব মহারাজ! কৃপাপূর্ব্বক আমার দণ্ডবন্নতি গ্রহণ করিবেন। আপনার প্রেরিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা গতকল্য পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পত্রিকার কলেবর মধ্যমাকার হইলেও বেশ সুশ্রী হইয়াছে এবং কাগজ ও ছাপা ভালই হইয়াছে। পত্রিকায় মুদ্রাকর প্রমাদ খুব কমই দেখিতে পাওয়া গেল, যথাসম্ভব নাই বলিলেই হয়। ইহাতে পত্রিকার তত্ত্বাবধান ভালই হইতেছে মনে হয়। আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রচার চেষ্টা আমার চিত্তাকর্ষণ সর্ব্বদাই করে। আপনি নিজে পূর্ব্বাশ্রমের মহানুভাবোচিত সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ করেন কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে আপনার সেবা কিছুই করিতে পারি না। তজ্জন্য নিজগুণে আমার অপরাধ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আমার **'ব্যাক্-টু-গড্হেড'** পত্রিকা প্রথম প্রকাশের সময় আপনি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন এমন কি বহু কার্য্যের মধ্যে আমার দরিদ্র আশ্রমে আপনি পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। * * * *

আপনার শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীপাদ নরহরিদার কথা স্মরণ করিয়া আপনি সর্ব্বতোধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীপাদ নরহরিদার স্নেহ মমতা ও স্নিগ্ধ ব্যবহার আমাদের চিত্তপটে চিরদিন জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে। তাঁহার বিরহ বেদনা শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ বেদনা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। * *

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রবন্ধগুলি যথাযথ সমাবেশ হইয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ঠাকুরের প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া খুব ভাল করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের একটী জীবনী পত্রিকায় বাহির হইলে সম্প্রদায়ের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

পরে আপনার শ্রীপত্রিকায় অন্যান্য ভাষায় প্রবন্ধাদি স্থান পাইবে এরূপ প্রস্তাবনা দেখিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় ইংরাজী ভাষায় কিছু আলোচনা করিবার জন্য আমি 'ব্যাক্-টু-গড্হেড' আরম্ভ করিয়াছিলাম। * * * * আপনার পত্রিকায় ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের সময় আমার কিছু সেবা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আমার ইংরাজী ভাষায় বহু প্রবন্ধাদি লেখা আছে; সময় মত পাঠাইতে পারিব।

স্বাঃ শ্রীঅভয় চরণ দে, ৬নং সীতাকান্ত ব্যানার্জ্জী লেন
পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা, ২৭-৩-৪৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয় পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২ ত্রিবিক্রম, ৪৬৩ গৌরাব্দ | শনিবার, ৩১ বৈশাখ ১৩৫৬, ইং ১৪।৫।৪৯ | ৩য় সংখ্যা

গুর্ব্বষ্টক

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর-কৃত)

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ১॥

সংসার-দাবানলসন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্য-বারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ-গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি॥ ১॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ২॥

সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা উন্মত্তচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রুতরঙ্গ উদ্গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি॥ ২॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৩॥

যিনি শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা, আত্মরসোদ্দীপক নানাবিধ বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দিরমার্জ্জন প্রভৃতি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি॥ ৩॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৪॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ সেবন-জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি॥ ৪॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৫॥

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার জন্য সর্ব্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি॥ ৫॥

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৬॥

নিকুঞ্জবিহারী 'ব্রজযুবদ্বন্দ্বে'র রতিক্রীড়া-সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতিনিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি॥ ৬॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৭॥

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি॥ ৭॥

যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-সেবৈব লভ্যা জনুষোঽস্ত এব ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি এই গুরুদেবাষ্টক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অরুণোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বকালে) অতিশয় যত্নের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি বস্তুসিদ্ধিকালে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিমার্গ

অভক্তিমার্গের সংক্ষেপ পরিচয় তন্নামশীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি, এক্ষণে শ্রীভক্তিমার্গের কথা পাঠকগণকে জানাইতেছি।

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি

যাহা অভক্তিপথ নহে যাহাতে অনুকূল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে তাহাই শুদ্ধভক্তি পথ। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ নামক প্রতিকূল মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হরি-সেবন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত বস্তু জীব অপ্রাকৃত উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠেতর মায়ার কোন উপযোগিতা নাই। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে শুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব সহকারে অর্থাৎ অনুকূল ভাবে সর্ব্বোপাধিমুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে ভক্তি বলে।

মায়ার ধর্ম্ম ও বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম

মায়ার ধর্ম্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম ভক্তি জীবকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করে। মায়ার ধর্ম্ম প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-ময়। মায়াতীত বৈকুণ্ঠধর্ম্ম অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়ক অপ্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিতে শুদ্ধ জীবানুভূতি। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ দুরাশাবশে

ব্যতিরেকভাবে মায়ার বাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তাভিমান প্রবল হয় এবং তখনই তাহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটে। তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে 'মা'-শব্দে নহে বা নিন্দনীয়া, 'যা'-শব্দে যাহা অর্থাৎ 'যাহা কৃষ্ণ নহে' অথবা 'মীয়তে অনয়া' অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর ভোক্তৃত্ব অবলম্বনে প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত অভিমানে নিত্য সংসার-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ-রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় সমূহ অন্বয়ক্রমে কৃষ্ণাশাবশে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্যাভিমান প্রবল হয়; যাহা ভোগীগণ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করেন, যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মম্ভরিতা আদৌ নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ সেবা প্রবৃত্তিই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়।

নীলকণ্ঠীয় ভক্তি বা মায়ার ভজন ভক্তি নহে

দাক্ষিণাত্যে নীলকণ্ঠীয় শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে ভক্তের কথা কথিত হয় তাহা কখনই কোন ভক্তের বা রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 'ভক্তি' শব্দবাচ্য নহে। অপবর্গ লাভে শুদ্ধ জীবানুভূতি যে স্থলে বৈকুণ্ঠ বস্তুকে স্বীয় ভোক্তা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভোগ্য জ্ঞান করে তাহা অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব ধর্ম্ম; সেখানে মায়াসহ এক ভগবান বস্তু যোষা, এবং জীব পুরুষ। অবৈষ্ণবের রুচির অনুকূলে মায়াকে কৃষ্ণ সংজ্ঞা দিয়া মায়ার ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, থিয়সফি, বাউলাদির ধর্ম্ম উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তিধর্ম্ম নহে।

উপাস্য তত্ত্বে মাতৃত্ব আরোপ ভক্তি নহে

শ্রীমহাপ্রভু প্রেমভক্তিতে যে দাস্যাদি রস উপদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে অবৈষ্ণবগণের উপাস্য মাতৃত্ব, কৃষ্ণে কোথাও আরোপিত হয় নাই; কেন না তাদৃশ সত্ত্বা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়। মায়াবাদীগণ মুখে গৌর ভক্ত হইয়া কৃষ্ণবস্তুতে মাতৃত্ব বা কৃষ্ণসহ মায়ৈকত্ব আরোপ করিতে গিয়া ভক্তিধর্ম্মের পথ হারাইয়াছেন।

প্রাকৃত সহজিয়া ঃ—(১) প্রাকৃত পুরুষ-দেহে যোষিৎ-কল্পনা

প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণলীলার আদর্শে নিজ প্রাকৃত ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রবৃত্তিই ভক্তি বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া দুই প্রকার। যাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত হইয়া কর্ম্মফলবশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎ কল্পনা মাত্র করিয়া স্থূল ভোগে তৎপর এবং যোষিৎ গুরুকে কৃষ্ণ আরোপ করিয়া

রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করে ও প্রাকৃত জড় সম্ভোগকে হরিলীলার প্রকারভেদ মনে করে তাহারা একপ্রকার সহজিয়া।

প্রাকৃত সহজিয়া ঃ—(২) স্ত্রৈণ গৃহব্রত ধর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ

অন্য প্রকার সহজিয়া বলেন যে ভোগ্যা স্ত্রী মাত্রেই অপ্রাকৃতা। ভোক্তা পুরুষ মাত্রই অপ্রাকৃত। স্ত্রৈণভাব পোষণ করিয়া গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব লাঘবে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। ইহাঁদের মতে পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বৈধী সাধন-ভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবারত গৃহস্থ বৈষ্ণবকে ইহাঁরা তাঁহাদের ন্যায় গৃহব্রত মনে করেন। স্ত্রৈণ না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিভজন কিরূপে করিতে পারেন তাঁহারা বুঝিতে চান না। কৃষ্ণের সংসারে যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহির্ম্মুখী বিষয় প্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির মায়া-মমতায় আত্মবলিদান দিয়া থাকেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের বৈরাগ্য ও স্ত্রৈণ বিষয়ীর সম্ভোগরস এক নহে

ঝড়ু ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির শুদ্ধভক্তি, রামানন্দ রায়ের সুতীব্র বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রধান ভাব ও প্রভুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিজ গৃহধর্ম্ম ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে আনন্দ লাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইন্দ্রিয়তর্পণে খুব মজা মনে করিয়া স্ত্রৈণ বিষয়ীগণ স্বজাতিতে স্বদেশে স্বদলে থাকিয়া রসগান শুনিয়া ভক্তিকে পার্থিব মাটিয়া বা প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং শুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হন। এ সকল কথা সুন্দরভাবে "মতির্ন কৃষ্ণে" শ্লোকত্রয় দ্বারা আনন্দভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বদা বুঝাইয়া বলিতেন। নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর সম্ভোগ-রসের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়। শ্রীচরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০১ সংখ্যা যথা ঃ—

নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥*

(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, পঃ বিঃ—২য় লহরী ২৩ শ্লোক)

*শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দ জনিত দেহের জড়তাকে সেবায় বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না।

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২০৪)

আত্যন্তিক ভক্তিযোগ

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে কপিল মাতাকে বলিলেন, নির্হেতুক ব্যবধান রহিত কৃষ্ণভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে তাঁহাদের আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ, সমৈশ্বর্য্য লাভ ও আমার সামীপ্য লাভ এই চারি প্রকার মুক্তি সম্ভোগ দিলেও উহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ।

রাগানুগা ভক্তির সাধন ও পরিচয়

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত ও কামগন্ধহীন। চরিতামৃতের কবিতা কয়েকটী এ বিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তি-সাধকগণের নিদর্শন স্বরূপ। এই অপূর্ব্ব ভাবসমূহ হইতে দূরে গিয়া কোন রাগানুগা সাধক নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জড়রসে বিপ্রলম্ভের অনুপাদেয়ত্ব দর্শন করিয়া যেন প্রাকৃত রসের আবাহন না করিয়া বসেন, তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতই না নিজাশ্রিতজনগণকে সাবধান করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথে গিয়াছেন আমাদের তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত যথা :—

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥ (আঃ ৪।১৭৪)
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥ (আঃ ৪।১৬৬)
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ (আঃ ৪।১৬৫)
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥ (আঃ ৪।১৬৯)
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥ (আঃ ৪।১৭১—১৭২)

এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥ 7 (আঃ ৪।১৮৩)
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটী গুণ॥ 8 (আঃ ৪।১৮৬)
তাঁ'সবার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥ 9 (আঃ ৪।১৮৮)
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥ 10 (আঃ ৪।১৯১)
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে॥ 11 (আঃ ৪।১৯৫)
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ-সুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ 12 (আঃ ৪।১৯৯)
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ-লীলায় নাহি সখীর মন॥ 13 (মঃ ৮।২০৭)
সহজ গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ 14 (মঃ ৮।২১৫)
নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য॥ 15
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥ 16
সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়॥ 17
রাগানুগমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ (মঃ ৮।২১৭-২১৮, ২২০-২২১) 18

না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥ (অঃ ২০।৫২) 19
নিজ-সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। (অঃ ২০।৫৫) 20

বৈধী ভক্তির সাধন ও পরিচয়

যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় নাই তাঁহারা ভগবৎপ্রিয় বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথমমুখে দেখিতে পান না; তজ্জন্যই তাঁহাদের বিধিমার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশের আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজন প্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান তাঁহাদের নিষ্ঠানাম্নী অবস্থা সাধনভক্তিতে অবস্থিতি-কালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধির অনুগত হইয়া ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥ (উঃ ৭)

[অর্থাৎ—অহো, যাহার বাসনা অবিদ্যাপিত্তদ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাঁহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিও উপশম হয়।]

রাগানুগা ভক্তির কপট অনুকরণ অপরাধময়

আবার রুচির উদয় হইয়াছে বিষয় প্রবৃত্তিরূপ অনর্থও প্রবল আছে এরূপ ঘটনা নিষ্কপটতা বা নির্ব্যলীকত্বের ব্যাঘাত।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ * (ভাঃ ২।৭।৪২)

* ভাবার্থ—ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন যদি তাঁহারা কপটতা রহিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। সেই শরণাগত ভক্তগণের কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" বুদ্ধি থাকে না।

শ্লোকটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও বলিয়াছেন—

"বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্।"

যাঁহাদের কৃত্রিম রুচি তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান। তখন অপরাধই বৈষ্ণবকৃত্য জানিয়া রাগানুগ বাহ্য সাধন শ্রবন-কীর্ত্তনের আশ্রয়ে নিজ ভক্তিলতাকে অপরাধদ্বারা উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিতে করিতে জীব অতিবাড়ীদিগের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসেন।

• "শ্রুতি স্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।" হইয়া বিধিভক্তির যোগ্যতাকে গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন।

সাধন ভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা

সাধন ভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগামার্গদ্বয় অবস্থিত। ভাবোদয়ে বৈধী অধিকারীও রাগানুগা মার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধ-ভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবার পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচার-প্রধান মার্গের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইয়া রুচিপ্রধানমার্গে প্রবেশ করেন। কপটতামূলে রুচিপ্রধানমার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈধভক্তগণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর স্বরূপ বিভ্রান্তি হইয়াছে প্রতিপন্ন করাইবে। আবার রাগানুগমার্গীয় রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদের ভাগবত সন্দর্ভের সিদ্ধান্তে বিমুখ হইয়া নামশ্রবণ, অনর্থনিবৃত্তিতে ক্রমে রূপশ্রবণ, গুণশ্রবণ ও লীলাশ্রবণে অনাদর ঘটিলে রাগানুগা সাধনেরও ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু বাহ্যে কথিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই রাগানুগমার্গীয় অত্যাজ্য কৃত্যবিশেষ।

সাধন ভক্তির ক্রম-পর্য্যায়

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,—তদেবং নামাদিশ্রবণ—ভক্ত্যঙ্গক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণম্, অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুভয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহন্মুখরিতং চেন্মহামাহাত্ম্যং, জাতরুচীনাং পরমসুখঞ্চ।

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—২৫৬ সংখ্যা)

[অর্থাৎ—নাম-রূপ-গুণাদি শ্রবণ ভক্ত্যঙ্গক্রম। তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণদ্বারা হৃদয়ে রূপের উদয় হয়; তদ্দ্বারা গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ এবং তদীয় পরিকর সমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই সুষ্ঠুরূপে লীলাসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। এইরূপ কীর্ত্তন ও স্মরণবিষয়েও জ্ঞাতব্য। এই শ্রবণ শ্রীমহাজনমুখরিত হইলে মহামাহাত্ম্যযুক্ত এবং জাতরুচিপুরুষগণের পরমসুখপ্রদ হইয়া থাকে।]

নামগ্রহণ ফলেই নিজ সিদ্ধপরিচয়ের উদয়

যাঁহারা অনর্থময় জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণনামরূপগুণপরিকরবৈশিষ্ট্য লীলাময় রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা অবশ্যই বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিবে। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধভক্ত নিজ পরিচয় সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারেন। নাম ভজনে নামোচ্চারণকারীর অনুকূল প্রতিকূল বিচারে তাঁহার যুক্ত বৈরাগ্যবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পারমহংস্য ধর্ম্মদ্বয় গ্রহণের যেটী সুবিধা তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার নাই। তবে **জড় গৃহে আসক্ত বা স্ত্রৈণ হওয়া ভক্তের সুবিধা-জনক নহে** এবং পরমহংস হইয়াও ফল্গু বৈরাগ্যাশ্রয়েও ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীঅর্থপঞ্চক

শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারীজীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধীস্বরূপ-রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(ক) জীবের স্বস্বরূপ—১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। বদ্ধ, ৪। কেবল, ৫। মুমুক্ষু।

(খ) ঈশ্বরের পরস্বরূপ—১। পর, ২। ব্যূহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্য্যামী, ৫। অর্চ্চাবতার।

(গ) পুরুষার্থস্বরূপ—১। ধর্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম, ৪। আত্মানুভব, ৫। ভগবদনুভব।

(ঘ) উপায়স্বরূপ—১। কর্ম্ম, ২। জ্ঞান, ৩। ভক্তি, ৪। প্রপত্তি, ৫। আচার্য্যাভিমান।

(ঙ) বিরোধীস্বরূপ—১। স্বরূপবিরোধী, ২। পরত্ববিরোধী, ৩। পুরুষার্থবিরোধী, ৪। উপায়বিরোধী, ৫। প্রাপ্যবিরোধী।

জীবের স্বস্বরূপ

(১) নিত্যজীব ;—সর্ব্বদা সংসারসম্বন্ধদোষ রহিত, ভগবদানুকূল্যমাত্র ভোগযুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকরণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিশ্বক্‌সেনাদি অমরবৃন্দ।

(২) মুক্তজীব ;—ভগবৎপ্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধজনিত ক্লেশমল নিবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, স্তবপরায়ণ, সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান মুনিগণ।

(৩) বদ্ধজীব ;—পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী আত্ম-দর্শন-স্পর্শনে অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার পরদ্রব্যাপহরণ করতঃ সংসার বর্দ্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।

(৪) কেবল জীব ;—কেবল জীব একা। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্য বস্তাভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষ পান করেন। যোগাদি বাসনার্জ্জিত কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবই কেবলজীব।

(৫) মুমুক্ষুজীব ;—মুমুক্ষুজীবসকল সংসারদাবাগ্নি-তপ্ত হইয়া সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্মবিবেক লাভ করতঃ প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়পদার্থ সমূহ স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃসুখী, নিত্য অপ্রাকৃতস্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্মপ্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগ নিষ্ঠাফল স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ।

ঈশ্বরের পরস্বরূপ

(১) পরতত্ত্ব ;—পরশব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান আদি জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব।

(২) ব্যূহতত্ত্ব ;—সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধঃ।

(৩) বিভবতত্ত্ব ;—রামকৃষ্ণাদি অবতার।

(৪) অন্তর্যামীতত্ত্ব ;—দুইপ্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ।

(৫) অর্চ্চাবতার ;—দাসগণের অভিমত নাম ও রূপবিশিষ্ট উপাস্য মূর্ত্তি। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামীপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

পুরুষার্থস্বরূপ

(১) ধর্ম্ম ;—প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।

অর্থ ;—বর্ণাশ্রমানুরূপ ধনধান্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেবতা পিতৃকর্ম্মে ও প্রাণিরক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশকালপাত্র বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ।

(৩) কাম ;—কাম দুই প্রকার, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বুল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব-জনিত সুখস্পৃহা।

(৪) আত্মানুভব;—দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবলাত্মানুভব হয়। ইহাই এক প্রকার মোক্ষ।

(৫) ভগবদনুভব ;—ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও পুণ্য পাপনাশে, অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি, তাপত্রয়াশ্রিত এই ছয় বিকার রহিত হইলে ভগবৎস্বরূপ আবরণপূর্ব্বক বিপরীৎ জ্ঞানোৎপাদক সংসার-বর্দ্ধক স্থূলশরীর পরিত্যাগ করতঃ সুষুম্নানাড়ী দ্বারে শিরঃ কপাল

ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্মশরীরে অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিরজা স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা-রেণু দূরকরত, সকল তাপ নিবর্ত্তক শ্রীবিগ্রহ-করস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ পঞ্চোপনিষন্ময়, জ্ঞানানন্দ-জনক ভগবদনুভবপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীট-যুক্ত অমরগণমধ্যে মহামণি মণ্ডপে ভূ-শ্রী-লীলাসহিত বর্ত্তমান পরব্যোমনাথকে নিত্য অনুভব-পূর্ব্বক তদীয় নিত্য কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

উপায়-স্বরূপ

(১) কর্ম্ম :—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, পুণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফলমূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎসমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।

(২) জ্ঞান :—আত্মতত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের সহকারী ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান। হৃদয়মণ্ডল ও আদিত্যমণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্মীসহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদাধারীরূপে অনুভ এই শেষোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।

(৩) ভক্তি :—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ স্মৃতিবিস্তাররূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মনিবৃত্তি উপায়রূপ সাধ্যসাধন অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।

(৪) প্রপত্তি :—ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুই প্রকার, আত্মরূপ-প্রপত্তি ও দৃপ্তরূপপ্রপত্তি। নির্হেতুক ভগবৎ প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাসে, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ভজন্ম-জরাধিব্যাধি-মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক গত্যন্তরশূন্য আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করতঃ নিজ

আর্ত্তি জ্ঞাপন করতঃ একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আর্ত্তরূপ প্রপত্তি। দৃপ্ত-প্রপত্তি যথা, দৃপ্তপ্রপন্ন পুরুষ স্বর্গ নরকে বিরক্তি-পূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি মানসে আচার্য্যোপদেশ ক্রমে উপায় স্বীকার-পূর্ব্বক বিপরীত প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বাচিক, মানসিক ও কায়িক ভগবৎ কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরিত্ব, ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন।

(৫) আচার্য্যাভিমান :—আমি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

বিরোধী-স্বরূপ

(১) স্বরূপবিরোধী :—দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা এই কয়টী স্বরূপবিরোধী।

(২) পরত্ববিরোধী :—দেবতান্তরে পরত্বপ্রতিপত্তি, সমত্বপ্রতিপত্তি, ক্ষুদ্রদেবতা বিষয়ে শক্তিযোগ প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব প্রতিপত্তি, অর্চ্চাবতারে অশক্তিযোগ প্রতিপত্তি, এইগুলি পরত্ববিরোধী।

(৩) পুরুষার্থবিরোধী :—ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তিমুক্তিরূপ পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা এই দুইটী পুরুষার্থবিরোধী।

(৪) উপায়বিরোধী :—উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘব বুদ্ধি এবং উপেয়তত্ত্বে গৌরব, এই তিনটী উপায়বিরোধী।

(৫) প্রাপ্তিবিরোধী :—প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্য গুরূপসত্তি, ভগবদপচার, ভাগবতাপচার, গুরুতর অন্যাপচার প্রভৃতি প্রাপ্তিবিরোধী।

এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকারপূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের

নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্যসাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতর বিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি, স্বরূপজ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয় মতে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরস বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্যরস ও মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণদাস্যরসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণদাস্য রসেও এই অর্থ-পঞ্চকের উপদেশসকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্যরসে বিশ্রম্ভ ভাব হইলে সখ্যরস হয়। তাহাতে আবার স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুরভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয় প্রেমমন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

উত্তমা ভক্তি

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টসংস্থাপকবর তদীয় স্বরূপ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

এই শ্লোকটী শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে পর্য্যালোচনা করিলে সাধকের "ভক্তি" সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি নিশ্চয়ই লাভ হইবে। "সম্বন্ধি" তত্ত্ব বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যটি যেরূপ পরিভাষা বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে সেইরূপ অভিধেয়তত্ত্ব বিচারে এই শ্লোকটিও পরিভাষারূপে গ্রহণীয়। "সা চানিয়ম্যে নিয়মকারিণী"—ইহাই পরিভাষা অর্থাৎ বহুপ্রকার বিধিবাক্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত বাক্যকে উপমর্দ্দন করিয়া যে বাক্যকে সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহাই পরিভাষা। ভক্তির সম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মার্পণকারী, বিষয়ী, বিভিন্নমতাবলম্বী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী—সকলের সকল প্রকার ধারণা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে উপমর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ তত্তদনুভূতিকে

খণ্ডিত, দোষদুষ্ট অথবা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া ভক্তির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণরূপে এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—ইহাতে ভক্তির স্বরূপলক্ষণ, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—ইহাতে ভক্তির তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে ক্রিয়াপদের ব্যবহার না থাকিলেও "অনুশীলন" এই পদের দ্বারা ধাত্বর্থ উক্ত হইয়াছে। অনুপূর্ব্বক শীল্ ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দ উৎপন্ন। চুরাদিগণীয় শীল্ ধাতুর অর্থ অভ্যাস, ইহা প্রবৃত্ত্যাত্মক, আর ভ্বাদিগনীয় শীল্ ধাতুর অর্থ সমাধি, ইহা নিবৃত্ত্যাত্মক। ভক্তি চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা। শীল্ ধাতু প্রয়োগে উভয়বিধা ভক্তির সূচনাই করা হইয়াছে। কৃষ্ণার্থে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপা ভক্তি আবার প্রবৃত্তিরূপা ও নিবৃত্তিরূপাভেদে প্রত্যেকটী দ্বিবিধা। ভক্তির স্বরূপাকার যে প্রধান নয়টি অঙ্গ তাহার কায়িক-বাচিক-মানসিকানুশীলনই প্রবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টা-রূপা আর সেবানামাপরাধাদি বর্জ্জন প্রভৃতি নিবৃত্ত্যাত্মক-চেষ্টারূপা।

অনু উপসর্গ 'পশ্চাৎ', 'সহ', পুনঃ পুনঃ নৈরন্তর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে কৃষ্ণপ্রবচনীয় (কর্ম্মপ্রবচনীয়) লক্ষণে 'অনু' উপসর্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লক্ষণবীপ্সেথস্তুতেষ্বভির্ভাগে পরিপ্রতী।
'অনু'রেষু সহার্থে চ হীনে তূপশ্চ কথ্যতে॥

এখানে শীল্ ধাতুর পূর্ব্বে 'অনু' উপসর্গটি 'নৈরন্তর্য্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই অনুশীলন অন্তর রহিত—বাধা রহিত। এই অনুশীলন কৃষ্ণার্থেই করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে চেষ্টারূপা ও ভাবনারূপা উভয়বিধ অনুশীলনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। যাঁহার উদ্দেশ্যে অনুশীলন করিতে হইবে, তাঁহার সেই অনুশীলন রুচিকর বা সুখকর হওয়া চাই। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—এই পর্য্যন্ত ভক্তির লক্ষণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যে লক্ষণে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ থাকিবে না তাহাই নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ। কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার নামই ভক্তি ইহা বলিলে চানুর-মুষ্টিক প্রভৃতি কৃষ্ণবিরোধী অসুরগণও ভক্ত ইহা প্রমাণিত হইয়া যায়। তাহাতে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন চানুর-মুষ্টিকের মল্ল-ক্রীড়ার জন্য আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীররসের উদয় হইয়াছিল। কোন

বীরের অঙ্গে অন্য রীর আঘাত দিলে তাহাতে আহত বীরের সুখ হয়। চানুরমুষ্টিক যখন কৃষ্ণের অঙ্গে মুষ্টিপ্রহার করিয়াছিল তখন কৃষ্ণের বীররসানুভব-জনিত সুখ হইয়াছিল। সুতরাং চানুরমুষ্টিক কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ তাহারা কৃষ্ণকে মারিবার জন্যই তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল, কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে করে নাই; আবার কৃষ্ণকে সুখী করার নামই ভক্তি—এই কথা বলিলে কোনও প্রকারে কৃষ্ণকে দুঃখ দেওয়া অভক্তি এবং তদ্রূপ দুঃখপ্রদানকারী কৃষ্ণের অভক্ত ইহা প্রমাণিত হয়। কারণ একদা মা যশোদা স্তন্যপানরত কৃষ্ণকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া কম্পমান অধর দংশন করিতে করিতে দধিভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্ততাহেতু কাঁদিতে লাগিলেন। মা যশোদার স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য গমনরূপ অনুশীলন বা কার্য্যটী কৃষ্ণের আদৌ রুচিকর--সুখজনক হয় নাই। সুতরাং এখানে ভক্তির 'কৃষ্ণানুশীলনম্" এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। কারণ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্য জাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার সমগ্র চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য হইয়া থাকে সেই মা যশোদার—"আমার স্তন্য পান করিয়া কৃষ্ণ রক্ষা পাইবে না, চুল্লীর উপর ঐ দুগ্ধ কৃষ্ণের জীবনস্বরূপ (মা যশোদা রাজরাণী হইয়াও—বহু দাসদাসীপরিবেষ্টিতা হইয়াও কৃষ্ণের জন্য সুলক্ষণযুক্তা গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং দোহন করিতেন এবং ঐ দুগ্ধ নিজে জ্বাল দিয়া কৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে নিজেই মাখন প্রস্তুত করিতেন), সুতরাং সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়াও তাহারই জন্য দুগ্ধ রক্ষা করিতে হইবে"—ইত্যাদি চিন্তাজনিত যে প্রেমভক্তিবিশেষময় অনুশীলন, তাহা কখনও "অভক্তি" হইতে পারে না। লক্ষণে এই উভয়বিধ দোষ পরিহারের জন্য "আনুকূল্যেন" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। "আনুকূল্যেন"—এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি। যিনি কৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তিনি প্রথমেই অনুকূল হইবেন অর্থাৎ 'কৃষ্ণকেই সুখ দিব'—এইরূপ ইচ্ছাবিশিষ্ট হইবেন। তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাশূন্য হইবে। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেরূপ অনুশীলন যদি বাস্তবিকপক্ষে প্রতিকূলতাশূন্য না হয়—নিজসুখ-বাঞ্ছারহিত না হয় তবে তাহা ভক্তি হইবে না। অনুশীলনের মধ্যে অভীষ্টদেবের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত যদি নিজের কোন সুখানুসন্ধান থাকে, সেরূপ অনুশীলন অভীষ্ট-দেবের সাময়িক সুখকর হইলেও তদ্রূপ অনুশীলনকারী ভক্তির ফল যে প্রেম

তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি নিজের বাসনানুরূপ ফলই লাভ করিবেন। জগদ্‌গুরু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবকে বহুব্যক্তি কায়মনোবাক্য ও অর্থাদির দ্বারা তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণের সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীল গুরুদেবও তাহাদের সেই অনুশীলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বহুবর্ষ ঐরূপ সেবা করিয়াও অধুনা কাহারও গুরুত্যাগ করা প্রবৃত্তি, কাহারও বা গুরুভোগ করার প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিরন্তর ভজনময় ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ না করিয়া কেবল তাঁহার বাহ্য ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা দেখা যাইতেছে—ভক্তির আবির্ভাবের প্রথম স্তরটীও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা "শ্রীল গুরুদেব আমার সেবা অঙ্গীকার করিয়া সুখী হইবেন, তাঁহার সুখ সম্পাদনই আমার একমাত্র জীবাতু" এইরূপ ইচ্ছা লইয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করে নাই, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে। ফলে সাধুসেবার মুখ্য ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছে। কারণ উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনাবাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

এখন "আনুকূল্য" এই বিশেষণকেই ভক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ "অনুশীলনম্" এই বিশেষ্য পদপ্রয়োগ যে নিরর্থক নহে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না, আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য হয় তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং কেবল রুচিকর অনুশীলনই ভক্তি নহে, পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। আবার অনুশীলন শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থকে প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতিকূলতার অভাবও ভক্তি হইবে না। কারণ ঘটাদি জড় অচেতন বস্তুতেও প্রতিকূলশূন্যতা আছে, কিন্তু তাহা অচেতন হওয়াতে তাহাতে চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অনুশীলন নাই। সুতরাং "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলম্" ইহাই ভক্তির চরম স্বরূপলক্ষণ। "তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণম্।" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ; যেমন "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"—এখানে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইতেছে, **এজন্য ইহা "স্বরূপ-লক্ষণ"**।

এখন তটস্থ-লক্ষণ দুইটীর বিচার হইতেছে। "তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ লক্ষণম্॥" অর্থাৎ যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—এই অংশে অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদি উত্তমা ভক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া উত্তমা ভক্তিকে লক্ষ্য করাইতেছে। এজন্য ইহা তটস্থ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষিতাশূন্য অর্থাৎ ভক্তিভিন্ন স্বর্গসুখ বা দেহসুখ প্রভৃতি অন্য কোনও অভিলাষ না রাখিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানতৎপর হইতে হইবে। অন্যাভিলাষশূন্য না বলিয়া অন্যাভিলাষিতা-শূন্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও কোনও ভক্তের প্রার্থনার মধ্যে অন্যাভিলাষের আকার দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্যাভিলাষ পোষণ করার চিত্তবৃত্তি নাই অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা নাই। যেমন শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার অভিলাষটী অন্যাভিলাষের আকারমাত্র, বস্তুতঃ ঐ অভিলাষের মধ্যে অন্যাভিলাষিতা নাই। কারণ তিনি কৃষ্ণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে বড় হওয়ার জন্য রাজচক্রবর্ত্তিত্ব আকাঙ্খা করেন নাই। অন্যাভিলাষ শব্দের উত্তর শীলার্থে ণিন্ প্রত্যয় করিয়া অন্যাভিলাষিতা। অন্যাভিলাষ পোষণ করার স্বভাব বা প্রবৃত্তিই অন্যাভিলাষিতা। আরও কোনও শুদ্ধভক্ত অকস্মাৎ কোনও বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাও বাহিরে অন্যাভিলাষের মত দেখা গেলেও তাহাতে তাঁহার ভক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্—জ্ঞান ও কর্ম্ম আবৃত করে না এরূপ যে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। 'জ্ঞান' বলিতে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান, 'কর্ম্ম' বলিতে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং 'আদি' পদে ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এগুলি সাধকের ভক্তিকে আবরণ করে, কারণ ইহাতে ভগবৎসুখতাৎপর্য্য আদৌ নাই। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাধকের কিছু বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয় এবং সেই বিভূতি ভগবৎসুখানুসন্ধান স্পৃহার একান্ত পরিপন্থী। এই সব কারণে ভক্তিকে আবৃত করে এমন জ্ঞান বা কর্ম্মানুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্' বলিয়াছেন, "জ্ঞান কর্ম্মাদিশূন্য" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কারণ ভক্তিতে ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত বিশুদ্ধজ্ঞান এবং শ্রীমন্দিরমার্জ্জন-ভোগ-রন্ধনাদি ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মের

আকার নবধা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু কর্ম্ম নহে। জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য বলিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎপরিচর্য্যাদিও নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির আবরণ নহে বরং ভক্তির একান্ত অপরিহার্য্য পরিপোষক।

কৃষ্ণানুশীলন বলিতে কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদি তদীয় অবতার সকলের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণানুশীলন বলিতে যদি সকল অবতারের অনুশীলন বুঝায়, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণের মূলগুরুপাদপদ্ম শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত উত্তমা ভক্তির এই চরম নিষ্কৃষ্ট লক্ষণে গৌড়ীয়গণের চরম ভজনের উত্তমাভক্তির পরাকাষ্ঠার ইঙ্গিত থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভুর একান্ত মর্ম্মী অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল-কবিরাজগোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের নিজকৃত অনুবাদ "আনুকূল্যে **সর্ব্বেন্দ্রিয়ে** কৃষ্ণানুশীলন" এই বাক্যে "সর্ব্বেন্দ্রিয়ে" পদটীর দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র মধুররসে ব্রজগোপীগণের পক্ষেই সম্ভব। বাৎসল্য রসেও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তমতা সম্ভব নয়।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকার। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎ সুখানুসন্ধানতৎপর হইয়া যাজন করিলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন এবং প্রেমপ্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।

এখানে "ভক্তিযোগো" বলিলেই হয়। **"ভগবতি"** বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নামগ্রহণ-স্মরণাদি ভক্তির যে সব আকার সেইগুলি যখন একমাত্র ভগবৎসুখের জন্য হয় তখনই তাহা **"ভক্তিযোগ"** আখ্যাপ্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখ বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইলেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাইবে না এবং তাহার ফলে প্রেম লাভ হইবে না।

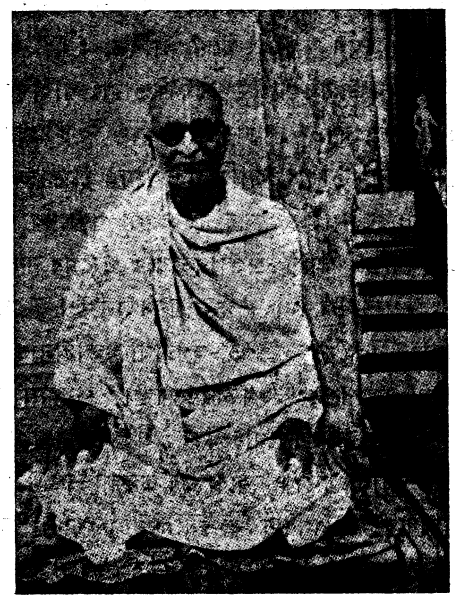

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্নাঃ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাঃ

যদা যদা ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি, অধর্ম্মঃ ধর্ম্মরূপেণ পরিচীয়তে প্রবলশ্চ ভবতি, তদা শ্রীভগবান্ স্বীয় ধাম্না সহ প্রপঞ্চেঽবতরতি, পার্থসারথেঃ অবতারিণঃ স্বয়ং ভগবতঃ এষা প্রতিজ্ঞা (গীতা, ৪।৭-৮)। অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানে সতি সাধবঃ উদ্বিজন্তে অসাধবশ্চ প্রভবন্তি। সাধূনাং রক্ষণার্থম্ অসাধূনাং দুষ্কৃতিবিনাশার্থং চ পরম-দয়ালোর্ভগবতঃ ধরাধামনি স্বধাম্না সহ অবতরণম্। এতদুদ্দেশ্য-সাধনায় শ্রীভগবান্ স্বীয় গোলোকধাম্নঃ শ্রীবৃন্দাবনীয়লীলা-পরিকরসহিতঃ শ্রীকৃষ্ণনামগুণ-লীলাঃ প্রকটিতবান্ ভূতলে, তথা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুরূপং চ অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদৈঃ সহ তস্যৈব ধাম্নঃ শ্রীনবদ্বীপপ্রকোষ্ঠং চ মর্ত্ত্যভূমৌ অবতারয়ৎ। যদা ক্ষত্রিয়রাজাঃ বলদৃপ্তাঃ দেবদ্বিজসাধূনাং মর্য্যাদাম্ উল্লঙ্ঘিতবন্তঃ তদা সাধুজনানাং পরমেপ্সিতমাধুর্য্যলীলারস-নিষেবন-সৌভাগ্যং প্রাদদাৎ তথা ভূভারহরণলীলাং চ প্রাদর্শয়ৎ। এবমেব যদা ভূয়ঃ শাস্ত্রাভ্যাসবলদৃপ্তা ব্রাহ্মণব্রুবা ভক্তসাধুজনান্ অবজানন্তি স্ম তেষামনুকরণেন সাধারণজনবর্গশ্চ ভক্তিমাহাত্ম্যং নাপশ্যৎ ঘটপটবিচারণপরান্ এব পণ্ডিত-বুদ্ধ্যা সমাদৃত্য ভক্তাংশ্চ তদবরা অমন্যত,

তদৈব ভক্তেঃ শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনার্থং প্রেমবন্যায়াং পণ্ডিতন্মন্যান্ নিমজ্জয়িতুং চ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ ধাম্না স্বেন অস্মাকং মধ্যে আবির্ভাবঃ।

কদা কদা চ ভগবান্ শ্রীগীতায়াঃ উপরিকথিতায়াং পরিস্থিতৌ স্বীয়পার্ষদভক্তান্ এব অবতারয়তি। তে এব ভক্তাবতারাঃ। অস্মাকং গুরুমহারাজঃ **ওঁ বিষ্ণুপাদঃ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদঃ** তেষামেব একতমঃ।

শ্রীভগবতঃ ভাগবতানাং চ অবতারকালে পূর্ব্বমেব যুগপচ্চ অন্যেঽপি ভক্তাবতারাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্যাবির্ভাবাৎ প্রাগেব নন্দ-যশোমতী-দেবকী-বসুদেব-প্রমুখানাং পার্ষদভক্তানাং মর্ত্ত্যাগমনমাসীৎ। তথা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোরবতরণাৎ পূর্ব্বমেব শ্রীশচী-জগন্নাথাদ্বৈতাদীনাং পার্ষদভক্তানাং চ। লীলাপুষ্ট্যর্থমেবৈতৎ অগ্রপশ্চাৎ জগত্যবতরণম্। পুনরপি তথৈব চ শ্রীশ্রীপ্রভু-পাদাৎ পূর্ব্বং শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদঠক্কুরঃ শ্রীশ্রীমদ্গৌরকিশোর-দাসগোস্বামি-মহারাজশ্চ জগতীহ আবির্ভূতৌ। সর্ব্বে এব ভক্তাবতারাঃ পার্ষদাঃ শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভোঃ প্রাকট্যাবসরে তৎপশ্চাচ্চ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপাদাঃ যাদৃশঃ ধনি-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ-কুলীনানভিজাতনির্ব্বিশেষেণ সর্ব্বানেব ক্রোড়ীকৃত্য প্রেমবন্যয়া প্লাবিত-বন্তঃ, তথৈব প্রভুপাদাশ্চ ভারতস্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেষু স্বয়ং বিজয়েন বহু-দেশ-বিদেশেষু চ যোগ্যশিষ্যপ্রেরণেন চ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ তথা তস্য ভক্তপ্রধানয়োঃ শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথয়োশ্চ কথাঃ প্রচার্য্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ "পৃথিব্যাং যাবন্তঃ নগরাঃ গ্রামাশ্চ বিদ্যন্তে তত্র তত্র সর্ব্বত্র মম নাম প্রচার্য্যতাম্", ইত্যাদেশম্ অপালয়ন্। অতঃ সুস্পষ্টমেতৎ পরিলক্ষ্যতে যৎ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপাদেভ্যঃ অভিন্নাঃ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুঃ পরমকৃপালুঃ দয়ালূনাং শিরোমণিঃ অক্রোধঃ পরমানন্দঃ ইতি খ্যাতঃ। শ্রীলজগদানন্দ-মাধবানন্দনাম্নোঃ 'জগাই-মাধাই' ইতি পরিচিতয়োঃ পূর্ব্ব জীবনে অশেষ-পাপকৃতোঃ উদ্ধারলীলা অত্র উদাহরণম্। শ্রীশ্রীপ্রভু-পাদস্যাপি দয়া অনন্তা। পাপশোধনাৎ পরং ভক্তমণ্ডল্যাম্ আশ্রিতেভ্যঃ উচ্চপদবী-প্রদানস্য দৃষ্টান্তঃ ন বিরলঃ। সাধারণজনানাং চিত্তবিনোদনোপায়েন তেষাং ভক্তিমার্গে আনয়নন্তু তস্য বৈশিষ্ট্যমেব। সর্ব্বত্র কীর্ত্তনগান-শাস্ত্রপাঠ-বক্তৃতাদিনা তথা বিভিন্নভাষাভিঃ প্রাঞ্জলব্যাখ্যাসহিত-প্রামাণিক-গ্রন্থানাং তথা বিভিন্নভাষাভিঃ সাময়িক-পত্রাদীনাং চ প্রকাশনেন জীবহৃদয়ে ভগবদ্ভক্তে-রুন্মেষার্থমেব ঐকান্তিকী চেষ্টা, তথা পরমার্থ-প্রদর্শনীভিঃ শাস্ত্রশিক্ষণঞ্চ তস্য মাদৃশান্ বদ্ধজীবান্ প্রতি বিপুলাহৈতুক-কৃপাময়ত্বস্য প্রভূতানি নিদর্শনানি।

অতঃ প্রভুপাদস্য অলৌকিকং দয়ালুত্বং সংস্মৃত্য শুদ্ধভক্তজনাঃ তং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভোঃ অভিন্নমেব ভাবয়ন্তি ইতি ন বিচিত্রম্। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভোরেব অবতারঃ ইতি সর্ব্বে নিষ্কপট-ভজনপ্রবৃত্তাঃ বৈষ্ণবগণাঃ স্বীয়া-প্রাকৃতোপলব্ধ্যা সুষ্ঠু জানন্তি। বরাকোঽধমোঽপ্যহং এতত্তত্ত্বস্য সম্যগ্ হৃদয়ঙ্গমার্থং শ্রীশ্রীপ্রভুপাদস্য তথা সাধূনাংচ চরণেষু তেষামহৈতুকীং কৃপাং যাচে দন্তে নিধায় তৃণকম্। ওঁ হরি ওঁ। ওঁ শান্তিঃ।

—বৈষ্ণবজনকিঙ্করস্য ভক্ত্যর্থ্যকিঞ্চনস্য

শ্রীহরিপদ দাসস্য বিদ্যারত্নোপাহ্বস্য

ভগবানের কথা

সেদিন এলাহাবাদ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বড়ই দুঃখ করিয়া তাঁহার সম্পাদকীয় প্রধান শীর্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলেন। যথা :—

"The national week has begun. The memories of Jallianwallah Bagh and political serfdom no longer trouble us. But our trouble is far from being at end. In the dispensation of providence mankind cannot have any rest. If one kind of trouble goes another quickly follows. India, politically free, is faced with difficulties which are no less serious than those troubled under a foreign rule....."

কথাগুলির ভাবার্থ এই যে, "জাতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সেই জালিয়ানওয়ালা-বাগের স্মৃতি, পরাধীনতার কথা আর কষ্ট দেয় না। কিন্তু আমাদের কষ্টের কিছুই লাঘব হয় নাই। ভগবানের বিধিতে এমনই নিয়ম যে মানুষ কোনদিনই শান্তিতে থাকিবে না। যদি এক প্রকার দুঃখ অপগত হয় তাহা হইলে অন্য প্রকার দুঃখ হাজির হয়। ভারতবর্ষ যদিও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে স্বাধীন হইয়াছে, তত্রাচ অন্য প্রকার বহুদুঃখের সহিত মুখোমুখী হইয়াছে এবং সেই দুঃখগুলি তাহার পরাধীন থাকাকাল অবস্থার দুঃখ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর পরাধীনতার খতিয়ান খুলিয়া দেখিলে আমরা শাস্ত্রচক্ষুদ্বারা ইহাই দেখিতে পাই যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি

যুগের মোট বয়স ৪৩২০০০০ সৌর বৎসর। তাহার মধ্যে কলিযুগের বয়স ৪৩২০০০ বৎসর। কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য সময় হইতে অর্থাৎ কিছু বেশী ৫০০০ বৎসর। সেই ৫০০০ বৎসরের মধ্যেই প্রায় ১০০০ বৎসর পরিমাণ অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরীর (১০৫০ খৃঃ) সময় হইতেই ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে ধরিয়া লইলেও শাস্ত্রীয় হিসাবে ভারতবর্ষের রাজাই মহারাজ পরীক্ষিৎ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৭৭২০০০ বৎসর ধরিয়া সসাগরা পৃথিবীর শাসন করিয়া আসিয়াছেন। সে তুলনায় ভারতবর্ষ যে মাত্র ১০০০ বৎসর তথাকথিত পরাধীন ছিল বলিয়া বিশেষ দুঃখ করিবার আছে তাহা আমাদের মনিষীগণ চিন্তা করিতেন না বা করেন না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বা পরাধীনতার কতটুকু মূল্য তাহা ভারতবর্ষের মনিষীগণ জানিতেন এবং ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ মহারাজ পরিক্ষীৎ পর্য্যন্ত কি কারণে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহা ২০০ বা ৫০০ বৎসরের জন্য নহে, পরন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া, তাহারও কারণ রাজনৈতিক নহে।

ভারতবর্ষের মনিষীগণ জানিতেন আমরা যে ত্রিতাপ যন্ত্রণার মধ্যে আছি তাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা পরাধীনতার দ্বারা অপনোদন করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরাধীনতা লইয়া যে মহাভারতের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা তাৎকালিক এবং সেই যুদ্ধ আঠার দিনেই শেষ হইয়াছিল। এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবিক মানুষের সুখ দুঃখ কি এবং তাহা অপনোদন কি ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে তাহাও যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবদ্গীতার আলোচনায় সমাধান করা হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় দুঃখ করিয়া যে লিখিয়াছেন—একটি দুঃখের পর অপর একটি দুঃখ আসিয়া হাজির হয়—তাহা ঐ গীতাশাস্ত্রে বহুদিন পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। যথা "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" ভগবানের যে দৈবীমায়া তাহা সত্ত্ব-রজ-তম-রূপা ত্রিগুণময়ী এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। এই দৈবী মায়াকে আধুনিক ভাষায় nature's law (প্রকৃতির নিয়ম) বলা যাইতে পারে। এবং সেই nature's law (প্রকৃতির নিয়ম) এতই দুরূহ যে তাহা আমরা খবরের কাগজে লেখালেখি করিয়া বা বড় বড় সভাসমিতিতে প্রস্তাবসমূহ পাশ করিয়া কোনদিনই অতিক্রম করিতে পারিব না। সেই দৈবী মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য (বা nature's law overcome করিবার জন্য) আমরা যতই বৈজ্ঞানিক

গবেষণা করি না কেন সেগুলি সবই ঐ দৈবী মায়ার অধীন তত্ত্ব। এবং সেই জন্যই আমরা জড়বিজ্ঞান বলে দৈবী মায়াকে বশ করিতে গিয়া শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া ফেলি। আমরা বিজ্ঞানবলে জগতের দুঃখ তাড়াইয়া সুখ আনিবার পরিকল্পনায় এখন আণবিক যুগে (**Atomic age**) উপস্থিত হইয়াছি। আণবিক প্রক্রিয়ায় জগতের যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাহার ভবিষ্যৎ দেখিয়া পাশ্চাত্য দেশীয় মনিষীগণ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ স্তোক বাক্য দিয়া বলিতেছেন যে, আমরা আণবিক শক্তিকে জগতের সুখের জন্য ব্যবহার করিব। কিন্তু ইহাও আর একটি দৈবী মায়ার প্রহেলিকা। দৈবী মায়ার আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয়কে অতিক্রম করা আমাদের সাধ্য নহে। যতই আমরা দৈবী মায়াকে নিজের কবলিত করিব বলিয়া মহিষাসুরের বিক্রম দেখাইতেছি ততই সেই দৈবী মায়া আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রজ গুণের দ্বারা বিচালিত এবং ত্রিতাপ যন্ত্রণাবিদ্ধ করিয়া কালসর্পের অধীন করিয়া ফেলিতেছেন। এই প্রকার মহিষাসুরের সহিত দৈবী মায়ার যুদ্ধ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাই বুঝিতে না পারিয়া আমরা দুঃখ করিতেছি যে "In the dispensation of providence mankind cannot have any rest"—অর্থাৎ ভগবানের বিধিতে এমনই নিয়ম যে মানব কোনও প্রকারে শান্তি পাইতে পারে না।

মহিষাসুরের গণ-সকল দৈবী মায়া কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইয়াও বুঝিতে পারে না যে কি ভাবে **mankind can have any rest.**—(মনুষ্য জাতি শান্তি লাভ করিতে পারে)। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" এই কথা বলিয়া মহিষাসুরগণকে সাবধান করিয়া তাহার পরের পঙ্‌ক্তিতেই কি ভাবে ঐ দৈবী মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহাও বলা আছে। যথা "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করেন তাঁহারাই এই প্রকার দৈবী মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পান।

মহিষাসুর বিদ্যা, বুদ্ধি, তপস্যা, ধন, জন, জন্ম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই যেমন পারঙ্গত ছিলেন সেই প্রকার তাঁহার আধুনিক বংশধরগণও বিদ্যা, বুদ্ধি, তপস্যা, ধন, জন ইত্যাদি বিষয়ে অধিকারী বড় কম নহে। তাহাদের দৈবী মায়াকে ভোগ করিবার উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি ও তপস্যা বড় কম নহে। তাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া বহু বুদ্ধি, তপস্যা এবং ধন-জনের

অপব্যবহার করে কিন্তু ফলে যাহা আবিষ্কার করে তাহাতে জগতে সুখের নামে দুঃখের সৃষ্টি করে। ইহাই দৈবীমায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাব এবং কালসর্পের বিষোদ্গার। এই সকল দুষ্কার্য্যের দ্বারা জগতে যে মহা অনিষ্ট সাধিত হয় তদ্দ্বারা ঐ সকল দৈবীমায়া-বিমোহিত বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় যে মহাপাপ করে তাহার ফলে তাহারা চিরদিনই মূঢ় থাকিয়া যায় এবং সেই মূঢ়তা নিবন্ধন আর ভগবানে প্রপত্তি করিতে পারে না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (গীতা—৭।১৫)

অর্থাৎ— দুষ্কার্য্যপরায়ণ নরাধম বোকা লোকগুলি দৈবীমায়া কর্ত্তৃক হৃতজ্ঞান হইয়া আসুরী ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভগবানে কখনই প্রপত্তি করে না। এই আসুরী ভাবান্বিত লোকগুলি কিরূপ তাহা শ্রীভগবদ্গীতায় এইভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যথা—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

(গীতা ১৬।৭—২০) (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে,
সম্পাদক, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্

পতিতের অশ্রু

প্রভুগণ! করি মোর দুঃখ নিবেদন।
বহুত ভাগ্যের ফলে, শ্রীগুরু চরণ তলে
লভেছিনু পরম আশ্রয়।
কিন্তু নিজ ভাগ্য দোষে স্বতন্ত্রতা বুদ্ধি বশে
হারাইনু হেন দয়াময়॥
শ্রীগৌর-করুণা-শক্তি বিগ্রহ ধরিয়া
কৃষ্ণসেবা দান কৈল রূপানুগ হৈয়া॥ ১॥
জগৎ উদ্ধার লাগি কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ বর।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্বশক্তি ধর॥ ২॥
কুসিদ্ধান্ত নাশি' সৎ-সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া।
শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম দেন জগৎ ভরিয়া॥ ৩॥
অনন্ত বৈভব তাঁর কি বর্ণিতে পারি।
মূর্খাধম আমি মাত্র বৃথা চেষ্টা করি॥ ৪॥

তথাপি প্রভুর গুণে উপজয় লোভ।
না বর্ণিলে মনে মোর হয় বড় ক্ষোভ ॥ ৫ ॥
অখিল গুণের সিন্ধু করুণা অপার।
সর্ব্বভূতে দয়াময় কৃপার আধার ॥ ৬ ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ।
আশ্রিতেরে উপদেশ দেন সর্ব্বক্ষণ ॥ ৭ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট স্থাপিয়া জগতে।
ডুবাইল ভক্তে ভক্তি-বিনোদ-ধারাতে ॥ ৮ ॥
পারিষদগণ তাঁর সবে শক্তিমন্ত।
সর্ব্বতত্ত্ববেত্তাগণ পরম মহান্ত ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মাণ্ড তারণ-শক্তি লভিয়া সকলে।
দেশে দেশে কৃষ্ণনাম দেন কুতূহলে ॥ ১০ ॥
নানাস্থানে মঠাদি করি' বিগ্রহ পূজন।
শিখাইলে জগতেরে সেবা সর্ব্বোত্তম ॥ ১১ ॥
ধাম-পরিক্রমা আদি করিয়া যতনে।
আকর্ষণ করেন সদা মো অধম জনে ॥ ১২ ॥
তীর্থে তীর্থে করি' উর্জ্জ-ব্রত উদ্‌যাপন।
সুকৃতি করান জীবের উদ্ধার কারণ ॥ ১৩ ॥
নিতান্ত দুর্ভাগা আমি বড় দুরাচার।
আমা সম মহা পাপী খুঁজে পাওয়া ভার ॥ ১৪ ॥
নিজকর্ম্ম-দোষে সদা থাকি কুসঙ্গেতে
কুকার্য্যে উৎসাহী, মজে' আছি বিষয়েতে ॥ ১৫ ॥
মহাসৌভাগ্যের ফলে পেয়েছিনু সঙ্গ।
অসত্তৃষ্ণায় মত্ত হই, সব হৈল ভঙ্গ ॥ ১৬ ॥
হরিনাম, হরিকথা, সেবায় বঞ্চিত।
নিরন্তর গ্রাম্য বাক্যে থাকি হরষিত ॥ ১৭ ॥
দেখিয়া দুর্গতি মোর সন্ন্যাসীর গণ।
কৃপা করি পাদপদ্মে করে আকর্ষণ ॥ ১৮ ॥
দ্বারকাদি ধাম পরিক্রমণের কালে।
সঙ্গে করি' লইলেন মোরে কৃপাবলে ॥ ১৯ ॥

(তাতে) নানা অপরাধ কৈনু কেশব চরণে।
দাস বলি; ক্ষমা যেন কর নিজগুণে ॥ ২০ ॥
কেহ বা করুণা করি দেন উপদেশ।
যাতে মোর খণ্ডে দুঃখ অন্ত হয় ক্লেশ ॥ ২১ ॥
কি মোর দুঃখের কথা কি বলিব আর।
কোটী কোটী জন্মে মোর নাহিক নিস্তার ॥ ২২ ॥
এই কৃপা কর মোরে শ্রীপ্রভুর গণ।
অন্তিমেতে পাই যেন শ্রীগুরু-চরণ ॥ ২৩ ॥
বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে গুরুকৃপা হয়।
গুরু কৃপা কৈলে কৃষ্ণ-কৃপা সুনিশ্চয় ॥ ২৪ ॥

দীনহীন কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীমোহিনী মোহন দাসাধিকারী (রায়),
নারমা,
পোঃ মদনমোহন চক, মেদিনীপুর।

আমার প্রভু কে ?

আমার প্রভু কে ?— এই কথা জানিবার সৌভাগ্যাভাবে জগতে মহা জঞ্জাল সৃষ্টি হইয়াছে। কনক-কামিনী-লাভ-পূজা ও প্রতিষ্ঠাদির কাঙ্গাল, অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত অনিত্য সাজা-প্রভুগণ নিজেদের অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য, কলি-কলুষ-সন্তপ্ত জীবগণের নিকট ধর্ম্মের কাচ কাচিয়া, তাহাদিগকে এই সংসার দাবানল হইতে উদ্ধার করিব বলিয়া, তোতা পাখীর ন্যায় শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি শ্লোক আওড়াইতে থাকেন। ফলে ঐ বাক্‌জালে পতিত ও মোহিত হইয়া সুকৃতিহীন দুর্গত জীবগণ উক্ত সাজা-প্রভুগণের পদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ভৃত্যত্ব স্বীকার ও বহুভাবে সেবা করিতে থাকে।

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥

(শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃত)

প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্ত কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা,

ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান এই ছয়টী সৎপ্রীতি বা সৎসঙ্গের লক্ষণ।

উক্ত ছয়টী ব্যাপার অসৎ সংসর্গে প্রযুক্ত হইলে আত্মমঙ্গল হওয়া ত' দূরের কথা, উত্তরোত্তর নরকের দিকে অধোগতি হইয়া থাকে। 'আমার প্রভু কে?'—ইহার প্রকৃত অনুসন্ধানের অভাবে এইরূপ ফল হইয়া থাকে।

আমার প্রভু কে?—এ বিষয় জানিবার মত সৌভাগ্য আমাদের হয় না, যদি প্রভু কৃপা করিয়া নিজেকে নিজে না জানান। প্রভু যখন অহৈতুকী কৃপা বশতঃ ভৃত্যগণকে সেবাধিকার প্রদান করেন এবং যখন ভৃত্য প্রভু-কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া তৎসেবা লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন, তখনই প্রভু-ভৃত্যের সুষ্ঠু পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। প্রভু বস্তুটী পূর্ব্বোক্ত সাজা-প্রভুগণের ন্যায় অনিত্য বস্তু নন। তিনি নিত্য সেব্য-বিগ্রহ, করুণাময় পতিত-পাবন। আমাদের ন্যায় পতিত ভৃত্যগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার আচার্য্য-লীলা স্বীকার। সূর্য্য উদিত না হইলে বা সূর্য্য-কিরণ আমাদের চক্ষু-গোলকের মধ্যে আসিয়া পতিত না হইলে যেমন আমরা সূর্য্যের বিষয় অবগত হইতে পারি না—সূর্য্যের পরিচয় পাইনা, সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ প্রভু-বস্তুর কৃপাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রভু-কৃপালোক ব্যতীত আমরা কখনও প্রভুর পরিচয় পাইতে পারি না। যখন প্রভুর কৃপালোক ব্যতীত আমরা তাঁহার পরিচয় পাইতে পারি না, যখন প্রভুর কৃপাই প্রভুকে জানিবার একমাত্র উপায়, তখন আমার ন্যায় কৃপাবঞ্চিত অযোগ্য পতিত কৃপা-লাভাশা-পোষণকারী নরাধমের পক্ষে এই প্রশ্নের সমাধান করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও বামন হইয়া চাঁদ ধরার চেষ্টার ন্যায় তাহা বোধহয় সুধীবর্গ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মূক আমি উক্ত প্রশ্নের কিছু দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। এ বিষয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে আমি ক্ষমা ভিক্ষা পূর্ব্বক কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। আমার নিত্য-বান্ধব প্রভুপ্রিয় বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যখন শ্রীচৈতন্য ভাগবত আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে আমাদের পূর্ব্বগুরু অভিন্ন ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে লিখিয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১৫৩)

অতএব 'আমার প্রভু কে ?'— এই প্রশ্নের উত্তর—আমার প্রভু তিনি যাঁহার প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্থাৎ যিনি সর্ব্বক্ষণ গৌরসুন্দরের সেবায় ব্যস্ত—তাঁহার মনোভীষ্ট বাণী প্রচারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এক কথায় ভুবন মোহন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁহার সেবায় মুগ্ধ ও বশীভূত, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সবচেয়ে বেশী প্রিয়, মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, নিত্য সঙ্গী, লীলার সাথী বা প্রাণের প্রাণস্বরূপ। জগ-জন-মন বা সর্ব্বজন-মন মোহিত করিতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং সেই ভুবন-মোহন কৃষ্ণকেও মোহিত করিতে পারেন যিনি অর্থাৎ যাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কৃষ্ণ নিজেকে নিজে দিয়াও যাঁহার 'ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না' এরূপ বলিয়া মনে করেন, তিনিই আমার প্রভু। আমার প্রভু যাঁহার, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই আমাকে আমার প্রভুর সন্ধান দিতে পারেন বা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইতে পারেন। এ সামর্থ্য মহাপ্রভু বা প্রভুপ্রেষ্ঠ সেবকগণ ব্যতীত অপর কাহারও নাই, এমন কি মনুষ্য, দেবতারও নাই। তাই আজ আমি উপায়বিহীন হইয়া শ্রীগৌরহরি ও গৌরভক্তগণের কৃপা-বল লাভের ধৃষ্টতা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ আমার সহস্র অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

জগতের লোক যে যাহা বলে বলুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তাহারা যখন আমার প্রভুকে জানে না, তখন সেই মুখর জগৎ আমার প্রভুকে মানুষ বলিতে পারে, বন্ধু, পুত্র, ভ্রাতা, সহাধ্যায়ী, ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি আখ্যা দিতে পারে বা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পরে। যখন কৃষ্ণ কংশ-সভায় আসিয়াছিলেন তখন কংশ তাঁহাকে মৃত্যুস্বরূপ, মল্লস্বরূপ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভোগ্য দৃষ্টিতে প্রতীয়মান বস্তুটী নন্দের নন্দন, যশোদার বাছাধন, গোপীগণের প্রাণনাথ, শ্রীদামের সখা বা শ্রীরাধার কৃষ্ণ নহেন। সুতরাং আমার প্রভুকে যে যাহা বলে বলুক, আমি কিন্তু প্রভু কৃপায় প্রভু-কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের নিকট শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি যে কাহারও পতি, কাহারও বন্ধু, কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা আমার প্রভু নহেন ; আমার প্রভু জগতের প্রভু। কেবল পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষলতাদি তৃণ গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য কেন, সমস্ত দেবতাগণেরও প্রভু তিনি। তাই এই কথা আলোচনা করিতে গিয়া মনে পড়ে আমাদের পূর্ব্ব গুরু গৌরগত-প্রাণ আমার প্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কথা—

অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎ কারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা।

মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥

(স্বনিয়মদশকম্, ৫ম শ্লোক)

অনাদি, কারণরহিত, সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবানই হউন, অথবা সাদি অর্থাৎ কারণযুক্ত অবতারই হউন, সর্ব্ববিষয়ে নিপুণই হউন অথবা অনিপুণই হউন, প্রতিক্ষণ প্রকাশমান করুণাশালীই হউন, অথবা প্রকৃষ্ট গুণহেতুক করুণারহিতই হউন, আমার এই সমস্ত বিচারের আবশ্যকতা নাই, পরন্তু পরব্যোমাধিপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই নররূপী ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রজধামে প্রতিজন্মে আমার আরাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন।

মুখর জগতের মুখে হাত দেওয়া যাইবে না। তাহারা এ দীনহীনের কথা শুনিবে না। ভগবদ্দাস আমাকে যখন তাহারা কেহ পিতা, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ সখা প্রভৃতি বলিয়া নিজেরা গৌরব অনুভব করিতে চাহে, তখন সর্ব্বগুণের একমাত্র নিলয় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বপূজ্য আমার প্রভুকে কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু প্রভৃতি বলিয়া যে নিজেরা গৌরবান্বিত হইতে চাহিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু গুরুর উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইতে অভিলাষী আমি তাহাদের ঐ সকল বাজে কথা শুনিতে প্রস্তুত নহি, তাই তাহাদিগকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া তফাৎ থাকিতে চাই। যিনি আমাকে দিব্য জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন এবং পূর্ণ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং সেবা লাভের সুবর্ণ সুযোগ দিতেছেন, আমার ন্যায় অযোগ্য পতিতাধমকে যোগ্য করিবার জন্য যিনি অযাচিত কৃপা করিয়া নরকের দ্বারস্বরূপ স্থূল সংসার হইতে—সংসার জালরূপ বা হরিবিমুখতারূপ ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি আমার জন্মে জন্মে প্রভু। আমি যেন নিত্যকাল কাহারও কথা না শুনিয়া সেই হৃদয় দেবতাকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতে পারি। নিত্যকাল তাঁহার কুকুর হইয়া—উচ্ছিষ্টভোজী দাস হইয়া থাকিতে পারি। হতভাগ্য আমি, প্রভু-কৃপালাভে বঞ্চিত আমি তাই আজ প্রভু-কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি এবং যাহাতে মহাজনানুগত্যে নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্ত শ্লোকটী গাহিতে পারি তজ্জন্য বল প্রার্থনা করিতেছি।

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরি-রস মদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠামো নটামো নির্ব্বিশামঃ ॥

প্রভুর কথা বলিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই আমি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। জানিনা, কবে প্রভু আমার ন্যায় অযোগ্যকে তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া এবং কৃপা-পূর্ব্বক সেবাধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার অনন্ত গুণের কোট্যংশের এক অংশও বর্ণনা করিবার সৌভাগ্য দিবেন। প্রভু-গুণগান এবং প্রভু-সেবকগণের গুণগান করিবার সৌভাগ্য লাভের আশা করিয়া নরাধম আমি আজ বিদায় লইতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ নমঃ॥

—শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী
সহঃ সম্পাদক

সনাতন ধর্ম্ম

আমরা ভারতবাসী, সাধারণতঃ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জগতে পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের অধিকাংশই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সনাতন শব্দের প্রকৃত অর্থটীও আমরা অনুধাবন করি না। কেবলমাত্র গতানুগতিকভাবে কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তন করিয়াই আমরা সনাতনী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি।

সনাতন শব্দের অভিজ্ঞান লাভ করিলে অসনাতন শব্দেরও অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। যাহা সনাতন তাহা কভু অসনাতন নহে এবং অসনাতন যাহা তাহাও কভু সনাতন নহে। যাহা নিত্যস্থিতিশীল, অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশী তাহাকে সনাতন বলা হয়। ইহার বিপরীত যাহা তাহাই অসনাতন। সুতরাং কেবলমাত্র সনাতন বস্তুর ধর্ম্ম বা স্বভাবকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়, অসনাতন বস্তুর ধর্ম্ম কখনও সনাতন ধর্ম্ম নহে।

আত্মা এবং আত্মার বাহ্যাবরণ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় এক জাতীয় বস্তু নহে। আত্মা চেতন ও সনাতন। স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় অচেতন ও অসনাতন। শরীর পরিবর্ত্তিত হইলে আত্মা পরিবর্ত্তিত হয় না। শরীর ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আত্মাকেই সনাতন বলিয়াছেন। যথা—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

(গীতা—২।২০, ২২৩-২৪)

অর্থাৎ জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান; তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি প্রভৃতি নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন; জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না। তিনি অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু দ্বারাও শুষ্ক হন না। এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বযোনিভ্রমী, স্থাণু ও অচল; ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে গীতা অপরা অর্থাৎ জড়াশক্তিসম্ভূত বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

(গীঃ ৭।৪-৫)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে নিত্য-স্বরূপ তাহাতে তাঁহার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি, তাঁহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায়। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অপরা শক্তি-জাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটী 'তটস্থা-প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে।

সুতরাং স্থূলদেহ পঞ্চভূতনির্ম্মিত এবং সূক্ষ্মদেহ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-সম্ভূত হওয়ায় ইহারা পরিবর্ত্তনশীল; নিত্য নহে। এই অনিত্য শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ধর্ম্ম বিহিত হয় তাহা অনিত্য বা অসনাতন। পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য এই শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়াই জাত হয়। আমাদের শরীর ইহাঁদের সহায়তায় রক্ষিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া

আমরা কৃতজ্ঞতাসূত্রে ইহাঁদের প্রীতি বিধান করিয়া থাকি। দেবতাগণ বায়ু, জল, রৌদ্র, বৃষ্টি এবং নানাপ্রকার শরীর রক্ষণীয় বস্তু প্রদান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকি। তাঁহারা আমাদিগকে জাগতিক বস্তু প্রদান করতঃ আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের আরাধনা করি। সুতরাং এ সমস্ত দৈহিক অনিত্য ধর্ম্ম। আমরা নানাপ্রকার দেবদেবী প্রভৃতির পূজা করিয়া সনাতন ধর্ম্ম পালন করিতেছি মনে করিয়া থাকি, কিন্তু ইহার দ্বারা অসনাতন দেহেরই অনুশীলন হওয়া হেতু ইহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম নহে।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥"

(গীঃ ৭/২০)

হৃতজ্ঞান অর্থাৎ যখন আমাদের চিত্তে ভোগবাসনা প্রাবল্য লাভ করে তখন আমরা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়ি। সুতরাং আত্মধর্ম্ম যে নিষ্কাম বিষ্ণুসেবা তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হই। তখনস্থূল সূক্ষ্মদেহের কামনামূলে সেই সেই কামনা পরিপূরণকারী আধিকারিক দেবতার উপাসনা করি। ইহা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহপর আরাধনা হইয়া যাওয়ায় ইহা অসনাতন ধর্ম্ম, প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম নহে।

কিন্তু কামনাশূন্য বিষ্ণুসেবা অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুসেবা সনাতন ধর্ম্ম। বিষ্ণু পরিপূর্ণ চেতন বস্তু এবং আত্মা তাঁহারই ক্ষুদ্র অংশ। যথা—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

(গীঃ ১৫।৭)

অর্থাৎ জীবসকল আমারই অংশ (বিভিন্নাংশ) ও নিত্য।

বিষ্ণু শক্তিমান্, জীবাত্মা তাঁহারই শক্তি। পূর্ব্বোক্ত "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্"—এই গীতাবাক্য হইতে তাহা আমরা পাইয়াছি। শক্তি সর্ব্বদাই শক্তিমানের অধীন। শক্তিমান্ যাহা ইচ্ছা করেন শক্তি তাহা সম্পাদন করিয়া শক্তিমান্‌কেই আনন্দ দিয়া থাকেন। এই কার্য্য করিয়া শক্তি শক্তিমানের নিকট হইতে কোনপ্রকার বিনিময় প্রত্যাশা করেন না। সুতরাং এই শক্তিস্থলীয় চেতন জীবাত্মার বা সনাতন জীবাত্মার যে বিষ্ণুসেবা, তাহাতে বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কামনা বা অন্যাভিলাষ থাকিতে পারে না।

এইরূপ অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভগবদ্ভক্তিই সনাতন ধর্ম্ম। শ্রীভাগবত বলেন—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

(ভাঃ ১।২।১)

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

—শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী
সহঃ সম্পাদক

বোস সাহেবের পত্র ও প্রশ্ন

পাঠক মহোদয়গণের মনে থাকিতে পারে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠায় মাননীয় শ্রীযুত জিতেন্দ্র নারায়ণ বসু (**Mr. J. N. Bose, B. E., C. E., AMIE (IND), Chief Engineer, B. D. R. Ry., Bankura**) মহাশয়ের সেবা সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। তাহার উত্তরে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজের নিকট তিনি কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে মুদ্রিত হইল। বোস সাহেব পূজ্যপাদ নিয়ামক মহারাজের সহপাঠী ও বাল্য-বন্ধু। তিনি **Milton** এর **"Paradise Lost"** এর অমৃতাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করিয়া "স্বর্গ-বিচ্যুতি" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ আদৃত হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। পত্রিকার নিয়ামক মহারাজের পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার সম্পাদনায় "প্রসূন" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। জিতেন বাবু তাহাতে বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়া তাঁহার প্রচুর সহায়তা করিতেন। বর্ত্তমানেও তাঁহার প্রশ্নগুলি পূর্ব্বের বাল্যজীবনের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়ের সহায়তা করিবে। আমরা আগামী সংখ্যা হইতে তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তরমুখে কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিবার আশা রাখি।

Bankura,
Dated 31. 3. 49.

শ্রীচরণেষু—

প্রণতি ও সাদরসম্ভাষণান্তে বিনীত নিবেদন —— ভাই! তুমি আজ সুমহান্। তোমার সঙ্গে আমার যে বহু পুরাতন সখ্যসূত্রবন্ধন আছে তাহার অবলম্বনেই তোমার উপর হৃদ্যতার দাবী জানাইয়া আজ এই পত্রখানি লিখিতেছি। জানি যে সন্ন্যাসীদের বৈষয়িক কালদুষ্ট স্মৃতির তর্পণ নিষিদ্ধ, কিন্তু সেই স্মৃতির দ্বার রুদ্ধ করিলেও তাহার জীর্ণাবস্থায় সামান্য করাঘাতেই খুলিয়া যাইবে এবং স্মৃতিগৃহের পূর্ণ এবং আনন্দময় শুভ দিনগুলির আলেখ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তাই আশা করি যে যৎসামান্য অজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দু' এক কথা লিখিলে ক্ষমা পাইব। কিন্তু সম্পূর্ণ দাবী রহিল যে দর্শনমাত্রেই এ পাষণ্ডের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক উত্তম মধ্যম দিতে পারিবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের চরণে শতকোটী প্রণিপাত রহিল।

পত্রিকার নাম *

অনেক দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরভক্ত আমার অগ্রজের নিকট হইতে মাঝে মাঝে "সজ্জনতোষণী" পত্রিকাটী পাঠ করিতাম। কিন্তু অসজ্জন বলিয়া এ জবরদস্ত অধিকারে সন্দেহ জাগিত। ভাবিতাম যে ধর্ম্ম-প্রচারক পুস্তিকায় যদি শুধু সজ্জনেরই অধিকার বর্ত্তায় তবে পাপী-তাপীদের উপায় নাই। এবার তোমার পত্রিকার সুচিন্তিত নামে মুগ্ধ হইয়াছি। "গৌড়ীয় পত্রিকায়" শুধু শ্রীগৌড়েশ্বর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ও তদীয় ভক্তগণের বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহা সর্ব্বগ্রাহ্য এবং বেদবর্ণিত বৈষ্ণবের সহজ কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার ব্যত্যয় হইয়াছে এই পত্রিকার ১ম সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠার "বাঁকুড়ায়" এই শিরোনামায়। এই অকিঞ্চন প্রথমতঃ শ্রীগৌর ও গৌড়ীয়-প্রসাদ-বর্জ্জিত ভক্তিহীন, তাহার নাম উল্লিখিত হওয়া অশোভন হইয়াছে। তারপর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৈষয়িক শব্দ বিন্যাসে 'প্রচার প্রসঙ্গকে' অপ্রাসঙ্গিক করিয়া ফেলিয়াছে।

অতি অল্প সেবাতেই পরিতুষ্ট হওয়া বৈষ্ণবের মহান্ উদারতা। কিন্তু এই পরিতুষ্টির অভিব্যক্তি বেদতত্ত্ব-পত্রিকার অঙ্গ লাঞ্ছিত করিয়াছে। প্রার্থনা করি পরবর্ত্তী সংখ্যায় ভুল সংশোধন করাইবে।

---

*পত্রলেখকের দৈন্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রকৃতই "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" এই নীতিবাক্যের আদর্শ তাঁহাতে প্রস্ফুটিত।

কয়েকটী প্রশ্ন

আমার সংশয়-প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিলে আনন্দিত হইব। তুমি আমার মহা গর্ব্বের বস্তু। তাই বিশ্বাস আছে যে বাচালতা মনে করিয়া প্রশ্ন সম্পর্কে নিরুত্তর থাকিবে না।

১। মানবজাতি সহজাত বৈষ্ণব। যদি কেহ স্রষ্টার অনভিপ্সিত কর্ম্মে রত হয় তবে সে অবৈষ্ণব এবং অসুর আখ্যা পায়। কিন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থে **"শুদ্ধ বৈষ্ণব"** কথার তাৎপর্য্য কি? অশুদ্ধ বৈষ্ণব অর্থাৎ অবৈষ্ণবকেও কি বৈষ্ণব বলা হ'বে? এই মধ্যপন্থী ভাষা কেন?

২। আবার "পরা ভক্তি", "অপরা ভক্তি", "হৈতুকী ভক্তি", "অহৈতুকী ভক্তির" উল্লেখ দেখা যায়। ভক্তির আবার প্রকার ভেদ কেন? শ্রীভগবানকে সম্পূর্ণ আত্মদান যদি ভক্তি হয় তবে অপরদিকে ভক্তিহীন ছাড়া কি হইতে পারে? সুবিধাবাদীর ভক্তিকে ভক্তি আখ্যা কেন দেওয়া হয়? ভক্ত এবং অভক্ত বা ভক্তিহীন এই দুইএর মঝে আবার গণ্ডগোল কেন?

আমার মত পতিতাধমের মনে হয় যেন এই সব শব্দদ্বারা অতি সূক্ষ্ম বিচার করিতে গিয়া বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে একটা রফা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা হইয়াছে। অবৈষ্ণবদের একদম দলছাড়া করার বা তাহাদের রাগান্বিত করার একটা ভয় নিহিত আছে। ধর্ম্মমার্গেও যে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে। বজ্র-কঠিন সত্যাশ্রয়ীদের এ কেমন সৌজন্য? এই কারণেই বোধ হয় সরল সহজ বিষ্ণুতত্ত্ব ও সম্বন্ধজ্ঞানকে জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" উপনিষদ্-বাক্যের স্বার্থকতা কোথায় রহিল? সম্প্রদায়-দোষদুষ্ট সমস্যাপূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ এ কেমন বিচার করিয়াছেন?

ধর্ম্ম—সনাতন, কিন্তু যাহাদের আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম পরিস্ফুট ও সত্যজ্যোতিতে আলোকিত তাহাদের মন ও মনীষা অনিত্য এবং যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। সেইজন্য নিয়ামকগণ কি বজ্রকঠিন ভাষায় ত্রিগুণাতীত একই পন্থার সরল নির্দ্দেশ দিতে পারেন না? বাধা কোথায়? তাঁহারাও কি রাজনীতিবিদ্‌দিগের মত ভোটাধিকারে বঞ্চিত হইবার ভয় রাখেন? সত্যাসত্যের মাঝে ধাপের সংযোগ থাকিলে সত্যের নিম্নাগমনের খুব সম্ভাবনা।

৩। বর্ণাশ্রম কি এযুগেও শুধু গৃহীর পক্ষেই প্রযোজ্য? শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও গৃহী-বৈষ্ণবের ভেদনীতি কোন সূত্রে কি বিদূরিত করা যায় না? শুদ্ধ-বৈষ্ণব কি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ইত্যাদি করেন না? আবার তাঁহারা

কি রাজ্য-শাসন করিতে পারেন না? তাঁহারা ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য গ্রহণ ও জমীদারী রক্ষা এবং তাহার আয় দ্বারা লোকসেবা প্রভৃতি করেন না কি? তাঁহারা চাষ, গোরক্ষা কি করেন না? করিলে কি তাঁহারা অপরাধ করিবেন? সর্ব্ব রকমের লোকের সেবা ও তুষ্টিবিধানও তাঁহারাই করেন। তাই তাঁহারা কি একই জীবনে, একই অবস্থায় কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বা বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া যান? হিমাচলবাসী এক শুদ্ধ-বৈষ্ণব যদি ভিক্ষাদ্বারা উপজীবিকার্জ্জন না করিয়া নিজের শরীর রক্ষার্থে চাষ করেন তবে বহুদূর ভিক্ষার জন্য যাতায়াতের সময় বাঁচাইয়া ভগবানের নাম করিতে পারেন। তিনি কি গৃহী?

৪। কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ কি বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, না একই ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বৃত্তির নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—যাহাদ্বারা সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে শ্রীভগবান্ প্রকটিত করেন। লীলাময়ের লীলার পুতুল সকলেই। সার্ব্বভৌমত্বে অস্বীকার করিয়া এককত্বের বা আমিত্বের ভেদ দর্শন, শাস্ত্রকারকগণের টীকা ভাষ্যের জন্যই মানব মনে প্রায়সঃই উদয় হয়। আমার বিশ্বাস পৌরাণিক দিনে যে কোন কারণেই হউক উহার প্রয়োজন ছিল। কেননা মহর্ষিগণ ভুল করেন নাই। কিন্তু আজ এ যুগেও সেই একই নিয়মতান্ত্রিক ধারার ব্যত্যয় করিতে কেহ সাহস করিতেছেন না কেন? হিটলারের ভয়ে জার্ম্মানী মূক ছিল কিন্তু ফলও ভোগ করিল। তাই ভাবি এ যুগের বৈষ্ণব-তিলকগণ কি নিজেদের চিরদিনই মহর্ষিদের কাছে হিটলারের মত বুদ্ধি ও শক্তিতে অপরাজেয় বিবেচনায় যুগানুযায়ী একমাত্র সত্য ও ন্যায্য ভাষ্য প্রচার করিতে ভীত থাকিবেন? যুগ যখন পরিবর্ত্তনশীল—ধর্ম্মেও বিপ্লবের প্রয়োজন নাই কি? এই জন্যই যুগাবতারের প্রয়োজন।

নিজস্ব কথা

তুমি আমার সুহৃদ্, মিত্র, সখা বা বন্ধুর নাগালের বাহিরে—অতি উচ্চে। লাগাম ধরিয়া বসিলে চালক ক্রমেই পিছনে চলিয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়; পরিচিত দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। এ যুগের সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক সর্ব্ব পিছনে থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব যুগে অধিনায়কের স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রে। এখন তাই ইংরাজী কথায় leaderই follower হইয়াছে। এও যুগেরই ধারা। তাই আমার সন্দেহ হয় যে আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে চুঁচুড়া যাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে কিনা। আমার ইচ্ছা আছে এবার শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ দর্শন করিয়া ধন্য হইব। তোমারও

পুণ্যপাদ দর্শন মুখ্য উদ্দেশ্য। আশাকরি এই সময় তোমার যেন কোথাও অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন না হয়।

যাহা হউক আমার একটী প্রার্থনা যে মহান্ ভক্তগণের নিকট আমার অজ্ঞতা প্রকাশিত হইবে না। উহাতে আমার এমন কোন দর্প নাই যে চূর্ণ হওয়ার ভয় আছে, তবে আমি যে তোমার সান্নিধ্যের একান্ত অনুপযুক্ত ইহা প্রতীয়মান হওয়ার চিন্তা আমাকে ব্যাকুলিত করে। উপরোক্ত প্রশ্ন ও বিষয়গুলির শুদ্ধ বিচার আশাকরি এই পত্রিকার মারফৎ ক্রমশঃ পাইব। কেননা এ প্রশ্ন শুধু আমার একার নয়। অনেকেই ইহার সমাধানে উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। এখানকার মঙ্গল। ভক্তগণকে আমার শ্রদ্ধা জানাইয়া তুমি আমার প্রণাম নিও ও মাঝে মাঝে পত্রদ্বারা আমাকে আনন্দিত করিও। ইতি—

তোমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রার্থী—
(স্বাঃ) **শ্রীজিতেন্দ্র নারায়ণ বসু**

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সম্বন্ধে অভিমত

হুগলী জেলার প্রাচীনতম সাপ্তাহিক চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ ঃ—

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদের জ্ঞান-সঞ্চারিণী সারগর্ভ ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় সমুজ্জ্বল। এই পক্ষপাতশূন্য পত্রিকাখানি সত্যানুসন্ধানী মাত্রেরই সহায়ক হইবে।

ফাল্গুনে আলোচ্য প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"এই পত্রিকা সমগ্র ভারতে যাহাতে সমাদৃত হইতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। প্রধানতঃ বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, আসামী, উৎকল, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি ইহাতে স্থান পাইবে।" এইরূপ গুরুদায়িত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়া। এতদ্দ্বারা অদূর ভবিষ্যে পত্রিকাখানি আদর্শস্থানীয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং অপ্রীতিকর বিভেদ-বিদ্বেষবিহীন পবিত্র মিলনের সন্ধান দিবে।

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র পরিচালকবর্গের এই শুভ উদ্যম ও সাধু-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৪ বামন, ৪৬৩ গৌরাব্দ | মঙ্গলবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, ইং ১৪।৬।৪৯ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতঃ)

সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং যুগধর্ম্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥১॥

কোটি কোটি সুজনকর্ত্তৃক আরাধিত শ্রীপাদপদ্মযুগ, (কৃষ্ণসংকীর্ত্তনরূপ) যুগধর্ম্মসংস্থাপক, (বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার) পাত্ররাজ, (নিখিল জীবের) ভয়হরণ-কারিগণের মনোঽভীষ্টপ্রদাতা সর্ব্বপূজ্য শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি॥১॥

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥২॥

ভজনসমৃদ্ধ সুজনগণের অধিপতি, পতিতজনের প্রতি অধিক করুণাময় ও তাঁহাদের একমাত্র গতি এবং বঞ্চকগণের বঞ্চনাকারী গতিবিশিষ্ট অচিন্ত্যচরণে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥২॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৩॥

অতি কোমল সুবর্ণবর্ণ দীর্ঘতনুকে আমি প্রণাম করি—যাঁহার তনু কর্ত্তৃক স্বর্ণময় মৃণালের মত্ততা নিন্দিত হইতেছে। কোটি কোটি মদন কর্ত্তৃক বন্দিত নখচন্দ্রসমূহ যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শোভা বিস্তার করিতেছে, প্রভুর সেই পদনখ-জ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৩॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং বিধুতাহিত-হুঙ্কৃতসিংহবরম্।
বরণাগতবালিশ-শন্দপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৪॥

তারকরঞ্জন চন্দ্রের ন্যায় যিনি নিজ সেবকমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া থাকেন, ভক্তিদ্বেষিগণ যাঁহার হুঙ্কারে বিদ্রাবিত হয় এবং নিরীহ জনগণ যাঁহার পাদপদ্ম বরণ করিয়া পরম কল্যাণ লাভ করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৪॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৫॥

যিনি শ্রীগৌরধামের বিপুল বৈভবশোভা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবদান্যতার কথা যিনি নিখিল ভুবনে বিঘোষিত করিয়াছেন এবং নিজ কৃপা-ভাজন জনের হৃদয়ে যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৫॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৬॥

যিনি গৌরাশ্রিত জনগণের নিত্য আশ্রয়স্থল ও জগদ্গুরু, যিনি নিজ গুরু শ্রীগৌরকিশোরের সেবাপরায়ণ এবং যিনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধমাত্রে পরমাদরবিশিষ্ট, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৬॥

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্।
কবিরাজ-নরোত্তমসখ্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥৭॥

যিনি শ্রীরূপসনাতন ও রঘুনাথের কীর্ত্তিকেতন উত্তোলন করিয়া বিরাজমান, এই ধরণীতলে যাঁহাকে পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময় শ্রীজীবের অভিন্নতনু বলিয়া অনেকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং যিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের সমপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৭॥

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং ধরণীভরহারক-গৌরজনম্।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৮॥

জীবের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি মূর্ত্তিমান্ হরিকীর্ত্তন-স্বরূপে প্রকাশিত, ধরণীর অপরাধভার-বিদূরণকারী শ্রীগৌরপার্ষদ এবং জীবের প্রতি জনকাপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যের সুকোমল আকরকে আমি প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখ-জ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি প্রণাম করি ॥৮॥

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৯॥

শরণাগত কিঙ্করগণের (অভীষ্টপ্রদানে) যিনি কল্পতরুসদৃশ, বৃক্ষকেও ধিক্কারকারী যাঁহার বদান্যতা ও সহিষ্ণুতা এবং বরদশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও যাঁহার দিব্য শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৯॥

পরহংসবরং পরমার্থপতিং পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১০॥

পরমহংসকুলতিলক, পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তির যিনি অধিপতি, পতিতকুলের উদ্ধার নিমিত্ত যিনি যতিবেশ (ভিক্ষুবেশ) ধারণকারী এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডী যতিগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি প্রণাম করি ॥১০॥

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১১॥

যিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরম প্রিয় অনুচর, যাঁহার শ্রীচরণরেণু আমি মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্যের অভিমান করিতেছি, সেই অদ্ভুত পাবনীশক্তিসম্পন্ন শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১১॥

প্রতিকূল মতবাদ

পত্রলেখকের প্রতিকূল বিচার

এক মাননীয় পত্র লেখক লিখিয়াছেন "আমার মতে ভক্তির অনুশীলন কেবল নীরবে এবং নির্জ্জনে সম্পাদিত হইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ সভা-সমিতি বা আন্দোলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া আমার মনে হয়; কারণ উহাদ্বারা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা আসিতে পারে।

মহাভাগবত ও ভাগবতের অধিকার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে অমানী হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং জগতের সকলকে মাননীয় জানিয়া সম্মান দিতে বলিয়াছেন। জীবমাত্রকে সম্মান দিবার একমাত্র মহাভাগবতগণেরই অধিকার। তদনুগত অধিকারে আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণে প্রেম, হরিজনে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ জনে অনুগ্রহ ও বিদ্বেষীর উপেক্ষাই ভাগবত জীবনের আদর্শ। জীব যে অধিকারে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন সেই অধিকারে নিষ্ঠাই তাঁহার অনুকূল বিষয়। অধিকার বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহাই দোষ বলিয়া পরিণত হয়।

অজ্ঞান-অপসারণ মধ্যম ভাগবতেরই কৃত্য

যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দর নিজ মুখে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন এবং স্বশিক্ষিত অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন শ্রীরূপাদি আচার্য্যবর্গ দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় নিজ আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ কল্পিত সাপেক্ষ বিচারসমূহ ব্যক্ত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিই। আবার তাদৃশ বিচারের অনৈপুণ্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইলে নিরপেক্ষ হইতে পারি। ভক্তির প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিলে কেহ যেন নির্দ্দয় হইয়া মনে না করেন যে কোন মাননীয় ব্যক্তির বিচারে দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার মান্যের খর্ব্ব করা হইবে এবং নিজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা মধ্যম ভাগবতাধিকারকে বিপন্ন করা হইবে। মধ্যম ভাগবতাধিকারে অনভিজ্ঞ জনে উপেক্ষার বিধান নাই, পরন্তু জীবের ভক্তিবাধক অজ্ঞান সমূহের অপসারণ-কৃত্য নিশ্চয়ভাবে আছে।

অহৈতুকী উত্তমাভক্তিই অভিধেয় ও পঞ্চম পুরুষার্থ

শ্রীগৌসুন্দরের মহামূল্য শ্রীমুখবাক্য হইতে আমরা জানি যে কৃষ্ণ ব্যতীত অপর মায়িক অভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানাদির আবরণ, নিত্য নৈমিত্তিকাদি জীবের কর্ম্মফলপ্রসূ ভোগাবরণ ও শৈথিল্যাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধা অহৈতুক উত্তমা ভক্তি বলে। কৃষ্ণপ্রেম লাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিধেয় নিরপেক্ষ জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ ভক্তিই চতুর্ব্বর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ। সেই ভক্তির অবস্থা ত্রিবিধ। সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, শৈথিল্যাদি অনর্থসমূহ ভক্তির বাধক এবং সাধুসঙ্গ প্রভাবে তাহার দূরীকরণ

সাধনাবস্থার প্রথম মুখে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ অনর্থসমূহ জীবকে ভক্তিনিষ্ঠ হইতে বাধা দেয়। অনর্থগুলি অন্যাভিলাষ, ফলভোগময় কর্ম্মাবরণ, ফলত্যাগময় জ্ঞানাবরণ, কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যরূপ শৈথিল্যাবরণ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে। জীব অনর্থের হস্তে পড়িয়া প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কত প্রকার রোগ মুক্তির কল্পনা-সমূহ নিজ চিকিৎসার জন্য উদ্ভাবনা করে, কিন্তু তাহাতে রোগোপশম হওয়া দূরে যাক্ উত্তরোত্তর রোগোপাধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেজন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুর আনুগত্য হইতেই কৃষ্ণানুশীলনের ব্যবস্থা, গৌরহরির প্রকাশিত পারলৌকিক রহস্য। সাধুসঙ্গ করিলে অসাধুসঙ্গের আকর্ষণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে না। কেবলাদ্বৈত পন্থীর নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, যথেচ্ছাচারীর অথবা পুণ্যময় কর্ম্মীর ইহামুত্র ফলভোগ বা শৈথিল্য জীবের অনর্থ। ঐ অনর্থগুলি সাধুসঙ্গ প্রভাবে অপসারিত হয়।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় নির্জ্জন-ভজন ভক্তিপথ নহে

তাদৃশ অনর্থের মলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্গমন পন্থারোধ করতঃ জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই। নীরব বা নির্জ্জনের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তির অবান্তর ফল রবরাহিত্য বা জনরাহিত্য সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম সাধনসমূহের অকর্ম্মণ্যতা জগতে সভ্যতা বিস্তারের আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসে জাজ্জ্বল্য প্রতিপন্ন আছে, সুতরাং তাদৃশ বঞ্চনশীল মার্গ ভক্তিপথে স্বীকৃত হয় নাই।

প্রাকৃত নির্জ্জনতা ও প্রাকৃত নীরবতা ভক্তিবিরোধী

অজ্ঞানের গরিমা, ভীমভট্টাদি কর্ম্মীগণের আড়ম্বরফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা, হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তিবিরোধী জীব রবরহিত মূকধর্ম্ম এবং জনরহিত নির্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে? নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। জীবে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ হইলেই ভাগবতাধিকারে প্রাকৃত জনসঙ্গ ও প্রাকৃত উপদেশক বা বিচারকগণের বাদ সঙ্গ আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া দুঃসঙ্গমুক্ত ভক্ত হরিজন-গোষ্ঠীতে কৃষ্ণালাপপর হইতে পারিবেন। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধর্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নির্জ্জন ধর্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না, কেননা উভয় ধর্ম্মই অসৎ অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। যাহা কালক্ষুব্ধ তাহা আবার বৈকুণ্ঠ কিরূপে হইবে? **সাধুসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তের উপাদেয়।** সাধুসঙ্গ হইতেই দুঃসঙ্গের হেয়ত্ব ও নানা বাদের মূঢ়তা বিদূরিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদী হটকারিতার আশ্রয়ে যে সকল মতবাদ প্রচার করেন, তাহা ভক্তগণের সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" শ্লোক, এবং "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ" এতৎ প্রসঙ্গে ধীরভাবে অনুশীলনীয়।

ভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই সভাসমিতির সার্থকতা

জগতে সভা-সমিতির যদি কোন ফল থাকে তাহা হইলে হরিভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা উদ্দেশেই হওয়া উচিৎ। সভা-সমিতি যদি হরিভক্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাদৃশ সভা-সমিতির কোন আবশ্যকতা নাই। কতিপয় সে-কেলে ফলকামী কর্ম্মীগণ মনে করেন যে সভা-সমিতি পূর্ব্বকালে ছিল না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক ইষ্টগোষ্ঠীর কথা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু এত কথা বলিবার পরও মাননীয় লেখক মহাশয় নিজের বিচারফলে নির্ব্বিশেষবাদী বিষয়মদান্ধ তার্কিকগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। পঞ্চরাত্র বলেন,—

স্বরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

প্রাকৃত সরব-নীরব ও প্রাকৃত সজন-নির্জ্জন ধর্ম্ম ভক্তির প্রতিকূল

মূক ও জড় হইলেই যে কেবল ভক্তি হয় একথা কোন বিজ্ঞ লোকে বলেন না। নীরব ও নির্জ্জন উভয়ই প্রাকৃত ধর্ম্ম। ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত রবত্যাগ বা প্রাকৃত রবযুক্ত হওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; প্রাকৃত জনসঙ্গ বা প্রাকৃত জনরাহিত্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। **তজ্জন্য পরমোচ্চস্বরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।** "আমি জ্ঞানী বিচারক" এতাদৃশ নিজভোগ-পর অব্যক্ত বাগ্বেগরূপ-বিষয়কথা ছাড়িয়া মৌন হও—ইহাই সকল বিচারের শেষ কথা—গৌরহরি গান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১২৮-৩০ সংখ্যায় ভগবদুক্তি—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।

এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥"

নীরব-ভজনের প্রতিপক্ষে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন বিষয়ে লিখিয়াছেন, "নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তং। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্নিত্যাদৌ। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি'-রিতি। যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।"

মায়াবাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠাই প্রচার-প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম

হরিকথা কীর্ত্তন যেখানে নাই, হরিকথার প্রচার যেখানে নাই, সেই খানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম বিষয়-কথা প্রবল। হরিজনের সঙ্গ যেখানে নাই, সেখানেই মায়াগ্রস্ত আবদ্ধ-জীবের সঙ্গময় সভা-সমিতি। যেখানে কীর্ত্তন নাই, শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু-বৈরাগ্যের কথা বঞ্চিত-সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্য নাই। ফল্গু-বৈরাগ্য প্রাকৃত বিষয়, সুতরাং উহা জীবের কোন মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত বিষয়ান্তর্গত মনে করিলে যে অপরাধ হয়, বিষয়কে এবং

কৃষ্ণকে সমজ্ঞান করিলে যে বিষপূর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করা হয়, তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কিরূপে জীবের উপলব্ধি হইবে? ভক্ত, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কল্পিত বিচাররূপ অসাধু ভাবসমূহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নীরব মনে করিলে কি মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সেবা হইতে রক্ষা পাইবেন? মায়ার প্রচার বা মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভক্তিপ্রচার ও ভক্তিপ্রতিষ্ঠা উন্মূলিত করিবার অসদ্বাসনা কি প্রচার বা প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম সীমা নহে?

শুদ্ধাভক্তির প্রচারকে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা থাকিতে পারেনা

ভক্ত-ভগবানে ভক্তিযোগে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ভাবময়। নিত্য-ভক্তি বিমুখ হইয়া অভক্তির আদর্শ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ্য কর্ম্মবাদ ও সেবা-শৈথিল্যবাদকে বহুমানন করিয়া ভগদ্বিরোধী আত্মম্ভরিতা বৃত্তিরূপ অবৈধসাধন করিলে জীবের কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? জীব যদি অনাত্মবিবেকবলে বিরূপ বুদ্ধিতে আপনাকে মুমুক্ষু, বুবুক্ষু বা উদাসীন মনে করিয়া নিজ মায়িক প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের উৎকট তাড়নার বশবর্ত্তী হইয়া অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রতিকূল ভাব হৃদয়ে ভ্রমক্রমে পোষণ করেন এবং ভক্তগণে প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা থাকিতে পারে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মঘাতী জানিয়া ভক্ত নীরব হইবেন। এস্থলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥

শ্রীল প্রভুপাদ

নাড়া

"নাড়া" শব্দের অর্থ কি?

অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈত প্রভুর মস্তকে কেশ ছিল না, এজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে কখন কখন "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন। এ বিশ্বাস কতদূর সমীচীন দেখা যাউক্। কালনা হইতে যে সচিত্র চরিতামৃত বাহির হইতেছে, তাহাতে অদ্বৈত প্রভুর যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, ঐ বিশ্বাসেই বোধ হয়, সে চিত্রের মস্তক কেশশূন্য হইয়াছে। কেশ মস্তকের প্রধান ভূষণ, এবং মহাপুরুষের সৌন্দর্য্যের একটী লক্ষণ। অদ্বৈত প্রভু মহাপুরুষ, তাঁহার উত্তমাঙ্গ স্বাভাবিক ভূষণশূন্য ছিল না বলিয়া কেহ কেহ বোধ করেন।

'নাড়া' শব্দের 'নেড়া'-অর্থের প্রথম আপত্তি

চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, সর্ব্বপ্রথম যে দিন মহাপ্রভু "নাড়া" "নাড়া" শব্দে শান্তিপুরপতিকে আহ্বান করিলেন, তখন শ্রীবাসাদি বুঝিতে পারিলেন না যে, কাহাকে আহ্বান করা হইতেছে। প্রভু পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, অদ্বৈত প্রভুকে তিনি "নাড়া" বলেন। এখন কথা এই যে, "নেড়া" শব্দের রূপান্তরই যদি "নাড়া" হইত—অদ্বৈত প্রভুর মস্তকে যদি যথার্থই কেশ না থাকিত, তবে শ্রীবাসাদির বুঝিতে কষ্ট হইত না।

দ্বিতীয় আপত্তি

দ্বিতীয় আপত্য অদ্বৈতপ্রভুর একটী ধ্যান। তাহা এই ;—

তিলতণ্ডুলকেশাভং সূক্ষ্মশ্বেতাম্বরং বিভুং।
প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্তকলেবরং ॥

(গৌরগোপীজনবল্লভার্চ্চন চন্দ্রিকা)

অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল, এই ধ্যানটীতে তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। অদ্বৈত প্রভু বৃদ্ধ ছিলেন, সুতরাং মস্তক "তিলতণ্ডুলকেশাভং" যুক্ত ছিল।

এই "তিলতণ্ডুলকেশাভং" শব্দের শ্রীজীবকৃত অর্থ এই ;—"তিলমিশ্রিত-তণ্ডুলবদাচরদ্ভিঃ শ্যামমিশ্রশ্বেতৈরিত্যর্থঃ।"

তৃতীয় আপত্তি

মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে গুরুবুদ্ধি করেন। ইহাতে আচার্য্য প্রভু মনে মনে মহা দুঃখিত, একদা মনে ভাবিলেন,—'আমি প্রভুকে এরূপভাবে রাগাইব,—যাহাতে—

(ক) "প্রভু মোর শাস্তি করিবেন চুলে ধরি'।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৬)

(খ) "যাতে মোর শাস্তি প্রভু করে চুলে ধরি'।" (ভক্তি রত্নাকর)

মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ শান্তিপুরে গিয়া তিনি বাশিষ্ঠ (ভক্তিবিরুদ্ধ-মতে) ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"অন্তর্য্যামী গৌরচন্দ্র জানেন সকল"

অদ্বৈত প্রভুর এই মনোগত ভাব অবগত হইয়া তিনি তদীয় সঙ্কল্পসিদ্ধি মানসে শান্তিপুরে গমন করিলেন। প্রভু আসিতেছেন জানিয়া অদ্বৈত প্রফুল্ল

হইলেন এবং মত্ত হইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতের ন্যায় ভক্ত-শ্রেষ্ঠের এরূপ কার্য্যদর্শনে—

'প্রভু ক্রোধে অদ্বৈত আচার্য্যে জিজ্ঞাসয়।
জ্ঞান ভক্তি হইতে কেবা শ্রেষ্ঠ হয়?
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় অদ্বৈত কহিলা।
শুনি' মহাক্রোধে প্রভু বাহ্য পাসরিলা॥
মহা বলবান্ প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
লাফ দিয়া উঠে শীঘ্র পীড়ার উপর॥
অদ্বৈতের চুলে ধরি' পাড়ে উঠানেতে।
অদ্বৈতে কিলায় সুকোমল দুই হাতে॥ (ভক্তি রত্নাকর)

অদ্বৈত প্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, বাঞ্ছাকল্পতরু কি নিরর্থক নাম? বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় আনন্দের ভরে—

"হাতে তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
প্রভুর চরণ-ধূলি লইলা মাথায়॥"

আজ "চরণ-ধূলি" লইতে মহাপ্রভু আর নিষেধ করিতে পারিলেন না, যাহাকে মারিতে পারিলেন। সে ধূলি লইতে বাধা কি আছে? এই জন্যই অদ্বৈতের এই জ্ঞান-ব্যাখ্যারূপ রঙ্গ!

সে যাহা হউক, চৈতন্যভাগবত ও ভক্তিরত্নাকর, এই দুইখানি প্রামাণ্যগ্রন্থে চুলের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে। অদ্বৈত প্রভুর সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য, মহাপ্রভু সে চুলে ধরিয়াছিলেন। তবে আর কথা কি?

চতুর্থ আপত্তি

অদ্বৈত প্রভুর যে কেশ ছিল, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষী গোবিন্দদাস, ১৪৩০ শকে ইনি মহাপ্রভুর বাড়ী আগমন করেন। নবদ্বীপে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তিনি শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাস, গদাধর ও দামোদর এই কয়েক-জনকে গঙ্গাস্নানে গমন করিতে দর্শন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুকে কিরূপ দেখিলেন, তাহা তিনি স্বরচিত "কড়চা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈত-প্রভুর পক্ক কেশের কথা এইরূপ লিখা রহিয়াছে, যথা—

"অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই॥

পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥"

এই প্রত্যক্ষ সাক্ষির বর্ণনার উপর যাঁহারা অনুমান করিতে যাইবেন, তাঁহাদের সহিত আর কথা নাই।

জানা গেল—অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল; তবে "নাড়া" শব্দের অর্থ কি? "নেড়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "নাড়া" ব্যবহৃত হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সত্ত্বেও কেহ বলেন যে, অদ্বৈত প্রভুর কেশ ছিল না বলিয়াই "নেড়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "নাড়া" ব্যবহৃত হইত। তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাপ্রভু কি অদ্বৈত প্রভুকে বিদ্রূপ করিতেন? যে অদ্বৈতকে মহাপ্রভু গুরুর ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাকে "নাড়া" (কেশশূন্য) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া ডাকা অসম্ভব। তবে "নাড়া" শব্দের অর্থ কি?

এসম্বন্ধে একটী কথা মনে হয়, অদ্বৈত প্রভুকে মহাপ্রভু "নাড়া" বলিলেন—অবেশাবস্থায়। সহজ সময়ে কখনও "নাড়া" বলিয়া ডাকেন নাই, একথা চৈতন্যভাগবতের পাঠক অবগত আছেন।

মহাপ্রভুর যত অলৌকিক কান্তি বা প্রকাশ্য ঐশী-ভাব-অভিব্যক্তি, ঐ আবেশাবস্থায়ই দেখা যাইত। এই সময়েই তিনি বলিতেন—

শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।১৬)

অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রভুর আরাধনাতে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাব—তিনি নিদ্রিত ছিলেন, অদ্বৈতপ্রভু (কঠোর আরাধনায়) তাঁহাকে নাড়িয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আনিয়াছেন। অতএব অর্থ হইল—'যে নাড়িয়া আনিয়াছে, সেই নাড়া।' অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতে পুনঃ পুনঃ তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন;—অবশ্য আবেশাবস্থায়, সহজ সময়ে নহে।

এই এক "নাড়া" শব্দের প্রয়োগে (১) জীবের প্রতি অভয় দান, (২) তাঁহার ভগবত্তা, (৩) অদ্বৈত প্রভুর মহত্ত্ব, এবং (৪) ভক্তের শক্তি কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহা বুঝাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর একটি কথাও বুঝাইত, সেটী (৫) অদ্বৈত প্রভুর উপর তাঁহার প্রীতি প্রকাশ। "নাড়া" শব্দের প্রয়োগে অদ্বৈত প্রভুর উপর তাঁহার প্রীতি কেমনে বুঝাইত, তাহা ৪০৮ গৌরাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার "প্রভুর গুটি দুই প্রীতি-সম্ভাষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছি।

'নাড়া'-শব্দের প্রকৃত অর্থ

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে নাড়া শব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত করিয়াছেন, ঐ নাড়াশব্দের অনেক প্রকার অর্থ শুনিয়াছি। কোন বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলিয়াছেন যে 'নার' শব্দে জীবসমষ্টি, তাহাতে অবস্থিত মহাবিষ্ণুকে 'নারা' বলা যায়। সেই 'নারা' শব্দের অপভ্রংশ নাড়া, রাঢ়দেশীয় লোকেরা অনেকস্থলে "র স্থানে ড়" বলিয়া থাকেন। তাহাতেই 'নারা' শব্দ 'নাড়া' বলিয়া লেখা হইয়াছে। এই অর্থ টী অনেক অংশে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

——ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঐকান্তিকতা

একটীমাত্র অন্ত যাঁহার, তিনি ঐকান্তিক। এক বা অদ্বিতীয় বস্তু শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠা বা সম্পূর্ণ নির্ভরতাই ঐকান্তিকতা বা দৃঢ় নিশ্চয়তা। অব্যভিচারিত্ব বা সতীত্ব ইহার নিত্য সহচর। শরণাগতি থাকিলে ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ হওয়া যায়। একনিষ্ঠ হওয়া বা সতীসাধ্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা হইলে আর ইতর-বস্তুতে নিষ্ঠা থাকে না। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় জীব যতদিন ঐকান্তিক বা ভগবন্নিষ্ঠ না হইতে পারে, একের দিকে বা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর দিকে গতিবিশিষ্ট না হয়, ততদিন জীব শান্ত হইতে পারে না। ঐকান্তিক হইবার উপদেশ সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥২।৪১॥

হে অর্জ্জুন! একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট হইবে; অব্যবসায়িগণ নানাপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির কথা বলিতে গিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—সর্ব্বাভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিষয়িণ্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টেত্যাহ,—ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধন-মেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশায়োস্তক্তুমশক্যমেতদেব

মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যন্ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব—ভক্তাবেব সম্ভবেৎ; যদুক্তং —"ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি। ততোঽন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ,—বহ্বিতি।

মদীয় শ্রীগুরুদেব আমাকে যে ভগবন্নাম ও ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণাদি ভগবৎসেবার কথা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমার সাধন, তাহাই আমার সাধ্য, তাহাই আমার জীবাতু। তাহাই আমার কাম্য, তাহাই আমার কার্য্য, এতদ্ব্যতীত আর আমার কোন কার্য্য নাই বা স্বপ্নেও অন্য কোন আকাঙ্খা নাই। ভগবৎসেবা করিতে গিয়া আমার সুখই হউক, বা দুঃখই হউক, সংসার নাশ হউক, বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি কিন্তু ভগবৎ-সেবা কখনই ছাড়িতে পারিব না। **ইহারই নাম দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা বা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি।** এইরূপ সদ্‌বুদ্ধি একমাত্র সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত অকপট ভক্ত্যাভিলাষীর পক্ষেই সম্ভব। ভগবদ্‌ভজন ব্যতীত অন্যত্র এই ঐকান্তিকতা সম্ভব নয়। সৎসঙ্গক্রমে ভগবৎকথায় রুচিপরায়ণ সজ্জনেরই এই সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি সকলের একমাত্র রক্ষক, পালক, প্রভু, নিয়ামক ও আশ্রয়। আর সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠাই জীবের ধর্ম্ম, স্বভাব বা কৃত্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩)

একের প্রতি নিষ্ঠা না থাকিলে ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। লক্ষবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে 'দুই নৌকায় পা দেওয়ার' ন্যায় দুঃখ বা অশান্তিই লাভ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই কাম্য হয়। অসংযত ব্যক্তিগণ বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া পরবস্তুকে লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু তাহারা হতাশ হইয়া কেবল দুঃখই ভোগ করে।

ভগবচ্চরণে শরণাগত ভক্তগণের চিত্ত অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকায় তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎ-প্রপত্তিরূপ মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখকর কাম বা আশা থাকেনা। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ (ভাঃ ৮।৩।২০)

ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ ভগবল্লীলাদি কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহারা ভগবানের নিকটে জাগতিক কোন কিছু বাঞ্ছা করেন না।

একাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক, সুখী, নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা বহুর দিকে দৃষ্টি, সেখানেই ভয়, চিন্তা ও দুঃখ। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয় অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥

উপাস্যবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব হইতে বহ্বীশ্বরের প্রবর্ত্তন হয়। একজন সেবক যেমন বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক-ভক্ত কখনও বহ্বীশ্বরবাদের বা নানা চিন্তার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়। এই অভিনিবেশই তাহাকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে। বিষয়ের বহুত্ব-জ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয় বা উপাস্য—এই জ্ঞানের

অভাবেই জীব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নানা কামনার বশবর্ত্তী হয় এবং নিজ নিজ কাম-পূর্ত্তির জন্য নানা দেবদেবীর উপাসনায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সাধুগুরুকৃপায় বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীব ঐকান্তিক হইবার সুযোগ পায়। সেকালে তাহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। জড়কাম বা ইতর আশাই দুঃখের মূল। কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃই জীবের এই দুর্গতি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭, ১২০, ১২২-২৩)

ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী কোন ভাবের আদর না করিয়া ভগবানই আমার সর্ব্বস্ব, ভগবানে আমার ষোল আনা অধিকার, তিনিই একমাত্র প্রীতির পাত্র ও ধন—ইহা দৃঢ়ভাবে জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। এজন্য ঐকান্তিক-ভক্ত অনুক্ষণ প্রভুসেবায় ব্যস্ত হন। তিনি একলসেবাপরায়ণ, আবার তাঁহার স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচর-গণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। সেখানে "মদ্‌গুরুঃ জগদ্‌গুরুঃ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ" এই বিচারই প্রবল।

কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত, ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী—সকলেই অশান্ত। যেখানে কৃষ্ণেতর বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্বীশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেন না। তবে তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য, তাঁহাদের বিষয়-উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন; কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ-চেষ্টার আদর করেন না।

নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতাই ভক্তি বা প্রীতির প্রাণ। ভজনে ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা ও সরলতা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা শাস্ত্রে ঐকান্তিকের এইরূপ লক্ষণ শুনিতে পাই,—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥ (গরুড় পুরাণ)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত বলিয়াই সেই ভক্তগণ "একান্তী" নামে কথিত। তাঁহারাই ভগবদ্গতচিত্ত। এইরূপ একান্তী ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়বাক্য)

"সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তবিৎ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ বেদান্তবিৎ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন 'একান্তী' ভক্ত শ্রেষ্ঠ।"

গৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু চারিপ্রকার ঐকান্তিকতার কথা বলিয়াছেন,—"তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরঃ অন্যশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষ-নিরপেক্ষতা অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি।"

অর্থাৎ ঐকান্তিকতা চারিপ্রকার,—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদির প্রতি অশেষ নিরপেক্ষতা, (৩) বহু বিঘ্নদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

ঐকান্তিকতার প্রথম লক্ষণ—ধর্ম্মে অনাদর কিরূপ, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু (১) শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধবগীতার বাক্য এবং (২) শ্রীমহাভারত হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

(১) আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

(২) **সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য** মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

শ্রীউদ্ধবগীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্তভাবে ভজন করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু॥"

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া লোকশিক্ষাকল্পে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মলক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরতি-জনিত কোনপ্রকার প্রত্যবায়ই তোমার হইবে না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের আর একটী বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ (ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

"যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোন জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তিদ্বারা সেবিত হইয়া জীবের প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত মতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

ঐকান্তিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ—অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতার প্রমাণ-প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য হইতে বলিতেছেন,—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥
তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"নিরপেক্ষ, মদ্গতমনাঃ, প্রশান্ত, সমদর্শী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ সাধুগণই সৎ।" কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন—"হে সাধ্বি, সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়। কেন না সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন; অতএব সাধুসঙ্গই নির্জ্জন-সঙ্গ বা সর্ব্বসঙ্গনিরপেক্ষতা।"

ঐকান্তিকতার তৃতীয় লক্ষণ—বিঘ্নাকুলতাসত্ত্বেও হরিসেবায় চিত্তের রতিপরতা। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথকে নানা প্রকার বিঘ্নসঙ্কুল দেখিয়া গণমতের ধ্বজবহনকারী তথাকথিত সমন্বয়বাদী উদারপন্থী হইয়া

পড়েন। সব পথই সমান, ভক্তি ও অভক্তি সকলই সমান—ইহা বলিলে বহু লোকেরই মনোরক্ষা হয়। কাজেই বহু বিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। অধিক কি, একান্তভাবে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করেন।

বিপ্রস্য বৈ সন্নসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্॥ (ভাঃ ১১।১৮।১৪)

"ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসকালে স্ত্রীপুত্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাগণ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন, কারণ তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন, এইব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ভগবল্লোকে গমন করিতেছে।"

শুদ্ধভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ। ইহাতে জগতের লোকের তাড়না-গঞ্জনা, দেবতাদিগের নানা প্রকার অত্যাচার-অবিচার, এবং প্রতি পদে পদে বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে। এজন্য শুদ্ধভক্তিপথের গ্রাহক খুবই কম। আবার যাঁহারা প্রথমতঃ গ্রাহক হইবার অভিনয় দেখান, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে নানা প্রকার বিঘ্ন দেখিয়া সরিয়া পড়েন—'পুনর্মূষিকো ভব' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গণগড্ডালিকার রুচিপ্রদ ধর্ম্মে ও পথে গা' ভাসাইয়া দেওয়াই বিঘ্ন হইতে উদ্ধারের আশু প্রতিকার বলিয়া বরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণকেই 'নিত্যরক্ষাকর্ত্তা' বলিয়া বরণ করেন, সেইরূপ শরণাগত সুদুর্ল্লভ অধিকারীই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, অধিকতর সংলগ্নই করিয়া দেয়। কামাতুর পুরুষ কামিনীপ্রাপ্তির পক্ষে যতটা অধিক বিঘ্নে আচ্ছন্ন হয়, তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য সে ততটাই অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ঐকান্তিক প্রেমিকভক্ত ভগবৎসেবায় যতটা অধিক বিঘ্ন দেখিতে পান, কৃষ্ণসেবায় ততই অধিক নব-নবায়মান আর্ত্তি ও চেষ্টা প্রদর্শন করেন। ইহা কেবল কথার কথা মাত্র নহে, ভগবৎ-কৃপাবলে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম—কর্ম্মবীর নেপোলিয়ানের সৈন্য তাহাদের অভিযান পথের সম্মুখে আল্‌স্-পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া যখন তাহাদের গতি অবরুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন বীর নেপোলিয়ান্ সিংহহুঙ্কারে জানাইয়াছিলেন যে সেখানে আদৌ আল্‌স্ নাই। বীরের আঙ্গুলি-হেলনে নেপোলিয়ানের সৈন্য বাস্তব পর্ব্বতকেও সমতল-ভূমির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আল্‌স্-পর্ব্বত অতিক্রমের চেষ্টা করিয়াছিল। জাগতিক অভ্যুদয়ের উদাহরণে এইরূপ উত্তেজনাময় কর্ম্মবীরত্বের

কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হরিসেবার পথে প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি বিঘ্নের হিমালয় যে আচার্য্যের হুঙ্কারের নিকট সমতল-ভূমিতে পরিণত হয়, সেইরূপ আচার্য্যের পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্যও আমাদের হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু সেইরূপ ভাগবতের লক্ষণ শাস্ত্রবাক্য হইতে জানাইয়াছেন,—

আপদ্ গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥

"আপন্ন হইলেও হরির প্রতি যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাঁহার চিত্ত হরি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায়।"

ঐকান্তিকতার চতুর্থ লক্ষণ—প্রেমৈকপরতা সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ (ভাঃ ৫।৫।৩)

"যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন-পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।"

প্রেমের তারম্যানুসারে এই প্রেমৈকপরতা তিন প্রকার—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা। যথা,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)
স্বেষ্টদেবস্তস্য ভাবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি।
ভাবয়ন্তি চ তান্যস্মিন্নিত্যথঃ সম্মতঃ সতাম্॥

শ্রীকপিল দেবহূতি সংবাদে—

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্তক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয় রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভগবত-প্রধান উক্তঃ॥

"যিনি নিখিল বস্তুতে জড়াতীত অপ্রাকৃত ভূতগণের ভগবৎ-সেবোপযোগী সিদ্ধস্বরূপ দর্শন করেন এবং নিজ সিদ্ধস্বরূপের দ্বারা নিত্যসেবাপর ভূতসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ভাগবতোত্তম, অর্থাৎ মহাভাগবতগণের বহির্ম্মুখ-দৃষ্টির অভাব-নিবন্ধন সর্ব্বত্রই সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ দর্শন।"

"যিনি সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্টদেবের সেবাময় ভাব দর্শন করেন, এবং তাঁহার অভীষ্ট-বস্তুতেই ভূতগণ সেবকরূপে অবস্থিত, ইহা নিত্য ভাবনা করেন, সজ্জনগণের মতে তিনিই ভগবত।"

শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিলেন, যাঁহারা অনন্যভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার ফলানুসন্ধান না করিয়া প্রেমের সহিত আমার প্রতি সুদৃঢ়া ভক্তি করেন এবং আমার জন্য সমস্ত কর্ম্ম তথা স্বজন-বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই সাধু।"

"যাঁহার নাম অবশেও উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক অনায়াসে ধ্বংস হয়, সেই ভগবান্ বাসুদেব যে ব্যক্তির হৃদয় ত্যাগ না করিয়া প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত।"

মধ্যমা ও কনিষ্ঠা প্রেমৈকপরতার লক্ষণ-নির্ণয়ে শ্রীল সনাতন প্রভু মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভাগবতের শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন। যাঁহারা ঐরূপ ঐকান্তিকতাকে আদর করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-পিপাসারূপ কপটতা-বর্জ্জিত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম উদিত হয় নাই। তাঁহাদের এক অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানে প্রেম নাই। হরিপ্রেমৈকপরতা অপেক্ষা লোকৈকপরতাই তাঁহাদের অধিকতর উপাস্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীতপনমিশ্রকে একান্ত হইয়া হরিভজনের উপদেশ দিয়াছেন,—

শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪১-৪৩)

ভক্তকুল-চূড়ামণি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।
অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪,১৩৯)

ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

সেই 'শুদ্ধভক্ত,' যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৭৫-৭৬)।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমুরারীগুপ্তের নিষ্ঠার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

মুরারী-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার।
পরম মধুর, গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময়॥
সকল-সদ্‌গুণ-বৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর রসিক-শেখর॥
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ করে যাঁর লীলা-রস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয়॥

এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥
আমারে কহেন,—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥
এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ!
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ!
এই মত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়!
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥
এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ॥
সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩৭-৫৪)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীঅনুপমের রামনিষ্ঠার কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥

রাত্রি-দিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥
আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ-সহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর ॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি-দুইজনে ॥
"শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম-মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস—প্রচুর ॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুহাঁর সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা-দুহাঁর গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥
"তোমা-দুহাঁর আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু ?
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিমু ॥"
এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দুহাঁয় কৈল নিবেদন ॥
'রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥"
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥'
তবে আমি-দুহেঁ তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
'সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি' প্রশংসিলুঁ ॥
গোসাঞি কহেন,—"এইমত মুরারি-গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলুঁ তার এই রীত ॥
সেই-ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই—প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৩০-৪৩, ৪৫-৪৭)

নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতা ব্যতীত প্রেমলাভ হয় না। নৈষ্ঠিক ব্যক্তিই প্রেমলাভ করিতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫)
শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ।
'তটস্থ'-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০৩)

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-২৬, ১৩০)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুকে নৈষ্ঠিক ভজন সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী, মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-৩৭)

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বস॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৩-২৫)

জগদ্‌গুরু শ্রীরূপ-সনাতনের ঐকান্তিক ভজনের কথাও এইরূপ লিখিত আছে,—

"অনিকেত দুঁহে, বন যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি'॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১২৭-৩১)

গৌরপার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও জানাইয়াছেন,—

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ তাহে হ'ব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা, হাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
না করিহ অসৎচেষ্টা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
সকল সন্তাপ যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ॥

আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত,
ইষ্টদেবস্থানে লীলা গান।
নৈষ্ঠিক-ভজন এই তোমারে কহিল তাই,
হনূমান্ যাহাতে প্রমাণ॥

শ্রীহনূমান্‌জী বলিয়াছেন,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

ঐকান্তিকগণের জন্য একমাত্র শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনমুখে স্মরণই উপদিষ্ট হইয়াছে। কেননা, তাহাই আত্মার নিত্য-ধর্ম্ম। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংক্ষেপে ঐকান্তিকগণের কৃত্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

প্রাক্ প্রেমভক্তিসম্পত্তেশ্চিহ্নানি লিখিতানি হি।
তান্যেবৈকান্তিনাং প্রায়ো জ্ঞাপকানি বিদুর্বুধাঃ॥
সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়া যাঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥

উক্তমেকাদশে ভগবতা,—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥
একান্তিতাং গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

যথা কথমপি শ্রীমান্ শ্রীকান্তং সমুপাশ্রিতঃ।
কুরুতেঽখিলপাপানাং প্রলয়ং কিং পুনর্ব্রতৈঃ॥

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলামতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসোঽজিতাত্মনঃ॥
কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ স্নানহোমজপব্রতৈঃ।
যেনেন্দ্রিয়গণো ঘোরো নির্জ্জিতোঽদুষ্টচেতসা॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সদা শান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
বাসুদেবপরো নিত্যং ন ক্লেশং কর্ত্তুমর্হতি॥

যে স্মরন্তি সদা বিষ্ণুং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
তে প্রযান্তি ভয়ং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্॥
এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥

তাৎপর্য্য :—ইতঃপূর্ব্বে প্রেম-সম্পত্তির লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, সুধীগণ তাহাকেই একান্ত ভক্তগণের লক্ষণ বলিয়া জানেন, সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না এবং যাহা অনর্থের মূল, সেই প্রতিষ্ঠাশারূপ বিষ্ঠার যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে সমধিক যত্ন করাই শ্রেয়ঃ। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যিনি বাহ্য-বিষয়ে উদাসীন, যিনি সম্বন্ধ-জ্ঞাননিষ্ঠ, যিনি মুক্তি-কামনাকে উপেক্ষা করিয়া মদ্ভক্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদিসহ আশ্রমধর্ম্মসমূহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শাস্ত্রের বিধিনিষেধে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একান্তভাবে পরিনিষ্ঠিত হইলে ভক্তি স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদের আর ভক্তি-বিঘ্নকর ব্রতাদির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? আমার ঐকান্তিক ভক্তগণ প্রকৃতির অতীত, তাঁহারা সমচিত্ত ও সাধু, বিধিনিষেধ-জনিত পাপ-পুণ্যাদি সেই অপ্রাকৃত পুরুষগণকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে কোনরূপে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই মানব শ্রী-যুক্ত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিতে পারে, সুতরাং তাহাদের আর ব্রতাদির প্রয়োজন কি? জিতেন্দ্রিয়গণের মতি শ্রীহরির প্রীতিকারিণী; অজিতেন্দ্রিয়গণের উপবাসাদি দ্বারা কিছু আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না, কেননা সতত হরিসেবা-বিমুখ তাহাদের হরিপ্রীতি নাই।

জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে তীর্থ-স্নান, হোম, জপ ও তপস্যারই বা আবশ্যক কি? যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া হরিপ্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়ছেন, যিনি সতত শান্ত, সর্ব্বভূত-হিতৈষী ও হরিপরায়ণ তাঁহাকে কখনও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে সকল ব্যক্তি প্রাতঃকালে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অনুষঙ্গিকভাবেই সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। যে সকল একান্তি-ভক্ত এই প্রকারে পরমানন্দভরে শ্রীহরির কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কৃত্যে তাঁহাদের রুচি হয় না।

—শ্রীভক্তিবিলাস দীক্ষিত

শ্রীগুরুপাদপদ্ম

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ
সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ
সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদঃ॥
সর্ব্বসংশয় সচ্ছেত্তা-
হনলসো গুরুরাহৃতঃ॥

কৃপার সাগর গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
স্ব-স্বভাবে গুরু হ'ন পূর্ণ।
পূর্ণ-বস্তু ভগবান, গুরুর হৃদয়-ধন,
তাঁ'র কিছু নাহিক অপূর্ণ॥
গুরু সর্ব্বগুণে গুণী, জীব-কল্যাণেতে তিনি
সচেষ্ট থাকেন নিরন্তর।
অন্য স্পৃহা কভু তাঁ'রে পরশ করিতে নারে,
তাই তিনি নিস্পৃহ-অন্তর॥
গুরুদেব সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্ব বিষয়েতে সিদ্ধ,
ভবরোগ নাশিতে নিপুণ।
অভাব নাহিক তাঁ'র, সর্ব্ব বিদ্যা আছে যাঁ'র
হেন গুরু সর্ব্বারাধ্য হ'ন॥
সর্ব্ববিদ্যা বলে যারে ব্রহ্মবিদ্যা কহে তারে
শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী নাম।
শিষ্যের সন্দেহ চয় নাশিতে শকতি হয়,
গুরুদেবে সদা পরণাম॥
অলসতা নাহি যাঁ'র, অবিরাম সেবা তাঁ'র,
কৃষ্ণ-প্রীতি বিনা নহে চিত।
হেন গুরু মহাজনে কর আত্ম-সমর্পণে,
কৃষ্ণপ্রেম পাবে সুনিশ্চিত॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

বস্তু-নির্ণয়

বস্তু শব্দটী বস্ ধাতুতে সংজ্ঞার্থে 'তু' প্রত্যয় ক'রে নিষ্পন্ন হ'য়েছে, অর্থাৎ যা'র অস্তিত্ব আছে তা'কেই বস্তু বলা হ'য়ে থাকে। এই বস্তু বাস্তব ও অবাস্তব-ভেদে দু' প্রকার। বাস্তব-বস্তু নিত্যস্থিতিশীল ও চেতন, সুতরাং Initiative নিতে পারেন, আর এর বিপরীতগুলিই অবাস্তব-বস্তু বা জড়বস্তু—Initiative নিতে পারে না। আবার বাস্তব ও অবাস্তব-বস্তু ত্রিবিধ লক্ষ্য করা যায়। তা' হচ্ছে ঈশ্বর, চেতন ও জড়।

ঈশিতা অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তা যাঁ'তে আছে তিনিই ঈশ্বর। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁ'তে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। তিনি পূর্ণ চেতন-বস্তু ও মায়াধীশ এবং যে ভূমিকায় অবস্থান করেন তাঁ'ও চেতন-ভূমিকা। তাঁ'র লীলার উপকরণাদি সমস্তই চেতন এবং সম্পূর্ণরূপে হেয়-বর্জ্জিত; তিনি স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তাঁ'র সমান বা তাঁ'র চেয়ে বড় কেউ নাই। তাঁ'র তটস্থা-শক্তিস্বরূপ অণুচেতন জীব তাঁ'র সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। তিনিই সকলের সেব্য এবং জীব তাঁ'র সেবক, এরূপে নিত্য যোগযুক্ত।

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

সুতরাং আমরা সকলেই স্বরূপতঃ তাঁ'র দাস এবং তাঁ'র সেবকসূত্রে নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী। ভোগবাঞ্ছামূলে আমাদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে বর্ত্তমানে যে জগতে এসে প'ড়েছি এটা সেই বৈকুণ্ঠ জগতেরই Perverted reflection অর্থাৎ হেয়-প্রতিফলন। সুতরাং এখানকার যা' কিছু সবই হেয় ও নশ্বর, কোনটাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। এসমস্ত অবাস্তব বস্তুতে আসক্তি হ'লে দুঃখ ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না। ক্ষণিক জড়ানন্দ লাভ হ'লেও পরক্ষণেই দুঃখ দান ক'রে থাকে। সুতরাং এখানে যা'কে সুখ ব'লে মনে করা যায়, সেটা দুঃখেরই ক্ষণিক নিবৃত্তিমাত্র।

অনাদিকাল থেকে ভগবদ্বহির্ম্মুখতাফলে ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক আমরা এজগতে প্রেরিত হ'য়েছি,—rectified (সংশোধিত) হ'বার জন্য। এস্থানটী জীবের কারাগার-সদৃশ। দুষ্ট লোকদিগকে কারাগারে সংশোধনের জন্য বহু প্রকারের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এই ভবকারাগারের রক্ষয়িত্রী দুর্গা বা মায়াদেবী আমাদিগকে নানাপ্রকারে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধিভূত ক'রে সংশোধনের

চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তি এতই বেশী যে আমরা 'উটের কাঁটা খাওয়ার' ন্যায় এই সংসারটাকে ভোগ ক'র্‌বার জন্য উঠে প'ড়ে লেগে গেছি, ফলে আমাদের বুদ্ধি মায়াকর্ত্তৃক এমনই আচ্ছন্ন হ'য়েছে যে ভগবানের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন ধারণাই ক'র্‌তে পার্‌ছি না। সর্ব্বক্ষণ মায়িক-ধর্ম্মে অবস্থিত ব'লে মেপে নেওয়াটাই আমাদের স্বভাবগত ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে সমস্ত বস্তু আমাদের মেপে নেওয়া ধর্ম্মের jurisdiction এর মধ্যে আসে, সেগুলিকেই বস্তু ব'লে স্বীকার ক'রে থাকি, আর যেগুলি আমাদের আয়ত্বের বাইরে সেগুলিকে স্বীকার করি না। মায়িক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে সবই মেপে নিতে চাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বুঝে নিতে চাই। এ জগতের এমন অনেক বস্তু আছে যা' শ্রৌতপথে স্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—এই দোষগুলি আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবমাত্রেরই আছে। বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়গুলি যেভাবে তৈরী হ'য়েছে তা'তে জড়বস্তু ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পার্‌ছি না বা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি defective অর্থাৎ অপটু; এক বুঝ্‌তে আর বুঝে ফেলে। দু' একটা দৃষ্টান্ত দিলে বেশ বোঝা যাবে। সম্মুখে একটা বৃহৎবস্তু থাক্‌লে তা'র অপর পারের বস্তু দর্শন অসম্ভব। সেক্ষেত্রে আমি যদি মন্তব্য প্রকাশ করি যে ওদিকে কোন বস্তু নেই, তা' হ'লে সেটা আমার পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হ'বে না। সূর্য্য অত্যন্ত বৃহৎ বস্তু, একখণ্ড মেঘ তাঁ'কে আচ্ছাদিত ক'র্‌তে পারে না, বরং আমার ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয়কে আচ্ছাদিত ক'র্‌তে পারে। আমি যদি মনে করি একখণ্ড মেঘ পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ-গুণ বৃহত্তর সূর্য্যকে আচ্ছাদিত ক'রেছে, তা'ও যুক্তিসঙ্গত হ'বে না। এ রকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখান যেতে পারে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কিরূপ defective. অতএব আমাদের এরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জগতের জিনিষই যখন মেপে নেওয়া অসম্ভব, তখন বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের কথা আর কি ব'ল্‌ব? তবে Serving temperament নিয়ে অর্থাৎ সেবাবুদ্ধি নিয়ে যদি অগ্রসর হ'বার চেষ্টা করা যায়, তা' হ'লে সেই অতীন্দ্রিয়-বস্তুর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা হ'বে। কারণ শাস্ত্র বলেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ * (ভঃ রঃ সিঃ ২।১০৯)

* অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

বৈকুণ্ঠ-জগৎ জড়াতীত ও চিন্ময়; সুতরাং সেখানকার সংবাদ জান্‌তে হ'লে সেখান হ'তে আগতজনের কাছে Submissive attitude নিয়ে অর্থাৎ শরণাগতভাবে ও সেবাবুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে পরিপ্রশ্ন ক'র্‌লে এবং তিনি কৃপা ক'রে জানা'লে, জান্‌তে পারা যাবে। এখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ই একমাত্র পথ। সেখানে challenging mood অর্থাৎ তিনি আমাকে জানাতে বাধ্য বা আমি নিজ-চেষ্টায় জেনে' নিতে পার্‌ব এরকম ধরণের চেষ্টা বা আরোহ-পথ কার্য্যকরী হ'বে না। কারণ সে বস্তু আমার মেপে নেওয়া ধর্ম্মের বাইরে। সুতরাং বাস্তববস্তুদর্শনে একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ই সহায়কারী।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বস্তু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সুতরাং আমাদের হৃদয়ের ভাব তিনি অবগত আছেন, তাঁ'র অজ্ঞাতসারে আমরা কিছু ক'র্‌তে পারি না। আমরা earnest seeker after truth অর্থাৎ প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু হ'লেই তিনি কৃপা ক'রে আমাদের কাছে আত্ম-প্রকাশ ক'রে থাকেন, আর হৃদয়ে তিলমাত্র কপটতা থাক্‌লে তিনি তা'ও ধ'রে ফেল্‌তে পারেন।

আমরা অণুচৈতন্য জীব, বিভূচৈতন্য ভগবানের সেবা করাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম। তাঁ'র পাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা উপস্থিত হ'য়েছে। এখন এই দুর্দ্দশা উপলব্ধি ক'রে তাঁ'র (ভগবানের) সেবায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার্‌লেই নিত্য-আনন্দের অধিকারী হ'তে পারা যাবে। Transcendental plane-এ—অধোক্ষজ-ভূমিকায় না উঠ্‌তে পার্‌লে face to face তাঁ'র দর্শন হয় না। আবার তাঁর কৃপা ছাড়া তথায় যাওয়াও যায় না। সুতরাং তাঁ'র কৃপা পা'বার জন্য আমাদের সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত হ'তে হ'বে এবং নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি নিয়ে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সাধুসঙ্গ গ্রহণ ক'রে সাধন কর্‌তে হ'বে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-রচিত এই শ্লোকটী এতৎসহ আলোচ্য,—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধতি॥ *

(উপদেশামৃত—৩)

জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফলে যে সমস্ত আবিলতা আমাদের হৃদয় অধিকার ক'রে র'য়েছে তা' হটাৎ যা'বার নয়। অবশ্য ভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় যে

* কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ—এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

কোন মুহূর্ত্তে এ সমস্ত ধ্বংশ হ'তে পারে, কিন্তু তাঁ'দের অহৈতুকী কৃপা-সাপেক্ষ। সুতরাং তাঁ'কে দর্শন ক'র্‌তে হ'লে সদ্‌গুরু পাদাশ্রয়ে শাস্ত্রবিধি পালন ক'রে চ'ল্‌তে হ'বে এবং যে মুহূর্ত্তে তাঁ'র কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর প'ড়্‌বে সে মুহূর্ত্তেই তাঁ'র কৃপালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে তাঁ'কে দে'খ্‌তে সক্ষম হ'ব। যেমন সূর্য্যের আলোকের সাহায্যেই সূর্য্যের দর্শন সম্ভব হ'য়ে থাকে ঠিক তদ্রূপ। সূর্য্যালোক সকলের প্রতিই সমানভাবে পতিত হয়, যা'রা সেই আলোক পা'বার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে থাকেন তাঁ'রাই উহা প্রাপ্ত হন, অপরে বঞ্চিত হয়। তদ্রূপ কৃপাময় ভগবান্ সকলের প্রতি সমানভাবেই কৃপা বর্ষণ করেন; যিনি যে পরিমানে চা'ন তিনি সে পরিমানে পে'য়ে থাকেন। নিম্নলিখিত গীতাবাক্যই তাহার প্রমাণ।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ॥" (গীতা—৪।১১)

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভগবানের আরাধনার কথা শাস্ত্রে লিখিত হ'য়েছে,—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" (ভাঃ ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানযোগে, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা ভগবদারাধনা ক'রে যা' লাভ হ'য়ে থাকে, এই কলিযুগে ভগন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাই লাভ হ'বে।

বর্ত্তমান কাল কলি। ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ অত্যন্ত বলবান্ এবং ভগবদ্ভজনের পথ কোটী কণ্টকদ্বারা রুদ্ধ। জীবগণ অল্পায়ুঃ, মন্দবুদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকারের দোষদুষ্ট। সুতরাং অন্যান্য যুগের ন্যায় এযুগে ভগবানের আরাধনা অসম্ভব দেখে স্বয়ং ভগবান্ ভক্তরূপ ধারণ ক'রে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ-শচীগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধ'রে অবতীর্ণ হ'য়ে, আমাদের মঙ্গলের পথ দেখাতে গিয়ে ব'লেছেন, যে 'কলিযুগের জীবের পক্ষে একমাত্র মঙ্গলময় ভগবন্নাম সংকীর্ত্তনই পরম ধর্ম্ম।' এটা তিনি নূতন আবিষ্কার করেন নি'। সমস্ত শাস্ত্রই যে তারঃস্বরে এই কথাই ব'লেছেন তা' তিনি আচরণমুখে জগজ্জীবকে জানিয়েছেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কতপ্রকার মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে তা' তিনি নিজ-রচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই ব্যক্ত ক'রেছেন। যথা,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়—আমাদের হৃদয় ভগবানের সেবাভিলাষ ছাড়া যে সমস্ত অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মের বাসনায় ভরপূর র'য়েছে তা' দূরীভূত হ'য়ে দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয়, ভবমহাদাগ্নি-সদৃশ ত্রিতাপ-জ্বালার অবসান হয়, পরম শ্রেয়োলাভ হয় ও চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তনই বিদ্যাবধু যে সরস্বতী, তাঁ'র জীবন-স্বরূপ অর্থাৎ পরা-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী সর্ব্বক্ষণই সেই ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্না। ইহাতে প্রতি পদে পদে আনন্দ-সমুদ্র বর্দ্ধিত হয়, পূর্ণামৃত আস্বাদনের বিষয় হয় এবং আত্মা এই আনন্দ-সমুদ্রে সর্ব্বক্ষণ নিমজ্জিত থাকেন। সুতরাং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। এ জগতের জড়ানন্দ তাঁ'র কাছে তুচ্ছ মনে হ'বে। আনন্দের ভিখারী আমরা, নিত্যানন্দ লাভের আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম হ'তে দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রে তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনে মত্ত থা'ক্‌লে 'দুনিয়াদারীর' সব কথা থেমে যা'বে, সমস্ত অভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যা'বে, পরম মঙ্গল সাধিত হ'বে। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সমস্ত শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ না ক'রে দুনিয়ার মরণশীল ও ভ্রমপ্রমাদাদি দোষদুষ্ট জীবের উপদেশ গ্রহণ ক'র্‌লে কোন বাস্তব মঙ্গল হ'বে না, কেবল বঞ্চিত হ'য়ে যেতে হ'বে।

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হ'য়েছে। এই মনুষ্য জন্মটা কেবল ভগবদ্ভজনের জন্য, অন্য কোন কাজের জন্য নয়। এরূপ দুর্ল্লভ জন্ম লাভ ক'রেও যদি পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয়িত হয়, তা' হ'লে শ্রেয়োলাভের আর সময় কোথায়? খাওয়া-দাওয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ সকল জন্মেই পাওয়া যা'বে, এটা ত' reserved র'য়েছেই, সুতরাং এগুলির জন্য চেষ্টা ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কোন রকমেই উচিৎ নয়। এ জগতে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি, পরেই বা কোথায় যাব, তা'র সন্ধান করা দরকার। এ স্থানটা আমাদের permanent abode অর্থাৎ নিত্য-বসতিস্থল নয়। আজ বা কাল বা দু'দিন পরেই হো'ক্ আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন ঐশ্বরিক শক্তি আমাকে জোর ক'রে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যত্র ফেলে দেবে। সুতরাং এখানে খুঁটী গে'ড়ে নিত্য কালের জন্য

অবস্থান ক'র্‌বার চেষ্টা বৃথা—পণ্ডশ্রম মাত্র। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তন প্রত্যহ চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, তথাপি মোহান্ধ জীব সেই অনিত্য বস্তুগুলিকেই আঁক্‌ড়ে ধ'র্‌বার জন্য ছুটোছুটী ক'র্‌ছে, ফলে কি লাভ ক'র্‌ছে তা' তলিয়ে দেখ্‌বারও সময় পর্য্যন্ত পায় না। অধিকন্তু কেউ ভগবদ্ভজন ক'র্‌লে তাঁ'কে হীনচক্ষে দর্শন করে। এ'টা আমাদের দুর্দ্দৈব ছাড়া আর কি? জগতের বিচারে আমরা খুব শিক্ষিত ও বড় বুঝ্‌দার হ'তে পারি, এবং সেজন্য খুব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাও সংগ্রহ ক'র্‌তে পারি; কিন্তু তা'র মূল্য কতটুকু, ক'দিনের জন্য এসমস্ত স্থায়ী হ'বে, তা' চিন্তা করি না। দু'দিন পরে সব ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। কিন্তু হরিভজনকারী এরূপ অনিত্য-জিনিষে প্রমত্ত থাকেন না। তাঁ'রা জানেন এ জগৎটা আমার ভোগের জন্য নয়। একমাত্র ভোক্তা স্বরাট্‌ পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্‌, আর বাদবাকী সব তাঁ'র সেবার উপকরণ। সুতরাং সমস্ত বস্তুদ্বারা তাঁ'রই সেবা ক'রে থাকেন এবং নিজ জীবন-ধারণ জন্য যতটুকু দরকার সেইটুকু তাঁ'র প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ ক'রে থাকেন। এঁদের জীবন-ধারণ ভগবৎসেবার জন্যই জান্‌তে হ'বে, বদ্ধজীবের ন্যায় ভোগের জন্য নয়। সমস্ত বস্তুতেই তাঁ'দের ভগবদ্দর্শন থাকায় তা'র প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে কোন সুখ বা দুঃখ হয় না। তাঁ'রা ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দে মগ্ন থাকেন। বিষয়-মদান্ধ জীবগণ এ সমস্ত বিষয় বুঝে উঠ্‌তে পারে না বা বুঝ্‌বার চেষ্টাও করে না। জগতের লোক কি চিরদিনই এরূপ মোহান্ধকারে প'ড়ে থাক্‌বে? এ সব জিনিষ কি একবারও তা'রা বুঝ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে না?

নির্ম্মৎসর সাধুগণ জীবের মঙ্গলের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে হরিকথা কীর্ত্তন ক'রে তা'দিগকে স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ ক'র্‌বার জন্য কত চেষ্টা ক'র্‌ছেন। তাঁ'রা জগতে এত বড় জিনিষ দিতে ব'সেছেন যা', চতুর্দ্দশ-ভুবনের কোন জিনিষের সঙ্গে তুলনাই হ'তে পারে না। সেজন্য এই সাধুগণই প্রকৃত বদান্য। কিন্তু এঁদের বদান্যতা ভোগাসক্ত জীব দেখ্‌তে পায় না,—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৫)
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪১)

সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত নিছক্‌ সত্যকথা যদি কখনও তা'দের কানে প্রবেশ ক'র্‌বার সুযোগ হয়, তা' হ'লে তা'রা একদিন না একদিন এর উপাদেয়তা

উপলব্ধি ক'র্‌বার সুযোগ লাভ ক'র্‌বে। তখন তা'রা বুঝ্‌তে পার্‌বে যে পরম-শ্রেয়ঃ লাভের জন্য যত্ন করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা।

ভগবানের অনুশীলন বাদ দিয়ে যা' কিছু করা যা'বে সবই বন্ধনের কারণ হ'বে এবং কালের করাল-কবলে প'ড়ে বিপন্ন হ'তে হ'বে। বাস্তব ও অবাস্তব বস্তুর অনুশীলনমুখে অবাস্তব বস্তুর হেয়ত্ব উপলব্ধি ক'রে বাস্তব-বস্তু একমাত্র ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে জীবন ধন্য করাই প্রকৃত বস্তু-নির্ণয়।

—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ
কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

পত্রিকা-প্রশস্তি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের পত্র)

শ্রীশ্রীভাগবত চরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

কেশব মহারাজ! নব বর্ষের দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। আপনার নব নব উদ্ভাবনী শক্তি প্রচার-কার্য্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। গত পরিক্রমায় সুবন্দোবস্তের কথা শ্রীমান্ সুবোধের পত্রে জ্ঞাত হইয়াছি। প্রথিত-যশা আপনি, আপনার কৃতিত্বের কথা কেইবা না কীর্ত্তন করেন। বাঞ্ছা না করিলেও অবাঞ্ছিতভাবে প্রতিষ্ঠা আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বিরত নহে। এতাদৃশী মহিমান্বিত হইয়াও মাদৃশ বরাকের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি দুর্ল্লভ হইলেও সুলভ দেখিতেছি।

পত্রিকা-প্রশস্তি

পরমারাধ্য প্রভুপাদ পতিত-পাবন।
প্রচ্ছদ পটে পাঠকের দুর্ল্লভ দর্শন॥
যাঁহার স্মরণে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে ভবক্ষয় পায় প্রেমধন॥
শিরোভাগে শ্রীশের আয়ুধ সকল।
কলি-কলুষ বিনাশিতে ধরে সর্ব্ববল॥

পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রে পত্রী সুশোভিত।
মধুর মৃদঙ্গ অঙ্কে গৌড়ীয় অঙ্কিত॥
শিরোদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবতের বাণী।
সম্পাদক সঙ্কেতে এঁকেছে হৃদয়খানি॥
ভগবানে ভক্তি বিনা সব পণ্ডশ্রম।
দুই পার্শ্বে দুই চরণে বাণী সর্ব্বোত্তম॥
ঐশ্বর্য্য-ঔদার্য্য-মাধুর্য্যের উদ্দেশ।
মঙ্গল আচরণে তার হয় সমাবেশ॥
কাগজ, কালী, ছাপাদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
অক্ষরেতে কৃষ্ণ-কারুণ্য ক্ষরে নিরন্তর॥
ধন্য ধন্য কার্য্যাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী বর।
ভক্ত্যালোকে ভক্তি-মণ্ডপ সদা শোভাকর॥
প্রবন্ধে নিবন্ধে পত্রী হয়ে সুসজ্জিত।
প্রতিষ্ঠাতার প্রজ্ঞান করে বিঘোষিত॥
প্রতি পক্ষে পত্রী যদি হন প্রকাশিত।
সুপ্ত-জীবের লুপ্ত-ধর্ম্ম হয় জাগরিত॥
হেন পত্রী পাঠাইয়াছ অনুগ্রহ করি।
কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তাহা সদা যেন স্মরি॥

পত্রোত্তরে আপনাদের কুশল প্রার্থনা। ইতি—

বৈষ্ণব দাসাভাস—শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জেলায় কেশিয়াড়ী গ্রামে ঃ—

এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহগণ যে গৃহে অবস্থিত আছেন তাহারই নিকটবর্ত্তী সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গনে গ্রামস্থ ভক্তবর শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মহাপাত্র মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে একটী সুন্দর উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছেন। সমাপ্তি-কার্য্য সামান্যের জন্যই অবশিষ্ট রহিয়াছে। মহাপাত্র মহাশয় কর্ত্তৃক অল্পদিন মধ্যেই ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইবেন।

উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুমুদ সন্ত মহারাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সর্ব্বত্র ভক্তবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ এ বৎসর তথায় শুভবিজয় করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গৌরব বৈখানস মহারাজও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বৃন্দাবন, টাটানগর, গঞ্জাম এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গন্যমান্য ভক্তগণ আগমন করিয়াছিলেন। বিগত ৮ই বৈশাখ ১৩৫৬, ২১শে এপ্রিল ১৯৪৯,বৃহস্পতিবার উৎসবটী অনুষ্ঠিত হয়। কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির উৎপাত থাকিলেও অনুষ্ঠানটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ অতি যত্নে প্রচুর সেবোকরণ সংগ্রহ ও সুদৃশ্য অধিবেশন-মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অপরাহ্নে শোভাযাত্রা সহযোগে চৌদ্দমাদলের বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়।

সন্ধ্যার পর মঠের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। মাননীয় শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের অনুমোদনে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নিয়ামক ও প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে দুইটী শিশু-ব্রহ্মচারী উদ্বোধন সঙ্গীতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ভিক্ষা করেন। সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা ও তাঁহার সেবার একটী নাতিদীর্ঘ বিবরণী প্রদানমুখে বক্তৃতা এবং শ্রীমঠের পৃষ্ঠপোষকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ বক্তৃতায়, ধর্ম্মবিরোধী-ভাবসমূহ ও ভগবদনুশীলন-বর্জ্জিত সুখচেষ্টা যে অতীব গর্হণীয়, তদ্বিষয়ে সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ ভক্তিধর্ম্মের বিচারমূলে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয়, নিত্য মঙ্গল বিধানে কর্ম্মের অসক্ততা, উপাসকের ভূমিকার পার্থক্যহেতু ফললাভেরও পার্থক্য এবং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি হইতে ভগবদ্ভক্তির উৎকৃষ্টতা বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে অধিবেশনকার্য্য সমাপ্ত হয়। তৎপর সমাগত সহস্রাধিক ভক্তগণ ও গ্রামবাসিগণকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হইলে লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইত যে সামলান দায় হইত। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের এই সাধু-প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করুক—ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত মধুপুরে ঃ—

গত ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ শনিবার পর্য্যন্ত সাঁওতাল পরগণার অধীনস্থ মধুপুর সহরে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল মহোদয় পার্টিসহ প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া তত্রস্থ সজ্জনবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র কুমার বসু, আমিন, পাথরোল এষ্টেট্; শ্রীযুত গুরুপদ চট্টোপাধ্যায়, গুড্স ক্লার্ক; শ্রীযুত গৌরপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বসু, রিটায়ার্ড ষ্টেশন মাষ্টার; শ্রীযুত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজার, ই, আই, রেলওয়ে গ্রেন্শপ্; শ্রীযুত অবনী মোহন মুখার্জ্জি, আই, ডব্লিউ; পরলোকগত রায়সাহেব মতিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত ফনীভূষণ সেন, শ্রীযুত রামলাল সাউ, শ্রীযুত আর, এন, বল, স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত মুক্তিনাথ পত্রলেখক এবং উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রামলাল বাবু প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। রাণী টিকয়িট্নী ফলদানী কুমারী—ঘাটওয়ালী, পাথরোল এষ্টেট্, পণ্ডিতজীর শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রীতিলাভ করেন ও প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

মোহজুরী ও মার্গমুণ্ডায় ঃ—

৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পণ্ডিতজী পার্টিসহ মধুপুর হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরবর্ত্তী মোহজুরী গ্রামের শ্রীশ্রীরামসীতা মন্দিরে শুভবিজয় করিয়া তত্রস্থ ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সকলকে নিত্যমঙ্গললাভে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে মার্গমুণ্ডা গ্রামে বিশিষ্ট সজ্জন ও শ্রীশ্রীরামসীতাজীর সেবক শ্রীযুত বাবুলাল সাউ ও শ্রীযুত রামলাল সাউ মহোদয়গণের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ও গ্রামস্থ সজ্জন ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। ব্রহ্মচারীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা ও সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে তাঁহারা ধর্ম্মজগতের অভিনব পরম নিত্যকল্যাণময়ী বার্ত্তার আভাস লাভ করিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রতি বৎসরই যাহাতে তাঁহারা ঐরূপভাবে ভগবৎকথা আলোচনার সুযোগ পান তদ্বিষয়ে অনুরোধ করেন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬, ইং ২১।৫।৪৯

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যকুলতিলক ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** তিরোভাব ও **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী **১২ই আষাঢ়,** ১৩৫৬, ইং ২৬শে জুন, ১৯৪৯, রবিবার হইতে **২১শে আষাঢ়,** ১৩৫৬, ইং ৫ই জুলাই, ১৯৪৯, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ আরাত্রিক, **মহা-প্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :— কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

১৩ই আষাঢ়, ২৭শে জুন সোমবার **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন,** গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন ও স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা।

১৪ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, মঙ্গলবার **শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

১৫ই ও ১৬ই আষাঢ়, ২৯শে ও ৩০শে জুন বুধবার ও বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, শুক্রবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০ পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, শনিবার হইতে ২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত তিন দিবস প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা**—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত। পরে আরাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৬ শ্রীধর, ৪৬৩ গৌরাব্দ | ৫ম সংখ্যা
শনিবার, ৩২ আষাঢ় ১৩৫৬, ইং ১৬।৭।৪৯

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাষ্টকম্

(১)

আনন্দসচ্চিদ্বলদেবমূর্ত্তি-
র্ব্রহ্মাণ্ড-সম্মণ্ডিতশুদ্ধকীর্ত্তিঃ।
সংসারসিন্ধূত্তরণৈকপোতঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

(২)

প্রতপ্তচামীকরগৌররূপঃ
সদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারভূপঃ।
শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যসমাজরাজঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্॥

(৩)

গৌড়ীয়গোষ্ঠীগণপ্রাণবন্ধুঃ
প্রপন্নদুঃখার্ত্তপ্রসাদসিন্ধুঃ ।
বিতণ্ডিপাষণ্ডিপ্রচণ্ডদণ্ডঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(৪)

শ্রীরাধিকাপ্রেমতড়াগহংসো
হংসদ্বিজপ্রাজ্ঞকুলাবতংসঃ ।
সংকীর্ত্তনপ্রেমমধুপ্রমত্তঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(৫)

চণ্ডালশূদ্রাধমভক্তিশন্দঃ
সর্ব্বংসহাবন্দ্যপদারবিন্দঃ ।
প্রেমাব্ধিচন্দ্রো ভজনদ্রুকন্দঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(৬)

গৌরাঙ্গগোবিন্দবরেণ্যভক্তো
বিশুদ্ধসদ্ধর্ম্মপ্রচাররক্তঃ ।
রাধাযশোগানসহস্রবক্ত্রঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(৭)

বেদান্তবেদাঙ্গপুরাণদক্ষো
বিখণ্ডিতপ্রাজ্ঞকুতর্কলক্ষঃ ।
শান্তপ্রশান্তোপরতাত্মনিষ্ঠঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(৮)

হরেঃ কথাযাত সমস্তযামো
রোমাঞ্চকম্পাশ্রুমুদাভিরামঃ ।
শ্রীধামমায়াপুরবাসযত্নঃ
পশ্যেম কিং তং প্রভুপাদপদ্মম্ ॥

(৯)

হা ক্বাসি মৎপ্রাণপ্রভো! ক্ব গুপ্তো
গৌরাখ্য-দাসস্তবদুঃখতপ্তঃ ।
প্রপন্নভক্তার্ত্তিহরস্ত্বমেব
দ্রক্ষ্যামি কিং চন্দ্রমুখং সকৃৎ তে ॥

(১০)

হে দীনবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!
কুরু প্রসাদং! ময়ি মন্দমূঢ়ে!
লক্ষাপরাধে বহুপাপগাঢ়ে!
তৎপাদপদ্মেঽস্তু মতিশ্চ কৃষ্ণে ॥

চন্দ্রবাণবেদবিমিতে গৌরাব্দে সৌরপৌষস্য ষষ্ঠবাসরে **শ্রীপাদ-গৌরদাস-ব্রহ্মচারি**-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থেন বিরচিতম্ ।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি সচ্চিদানন্দ শ্রীবলদেববিগ্রহ, ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অলৌকিক বিশুদ্ধ কীর্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যিনি জীবগণের সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের একমাত্র বৃহৎ নৌকাস্বরূপ, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ১ ॥

যিনি অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, যিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারের নৃপতি, যিনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রাজা, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ২ ॥

যিনি গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রাণের বন্ধু, যিনি শরণাগত দীনদুঃখিগণের প্রতি অনুগ্রহের সাগর, যিনি কুতার্কিক-ধর্ম্মধ্বজি-পাষণ্ডিগণের প্রতি প্রচণ্ড দণ্ড-বিধানকারী, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার প্রেমসরোবরের হংস, যিনি পরমহংস, বিপ্র ও পণ্ডিতগণের শিরোভূষণ, যিনি নামসংকীর্ত্তনের প্রেমরূপ মদ্যপানে প্রমত্ত, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৪ ॥

যিনি চণ্ডাল ও শূদ্রাধমগণকে ভক্তিরূপ মঙ্গলপ্রদাতা, যাঁহার পাদপদ্ম সমগ্র জগতের বন্দনীয়, যিনি প্রেম-সাগরের চন্দ্র এবং ভজনরূপ তরুর মূল, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৫ ॥

যিনি গৌরাঙ্গ-গোবিন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-প্রধান, যিনি বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বদা অনুরক্ত, যিনি শ্রীরাধিকার গুণাবলী কীর্ত্তনে সহস্রবদন, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৬ ॥

যিনি বেদান্ত, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিঃশাস্ত্র) ও পুরাণশাস্ত্রে নিপুণ, যিনি পণ্ডিতাভিমানী প্রাকৃত পণ্ডিতগণের কুতর্করাশি খণ্ডনকারী, যিনি শমগুণযুক্ত, প্রশান্ত, বিষয়বিরক্ত, ও পরমাত্মনিষ্ঠ, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৭ ॥

যাঁহার শ্রীহরিকথাকীর্ত্তনে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হইত, যিনি হরিকথাকীর্ত্তনে রোমাঞ্চ, কম্পাশ্রু ও হর্ষাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে বিবশ হইয়া পড়িতেন, যিনি শ্রীধাম মায়াপুরবাসে পরমানন্দিত হইতেন, সেই প্রভুর পাদপদ্ম কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ৮ ॥

হা ! হা ! আমার প্রাণের প্রভু ! আপনি কোথায় ? অকস্মাৎ আপনি কোথায় লুক্কায়িত হইলেন ? এ অধমদাস আপনার বিরহ-দুঃখে অনুতপ্ত, আপনি শরণাগত ভক্তগণের একমাত্র আর্ত্তিনাশকারী, অতএব শরণাগত আমি একবার কি আপনার ঐ চন্দ্রবদন দেখিতে পাইব ? ॥ ৯ ॥

হে দীনজনের বন্ধু, হে গুরুদেব, আপনি করুণার একমাত্র সিন্ধু, অতএব আমি মহামূর্খ, বহু অপরাধী, বহুপাপে অভিভূত আমায় আপনি কৃপা করুন, যেন আপনার পাদপদ্মে ও কৃষ্ণের প্রতি মতি থাকে ॥ ১০ ॥

অর্থ ও অনর্থ

রুচি ও বিশ্বাসভেদে অর্থের তারতম্য

অর্থ ও অনর্থ-নিরূপণ বিষয়ে মানবের রুচিভেদে, বিশ্বাসভেদে মিমাংসা ভিন্ন ভিন্ন। অন্যাভিলাষীর অর্থ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অর্থের সহিত এক নহে; আবার ভগবদ্ভক্ত পূর্ব্বোক্ত তিন সম্প্রদায়ের সহিত এক হইতে পারেন না। তাঁহার ধারণা অভক্তগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।

অর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

সাধুগণ বলেন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবমাত্রেরই অর্থ। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর ধারণা মায়িক, সুতরাং **কৃষ্ণেতর বস্তুই অনর্থ।** ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র অর্থ হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়, কারণদোকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও অর্থ। কৃষ্ণের বিলাস, সহচর, তদ্রূপ-বৈভব, গোলোকাদি ধামসমূহ, কৃষ্ণোন্মুখ জীবাদি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদসমূহও অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অনর্থের স্বরূপ-নিরূপণ

যেখানে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, সেখানে অর্থ বা অর্থাভাব পরিদৃষ্ট হয়; তাহাই জীবের বিষয় বলিয়া অভিহিত হয়। বিষয়ের মধ্যে অর্থ বা কৃষ্ণ নাই; যেখানে কৃষ্ণ বা অর্থ আছেন তথায় অনর্থ-স্বরূপ সংসার বা বিষয় নাই। কৃষ্ণসংসারে অনর্থ বা বিষয় নাই, কৃষ্ণবিমুখ জীব অর্থহীন হইয়া বিষয়রূপ অনর্থের সেবায় দিনাতিপাত করেন। কৃষ্ণপ্রেম—রত্নসদৃশ মহাধন, বদ্ধজীবের বিষয়—অনর্থ বা অধন। জীব কৃষ্ণসেবা বিমুখ হইলে অনর্থে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিজ ভোগকেই বহুমানন করেন। সাংসারিক অনর্থজড়িত জীব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন না; মঙ্গলের জন্য ধাবিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যান; তজ্জন্য তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না।

অনর্থ-মুক্তির উপায়

সংসারদুঃখমগ্ন জীব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অসংখ্য প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সফলপ্রয়াস হন না। জীব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিষয় হইতে বিরত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই বিষয়ের

হস্ত হইতে রক্ষা পান না। যে-কাল পর্য্যন্ত না তিনি কৃষ্ণের শরণাগত হন, তৎকালবধি তাঁহার অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা নাই।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

একসময় এই জীব সুখান্বেষী হইয়া যাহাতে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সিদ্ধ হয় তজ্জন্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমি প্রকম্পিত করিতে ত্রুটী করেন না [অন্যাভিলাষ]। কখনও বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমুত্রিক সুখান্বেষণে জৈমিনির শরণাগত হন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সেবা করেন এবং নৈতিক-চরিত্র উন্নত করিবার বাসনা করেন [কর্ম্ম]। কোন সময় জীব বেদান্তাদি শাস্ত্রকুশল হইয়া কৌপীন গ্রহণপূর্ব্বক যতিধর্ম্মে অবস্থিত হন এবং আপনাকে নির্ব্বিষয়ী জীবন্মুক্ত মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় নিযুক্ত করেন জ্ঞান]। এত করিয়াও তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক মতানুসরণে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না

জ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া হেগেল, ক্যাণ্ট্, সপেনহুয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসকবর্গের অধীন হইয়া রোগোপশান্তির আকাঙ্খা করেন। কখনও বা কন্‌ফুচি, শাক্যসিংহ, কোমত প্রভৃতি মনিষীকুলের অনুসরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিবেন মনে করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদৃশ জ্ঞানীমহাত্মাগণের অনর্থসমূহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ভবসংসারের বিষয়ে ডুবাইয়া দেয়।

বিভিন্ন বাদাবলম্বিদিগের কৃষ্ণে প্রবৃত্তি না থাকায় বিষয়-বাসনা প্রবল

কর্ম্মবাদের আশ্রয়ে জন্মান্তরবাদের প্রবল তরঙ্গে দোদুল্যমান হইয়া জীবগণ কোন সময় পরোপকার, বন্ধুবর্গের চিকিৎসা, পশুবর্গের অহিংসা, বিদ্যাদানের আনুকূল্য প্রভৃতি ভীমভট্টীয় পন্থার অনুসরণ করিতে থাকেন। কখনও বা কুমারিল ভট্ট, উদয়নাচার্য্য অথবা অর্হত-সম্প্রদায়ের মতানুকূলে অনুগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রধানতম আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ধুর বহন করেন। দুঃখের বিষয় তাদৃশ তপস্যাচরণে তাঁহাদের কোন কল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ বা অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ, নিরীশ্বরবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ বহুমানন করিয়া এপিকিউরাস ও চার্ব্বাকাদির দাস্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ঔলুক্যমতের পোষণ করেন। ইঁহারাই যে বিষয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমরা এরূপ বলিতে পারি না। সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে মুগ্ধ, কৃষ্ণের জন্য কাহারও কোন সেবা-প্রবৃত্তি দেখিতে পাইলাম না। ঐ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে, বিষয়ের কবল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা দূরে যাক, বিষয়গুলিই প্রবল করিবার বাসনা দেদীপ্যমান। তাই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥

শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি

এক্ষনে আমরা জানিতে পারিলাম যে শ্রীগৌরকীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধু-সঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে সমর্থ কে ?

যেখানে কপটতা-ধর্ম্মক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানেও কোন মঙ্গল নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়াবিষ্ট জীবকে বিষয় হইতে স্বীয় অহৈতুকী করুণাদ্বারা উত্তোলন করিতে পারেন। তখন জীব বিষয়মুক্ত হইয়া শ্রীগৌর-কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন।

অনর্থ-নিবৃত্তির ফল—নবদ্বীপে গৌর-সেবা

জীবের অনর্থ বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ লাভ ঘটে। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমিতে অনর্থের কোন পূর্ব্ব-পুরুষ পর্য্যন্তও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে কেবল গৌরসেবা, উহাই জীবের একমাত্র নিজার্থ।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মহিমা

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রত্নসমূহ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের এক বালুকণের মূল্য দিয়া উঠিতে পারে না। বিরজা-নদীর সমগ্র জলস্রোত নির্গুণ জীবকে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ নহেন। প্রকৃত্যাতীত ব্রহ্মলোকের সমগ্র জ্যোতি শ্রীনবদ্বীপের পথ সুষ্ঠুরূপে আলোকিত করিতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ, সত্য, মহ, জন ও তপোলোকবাসী সাধুগণ, স্বর্গলোকবাসী দেবগণ নিজ নিজ ধনাগারে প্রভূত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর-চরণরূপ অর্থ লাভ করিতে কোন দিনই সক্ষম হইবেন না।

শ্রীগৌরভক্তের চরণাশ্রয়ে কৈবল্যাদি অনর্থ হইতে মুক্তি

নিষ্কিঞ্চন, অনর্থ-নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, গৌরভক্তের চরণাশ্রয় করিলেই সর্ব্ব-সম্পৎ ধামে বাস ঘটিবে এবং অনর্থের কোন লোভ কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বলেন,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥ (চৈঃ চন্দ্রামৃতম্-১।৫)

[যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ-ফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব পূর্ণসুখময়-ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীঅচ্যুতানন্দের নির্য্যাণ

অচ্যুতের সংক্ষেপ-জীবনী

শকাব্দা ১৭৮২, ৮ই ভাদ্র তারিখে উৎকলদেশে ভদ্রক নামক গ্রামে অচ্যুতানন্দের জন্ম হয়। নবজাত-শিশুর নাসিকার উপরে একটী তিলক দেখা যাইত। তাহা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। শিশু যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিলকটী অদৃশ্য হইল। শিশুর পিতা কার্য্যগতিকে মেদিনীপুর নগরে আসিলে, বালকের দশমাস বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার অল্পদিন পরে অচ্যুতানন্দের পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। অচ্যুত ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেন। বাল্যকালে অচ্যুত ইংরাজী-বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে অচ্যুতের বিবাহ হয়। ক্রমশঃ তাঁহার তিনটী কন্যা ও একটী পুত্র হইল। ইংরাজী-বিদ্যা অভ্যাস সমাপ্ত করিয়া তিনি দুইবৎসর প্রায় গভর্ণমেণ্টের চাকরী করেন। চাকরী উপলক্ষে রংপুর জেলায় অবস্থিতি-কালে অচ্যুত পাগল হইলেন। পাগল অবস্থায় তিনি এগার বৎসর অবস্থিতি করিয়া ২৫শে বৈশাখ তারিখে দেহ পরিত্যাগ করেন।

অচ্যুতের কাব্য-রচনা ও সাহিত্যালোচনা

এই অল্পবয়সের মধ্যে অর্থাৎ পাগল হইবার পূর্ব্বে অচ্যুত বঙ্গভাষায় 'মাধবীলতা' বলিয়া একখানি কাব্য রচনা করেন। যে সময়ে তিনি যশোহর জেলায় কর্ম্ম করেন, তখন 'তারা' নামে একখানি সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী-ভাষায় 'হাবড়া জেলার বিবরণ' এবং 'পাণ্ডব' নামক একখানি পদ্য রচনা করেন।

কোন সময়ে অচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই, কেবল পাগল থাকা সময়ে যাহা আহার করিতেন তাহাই 'প্রসাদ পাইতেছি' এই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" এবং "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে" এই দুইটী নাম-পদ্য উচ্চারণ করিতেন। স্বভাবতঃ তিনি উদার ও লোকপ্রিয় ছিলেন।

উন্মত্ত-অবস্থায় অচ্যুতানন্দ

মরণসময়ে অচ্যুতের একটী অলৌকিকভাব দেখা গিয়াছিল। পাগলের অন্য পীড়া হইলে শেষদশায়যেরূপ ঘটনা হয়, অচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। চিত্তপীড়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর থাকায় অচ্যুত ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিলেন। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাহার ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বর হয়। জ্বর ভাল হইল, কিন্তু দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। নিজে কোন সময়ে ঘরের বাহির হইয়া দৌর্ব্বল্যক্রমে পড়িয়া গেলেন। সেইদিন হইতে অচ্যুতের আত্মীয়বর্গ তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ইংরাজী চিকিৎসা হইল, তাহাতে বিশেষ উপকার না হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদমতে ঔষধাদি প্রয়োগ করা হয়।

নির্য্যাণের প্রাক্‌কালে আত্মীয়বর্গের পারমার্থিক-সেবা

২৪শে রাত্রে যখন তাঁহার জীবন-ভরসা বিগত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতা-ভগিণীগণ তাঁহার নিকট বসিয়া মধুরস্বরে হরিনাম মহামন্ত্র গান করিতে লাগিলেন। নামগান এরূপ হইয়া উঠিল যে যেন তাঁহার ঘরে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ উদয় হইয়া পড়িল। লক্ষনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে সেই মৃত্যুগৃহ পরমানন্দ-পরিপূর্ণ ভগবদ্ধামরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। শুদ্ধ-হরিনামের মাহাত্ম্য যে কি তাহা সেই গৃহ-মধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে শুদ্ধ-কৃষ্ণনামে কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানে সেরূপ বল নাই। এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শেষরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন।

শ্রীঅঙ্গে সিদ্ধ-তিলকের আবির্ভাব

অচ্যুতের বিমাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহভাবে শ্রীগিরিধারীর চরণামৃত, ব্রজরজ, শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ও শ্রীচরণতুলসী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে পান করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে অচ্যুতের কোন তরল দ্রব্য পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ হইতেছিল না। চরণামৃত তিনবার পান করিতে করিতে উদরমণ্ডল হইতে একটী তেজ উত্থিত হইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে অচ্যুত অনায়াসে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মুদ্রিত

চক্ষুদ্বয় হইতে ঘন ঘন অশ্রুধারা বাহির হইতে লাগিল। লক্ষাবধি শ্রদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া এবং রজ-তুলসী-মহাপ্রসাদমিশ্র-চরণামৃত পানে তাঁহার কপালে, বাহুমূলে, উদরে, বক্ষে ও কণ্ঠদেশে বৈষ্ণব-তিলক উজ্জ্বলিত হইল।

পূর্ব্ব-জন্মের পরিচয় ও শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-প্রকাশ

অচ্যুতের **"চতুর্থ ভ্রাতা"** সেই সময়ে মহাপ্রেমে হরিনাম বলিতে লাগিলেন, তাহাতে অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়সূচক অনেকগুলি তত্ত্বকথা বাহির হইল। আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী চিন্ময়-বৈষ্ণবমূর্ত্তি সেই গৃহমধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি বৈষ্ণবজ্যোতিতে পরাজিত হইয়া পড়িল। যে তত্ত্বকথা তিনি বলিলেন তন্মধ্যে প্রকাশযোগ্য এই একটা কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন, "আমি রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট-তত্ত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ ক্ষয় করিবার জন্য আমি এযাবৎ এই গৃহে বর্ত্তমান ছিলাম। সকল ভজনের সার কৃষ্ণনাম। যে নাম, সেই কৃষ্ণ। নিরপরাধে নাম করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের উচ্চারিত নিরপরাধ-নাম মরণসময়ে শ্রবণ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষয় ও সর্ব্বসিদ্ধি হইল। তোমরা একথা স্মরণ রাখিবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ

এক সপ্তাহকাল সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য্য প্রায় স্থগিদ্ ছিল। চক্ষু বন্ধ ছিল। বাক্য রুদ্ধ ছিল। কেহ কিছু বলিলে শুনিতে পাইতেন না। এক প্রহরকাল হরিনাম করিতে করিতে কর্ণরন্ধ্র পরিষ্কৃত হইল, কণ্ঠে হরিনাম আসিলেন এবং ভগবদ্রূপ দেখিবার জন্য স্পৃহা জন্মিল। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতিকৃতি তাঁহার সম্মুখে আনিবামাত্র গলদশ্রুসহিত নয়ন প্রস্ফুটিত হইয়া একাগ্রহে শ্রীমূর্ত্তি-সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

রামানুজ-তিলক ক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তিলকে পরিণত

কপালের তিলক প্রথমে চারিটী দণ্ডবিশিষ্ট ঊর্দ্ধপুণ্ড্ররূপে দেখা দিয়াছিল, ক্রমশঃ শুদ্ধ হরিমন্দির ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হইল, অবশেষে প্রণব মূর্ত্তি হইয়া পড়িলে, কপালের ঊর্দ্ধভাগে একটী বসে যাওয়ার চিহ্নের সহিত প্রাণবিয়োগ হইল। ইহাতে অনুমিত হইল যে সিদ্ধযোগিদিগের মৃত্যুর ন্যায় তাঁহার আত্মা সুষুম্না-নাড়ী ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। শ্রীরামানুজের মতে সিদ্ধিপ্রাপ্তির লক্ষণও এইরূপ। উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, আপূর্য্যমান চন্দ্র, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ এবং চিত্রানক্ষত্র—এই সমস্ত যোগই যোগিদিগের মৃত্যুকাল। আমরা সেইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া

ভালরূপে অনুভব করিলাম যে অচ্যুতানন্দ একপ্রকার অলৌকিক বৈষ্ণবগতি লাভ করিলেন। এত দিবস বিষয়ী ও পাগলের ন্যায় থাকায় কেবল বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় করিবার উপায়মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন।

——শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

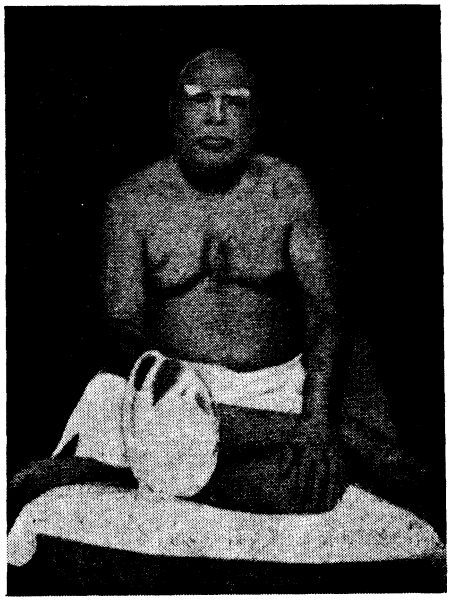

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের বিরহ-স্মরণে প্রবৃত্তি

সচ্চিদানন্দ বস্তু লোকলোচনের অন্তরালে থাকিলে আমরা তাঁহার প্রকাশের বিষয় ধারণা করিতে পারি না। যাহা চক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাহাকেই আমরা অপ্রকটিত অবস্থা বলি। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুর অভাব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। অভাবের অভাবদ্বারা যখন সাধ্যবস্তুর প্রতীতি হয়, তখনই তাহাকে আমরা নিত্য সনাতন বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। সুতরাং সচ্চিদানন্দ

বস্তু নিত্য ও সনাতন। সচ্চিদানন্দ-অনুবাদের ঠাকুর **ভক্তিবিনোদই** বিধেয়। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি-নিয়তই বিভিন্নভাবে আলোচনা হইলেও, অদ্য **সচ্চিদানন্দের** বিরহে তাঁহার লীলার কয়েকটী বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহার পাদ-সেবনরূপ স্মরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঠাকুর বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের দ্বাদশ দিবসে আত্মগোপন করেন, সে আজ পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ অতীতের স্মৃতি।

অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বিচারে শব্দই সমর্থ

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি ও আলোচনা করিতেছি—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" "যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" এই সকল বাক্য আমাদের মানসক্ষেত্রে গ্রথিত থাকিলেও হৃদ্‌গত অভিব্যক্তি নাই। যে সাধনে সনাতন বস্তুর হৃদয়-প্রাকট্য হয়, যে সাধনের প্রথম ইঙ্গিতই উক্ত বাক্যদ্বারাই আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। শ্রীল ঠাকুরের বিষয় আলোচক-সূত্রে আকাশোত্থ শব্দ বা বাক্যসমূহকে আশ্রয় করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া 'সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের' শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। আমার ইদম্ জ্ঞান তদ্‌জ্ঞানের দ্বারা বিদমিত না হইলে আমার চিত্তগত ভাষা কখনই শ্রীল ঠাকুরকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে স্তব্ধ হইয়া থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইলেও শ্রীল ঠাকুরের আশ্বাসবাণী আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তিনি বলেন, অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বিচারে শব্দই একমাত্র সমর্থ।

ঠাকুরের কথিত শব্দ-তত্ত্বের স্বরূপ

শব্দ বলিতে আকাশোত্থ শব্দ নহে, বৈয়াকরণিকগণের ওষ্ঠ, দন্ত বা কণ্ঠোত্থ শব্দ নহে, বৈজ্ঞানিকগণের বায়ুবিলোড়নোত্থ শব্দ নহে, বা সাধারণ দার্শনিকগণের বিশ্বস্ত লোকের বাক্যরূপ শব্দও নহে। এ শব্দ ভ্রম-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য, বেদ ও আম্নায়-বাণী। এই বাণী-পরম্পরা বদ্ধজীবগণের উদ্ধারকল্পে তাহাদের বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রকাশিতা হন। এই বাণী যাঁহার ভাগ্যে উদিতা হইয়াছেন তিনিই সকল সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সিদ্ধান্তবাণীর প্রকাশই শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যিনি **নদীয়া-প্রকাশ**, তিনিই **সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশ**।

ঠাকুর প্রাচীন-নদীয়ার প্রকাশক-সূত্রে অর্চ্চনীয়

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নদীয়া-শশী শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও আদি-লীলাক্ষেত্র নদীয়ার প্রকাশকসূত্রে তিনিই **নদীয়া-প্রকাশ**। তাই আমরা নদীয়া-প্রকাশের সেবা, পূজা ও তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চন করিয়া

থাকি। শ্রীনাম-হট্টে বা অপ্রাকৃত স্বরূপ-গঞ্জে স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে নিত্য বিগ্রহে ঠাকুর সেব্য-সেবক-ভাবে বর্ত্তমান আছেন এবং "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধান্ত-বাণীর জনক

তিনিই সরস্বতীরূপা যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সিদ্ধান্তবাণী বা **সিদ্ধান্ত-সরস্বতী।** আমরা ঠাকুরের জীবনী হইতে, তাঁহার নিখিল গ্রন্থাদি হইতে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী-পরম্পরা হইতে ইহাই জানিয়াছি যে, আম্নায়-বাণীর আশ্রয় ব্যতীত বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত সচ্চিদানন্দ-ভক্তির বিনোদন হইতে পারে না। **তাই শ্রীল ঠাকুরের পূজা—অর্থাৎ তৃপ্তিসাধনকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত বাণীরই পাদপদ্মে অর্ঘ্য বিতরণ করি।**

"তাতে কৃষ্ণে ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

ঠাকুরের আত্মীয় ও পরিচিতের লক্ষণ

শ্রীল ঠাকুরের দ্বিতীয়াশ্রমের অতি নিকট-আত্মীয় পরিচয়াকাঙ্খী ব্যক্তিগণের মুখে অনেক সময় শুনিয়াছি—তাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের কাছে অতি নিকটে ছিলেন এবং তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধেও তাঁহারা অভিজ্ঞ। এইরূপ কথা মদীয় পরমারাধ্য আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুনিবামাত্রই বলিতেন—"তাঁহার নিকটে থাকা বা তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে জানা দূরের কথা, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেও পা'ন নাই।"—এই সমস্ত বাক্যের সফলতা ও সার্থকতা আমরা শ্রীল ঠাকুরের নিজ-লিখিত "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থের প্রমেয়ান্তর্গত জীব-বিচারের অধ্যায়ে ২৭০ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেখিতে পাই—"বাক্য ও মন উভয়ই জড়-সম্বন্ধে উৎপন্ন। তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। যথা বেদ বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ঠাকুর সর্ব্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—স্থূল-ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিদ্বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। **শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ।** তাহাতে অচিদ্বস্তুর আচ্ছাদন কোথায়? সুতরাং বাহ্য ইন্দ্রিয়-সমষ্টিযুক্ত স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর তাঁহার নিকটে থাকিতে পারে না বা তথা হইতে তাঁহার পরিচয় জানাও যুক্তিবিরুদ্ধ; সুতরাং অত্যন্ত অসম্ভব। তিনি নিত্য-মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে মায়াবদ্ধ মর্ত্ত্যজীব ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্যত্বের অনুভূতি

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ে জীব-বিচার সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ পায়। জড়-বিলাসে ভীত হইয়া চেতন-বিলাস হইতে নিরস্ত থাকার অযৌক্তিকতা তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—অনুমিতিকার্য্যে হেতুত্ব বিষয়ে 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' ও 'পরামর্শ' উভয়ই প্রয়োজন। এরূপক্ষেত্রে শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্পভ্রম দ্বারা জৈব-জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের যুক্তিও ন্যায়-বিরুদ্ধ হইতেছে। শ্রীল ঠাকুরের উক্ত বিচারের চমৎকারিতা হইতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব অনুভব করিতেছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব

দার্শনিক বিচার-জগতে "আচার্য্য" বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্‌হিসাবেও আচার্য্য। তাঁহার বেদান্তভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, সহস্র-নাম-ভাষ্য, গীতভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহ হইতে তিনি আচার্য্য-সমাজে নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈদান্তিক সামাজিকতা লইয়া যে অমূলক বিবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীল আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিনষ্ঠ করিয়াছেন; তাহার পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শ্রীল ঠাকুরের আজও বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকায় তাঁহার লেখনীর পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সজ্জনগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিলে জগতের বহুল পরিমাণে হিত সাধন হইবে।

শ্রীল সচ্চিদানন্দের পরোপকার বিচার

আচার্য্যের শিক্ষা হইতে আমরা পরোপকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা সদসদ্-বিলক্ষণ-অনির্ব্বচনীয় বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত বা বিম্বিত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীবকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিত্য সত্তায় আস্থা স্থাপন করানই ঠাকুরের ভাষ্যসমূহের উদ্দেশ্য। 'পর'-শব্দে অনাদি শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। যে-কার্য্যের দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতা বিনষ্ঠ হয়, তাহাকে পর-উপকার বলা যায় না। নিত্যানন্দময় বস্তুই শ্রেষ্ঠ। জীব নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পর-উপকারের ফল লাভ করিল। জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞান স্বীকারের সার্থকতা কি, এবং জীবের পক্ষে তাহা কি-প্রকারে মঙ্গলদায়ক হয়? আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্তব্ধ

হইয়া উহার প্রাপ্য-প্রাপকের বিনাশ-সাধনে আনন্দ কাহার? উপকারই বা কাহার? সুতরাং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত প্রকার কোন উপকারকে উপকার না বলিয়া অপকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্যবহারিক মিথ্যা বস্তু হইতে পারমার্থিক সত্যানন্দ মিথ্যা নিরানন্দের প্রতীক।

পরিবর্ত্তনশীল ফল-লাভ পর-উপকারের লক্ষ্য নহে

যাহার ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে পরিবর্ত্তন-যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়, তাহার অনুসন্ধিৎসা বা আনুগত্য করা শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা বা 'পরোপকার'-সংজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ। ফল-বিচারে তিনি আনন্দের প্রাপকস্বরূপে তত্ত্ব-বস্তুকেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। জীব তাহাতে অভিলাষ করিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃতিক তত্ত্বকে অঙ্গীকার করায় প্রয়োজন-বিচারে যে অনিত্যতা আনয়ন করিয়াছে তাহা শ্রীল ঠাকুরের পরোপকার সম্বন্ধে শিক্ষার বহির্ভূত হইতেছে। ঐ প্রকার ফল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণভাব ধারণ করে। এমন কি, পরে অনুশোচনাদ্বারা প্রাপ্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

প্রয়োজন-বস্তু সাধনাধীন নহে—কিন্তু কৃপাধীন

ঠাকুরের যাহা প্রয়োজন বিচার, তাহা যে-সাধনে লাভ করা যায় তাহা সাধন ও সাধ্য উভয় পর্য্যায়যুক্ত। যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্য অর্থাৎ সাধনাধীন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা হইতে আমরা সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে যে কথা সিদ্ধান্ত-বাণীমুখে শ্রবণ করিয়াছি তাহা সাধনাতিরিক্ত বস্তু হওয়ায় তত্ত্ববস্তুর কৃপা-সাপেক্ষ হইতেছে। অথচ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে গেলে 'সাধ্য'-শব্দরূপ ভাষামল প্রবিষ্ট হইবেই। সুতরাং ইহা সম্যগ্‌রূপে আরাধনায় প্রকাশ পায়। বেদান্তসূত্র বলেন,—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষ নুমানাভ্যাম্"—অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে, শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্য প্রভাবে তত্ত্ববস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জীবসমূহের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অর্থাৎ অনুশীলন ও ধ্যানের বস্তু হইয়া থাকে। যেখানে জড়-প্রতীতি ও মিথ্যাজ্ঞান, সেখানেই চেতনের ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার বিধায় তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ আরাধনা বা শুদ্ধভক্তির অভাব।

তত্ত্ব-বস্তুর অনুশীলনই অভিধেয়

বেদান্তের, 'প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ' সূত্র হইতে আমরা যে অনুশীলনের কথা জানিতে পারি তাহা কর্ম্ম বা অধ্যাস প্রভৃতি বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উক্ত সূত্র জ্ঞানমাত্রই ফলপ্রাপ্তির উপায়চ্ছেদ মন্ত্র। আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান-কুশলতা লাভ করিলেই যেরূপ ফললাভ করিতে পারি না অর্থাৎ তাহার প্রকৃষ্ট

অনুশীলনই ফললাভের উপায় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানই আমাদিগকে তত্ত্ববস্তুর কাছে লইয়া যাইবে না; তাহার সুষ্ঠু ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেই তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত হন। এইজন্যই উক্ত সূত্রে 'প্রকাশশ্চ'—অর্থে তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ। 'কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে ফলপ্রাপ্তি—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি-গ্রন্থের অভিধেয়-অধ্যায় বিচার করিলে আমরা উক্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইব।

বীরনগরে ঠাকুরের আবির্ভাব

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোন বিষয় বলিতে যাওয়া অপেক্ষা আমরা যদি সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমরা শ্রীল ঠাকুর-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিব। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে জৈবধর্ম্মগ্রন্থের উপোদ্ঘাতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীল ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বিষয়। তিনি জানাইয়াছেন—চৈতন্যবস্তু (মহাপ্রভু) ও অদ্বৈতবস্তুর (অদ্বৈতপ্রভুর) আবির্ভাব-ক্ষেত্রই সচ্চিদানন্দ বস্তুর আবির্ভাবক্ষেত্র। আত্মতত্ত্বে এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্যময় একত্ব সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়। বলহীন স্থলে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব বিধায় **বীরনগরে** তিনি আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য

প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধিক কথা আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অদ্য তিরোভাব-দিবসে তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইলাম। ইহা প্রাকৃত-বিচারে অসামঞ্জস্য হইলেও ঠাকুরের লিখিত তত্ত্বসূত্রের "বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্" সূত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সুষ্ঠুরূপ সামঞ্জস্য নিত্য বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত মহাজনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তাই বিরহ-দিবসও উৎসব দিবস; মঙ্গল বিধানের জন্য মঙ্গলময়ী তিথি—অমাবস্যা।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

———

দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা

সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার প্রদানের প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। ভারতের পারমার্থিক ইতিহাসে এসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়া যে বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টভাবে এই তত্ত্বসাগর-বচনটি উল্লেখ করিয়াছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

দ্বিজত্বং অর্থে টীকায় লিখিয়াছেন—**বিপ্রতা।** যেমন রসবিধানে অর্থাৎ রাসায়নিক-প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত পুত্র-শিষ্যাদিকে বৈদিক-দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। তৎপ্রমাণ—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥ (ভঃ সংহিতা ২।৩৪)

শ্রীমহাভারতে—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥

(মঃ ভাঃ অনুশাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মদ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজ হন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবের দশবিধ সংস্কার বিষয়ক 'সৎক্রিয়া সার-দীপিকা'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে উপনয়ন-সংস্কারেরও পদ্ধতি আছে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পূর্ব্ব-লহরী ১।১৩শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্য-বিশেষময়-সাবিত্র্য-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবনযোগ্যত্ব-প্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বা-ভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র্য-জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।" অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্র-জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সবনযজ্ঞে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে (ব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়ন-সংস্কার না হইলে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার হয় না), তদ্রূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির সবনযজ্ঞে যোগ্যতাপ্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বাবস্থা দীক্ষা ব্যতীত নাশ হয় না বলিয়া তাহারও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির ন্যায় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্ম-গ্রহণকারীর অর্চ্চন-যজ্ঞাদিতে অধিকার হয় না।

অধিক কথা কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের নিকট সংস্কৃত হইয়া দ্বিজ হইয়াছিলেন, ইহা ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥

পদ্মযোনি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেণুনিনাদদ্বারা গীতি-গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক-সংসারে বংশ অনুসারে যে অযথা দ্বিজত্ব পরিচয় হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ কোটিগুণে উৎকৃষ্ট।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৪র্থ অঃ ৭ম শ্লোকের "দীক্ষা-লক্ষণধারিণঃ" পদের স্বলিখিত টীকায় দীক্ষিত মাত্রেরই যজ্ঞোপবীত ধারণের কর্ত্তব্যতা জানাইয়াছেন—"দীক্ষায়াঃ সাবিত্রাদিবিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্র-বিষয়কাশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ **যজ্ঞোপবীত-**কমণ্ডলু-**ধারণাদীনি** ধর্ত্তুং শীলমেষাং ইতি তথা তে।"

নির্ব্বোধ লোকেরা বৈষ্ণবদিগকে অচ্যুতগোত্রীয়-ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দ দাসের বংশে, শ্রীনবনী হোড়ের বংশে সাবিত্র-সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবশিক্ষার্থে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন; আবার ঐকান্তিকের বিচারে বাহ্যে পরমহংস-বেষাশ্রয়-লীলাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর (পরলোকগত) মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ও পরলোকগত আশুতোষ ঘোষ বা প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী ঢাকার ডেপুটী চণ্ডীচরণ বসু মহাশয়কে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়া তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ শৌক্র-ধারাপ্রবলিত সামাজিক দ্বিজগণের উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্র-যুক্তি সম্মত। যাঁহারা উপনয়ন-সংস্কার প্রদানে বা গ্রহণে কুণ্ঠিত, তাঁহারা অবশ্যই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পদাবলেহী অথবা জড়-অভিমান বজায় রাখিতে ব্যস্ত। পারমার্থিক-পন্থায় চলিতে যাঁহারা একমাত্র বদ্ধপরিকর, তাঁহারা কখনও তাদৃশ সমাজের ভয়ে ভীত নহেন। তাঁহাদের ইহাই মূলমন্ত্র——

ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্॥

(শ্রীমুকুন্দ মালাস্তোত্রম্)

——ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

কামনা

জগ-মাঝে নর ভ্রমে নিরন্তর
অশেষ কামনাবশে।
যাহা কিছু চায় তাহে দুঃখ পায়,
তবু ধায় আশাপাশে॥
সুখের লাগিয়া আনন্দে হাঁসিয়া
বাঁধি' মনোরম ঘর।
দারুণ অনল কোথা হ'তে এল,
ছাই হ'ল আশা মোর॥

অনেক যতনে সঞ্চিনু কাঞ্চনে
হ'বে ইহকালে ভোগ।
গলা চেপে' ধরি চোরে কৈল চুরি,
অথবা জন্মিল রোগ॥
ভোগে প্রতি অহঃ করিতে নির্ব্বাহ
বিবাহ করিছে সুখে।
গিন্নির দু'বেলা খায় বাক্য-জ্বালা,
পড়িছে বিষম দুঃখে॥
বহু সুতাসুত হইলে আগত
বাড়িবে বিষম ভার।
তবে নিশিদিনে মরে ঘানি টেনে
ঘুরে দুঃখে চারিধার॥
কত দুঃখ পাই তবু লজ্জা নাই,
পাজি-মন সদা ধায়।
ভোগ সুখতরে যবে যাহা ধরে
তাহে শোক-তাপ পায়॥
সুখ-ভোগ তরে ভব-কারাগারে
ধনজন যাহা চায়।
কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
প্রদানে অসুখ ভায়॥
ওরে রে কামনা, চেয়োনা চেয়োনা,
কৃষ্ণেতর যত ধন।
ভীষণ অনলে ঘৃতাহুতি দিলে
তাহা কি নিভে কখন?
দাউ দাউ রবে জ্বলিবে পুড়িবে,
দহিবে সকল অঙ্গ।
যদি চাও শান্তি ত্যজ সব ভ্রান্তি,
কর সদা সাধু-সঙ্গ॥

ওরে মোর কাম, ছাড়ি জড় কাম
কামদেবে সদা ভজ।
মদন-মোহন ব্রজেশ-নন্দন
চরণ-সরোজে মজ॥

—সেবক শ্রীহরিদাস রায় (নারমা)

শরণাগতি

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদপ্রবর ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীমদ্‌ জীব গোস্বামি-পাদ ভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভে শুদ্ধভক্তি বর্ণন-প্রসঙ্গে অনন্ত প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একাদশ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রথম হইল "শরণাগতি"। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ—অর্থাৎ জীবন। শরণাগতি অর্থাৎ ভগবন্নির্ভরতাকে বাদ দিয়া ভগবদ্ভক্তি অসম্ভব।

শরণ অগতি অর্থাৎ অগতির শরণকেই শরণাগতি বলে। সাধারণতঃ জীব দুইভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। এক হইতেছে নিজেকে পতিত অসহায় নিরাশ্রয় জানিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। আর এক হইতেছে অন্যের শরণ গ্রহণকারী পরম সমর্থ ভগবানকেই একমাত্র শরণ্য জানিয়া অন্যকে ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। ভয় ও শোকে নিমজ্জিত মরণশীল মানবের সুখলাভের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায় হইতেছে অশোকাভয়ামৃত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করা। সুখমূর্ত্তি আনন্দ-লীলাময় বিগ্রহ শ্রীভগবানের আশ্রয় লাভ ব্যতীত কেহই সুখলাভ করিতে পারে না। সুখের দিকে পিছন করিয়া সুখের অন্বেষণ বিড়ম্বনামাত্র। আজ মানব সুখের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়াও সুখ পাইতেছে না; কারণ সুখের দিকে পিছন করিয়াছে। সেইজন্য যাঁহারা অফুরন্ত সুখ, নিত্যসুখ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে পরমানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যসুখ-বোধ-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাসুন্দরীর শ্রীচরণাশ্রয় করিতেই হইবে। এই সুখময় চরণকে বাদ দিয়া কেহই সুখ লাভ করিতে পারিবেন না। কেবল মরীচিকার পিছনে ছুটাই সার হইবে। পরদুঃখকাতর করুণাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে গুহ্য, গুহ্যতমাদি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ

ও কর্ম্মার্পণের কথা বলিয়াছি, তুমি আমার প্রিয় ও বন্ধু। প্রিয়-ব্যক্তিকে কখনও বঞ্চনা করা উচিত নয়, তাই তোমাকে এখন সর্ব্বগুহ্যতম কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সমস্তই "সর্ব্বধর্ম্ম"। কারণ ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত যাহা কিছু সমস্তই সর্ব্বধর্ম্ম। এই সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেবল ত্যাগ নহে—পরিত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় "পরিত্যজ্য" শব্দের অর্থে বর্ণাশ্রমাভিমান ত্যাগের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "হে অর্জ্জুন, তুমি শঙ্কা করিতে পার যে 'আপনি বেদাদি শাস্ত্রে যে কর্ম্মাদি করার কথা উপদেশ করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হইবে,' তাই বলিতেছি—তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব। আর পূর্ব্বে বেদাদিরূপে আমি কর্ম্মাদি উপদেশ করিয়াছি, এখন সাক্ষাৎ ভাবে তাহা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি বলবান্। তুমি আমার এই পর এবং সাক্ষাৎ আজ্ঞাকে অবমাননা করিয়া বেদাদির উপদেশ পালন করিতে গেলে কোন ফল ত' হইবেই না, বরং আমার সাক্ষাৎ আদেশ লঙ্ঘনজনিত অপরাধে তুমি অপরাধী হইবে। সেইজন্য তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। তোমার পাপ-মোচনের ভার, আমার চরণ-প্রাপ্তির ভার, এবং তোমার দেহ-রক্ষণের ভারও আমি গ্রহণ করিব। তুমি কোন চিন্তা করিও না, শোক করিও না।"

তাহা হইলে আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি হইতে পাইতেছি যে একমাত্র শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতি জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, পরম ধর্ম্ম, সর্ব্বগুহ্যতম ধর্ম্ম, একমাত্র ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ ব্যতীত কেহই শরণ্য হইতে পারেন না, কারণ যিনি শরণ্য হইবেন, তিনি আশ্রিত-বৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ ও বদান্য হইবেন। এই সমস্ত গুণ না থাকিলে শরণাগতের আশা কেহ মিটাইতে পারিবেন না। এই জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণের দূরের কথা, দেবতাগণের দূরের কথা, এমন কি পরিপূর্ণ মাত্রায় এসমস্ত গুণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য বহু অবতার-

গণেরও নাই। সেইজন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য। তাঁহার মত আশ্রিতের সকল আশা কেহই পূরণ করিতে পারেন না। তাই শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন—

"কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥" (ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

অর্থাৎ হে ভগবন্! প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ, কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া এমন কোন্ পণ্ডিত আছেন যিনি অপরের শরণাপন্ন হইবেন? আপনি ভজনশীল সুহৃদ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। অথচ আপনার তাহাতে হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই। এইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সব কৃষ্ণগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের মত আশ্রিত-বৎসল আর কেহ নাই। তিনি আশ্রিতের জন্য করেন না এমন কোন কার্য্যই নাই। তিনি ভক্তের বশীভূত হইয়া যান। তিনি নিজকে লঘু করিয়াও নীতি-বিগর্হিত পরম দুর্নীতি হইলেও, আশ্রিতের জন্য সবই করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহার মত আশ্রিত-বৎসল বাস্তবিকই কেহ নাই। তিনি "কৃতজ্ঞ"—'কৃতং জানাতীতি কৃতজ্ঞঃ'। শ্রীশ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের কৃতজ্ঞতা গুণ বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"অনুগতিমতিপূর্ব্বাং চিন্তয়ন্নৃক্ষমৌলে-
রকুরুত বহুমানং শৌরিরাদায় কন্যাম্।
কথমপি কৃতমল্পং বিস্মরন্নৈব সাধুঃ
কিমুত স খলু সাধুশ্রেণিচূড়াগ্ররত্নম্॥"(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৪৪)

অর্থাৎ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ যুদ্ধে পরম সুকোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিয়া মহা অপরাধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রামাবতারকালীন সেবা স্মরণ করিয়া তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বহু সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। সাধুগণ অল্পসেবা করিলেও যখন সাধু তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না, তখন

সাধুগণোপাস্যমণি শ্রীকৃষ্ণের আর কথা কি? তাঁহার মত এত কৃতজ্ঞ আর কেহই নাই। আমরা তাঁহার জন্য যদি সামান্য কিছুও করিয়া থাকি, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাহা বিস্মৃত হন না।

তিনি সমর্থ—কেবল সমর্থ নহেন পরম সমর্থ। তিনি ইচ্ছামাত্রে সমস্তই করিতে পারেন। তিনি ঈশ্বর। তাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতার উপর কাহারও হাত নাই। 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থ ঈশ্বরঃ'—তিনি করিতে পারেন, না করিতে পারেন, অন্যপ্রকার করিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাই তিনি পরম সমর্থ। আশ্রিতের সকল আশা মিটাইবার মত অত সামর্থ্য আর কাহারও নাই।

তিনি বদান্য—মহাবদান্য। তাঁহার দয়ার কথা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি রসিকশেখর আর পরমকরুণ। পরম করুণাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া অশেষ দুঃখ-জর্জ্জরিত জীবকে নাম-প্রেম দান করিলেন। তাঁহার মত দয়াল আর কেহই নাই। তিনি দয়াময় অর্থাৎ দয়ার মূর্ত্তি। তাই মহাভাগবত শ্রীল উদ্ধব বলিয়াছেন—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ (ভাঃ ৩।২।২১)

অহো! বকাসুর-ভগ্নী পূতনা, যাঁহাকে বধ করিবার জন্য কালকূট-মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও ধাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর এমন দয়াল কে হইতে পারেন যাঁহার শরণ গ্রহণ করা যাইবে? তাই কৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য।

শরণাগত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, সুখী ও নির্ভীক। তাঁহার কোন ভয় নাই। তিনি মাটিয়া-জগতের কাহাকেও আশ্রয় করেন নাই, তাই তিনি নির্ভীক। তিনি নিরপেক্ষ, তিনি জগতের কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। তিনি নিরপেক্ষ বলিয়া দাম্ভিক নহেন। কারণ তিনি জানেন যে আমার মত পতিত ও নির্ঘৃণ্য আর কেহই নাই। তিনি সকলকে ভগবানের দাস বলিয়া সম্মান করেন এবং বিপদ সম্পদ সবই ভগবানের কৃপা বলিয়া জানেন। তিনি মঙ্গলময় ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুই দেখেন না। শরণাগত ব্যক্তি শান্ত। ভগবৎ-সুখ-কামনা ব্যতীত তাঁহার আর কোন কামনা নাই। যাহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামী

তাহারাই অশান্ত। শরণাগত নিজে ত' শান্তই, এমন কি তাঁহাকে দর্শন করিলে মহা অশান্ত-জনও শান্তি লাভ করে। শরণাগত জানেন যে ভগবানই আমার একমাত্র পালনকর্ত্তা। তিনি শ্রীহরিনামে রুচিই একমাত্র জীবন ও বাঁচিবার উপায় বলিয়া জানেন। তাই তিনি প্রার্থনা করেন—হে ভগবন্!

"বিনোদ সেবক, কাঁদিয়া শরণ, ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি অপরাধ, নামে রুচি দিয়া, পালন করহে তায়॥" (শ্রীশরণাগতি ১৭।৬)

শরণাগত কায়, মন ও বাক্য তিনটিতেই শরণাগত হইয়াছেন। কায়ের দ্বারা ভগবদ্ধাম আশ্রয় করিয়া থাকেন, মনের দ্বারা নিজকে ভগবানের আশ্রিত-দাস বলিয়া জানেন এবং বাক্যদ্বারা আমি ভগবানের দাস, তাঁহার ইচ্ছায়ই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, ইহা বলেন এবং নিজে অনুভব করেন। যাঁহার নিজের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা আছে তিনি কখনও শরণাগত নন। শরণাগত ব্যক্তি প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক অবস্থাকে কৃপাময়ের কৃপা বলিয়া দেখেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার দিকে তাকাইয়া থাকেন। তিনি অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বের সৃজন সংহার॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধিনিপাত দুঃখ সুখসংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
বিনোদ-সেবক অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ॥ (শ্রীশরণাগতি—২১)

এখন শরণাগতি কাহাকে বলে এবং তাহার লক্ষণ কি ইহাই আলোচিত হইতেছে। শরণাগতির ছয়টী লক্ষণ আছে। যথা, বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্যে—

"অনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥"

(১) আনুকূল্য-সংকল্প অর্থাৎ 'কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল' তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব। (২) প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জন অর্থাৎ 'কৃষ্ণ-ভক্তির যাহা প্রতিকূল' তাহা আমি অবশ্য ত্যাগ করিব। (৩) তিনি রক্ষা করিবেন অর্থাৎ 'কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই'—এই বিশ্বাস। (৪) কৃষ্ণকে 'গোপ্তা' ও 'পালয়িতা'-রূপে বরণ অর্থাৎ 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালন-কর্ত্তা এবং দেবমনুষ্যের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই'—এইরূপ স্থির বিশ্বাস। (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ 'আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, উহা কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র'—এইরূপ বুদ্ধিই আত্মসমর্পণ। (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীন বুদ্ধি।

শরণাগতির তারতম্যানুসারে ভক্তের তারতম্য হয়। শরণাগত-ভক্তের সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত কেহই শরণাগত হওয়া ত' দূরের কথা, শরণাগতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতেও পারে না। আমি যেইরূপ শরণাগতের সঙ্গলাভ করিব আমার সেইরূপ শরণাগতি হইবে। সমস্ত শরণাগতির মধ্যে প্রহ্লাদের শরণাগতি শ্রেষ্ঠা, তাহা হইতে শ্রীহনুমান্‌জীর শরণাগতি, তাহা হইতে পাণ্ডবগণের, তাহা হইতে যাদবগণের এবং তাহা হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের শরণাগতি—উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ব্রজদেবিগণের শরণাগতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহার মধ্যে আবার বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শরণাগতি অসমোর্দ্ধা। তাঁহার শরণাগতির সমান ও ঊর্দ্ধ আর কেহ নাই। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তন্নিজজনগণের কৃপা ব্যতীত কেহই সেই শরণাগতির এক বিন্দুও লাভ করিতে পারেন না। তাই জীবশিক্ষার জন্য রূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দৈন্যবশে রাধা-নিত্যজন শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছেন—

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুঁহু পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,—"আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম॥"

——শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী

বোস-সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠায় "বোস-সাহেবের পত্র ও প্রশ্ন" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটী প্রশ্নের উত্থাপন করা হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া তাহার উত্তর দিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় নিম্নলিখিতভাবে নিবেদন করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ এবং প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং সকলেই আমার ত্রুটী-বিচ্যুতি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার মারফত এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানদ্বারা ইষ্টগোষ্ঠী সাধন হইলে সকলেরই মঙ্গল হইবে এরূপ আশা করা যায়।

প্রথম প্রশ্ন—[মানবজাতি সহজাত বৈষ্ণব। যদি কেহ স্রষ্টার অনভিপ্সিত কর্ম্মে রত হয়, তবে সে অবৈষ্ণব এবং অসুর আখ্যা পায়। কিন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থে "শুদ্ধ-বৈষ্ণব" কথার তাৎপর্য্য কি? অশুদ্ধ-বৈষ্ণব অর্থাৎ অবৈষ্ণবকেও কি বৈষ্ণব বলা হ'বে? এই মধ্যপন্থী ভাষা কেন?]

প্রশ্নকর্ত্তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে। যথা—কেবল মানবজাতি নহে, পরন্তু জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। সর্ব্বযোনিতে যে-সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, সে-সমুদায়েরই বীজপ্রদ পিতা শ্রীভগবান্, আর মাতা মহৎ-ব্রহ্ম প্রকৃতি। সুতরাং ভগবানের সন্তানগণ সহজাত বৈষ্ণব ভিন্ন আর কি হইতে পারেন?

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বারাণসীধামে যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু পদ্মপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা পরা-শক্তি বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন এবং "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুতত্ত্বের আদি ও মূল-পুরুষ। সুতরাং কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইভাবে জীবতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ (গীঃ ১৫।৭)

ভগবান্ স্বয়ং নিজেকে যে প্রভাব-বৈভব-বিলাসাদি দ্বারা স্বাংশরূপে বিস্তার করেন তাহা সমস্তই ভগবানের অংশ-কলা ইত্যাদি বিষ্ণুতত্ত্ব। আর যে

বিভিন্নাংশ দ্বারা ভগবান্ নিজের বিলাসপুষ্টি-সাধন করেন তাহাই বিভিন্নাংশ জীব-তত্ত্ব। স্বাংশতত্ত্বে ভগবানের ভগবত্তারূপ অহং-তত্ত্ব পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু বিভিন্নাংশে ভগবানের অহং-তত্ত্বের পরিবর্ত্তে জীবের স্বসিদ্ধ অহং-তত্ত্বের উদয় হয়। যে-সকল জীবের স্বসিদ্ধ অহং-তত্ত্বের বিপর্য্যয় ঘটে নাই তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মুক্তজীব, আর যাহাদের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহারাই বদ্ধজীব। এই প্রকার বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় অবস্থাতেই জীব অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ এবং অবিনাশী। বদ্ধাবস্থায় জীব জড়াপ্রকৃতির কবলিত হইয়া তাহার স্বরূপগত বৈষ্ণবতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, মনকে কেন্দ্র করিয়া জড়েন্দ্রিগুয়লির সাহায্যে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতি এতই শক্তিসম্পন্না যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জীবেরই পরাজয় ঘটে। এইপ্রকার যুদ্ধ-লিপ্ত জীবই অসুর বা মায়া-মোহিত। জীব যখন কোনও সুকৃতিফলে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার ভোক্তা হইবার বাসনা জীবের ভ্রমাত্মক অবস্থা, তখনই সে প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি করে। শ্রীভগবানে প্রপত্তি হইলে, প্রকৃতি বা মায়া আর জীবকে গুণত্রয়ের দ্বারা যন্ত্রনা দেন না। জীব তখন পুনরায় মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার প্রপত্তিময় জীবনই জীবের দৈব বা বৈষ্ণবীয় অথবা ব্রাহ্মীস্থিতি-অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

প্রকৃতির কবলিত জীবকে উদ্ধার করিবার মানসে শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেব যখন প্রণত, জিজ্ঞাসু ও সেবাপরায়ণ জীবকে কৃপা করেন, তখন জীবের যোগ্যতা বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকারে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানাধিকারে জ্ঞানযোগ এবং ভক্ত্যধিকারে ভক্তিযোগ শিক্ষা দেন। অবশ্য সমস্ত যোগেরই লক্ষ্যবস্তু ভক্তি ও পরমপদ শ্রীবিষ্ণু।

শুদ্ধ-ভক্তির সংজ্ঞা এইরূপ। যথা :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

সর্ব্বপ্রকার বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত অবস্থায় অনুকূলভাবে যাঁহারা শ্রবণাদি কেবল-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব; কিন্তু সেইপ্রকার 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' কোটি কোটি মুক্তগণের মধ্যেও

দুর্ল্লভ। ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞান লাভ হইলে 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' পর্য্যায়ে পরিগণিত হওয়া যায়। যথা :—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ (গীঃ ৭।৩)

কোটি কোটি কর্ম্মীর মধ্যে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, আর কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ। সেই প্রকার কোটি কোটি মুক্তগণের মধ্যে একজন 'শুদ্ধ-ভক্ত'ও বিরল। এইপ্রকাধ শিক্ষা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। সেই প্রকার শুদ্ধভক্তাবস্থায় যাঁহারা পঁহুছান নাই অথচ ভগবানে কোন হেতুবশতঃ প্রপত্তি আছে, তাঁহারা ভক্ত্যুন্মুখী চারি প্রাকার সুকৃতিবান্ জীব। যথা :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (গীঃ ৭ ১৬)

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবান্ আর্ত্ত ও অর্থার্থী ভক্তগণ কর্ম্ম-মিশ্র বলিয়া এবং জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু জ্ঞানমিশ্র বলিয়া উভয়েই 'শুদ্ধ-ভক্ত' হইতে পারেন না। কিন্তু ইঁহারা সকলেই ক্রমবিকাশে শুদ্ধ-ভক্ত বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইবার উপযুক্ত। এই সকল মিশ্রভক্ত বা বিদ্ধবৈষ্ণবগণ অসুর-পর্য্যায় হইতে পৃথক্ জানিতে হইবে। অসুর-সম্প্রদায় আর্ত্ত ও অর্থার্থী হইলে ভগবানের শরণাপত্তি না করিয়া মায়া-মোহিত হইয়া মূঢ়তাবশতঃ নরাধম হইয়া যায়। সুতরাং অসুরপর্য্যায় এবং বৈষ্ণবপর্য্যায় পৃথক্ জানিতে হইবে। বিদ্ধবৈষ্ণবগণও ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরগণ অপেক্ষা কোটি কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্তমাত্রেই দেবতা এবং অসুর তাহার বিপরীত। "বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ"—(পদ্মপুরাণ)। "ওঁতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"—(১।২২।২০ ঋক্)। অসুরগণের শুদ্ধ বা বিদ্ধ-বৈষ্ণবতার কোনই আখ্যা নাই।

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও সে মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া নিজেকে অবৈষ্ণব মনে করে বা অন্যাভিলাষী হইয়া বহুপ্রকার উপাধিদ্বারা পরিচিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধি হইয়াছে তাঁহারা নিজেকে এবং সকলকেই নিত্য-কৃষ্ণদাস দর্শন করেন। তাঁহারা জানেন—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০৪)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৫।১৮)

স্বরূপসিদ্ধ বৈষ্ণবের সর্ব্বত্রই বৈষ্ণবদর্শন স্বাভাবিক। শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবানের প্রতি প্রেম, শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত মিত্রতা, বিদ্ধবৈষ্ণবকে দয়া এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী অসুরগণকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই প্রকার ব্যবহার দ্বারাই শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের সমতা অভিব্যক্ত হয়।

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মভূত-অবস্থা প্রাপ্তির পর শুদ্ধভক্তি বা পরাভক্তি লাভ হয়। যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীঃ ১৮।৫৪)।

এই পরাভক্তি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব-জগতে বা পারমার্থিক-জগতে কোন প্রকার **মধ্যপন্থী কথা** হইতে পারে না। জড়-বৈজ্ঞানিক-জগতে যেমন কোন প্রকার মধ্যপন্থী কথার অবকাশ নাই, সেই প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত পারমার্থিক জগতেও কোন রফা-নিষ্পত্তির কথা নাই। যাঁহারা পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করেন নাই বা শ্রোত্রীয়-ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুপাদপদ্মের দর্শন পান নাই, তাঁহারাই একটা পারমার্থিক রফা-নিষ্পত্তি করিয়া "তুম্‌ভি আচ্ছা, হম্‌ভি আচ্ছা" সিদ্ধান্ত করিয়া বঞ্চিত হইয়া যান। জড়-বৈজ্ঞানিক-জগতে যেমন কোদালকে কোদালই বলা হয়, পারমার্থিক বিজ্ঞানেও সেই প্রকার যিনি যাহা তাঁহাকে তাহাই বলা হয়। শাস্ত্রবিচারে ভক্ত, অভক্ত, প্রাকৃত ভক্ত, অপ্রাকৃত ভক্ত, বিদ্ধ ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত ইত্যাদি বহু প্রকার স্তর বা তারতম্য আছে। সেই প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদ দিয়া অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পাঞ্চরাত্রিকী-বিধি বাদ দিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব মোটামুটী সহজভাবে বুঝিয়া লইতে গেলে অনেক সময় প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া যাইতে হয় এবং তাহারা উৎপাতেরই সৃষ্টি হয়। সেই-ভাবে মধ্যপন্থী কথার বিচার করিয়া পারমার্থিকগণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দফা রফা-নিষ্পত্তি করিতে রাজী হইবেন না।

——শ্রীঅভয়চরণ দে,
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্

[মাননীয় উত্তর-দাতা আমাদের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার একজন সুযোগ্য গ্রাহক। তিনি প্রশ্নকর্ত্তার প্রথম প্রশ্নের যেরূপ উত্তর দিয়াছেন তাহাতে প্রশ্ন-কর্ত্তা ও পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা লেখক মহোদয়কে এজন্য কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আশাকরি অন্য প্রশ্ন-

গুলিরও উত্তর তাঁহার নিকট হইতে পাইব। যাহা হউক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এসম্বন্ধে সময়ান্তরে আরও আলোচনা করিবেন। —সম্পাদক]

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

এই বৎসর বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের ২৬শে তারিখ রবিবার হইতে কার্ত্তিক মাসের ১৯শে তারিখ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কাল নিরূপিত হইয়াছে। চন্দ্রের গতিবিধি অনুসারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ যে মাসের বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে ২৬শে আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত ব্রত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পালন করিবেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত সেবকগণ ও অনুগতা ভক্ত-মহিলাবৃন্দ সকলেই ঐ দিবস হইতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন। এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই পালনীয়। এই ব্রত বৈধী-ভক্তির অন্তর্গত। শাস্ত্রে ভক্তির বিধি শত-সহস্র প্রকার থাকিলেও চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। সাধন-ভক্তি বাদ দিয়া হটাৎ ইহার উল্লঙ্ঘন করিলে উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকাশ পাইবে। যদিও উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-উদ্‌যাপন উক্ত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালন শিক্ষা দিবার জন্য পুরী ও দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে নিজে স্বয়ং ইহা পালন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রত পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত কেবল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণেরই কৃত্য এমন নহে, ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি যাবতীয় স্মার্ত্ত-বিধানানুগামী সকলেরই পালনীয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ অনুরোধ পাঠক-পাঠিকাবর্গ সকলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত পালনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন।

বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে সাধক-জীবন রক্ষিত হয় না। বৈধ-ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিগীত হইয়া থাকে। তজ্জন্য রাগের ভাণ দেখাইয়া আমাদের বিধির আবশ্যকতা নাই। আমরা 'উন্নতমার্গে পঁহুছিয়া পরমহংস হইয়াছি' এইরূপ অকাল-পক্কতা লাভ করিলে সমূহ অমঙ্গল জানিতে হইবে। "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ"—শাস্ত্রের এই বাক্য পরম-হংস মহাভাগবতগণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের আচরণ

অনুকরণ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িব। রাগমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে বিধি উল্লঙ্ঘন করা চলিবে না। "বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা-রত্ন দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।"—মহাজনগণের এই বাক্য সর্ব্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং অনুরাগের সহিত বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের যাবতীয় বিধিসমূহ পালন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্‌মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হিঃ সঃ॥" (হঃ বিলাস-১৫।৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থাই মৃততুল্য। সুতরাং বিনা নিয়মে জীবন যাপন-কারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাস্ত্রকারগণ মঙ্গলের পথ বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

কেহ কেহ ক্রমপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চার মেয়েলী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। আজকাল উচ্ছৃঙ্খল-সমাজ স্ত্রীজাতির পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে গিয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছেন, তাহার ফল সকলেই অনুভব করিতেছেন ও করিবেন। অধোক্ষজ-ভক্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অপ্রাকৃত হইবার বাসনাকে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা-স্ত্রৈণবুদ্ধি বলিয়া মনে করি। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনধিকারী বিচার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুই অধোক্ষজ। আবার অধোক্ষজ বস্তুই অপ্রাকৃত। সুতরাং আমরা সকলেই কার্ষ্ণ হইলেও বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব সংজ্ঞাই আমাদিগকে মাধুর্য্যের উন্নততম স্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা বৈষ্ণব নহি—এইরূপ বিচার মেয়েলী-বিচার। জীব মাত্রই স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইলেও শ্রীমন্মহা-প্রভুর ঔদার্য্যলীলায় আমরা তাহা হইতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। রূপানুগ-ধারায় যাঁহারা স্নাত তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রিয়ারই আদর করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রবরের সেবিত 'অধোক্ষজ' বস্তুর সেবকসূত্রে আমরা বলিতে চাহি,—

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।

সুতরাং আমরা গুরুপাদপদ্ম-শুদ্ধা-সরস্বতী-স্বরূপিনী কৃষ্ণপ্রিয়ারই আনুগত্য করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের মস্তকে থাকেন থাকুন্।

শুদ্ধা-সরস্বতীর নির্দ্দেশমত আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদি পালন করিব। অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবেশ করিব না। শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন

মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ (মাষকলাই) ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজ্যেৎ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৫।৬১)

এতদ্ব্যতীত চারি মাসের জন্য শিম, বরবটি, পটোল, পুঁইশাক, কলম্বী শাক, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থগণের পক্ষে চারিমাস ক্ষৌর কর্ম্মাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ভাদ্র পূর্ণিমায় বিশ্বরূপ-ক্ষৌর অবলম্বন করা চলিতে পারে। এই ব্রত পালনকালে যাবতীয় বিলাসসম্ভার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

চাতুর্ম্মাস্য-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব।

স্বধামে অতীন্দ্রিয় প্রভু

অবরুদ্ধ বিরহ-প্রকাশ ও নির্য্যাণ-দিবস

যাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুরের ধামসেবার বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর পরিচয় অবগত আছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অবগুণ্ঠিতা নবাগতা কুলবধূর ন্যায় নির্জ্জনে নিভৃতে ভক্তবর শ্রীল অতীন্দ্রিয় প্রভুর বিরহ আর কতদিন লোক সমাজের অবগতির অন্তরালে রাখিবেন? উচ্ছ্বাসময়ী বেদনা আজ আপনা হইতেই প্রকাশিতা হইতেছে। তাঁহার বিরহ-বার্ত্তা আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার শুদ্ধবৈষ্ণবোচিত গুণাবলী আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহার আচার-বিচার ও ব্যবহার তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বিগত তেরশত পঞ্চান্ন (১৩৫৫) সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে বর্ষান্তে দেহান্তলীলা প্রকাশ করিলেন। এই সৌরবর্ষ অশ্রুবর্ষণযোগেই সমাপ্ত হইল।

বৈষ্ণবের বিরহস্মৃতি আত্মশোধক

বৈষ্ণবের বিরহস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে যাবতীয় ময়লা মুছিয়া মায়ামোহের মত্ততা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তাঁহার সেবোন্মুখী সেবা-প্রবৃত্তিগুলি আমাদের জীবন-পথে অন্ধের যষ্টির ন্যায় অবলম্বন হইয়া থাকে। তাই আজ অতীন্দ্রিয় প্রভুর

বহু গুরুসেবা প্রণালীর মধ্যে দুই একটী মাত্র আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিব।

বড়বাবুর চাকুরী-জীবন

তিনি ই,আই, রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে ধানবাদ বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ট্র্যাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (District Traffic Superintendent) আফিসের চিফ ক্লার্ক (chief clerk) পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আফিসের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যেটুকু সময় লাভ করিতেন, তাহাদ্বারাই শ্রীল প্রভুপাদের সেবার ও প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পদমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া ধানবাদবাসী, ধামবাসী প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে "বড়বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি স্বনামে তত পরিচিত না হইলেও "বড়বাবু" নামে সকলের নিকট আদরের সহিত সুপরিচিত। চাকুরী-জীবনে সৎগৃহস্থের কর্ত্তব্যবোধে যতটুকু তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্য প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত কোন ব্যয় বাহুল্যের দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য এক কপর্দ্দকও খরচ করিতেন না। সর্ব্বদাই মঠের সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে ধানবাদে আনাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য লোক সমাজে কীর্ত্তন করাইতেন ও নিজেও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার সেবাচেষ্টায় ধানবাদবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং সেবার সুযোগ পাইয়া প্রচুর সেবোন্মুখী-সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ধানবাদে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বাণী প্রচারের মূলপুরুষ এই বড়বাবু শ্রীলঅতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর।

বড়বাবুর জীবন্ত চেতন-মৃদঙ্গ সংগ্রহ

বড়বাবু শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য যে জীবন্ত চেতনমৃদঙ্গসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। তিনি চিরতরে চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে বিচরণ করিলেও, আমরা তাঁহার অকৈতব সেবার কথা আলোচনা করিলে, তিনি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবরুদ্ধ থাকিবেন। তাঁহার সংগৃহীত জীবন্ত-মৃদঙ্গসমূহ মধ্যে মাত্র একটীর কথা আমরা এখানে আলোচনা করিয়া নিরস্ত হইব। শ্রীল প্রভুপাদ সেই মৃদঙ্গটী লাভ করিয়া এমনভাবে তাহার বাদনধ্বনি করিয়াছিলেন, যাহার অপ্রাকৃত শব্দ প্রাচ্যদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূর পাশ্চাত্য-দেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই মৃদঙ্গবাদ্য, শুনিতে মন, অবসর সদা যাচে।" জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তির 'সার' গান করিতে এই অপ্রাকৃত চেতন-মৃদঙ্গের সহায়তা গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই মৃদঙ্গ-

যন্ত্র সারঙ্গ-যন্ত্রে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব "অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ" আখ্যা লাভ করিল। শ্রীল অতীন্দ্রিয় প্রভু এই চেতন-মৃদঙ্গ শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সংগ্রাহক।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনিষ্টিটিউটের মূল-ইন্ধন

বড়বাবুর চাকুরী-জীবন শেষ হইবামাত্রই তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। স্ত্রী-পুত্রের গ্রামবাসে পারমার্থিক মঙ্গললাভের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভিটার সংলগ্নস্থানে শ্রীধামে ইষ্টক-নির্ম্মিত দ্বিতলগৃহ স্থাপন করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার বাহ্য উদ্দেশ্য হইলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীধামে বাস করিয়া সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করা। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালাবধি তাঁহার সেবার কখনও ত্রুটী করেন নাই। একদিন তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে নিমাই ও সীতানাথ একটু বড় হইয়া বিল্বপুষ্করিণী গ্রামের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত। তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—ছেলেগুলি আজকালকার আসুরিক শিক্ষালাভ করিয়া অধঃপাতে যাইতেছে। আপনি কি ইহার একটী ব্যবস্থা করিতে পারেন না? তখনই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এই কথা নিবেদন করিতেই তিনি একটী সেশ্বর উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন এবং তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করা হয়। দুঃখের বিষয় তখন শ্রীল প্রভুপাদের গণ্যমান্য বহু সেবকাভিমানী ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া তাহাতে অসহযোগ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালচক্রে আজ সেই আদর্শ-বিদ্যালয়ের তাঁহারাই নিয়ন্তা। আজ সেই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র শ্রীমন্মহা-প্রভুর সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। বলাবাহুল্য বৈষ্ণববর এই শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনিষ্টিটিউটের উন্নতিকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় হইতে অন্যান্য ছাত্রদের সহিত তাঁহার প্রথম পুত্র নিমাইচরণও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

অতুলবাবুর সত্যানুরাগ

বড়বাবুর পিতৃদত্ত নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র এবং শ্রীগুরুদত্ত নাম শ্রীঅতীন্দ্রিয়। অতুলবাবুর সৎসাহসিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কিছুকাল পরে শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য শ্রীধামকে প্রকম্পিত করিয়া তুলে। এমন কি শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ ঐকান্তিক সেবকগণের নির্ব্বিবাদ-সেবাধিকার সর্ব্বতোভাবে ব্যাহত হইতে

লাগিল। ফলে কতকগুলি গুরুদ্রোহী পাষণ্ডী কিশোরীভজা, কর্ত্তাভজা ও ভজনখাজা-সম্প্রদায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে রাহুর ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার হইতেছিল। এমন সময়ও তিনি নির্ভীকভাবে তথায় অবস্থান করিয়া সেই দানবগণের কার্য্যের কঠোর প্রতিবাদ করেন। সত্যের জন্য তিনি একদিকে একা, অপরদিকে অন্যূন পাঁচ শত ভজন-খাজা দানব। অসুরগণ সদলে ব্যূহ রচনা করিয়া যখন অভিমন্যুর ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া পাষণ্ডদলনবানা, দুর্জ্জন-চপেটিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দানবদলনকল্পে তাঁহার চির আদরের প্রাকারবেষ্টিত ইষ্টক-নির্ম্মিত দ্বিতল বাসগৃহ উক্ত সমিতিকে নির্ব্যূঢ়স্বত্বে দান করেন। তিনি ৮৬ বৎসর কাল জগতে প্রকট থাকিয়া ধর্ম্ম-জগতের যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের দুর্দ্দৈব মোচন করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই সক্ষম। শ্রীধাম মায়াপুরের আপাত কল্মষ নাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুরূপ তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ-অভিব্যক্তি করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই উপযুক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্ঘ। পরম পূজনীয় শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তি গুণাকর প্রভু সরল অন্তঃকরণে নিজ বাসগৃহের মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া একখণ্ড দানপত্র দলিল সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণনগরে রেজিষ্টারী করিয়াছেন।

অতীন্দ্রিয় প্রভুর সঙ্কলিত "গৌড়ীয়-কণ্ঠহার"

অতুলবাবু পিতৃদত্ত নাম অপেক্ষা গুরুদত্ত নামের দ্বারাই আত্মপরিচয় দিতেন। তিনি শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী বলিয়া সর্ব্বত্র নিজনাম ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার ভক্তি-সাহিত্যানুরাগ দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের পণ্ডিতগণের উপকারার্থে তিনি একখানি অপূর্ব্ব-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণ তাহা তাঁহাদের কণ্ঠের হার-স্বরূপ পরিধান করেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থের নাম **"গৌড়ীয়-কণ্ঠহার"**। এই কণ্ঠহার গুরুতত্ত্ব হইতে প্রয়োজনতত্ত্ব পর্য্যন্ত ১৮টী তত্ত্বরত্নে গ্রথিত এবং তাহাতে প্রমাণ-তত্ত্ব নামক একটি দোলক ও গুর্ব্বাশীর্ব্বাদে মধ্যমণি সন্নিবিষ্ট আছে। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিতে যে কত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহার পরিচয় দিতে গিয়া যে "সূত্র"-শীর্ষক ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকলেরই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পরপৃষ্ঠায় তাহা প্রদত্ত হইল।

গৌড়ীয়-কণ্ঠহারের "সূত্র"-শীর্ষক ভূমিকা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন——

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।

"গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে" এই বাক্যের সার্থকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অন্যকথা কীর্ত্তন করেন না, 'শাস্ত্র' শ্রীগুরুমুখ ব্যতীত অন্যত্র কীর্ত্তিত হন না। শ্রীগুরুদেব 'সাধু' বা পূর্ব্ব মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তন ব্যতীত অন্য বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সাধুগুরুর আচরণই—শাস্ত্র, সাধুগুরুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণীই—শাস্ত্র; 'শাস্ত্রই'—'সাধু', 'শাস্ত্রই'—'গুরু', 'সাধুই' 'শাস্ত্র' বা 'ভাগবত', 'গুরুই'—'শাস্ত্র' বা আদর্শ মূর্ত্ত-ভাগবত। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য একসূত্রে গাঁথা, পরস্পরে এক মহান্ ঐক্যতান। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহযোগে এই 'ঐক্য' আত্মার সেবোন্মুখ-বৃত্তিতে উপলব্ধির বিষয় হয়। "গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে"র যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাধু বা মহাজনগণের আচার-সম্মত—শাস্ত্র-সম্মত—গুরু বা আচার্য্যানুমোদিত শ্রৌত-বিচার।

এই "গৌড়ীয়-কণ্ঠহার" এইরূপ একটী ঐক্যতানের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অষ্টাদশটী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন ও তন্মধ্যে একটী দোলক ও মধ্যমণি লইয়া—এই কণ্ঠহারটী রচিত। রত্নসমূহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-পর্য্যায়ে গুম্ফিত এবং স্থান-নির্দ্দেশ ও ভাষানুবাদসহ গ্রথিত। গৌড়ীয়গণ এই কণ্ঠহার তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ করিয়া নিত্যকাল প্রেমামৃত আস্বাদন করুন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

ভক্তিগুণাকরের গুরুভক্তি

ভক্তিগুণাকর প্রভু গৌড়ীয়-কণ্ঠহার গ্রন্থখানি রচনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকেই উহা অর্ঘ্য-স্বরূপ উৎসর্গ করেন। প্রাকৃত গ্রন্থ-লেখকগণের উৎসর্গের পাত্র, ভঙ্গী ও ভাষা অপেক্ষা বৈষ্ণববরের তৎপক্ষে কোটীগুণে উন্নততম বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। তিনি যে ভাব ও ভাষায় গুরুপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্য বিতরণ করিয়াছেন, তাহা ধীরভাবে পাঠ করিলে লেখকের হৃদয়ের গভীর উন্নততম-উজ্জ্বল-গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা সমূহরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আমরা তাঁহার হৃদয়ের সুষ্ঠু পরিচয় দিতে অক্ষম—তাঁহার লেখনীই তাঁহার পরিচয় দিবে। পরপৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

গৌড়ীয়-কণ্ঠহারের "ভক্ত্যর্ঘ্য"-শীর্ষক উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্য-পরমাভীষ্টদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীকর-কমলেষু—

পরমার্চ্চনীয় প্রভুপাদ,

আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—কীর্ত্তনাখ্যভক্তি,—ইহা আপনার কৃপায় আমার ন্যায় হরিবিমুখ ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ আপনি। ভবদাবদগ্ধ জীবকুলকে অনুক্ষণ হরিকথা শান্তি-সলিল-সেচনে সুস্নিগ্ধ করিবার জন্যই এই প্রপঞ্চে সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব। আপনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাশ্রয়; আপনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বাস্তব-সত্য।

আপনার শ্রীমুখে অনুক্ষণ বীর্য্যবতী—দীপ্তিমতী সিদ্ধান্ত-সুধা-সরিৎ প্রবাহিতা। আপনি অপার-অতল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নাকর। তাহাতে অবগাহন-সামর্থ্য মাদৃশ ক্ষুদ্রজীবের নাই। তবে আপনি আপনার স্বভাবসুলভ বদান্যতা-ক্রমে যে সকল রত্ন বেলাভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটীমাত্র আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনার শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-শ্রৌতবাণী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে প্রবাহিতা। তাহা হইতেই আমি অষ্টাদশটী রত্নগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া আপনার কৃপাসম্বর্দ্ধিত শ্রী * * প্রমুখ সতীর্থ-গণের সাহায্যে এই 'কণ্ঠহার' রচনা করিয়াছি।

হে স্বরূপদামোদরানুগবর, হে গৌড়ীয়বর্য্য, এই 'কণ্ঠহার' আপনার প্রীতি আকর্ষণ করিলেই বুঝিব যে, ইহা গৌড়ীয়গণের কণ্ঠভূষণের যোগ্য হইয়াছে। এই 'কণ্ঠহার' আপনার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিতেছি—আপনার বস্তুই আপনার করে 'ভক্ত্যর্ঘ্য'-রূপে অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন্। আপনার করপল্লবস্পর্শ-প্রসাদোদ্ভাসিত রত্নহারের দ্যুতি মাদৃশ বহুজীবের অবিদ্যা-অন্ধকার বিদূরিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার একটী আশাবন্ধ আছে যে, আপনার শ্রীকরকমলে যে বস্তু সমর্পিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। আশা করি, আপনার শ্রীকরকমলস্থ রত্নমালা কৃষ্ণপাদ-পঙ্কজান্ত নীরাজন করিয়া গৌড়ীয়গণের কণ্ঠশোভা বন্ধন করিবে। গৌড়ীয়গণ সেই প্রসাদ নিত্যকাল কণ্ঠে ধারণ করিয়া আমার প্রতি যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন, তাহাই আমার একমাত্র আকাঙ্খিত বস্তু।

প্রভো, আপনি প্রসন্ন হউন্, আপনার প্রসাদেই ভগবানের প্রসাদ। কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিই আমার সাধ্য-সাধন হউক্। আপনি জয়যুক্ত হউন্।

শ্রীরাধাষ্টমী-বাসর
শ্রীগৌরাব্দ, ৪৪০

ভবদীয় চরণসেবাভিখারী অযোগ্য-দাসভাস
শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দাশীর্ব্বাদ

আমরা অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়া থাকি। সেব্যের সুখ বিধানই সেবকের সেবার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি সুখী হইয়াছেন কি, সেবা করিয়া আমিই সুখী হইয়াছি ইহাই বিবেচনার বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীল ভক্তিগুণাকর প্রভুর উৎসর্গ-পত্রের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার প্রতি যে কতদূর প্রীত হইয়াছেন তাহা ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কবে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ কৃপাভাজন হইতে পারিব, তাহার অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছি। তাঁহার কৃপাপাত্রগণের একান্ত কৃপালাভ করিতে পারিলেই গুরুকৃপা লাভ হইবে। তাই প্রার্থনা—হে অতীন্দ্রিয় প্রভো! হে বৈষ্ণববৃন্দ! আপনারা মাদৃশ পতিতের প্রতি সর্ব্বতোভাবে করুণা করুন্ যাহাতে আপনাদের আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালেশ লাভ করিতে পারি।

অতীন্দ্রিয় প্রভুর প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

শুদ্ধভাগবতবর শ্রীমদ্অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকরেষু—

স্নেহবিগ্রহ,

আপনার গুম্ফিত "কণ্ঠহার" পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। তবে গৌড়ীয়ের কণ্ঠহার নিষ্কপট-গৌড়ীয়-শুদ্ধভক্তগুরুবর্গের গলায় পরাইয়া দিয়া আমি যে হরিভজনসেবার অধিকার পাইব, তাহা আপনি সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অনেকে গৌণী-বিদ্ধা-ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া হরিসেবার পরিবর্ত্তে ভগবান্‌কে 'ভোগের বস্তু' মনে করেন, তাঁহারাও এই 'হার' কণ্ঠে ধারণ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অভিজ্ঞান হইবে এবং আমাদের ন্যায় কাঙ্গালের সহ বিদ্বেষ করিতে বিরত হইতে পারেন, মনে হয়।

শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার-পরিচয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে আপ্রাকৃত লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ মার্জ্জনসেবার উপকরণরূপ-শতমুখীসূত্রে আমাদের শত শত জনের মহাজনানুগমন এবং দুঃসঙ্গানুকরণ-বর্জ্জন-

কার্য্য জগতের অপ্রিয় হইলেও উহাই আমাদের চরম কল্যাণ উৎপন্ন করিবে।

শ্রীরাধাবির্ভাব-বাসর
শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৪০

পতিতপাবন-নিত্যদাস নিরাশীর্নির্ণমক্রিয়
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

একখানি পত্র

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যরত্ন মহাশয়ের পত্র

দণ্ডবন্নতয়ঃ সন্তু.....

পূজ্যপাদ মহারাজ, বিগত ১৫।৫ তারিখে একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি, এযাবৎ তাহার প্রাপ্তি-সংবাদ না পাইয়া কথঞ্চিৎ উদ্বেগযুক্ত আছি। তাহার পর-দিবস আপনার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা পাইয়া ও পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনার "উত্তমা ভক্তি" প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহার ভাব, গাম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরিচয় সুধী পাঠকবর্গেরও চিত্ত আকর্ষণ করিবেই, মাদৃশ অর্ব্বাচীন তো মুগ্ধ হইয়া ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। এরূপ ভক্তিশাস্ত্র, বেদান্ত, ন্যায়, ব্যাকরণ প্রভৃতির একত্র সমাবেশ প্রবন্ধাকারে অল্পই দৃষ্ট হয়। আশাকরি এইরূপ প্রবন্ধ পরিবেশন করিয়া আপনি বৈষ্ণব-জগতে চিরস্মরণীয় হইবেন।

'গুরু সাজিবার ধৃষ্টতা' সম্বন্ধে আপনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছে। আমি বলিতে চাহিনা ও বোধ হয় এরূপ বিধানও নাই যে, হরিভজনপরায়ণজনগণ কেহ শিষ্য স্বীকার করিবেন না, কেন না সাধক ভক্তকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ দিয়াছেন, **"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ"**। তবে নিজেকে গুরু-বুদ্ধি করা অবৈষ্ণবতা। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় শিষ্যবর্গকে বলিতেন 'আমার গুরুবর্গ'। অবশ্য উহার অনুকরণে ঐরূপ বলিলেই হইবে না। তাঁহার অনুসরণে ঐরূপ চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর ঐরূপ বলিবার উদ্দেশ্য—সকলকে হরিকীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করা। কীর্ত্তন ছাড়িলে চলিবে না। কেন না কীর্ত্তনই ভজনের মূল-সূত্র, অথচ কীর্ত্তনকারীই গুরু। মদীয় সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, ব্রজবাসী সতীর্থ গুরুভ্রাতৃগণ সকলেই গুরু হউন, ইহা আপত্তির নয়; কিন্তু **গুরুগিরি** করিয়া শিষ্যকে ভোগ্যবুদ্ধি করা অন্যায়। যিনি যে পরিমাণে প্রকৃত গুরু হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন তদনুরূপ পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণে সুষ্ঠুতা লাভ করিবেন। * * * * আমরা এত অল্প সময়ে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের অমূল্য উপদেশ ভুলিতে বসিয়াছি, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। মঠমন্দির তিনি হরিভক্তিকেন্দ্ররূপে স্থাপন ও পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। **কাহারও মহান্তগিরির জন্য নহে।** মহান্তগিরির বিরুদ্ধে তাঁহার যে প্রবল নিষেধ ছিল, তাহার কোনও মূল্য আমরা দিতে পারিতেছি না, ইহা বিশেষ দুঃখের কথা। * * * * আপনি ঠিক বলিয়াছেন "উদ্দেশ্য সাধু হইলে ভক্তির আবির্ভাবের ফলে চিত্তে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, ভক্তিবিরোধী কামনা-বাসনা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।" ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস ভক্তিপ্রার্থী অকিঞ্চন

—কাঙ্গাল হরিপদ (বিদ্যারত্ন এম্, এ; বি, এল; গৌড়ীয় ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক), পোঃ দাসনগর, হাওড়া, ২৪।৫।৪৯

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা-মহোৎসব

আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন গত ৪র্থ সংখ্যায় ১৫৯ ও ১৬০ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে "শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান" ও "দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। এ বৎসর এই উৎসব অতি বিরাট ও বিপুলভাবে সম্পন্ন করিবার আয়োজন চলিতেছে। আমরা সকলকেই এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিতেছি। এই উৎসবেরই অঙ্গস্বরূপ বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন শুক্রবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা মহোৎসব** পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অতি সুন্দর সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বয়ং অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে তদভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। যাঁহারা শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র পুরীধামে গিয়া স্নান-যাত্রা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রীমঠের স্নান-যাত্রা উৎসবে যোগদান করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। পঞ্চামৃতে ও অষ্টোত্তর-শত রৌপ্য-কলসীপূর্ণ গঙ্গাজলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন করা হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাবতীয় দর্শকমণ্ডলীকে স্নানান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানজল স্ব স্ব পাত্রে স্ব স্ব গৃহে অতি আগ্রহের সহিত লইয়া যান। অপরাহ্নে শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীস্নানযাত্রা-প্রসঙ্গ সহজ সরল ভাষায় পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীমঠের স্নানযাত্রা-উৎসব একটী অপূর্ব্ব-দর্শন।

——প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয় পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৯ হৃষীকেশ, ৪৬৩ গৌরাব্দ বুধবার, ৩২ শ্রাবণ ১৩৫৬, ইং ১৭।৮।৪৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্

(ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

ভয়ভঞ্জন-জয়শংসন-করুণায়তনয়নম্।
কনকোৎপল-জনকোজ্জ্বল-রসসাগর-চয়নম্॥
মুখরীকৃত-ধরণীতল-হরিকীর্ত্তন-রসনম্।
ক্ষিতিপাবন-ভবতারণ-পিহিতারুণ-বসনম্॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্॥১॥

শরণাগত-ভজনব্রত-চিরপালন-চরণম্ ।
সুকৃতালয়-সরলাশয়-সুজনাখিল-বরণম্ ॥
হরিসাধন-কৃতবাধন-জনশাসন-কলনম্ ।
সচরাচর-করুণাকর-নিখিলাশিব-দলনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥২॥

অতিলৌকিক-গতিতৌলিক-রতিকৌতুক-বপুষম্ ।
অতিদৈবত-মতিবৈষ্ণব-যতি-বৈভব-পুরুষম্ ॥
সসনাতন-রঘুরূপক-পরমাণুগচরিতম্ ।
সুবিচারক ইব জীবক ইতি সাধুভিরুদিতম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৩॥

সরসীতট-সুখদোটজ-নিকটপ্রিয়ভজনম্ ।
ললিতামুখ-ললনাকুল-পরমাদরযজনম্ ॥
ব্রজকানন-বহুমানন-কমলপ্রিয়নয়নম্ ।
গুণমঞ্জরি-গরিমাগুণহরিবাসনবয়নম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৪॥

বিমলোৎসবমমলোৎকল-পুরুষোত্তম-জননম্ ।
পতিতোদ্ধৃতি-করুণাস্তুতি-কৃতনূতন-পুলিনম্ ॥
মথুরাপুর-পুরুষোত্তম-সমগৌরপুরটনম্ ।
হরিকামক-হরিধামক-হরিনামক-রটনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৫॥

শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকের অনুবাদ

যিনি সুবর্ণ কমল-উৎপাদনকারী (অপ্রাকৃত, উন্নত) উজ্জ্বল-রসসাগর হইতে উত্থিত (মূর্ত্তি), যাঁহার বিশাল ও কারুণ্যপূর্ণ লোচনযুগল (আর্ত্তগণের) ভয় নিবারণ ও (আশ্রিতগণের) বিজয় ঘোষণা করিতেছে, যাঁহার রসনা সমগ্র পৃথিবীকে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে (সর্ব্বদা) মুখরিত করিতেছে এবং যিনি জগৎপবিত্র-কারী ও ভবতাপবিদূরণকারী অরুণ (কাষায়) বসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তদীয় শুভ প্রকট-বাসরে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥১॥

শরণাগত ভজনশীল ভক্তগণ নিত্যকাল যাঁহার শ্রীচরণতলে প্রতিপালিত হইতেছেন, যিনি সরলহৃদয়, সুকৃতিসম্পন্ন সুহৃদয় সজ্জনগণের বরেণ্য, শ্রীহরিসেবায় বিঘ্নকারিগণকে(ও) যিনি শোধনাঙ্গীকার করিতেছেন এবং যিনি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি করুণার উৎসস্বরূপে নিখিল বিশ্বের অমঙ্গলরাশি খণ্ডন করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যিনি লোকাতীত বিলাসসম্পন্ন, চিত্রকরের(ও) বাঞ্ছা এবং কৌতূহল-পূর্ত্তিকারী (সুন্দর) (অথবা চিত্রকর ও রতির কৌতুকপ্রদ) শ্রীমূর্ত্তিবিশিষ্ট, দেবতা অপেক্ষা(ও) উন্নতমতি এবং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর (ত্রিদণ্ডি যতির) ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ পুরুষপ্রবর, যিনি সসনাতন-রূপ-রঘুনাথের পরমাণুগত্যময় চরিত এবং শ্রীজীবপাদতুল্য (সুসিদ্ধান্তসম্পন্ন) রূপে সুবিচারক সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৩॥

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যিনি নিজ প্রিয়জনের ভজন-পরায়ণ, ললিতাদি ব্রজললনাগণের(ও) পরমাদর-ভাজন, ব্রজবনে প্রসিদ্ধ কমল-মঞ্জরীর যিনি অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি গুণমঞ্জরীর গরিমা-গুণ দ্বারা শ্রীহরির বাসভবন নির্ম্মাণ করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৪॥

যিনি বিমলানন্দ-স্বরূপ বা বিমলাদেবীর প্রসন্নতা বা উল্লাসস্বরূপ, পবিত্র উৎকলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জন্মলীলা প্রকাশ এবং নূতন পুলিন বা নবদ্বীপে নিজ পতিতোদ্ধার ও (প্রেম-প্রদানরূপ) করুণাবিস্তার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি

ব্রজধাম ও পুরুষোত্তমধামসদৃশ গৌরধাম (শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ) পরিভ্রমণ করিয়া ব্রজকাম, বৈকুণ্ঠধাম ও কৃষ্ণনাম নিরন্তর প্রচার করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৫॥

[শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্ হইতে উদ্ধৃত]

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

আলোচনা

আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে প্রাকৃত শব্দেরও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায়। এই শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তাগণ কি লক্ষ্য করেন, তাহাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

অব্যক্ত-প্রকৃতির স্বরূপ

প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া সর্ব্বকারণকারণরূপে নিজাস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। মানব-জ্ঞান যে-কালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত-প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন।

প্রকৃতিজাত প্রাকৃত-বস্তুর ভোগে সুখ ও দুঃখ

প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়, কখনও বা অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়।

প্রকৃতির গুণত্রয়, তাহাদের ধর্ম্ম, এবং মূল পুরুষাবতার

প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্তা রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তু-সত্তার বিলোপ সাধন করে। সত্ত্বের প্রারম্ভে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ;

সুতরাং ঐ অসৎ গুণদ্বয়ের সত্তা প্রাকৃত-সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনটীকে ভগবানের পুরুষ-অবতার বলা হয়।

বিষ্ণু—অপ্রাকৃত ও গুণাতীত, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র—প্রাকৃত ও সগুণ

সত্ত্বগুণের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইয়াও তাঁহাকে প্রকৃতি বা জড়-ফলভোগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজো-গুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতি-বাধ্য হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমধর্ম্মে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অঘটনঘটনপটিয়সী বিষ্ণুমায়া-শক্তির পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিচাররহিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ডে—২৩।১২)

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

(পদ্মপুরাণম্)

চতুর্দ্দশ ভুবনসহ আব্রহ্ম-স্তম্ব সমস্তই প্রাকৃত

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা, কখনও বা রবি-কিরণ-তপ্ত গতচেতন স্থাণু। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য-বদ্ধ-ভোগ-কামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত।

অপ্রাকৃত জীবের স্বরূপ-ভ্রান্তিবশতঃ প্রাকৃত-জগতে সুখ-দুঃখভোগ

এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অন্যাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অনুপাদেয় জড়দ্রব্য-ভোগবুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি বা মতিভ্রংশতা। আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে

অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে সুখী মনে করেন, আবার ভোগ-পিপাসার প্রাবল্যে ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন।

প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি, জীব তটস্থা-শক্তি

প্রাকৃত বস্তু-সত্তার মূলশক্তি প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্ম্মল জড়-ভোগ-রহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ ধর্ম্মে আবদ্ধ। গুণ-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একটী বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-শক্তি ও অপরটী তটস্থা-শক্তি। তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীব, বহিরঙ্গা-শক্তির গুণসমূহকে আবাহন করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

অপ্রাকৃত-জগৎ এবং তত্রস্থ জীবসমূহ বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা-শক্তি-পরিণামই অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপ-বৈভবের আনুগত্যে শুদ্ধজীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নন, পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্য-কৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখ-দুঃখ ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদ্দাস্যে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষমতে "অপ্রাকৃত" অর্থে বিচিত্রতাহীন (?)

নির্ব্বিশেষমতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থ-ভাবময় নির্গুণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ—নিত্য বিচিত্রতাহীন অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য। কিন্তু অধ্যাত্ম শব্দে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তি-রহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন, এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখেন না।

বৈকুণ্ঠ-রাজ্য অপ্রাকৃত বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত

বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য-প্রকাশনসমর্থা অন্তরঙ্গা-শক্তি, জড়ের হেয়তা, সসীমতা, কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবা-

পরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎ-সেবাজনিত আনন্দও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন।

নির্ব্বিশেষ তর্কজ্ঞানাদির উদ্দিষ্ট-বস্তু অপ্রাকৃত নহে

কেবল জড়নিষ্ক্রিয়তায় ও নিজের বদ্ধ ভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবা-বিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধ্য হইলে, জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগ-বাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব বা মাটীয়া-অনুভূতি বদ্ধজীবের ভোগপর কর্ম্মফল। অপ্রাকৃত শরীরদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে প্রাকৃত জড়বলের ফল্গুতা উপলব্ধি হয় এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ফল্গু গরিমার লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর অধ্যাত্ম শব্দে অপ্রাকৃতত্বের খণ্ডচিত্র থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃত-শব্দোদ্দিষ্ট নির্ম্মল রাজ্য নহে।

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—ভোগী, কর্ম্মী, মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের বিচারবহির্ভূত

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজ বদ্ধ ভোগপর প্রদেশবিশেষ বুঝেন। আবার নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তি-রহিত চিদ্বিচিত্রতাহীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাঁহাদের উভয়ের মাটীয়া-জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে।

অপ্রাকৃত-ভূমির পরিচয়

মায়াশক্তির ক্রিয়ারহিত চিদ্বৈচিত্র্য কৃষ্ণসেবাময় ত্রিপাদ-বিভূতিবিশিষ্ট ভূমি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের অন্বয়তা আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্বও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী-সম্প্রদায় মনে করেন যে, অপ্রাকৃত-লীলা ও তদ্রূপ-বৈভব তাঁহাদের জড়ভোগ-চিন্তার অন্যতম, অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আখ্যায়িকাবিশেষ। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত; অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ ভাব-বিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় তাঁহাদের অপরাধফলে এরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশী, সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

——শ্রীল প্রভুপাদ

প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান চর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি। কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে, ঐ প্রক্রিয়াটী নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম্ম শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে করিতে সংসার নির্ব্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম্ম-কাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়।

বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয়; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার

জন্য শিষ্ট লোক তাঁহাদের জন্য পৃথক্ আসন দিয়া থাকেন। যাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠা-আশা হইতে উদিত হয়।

প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগ সুদুষ্কর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে! কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা-আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশা-শূন্য হইতে পারিবে?

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে করি যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্মনু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥ (মনঃশিক্ষা--৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নির্লজ্জ-চণ্ডালিণী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল-সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব, হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিণীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম বস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদিদ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য।

সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতপ্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব গ্রহণ ও অসৎস্বভাব দূরীকরণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুদ্ধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ফলক বৈষ্ণব আত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীবের হৃদয়ের মন্দস্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধু-স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদ্‌গুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদ্‌গুণ-গুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্ত্তব্য।

——শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী—৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

সাধু ও অসাধু

আধুনিক জড়শিক্ষায় শিক্ষিত ত্রিতাপগ্রস্ত মানবগণ অপটু ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া এই জড়-জগতে বিচরণকালে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক বস্তুই বুঝিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট। এই প্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃতেন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত বস্তু গ্রাহ্য হইয়া থাকে তাহা হইতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বিষয় অতি বিলক্ষণ। জাগতিক চিন্তাস্রোতের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ নিমজ্জমান থাকায় পারলৌকিক ধারণা তাহারা করিয়া উঠিতে পারেন না, বা তাহা করিতে যাওয়াও তাহাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। যেহেতু অধোক্ষজ বস্তু ইন্দ্রিয়াতীত। আরোহপন্থায় সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু গ্রাহ্য নহেন, অবরোহ পন্থাই একমাত্র কার্য্যকরী। অবরোহ পন্থায় অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই শরণাগতির আবশ্যক। শরণাগতির লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ (বৈষ্ণবতন্ত্রে)

অর্থাৎ সেই অধোক্ষজ বস্তুর অবগতির জন্য অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূলের বর্জ্জন, তিনি আমার একমাত্র রক্ষক এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষকপদে বরণ, দৈন্য এবং আত্মনিবেদন—এই ষড়্‌বিধা শরণাগতির দ্বারা আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত ধারণায় আবদ্ধ থাকা কালে অধোক্ষজের সেবকস্বরূপ সাধুগণের সম্বন্ধেও তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল থাকে। সাধুগণ অধোক্ষজের সেবক হিসাবে অধোক্ষজ ভূমিকায় অবস্থিত। সুতরাং সাধুকে প্রাকৃত ধারণায় বুঝা সুকঠিন। এই জগতেই দেখা যায়, একজন যাদুকর চক্ষের সামনে যে বস্তু যাহা নয় সেই বস্তুকে তদ্‌বস্তুরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে। দর্শকগণ কিছুতেই সেই বিষয়ের ভ্রম ধরিতে পারেন না। এই জগতেরই বস্তুগুলি সব সময় যখন বোধগম্য হয় না, তখন অপ্রাকৃত জগতের কথা কি প্রকারে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যাইবে? এইরূপ ঐন্দ্রজালিকের প্রদর্শিত বস্তুর ন্যায় সাধু এবং অসাধুকে বাহ্যতঃ একই প্রকার মনে হয়। উভয়কেই একই প্রকারে আহার-নিদ্রাদি বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। চূণগোলা ও দুগ্ধ বাহ্যতঃ দেখিতে একই প্রকার কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ পৃথক্। একটীতে শরীর পুষ্ট হয় ও অপরটী অনিষ্টকারক। সুতরাং বাহ্য ধারণায় সাধু নির্দ্ধারণ করিতে গেলে

বঞ্চিত হইতে হইবে। গৈরিক বসন ও তিলক ইত্যাদি ধারণ করিলেই যে সাধু হইবে, তাহা নহে। অবশ্য যদিও ইহা সাধুর বাহ্যিক পরিচয়, তথাপি এই জিনিষকেই সাধু বলা যাইবে না। তবে কি এই শরীরটা সাধু? না, তাহাও নহে। এই নশ্বর শ্ব-শৃগালভক্ষ্য শরীর কখনও সাধু হইতে পারে না। আধ্যক্ষিকগণ নিজ নিজ অসম্পূর্ণ বিদ্যাবুদ্ধির পুঁজীপাটা লইয়া যখন সাধু নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হয়েন, তখন তাহারা সাধুর বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়াই অযথা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন—সাধুগণ ভাল খাইবেন কেন, ভাল পরিবেন কেন, তাহাদের নামের আগে ১০৮শ্রী থাকিবে কেন, তাহারা গৃহে বাস করিবেন কেন, তাহারা যখন ত্যাগ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তখন বনে গিয়া অবস্থান করাই তাহাদের উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি নানাপ্রকার কটাক্ষপাত করিতে থাকেন।

ভোগী সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোত উহার অতিরিক্ত অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাদের ঐরূপ চিন্তা করিবারও বিশেষ কারণ আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা যে পরিমাণ ভোগে নিমগ্ন, তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া আরও অধিক ভোগাশায় সাধুগণের প্রতিও কটাক্ষপাত আরম্ভ করেন। তাহাদের ধারণা, সাধুগণ যদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি তাহারা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিবেন। ভোগান্ধ জীব নির্লজ্জভাবে "বামনের চাঁদ ধরার ন্যায়" সাধুগণকেও নিজ নিজ আয়ত্বে রাখিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে। এইরূপ চিন্তাধারা তাহাদেরই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক ছাড়া আর কি?

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সেবায় যে সমস্ত সাধুগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে এই জগতের যাহা কিছু সমস্তই ভগবানের সেবার উপকরণ এবং প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সুতরাং ইহা জীবভোগ্য হইতে পারে না। গঙ্গাজলে যেরূপ গঙ্গাপূজার বিধান আছে, তদ্রূপ ভগবৎস্বষ্ট সমস্ত দ্রব্যাদির দ্বারা তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের আপ্রাণ সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা। জড়বদ্ধ জীবগণ যেরূপ কামনামূলে ভগবানের পূজার ভাণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের ভগবানের নিকট কেবল 'দেহি' 'দেহি' ছাড়া অন্য কোন ভাব থাকে না, কিন্তু প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ বদ্ধজীবের ন্যায় ভগবানের সহিত বণিগ্‌বৃত্তির সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহাদের কায়, মন ও বাক্য সমস্তই ভগবানের সুখ বিধানের জন্য। তাঁহারা

জানেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ (চৈঃ, চঃ আদি-৪।১৬৫)

সুতরাং আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা-মূলে সাধুগণের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবানের সেবার জন্যই তাঁহাদের শরীর ধারণ। সুতরাং এই শরীর রক্ষা করিতে যেটুকু প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারাই ভগবদ্-প্রদত্ত সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা—

"কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরি-কথা।
মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণ গানে,
নিযুক্ত করেন যথা তথা॥"

পরম কারুণিক ভগবান ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধিভূত জীবগণের মঙ্গলবিধানের জন্য গুরু, ভক্ত, ঈশ্বর, ঈশাবতার, প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় প্রকারে বিলাস করিয়া থাকেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকান্॥

ভগবানের এইরূপ বিলাসের দ্বারা ভোগিগণের ভোগে বিঘ্ন হওয়ায় ভগবান ও ভক্তকে বনে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলে নিষ্কণ্টক ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যাইবে—এইরূপ চিন্তাদ্বারা চালিত হইয়া তাহারা উন্মত্তের ন্যায় সাধুগণের প্রতি নানাপ্রকার প্রলাপোক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবান ও ভক্ত উভয়েই অত্যন্ত কৃপাময়। তাঁহারা ঐ সমস্ত জীবের ভাবী অমঙ্গল লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বক্ষণই তাহাদের মঙ্গলের জন্য নিকটে নিকটে অবস্থান করেন এবং তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া নানাপ্রকার কৌশল বিস্তার দ্বারা তাহাদিগকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। পিতামাতা যে প্রকার তাড়ন-ভর্ৎসন-দ্বারা পুত্রের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবানও মায়া কর্ত্তৃক ক্লেশ প্রদানাদির ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। ভোগোন্মত্ত জীব সে সমস্ত বুঝিতে না পারিয়া ভগবানকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর প্রভৃতি বলিয়া থাকেন এবং সাধুগণের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাদির প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক যে ভগবান তাঁহার সেবকের

কখনও কি অভাব থাকিতে পারে, না, প্রতিষ্ঠার অভাব হয়? কুপুত্রকে ত্যাজ্য করিয়া পিতা যেমন সুপুত্রকে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক করিয়া দেন, তদ্রূপ ভগবানও অভক্তকে শাসন করিয়া একান্ত ভক্তকে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি দিয়া থাকেন। মৎসর জীব এই সমস্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সেই জন্য অযথা মঙ্গলময় সাধুগণের প্রতি নানাপ্রকার কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সাধুগণ যদি সকলেই বনে গিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে সাধারণ জীবের মঙ্গলের সন্ধান কে দিবে? শাস্ত্র বলেন—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিনাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৮।২)

সাধুগণের নিজের কোন আবশ্যক না থাকিলেও গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হন, নিজ উদর ভরণের জন্য যান না। তাঁহারা যে সমস্ত বিরাট বিরাট উৎসবাদি দ্বারা ভগবদ্-প্রসাদাদি দানে জীবের সুকৃতি অর্জ্জনের সহায়তা করিয়া পরম মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, তাহা ভোগিগণের বিচারে অযথা ব্যয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভোগোন্মত্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত এ সমস্ত কথা তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। মৃত্যু সময়ে যমদূতগণ কর্ত্তৃক যখন বিবিধ দুঃখময় নরকে শাস্তি ভোগের নিমিত্ত নীত হইবেন, সেই সময় তাহাদের স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার কথা কিছু মনে হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

ভোগিগণের চিন্তায় যে সমস্ত দ্রব্য সাধুর ত্যাগ করা উচিত, তাহা তাঁহারা ত্যাগ না করিলেও যে সমস্ত বস্তু তাঁহারা মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা ভোগিগণ কর্ত্তৃক পরম আদরের বস্তু স্বরূপ গৃহীত হয়। যথা—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

(চৈঃ, চঃ, মধ্য ২২।৮৪)

সাধুগণের ত্যাগের একমাত্র বস্তু অসৎসঙ্গ। অসৎসঙ্গ বলিতে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, বা তৎসঙ্গী-সঙ্গ এবং কৃষ্ণের অভক্ত—এই দুই প্রকার। স্ত্রী-সঙ্গ বলিতে কেবল মাত্র স্ত্রীতে আসক্তি নির্দ্দেশ করেন নাই, অপিচ ভোগমূলে যে কোন বস্তু গ্রহণ করিবার নামই স্ত্রীসঙ্গ। এই দুই বস্তুতেই ভোগাসক্ত জীব মাত্রই অত্যন্ত আসক্তি করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে নির্ব্বিশেষবাদী মুমুক্ষুগণের ফল্গু বৈরাগ্যের কথা দেখা যায়। তাহারা 'নেতি' 'নেতি' বিচারে ভগবানের সম্বন্ধে সম্বন্ধিত বস্তুকেও প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যথা—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

এই ব্যাপারে তাহারা বাহ্যতঃ অনেক ক্লেশ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু অন্তরে সুসূক্ষ্মরূপে ভোগের বাসনা প্রবলভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু ভগবানের একান্তিক ভক্তগণ মুমুক্ষুগণের বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহেন। তাঁহারা লীলাময় পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ দর্শন করেন এবং সমস্ত বস্তু দ্বারা সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সেবাসুখে নিমগ্ন থাকেন। যথা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ভগবানের যাবতীয় বস্তুর প্রতি ভোগাসক্তি রহিত হইয়া ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা তাঁহার প্রীতি বিধান করিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের বৈরাগ্য যুক্তবৈরাগ্য নামে অভিহিত। ভগবানে বিমলপ্রেম থাকায় তাঁহাদের অন্তরে ভোগবাসনা তিলমাত্রও স্থান পায় না। সুতরাং ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল বিষয়গুলি গ্রহণ এবং প্রতিকূল ত্যাগই—সাধুর সাধুত্ব।

——শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী
কার্য্যাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক

প্রকৃত স্বজন

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

গুরু, পিতা, মাতা, পতি, দেবতা, বান্ধব।
নহেক—আপন কেহ—জান এই সব॥
ভক্তি পদে উপদেশি' মৃত্যু হ'তে মোরে।
উদ্ধারিতে—যেই জন শক্তি নাহি ধরে॥
তাঁ'দের এসব আখ্যা না জেনো কখন।
সঙ্গ ফলে লভে জীব গমনাগমন॥
ভক্তি পথে যেই জন করয়ে সহায়।
আপন বলিয়া তারে জান সর্ব্বথায়॥
কৃষ্ণ বিমুখের সঙ্গ, কৃষ্ণ সেবা তরে।
পরিত্যাগ কর মন তুমি চিরতরে॥
যদি বল পিতা মাতা ত্যাগ কেবা করে।
শাস্ত্রের বচন শুন বলি যে তোমারে॥

হিরণ্যকশিপু ছিল প্রহ্লাদের পিতা।
বিষ্ণুর বিরোধী বলি' তাহারে সর্ব্বথা॥
করেছিলেন ত্যাগ প্রহ্লাদ মহাজন।
রাখিয়া সতত হরি-পাদ-পদ্মে মন॥

তেয়াগি' ভ্রাতার সঙ্গ রাজা বিভীষণ।
সীতাপতি রাম পদে লইল শরণ॥

কৈকেয়ী মাতারে ছাড়ি' শ্রীরামচরণ।
সেবেন ভরত সদা হইয়া মগন॥

বলিরাজে কৃপা করি' বামন শ্রীহরি।
তিন পাদ ভূমি মাগে নানা ছল করি'॥
শুক্রাচার্য্য বাধা দিল বামন সেবায়।
গুরু-ব্রুবে ত্যাগ করে বলি মহাশয়॥

ছাড়িয়া বান্ধব-সঙ্গ বিদুর সজ্জন।
কৃষ্ণগুণ গাহি' করে তীর্থ পর্য্যটন॥

দেবতার সঙ্গ ছাড়ি' খট্টাঙ্গ নৃপতি।
কৃষ্ণ-চরণ সেবেন হ'য়ে দৃঢ়মতি॥
করি' পরিত্যাগ পতি যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী।
কৃষ্ণসেবা তরে ছুটে বাধা নাহি মানি॥
"সকল জন্মেতে পিতা-মাতা সবে পায়।
গুরু, কৃষ্ণ, নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়"॥
ছাড়িয়া অসৎ সঙ্গ, ওরে দুষ্ট মন।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পদ করহ ভজন॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ মহারাজ

আচার্য্যদেব ও কৃষ্ণদাস

একদিন আচার্য্যদেব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জীউর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-ভজনে আছেন, এমতাবস্থায় নিষ্কপট ভজনপিপাসু কৃষ্ণদাস নামক এক ব্যক্তি বিনয়াবনতশিরে আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কিছু প্রশ্ন করিবার জন্য উৎসুক হইল। তদ্দর্শনে আচার্য্যদেব তৎপ্রতি কৃপাপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তুমি কি চাও?

কৃষ্ণদাস—আমার নাম কৃষ্ণদাস, আমি সংসার-দুঃখ জলধিমধ্যে কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরের কবলে পতিত হইয়া দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত রহিয়াছি। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী যেরূপ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, তদ্রূপ জাগতিক মোহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও সন্তরণে অপটু আমিও সংসার-জলধিমধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি এবং সংসারের যাবতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী সহস্রচেষ্টা করিলেও সে যেমন ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, অথবা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাইতে পারেন এতাদৃশ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত দয়া ছাড়া সে যেমন বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আমিও সংসার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া মায়াদাস্য

হইতে ছুটিলাভ করিতে অসমর্থ। এমতাবস্থায় এই সংসার যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে, এই সংসার কি বস্তু, ইহাতে কি সার বা অসার আছে, কেনই বা এখানে আসিতে হয়, আমি কে, আমার কর্ত্তব্য কি এবং কি করিয়া এই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন অর্থাৎ বন্ধমোক্ষবিৎ ব্যক্তির চরণাশ্রয় ব্যতীত এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না—ইহা স্থির করিয়া "শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। আমি মূঢ়, আপনার শরণ লইলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয় দূর করত আমাকে আত্মসাৎ করুন। প্রথমতঃ আমার জ্ঞাতব্য বিষয়—সংসার কি ?

আচার্য্যদেব—সংসার শব্দে সাধারণতঃ জগৎ, দেহ, মায়াবন্ধন বা মায়া-জন্য বাসনা প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। আরও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা, ভোক্তা, পাতা এবং নিয়ন্তা পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণই জীবের অবলম্বনীয়। এই কথা যখন ভুলিয়া গিয়া স্বতন্ত্রতাবশে জীব নিজেকেই ভোক্তা, কর্ত্তা, পালয়িতা এবং রক্ষাকর্ত্তা জ্ঞান করে অর্থাৎ 'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' বিচার অবলম্বন করে, তখন তাহাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখী করিবার জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া সংসার-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া সংসারের নানারূপ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করায়।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ" ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

সংসারের সাময়িক সুখ যে কেবল দুঃখদায়ক, অসার ও অনিত্য, জীবন বিগত হইলে ধন-স্বজনাদি সঙ্গে যাইবে না, তাহা উপলব্ধি করিয়া পরা শান্তি-রূপ কৃষ্ণসেবা-সুখ লাভ করিবার অনুকূল স্থান এই সংসার।

মনুষ্য দেহই ভগবদ্ভজনের আদি তরণীস্বরূপ। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জন্মে ভোগময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগোন্মত্ত অবস্থায় ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ইহলোকে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জীবগণ নানা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের সেবাসুখ প্রাপ্ত হইবার সুযোগ সহসা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্য মনুষ্য জন্ম হরি-ভজনের মূল বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই নৃদেহটী সকল দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেহ, অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই সংসার-সমুদ্র-তরণে পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা প্রচালিত হইয়া এই সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়, যিনি তাহা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

অতএব কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির প্রধান উপায়স্বরূপ এই মনুষ্য জন্মেই ভগবান্ সুষ্ঠুরূপে লভ্য। মর্ত্ত্যলোক বা ভূলোক ছাড়া দেব-লোক, গন্ধর্ব্ব-লোক প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সপ্তলোকে মনুষ্য দেহ লাভ করা যায় না। এই ভূলোকের অপর নাম নরলোক।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর এই মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। যে অর্থ লাভ করিলে জগতের কোনও অর্থের প্রতি মানুষের স্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হয় না, সেই অর্থ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের প্রাপ্তিতে তিনি স্পর্শ-মণিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অনাদৃতভাবে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণও যে স্পর্শ-মণির তুচ্ছত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ অফুরন্ত ভাণ্ডারের পরমার্থ বস্তু পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং স্পর্শ-মণিকে নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া সংসারের সমস্ত আশার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। সেই পরমার্থ বস্তু ইহ জগতে দুর্লভ।

অতএব, এই সংসার ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগন্মোহিনী মায়ার তাণ্ডবলীলাস্থলী হইলেও মনুষ্যগণের পক্ষে নিত্য গোলোক-বৃন্দাবন-বিহারী দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মদনমোহন জীউর নিত্য সেবা লাভের অনুকূল স্থান।

কৃষ্ণদাস—ইহাতে কি সার বা অসার আছে ?

আচার্য্যদেব—উপরি লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে এ সংসার অসার। কারণ, পরিদৃশ্যমান জগতের যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, সেই সকলেই উৎপত্তি ও লয় বিদ্যমান। কাজেই যাহা হইতে অনিত্য বিনশ্বর বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাতে কখনও নিত্যত্ব বা সারত্ব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। কিন্তু সংসারটী অসার বা অনিত্য হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, বুদ্ধিমান জনগণ এখানে থাকিয়া সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করত সার বস্তুর অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাস—কেনই বা এখানে আসিতে হয় ?

আচার্য্যদেব—জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।

কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ-১০৮, ১১৭)

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবের যখন স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটে, তখন তাহারা দুষ্পারা মায়ার কবলে পতিত হইয়া এই জগতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। জীব তটস্থা শক্তিজাত ও স্বভাবতঃই মায়া-বশ যোগ্য। 'স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্'। জীবগণ স্বতন্ত্রতাবশে যে সকল সৎ ও অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার ফলভোগস্বরূপ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। জীবগণ অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া যে যে ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করে, দেহান্তে তদ্ভাবানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়।

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ (ভাঃ ১০।১।৩৯…)

এবম্প্রকারে দেহীসকল স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগান্তে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গী-৯-২১০)

জীবগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গ লাভ করে, তথায় প্রভূত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদ-ত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে।

কৃষ্ণদাস—আমি কে?

আচার্য্যদেব—আমি জীব অথবা আত্মা, আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস। " 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে। মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥" এই কথার দ্বারা জানা যায় যে জীব বা আমি স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণ-দাস। কৃষ্ণ সেব্য, আমি সেবক; কৃষ্ণ প্রভু, আমি দাস; কৃষ্ণ যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; কৃষ্ণ পূর্ণ চিদ্বস্তু, আমি অণু চিদ্বস্তু; সুতরাং ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমি বিরূপে মায়ার দাস হইলেও স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস—আমার কর্ত্তব্য কি?

আচার্য্যদেব—সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই জীবগণের কর্ত্তব্য। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনম্"। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবা করাই প্রয়োজন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
(ভাঃ-৯।৪।১৬-১৮)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তিরহিত হইয়া এবং জ্ঞান ও কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলনতৎপর হওয়াই জীবের কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণদাস—কি করিয়া এই যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়?

আচার্য্যদেব—শ্রদ্ধা সহকারে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার

উপদিষ্ট কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র ও গায়ত্রী সম্যক্‌রূপে যথাক্রমে কীর্ত্তন ও জপ করিতে করিতে অহৈতুকী ভক্তিপ্রভাবে জীবের অনর্থ উপশান্ত হইয়া যাইবে। অনর্থোপশমে সংসারের যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণাময় আধ্যাত্মিকাদি তাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জীবাত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

—শ্রীরাসবিহারী দাস অধিকারী (ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন)

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

(দ্বিতীয় প্রকার)

শ্রী পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় শ্রীযুত জিতেন্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনার ভাষা ও ভঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া অযাচিতভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে কয়েকটী কথা না লিখিয়া পারিলাম না।

শ্রীযুত বসু মহাশয় যে কয়টী প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা অতি গম্ভীর ও জটীল। তাঁহার ভাষায় তিনি নিজেকে "অবৈষ্ণব" বলিয়া বর্ণন করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও বৈষ্ণবতাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর বহু ব্যক্তির মঙ্গল বিধান করিবে। এজন্যই তিনি উদার ও জীবদুঃখে দুঃখী। বৈষ্ণবগণের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও অপরের মঙ্গলার্থ অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

১। "বৈষ্ণব" শব্দে বিষ্ণুভক্তকেই বুঝা যায়, তাহার সঙ্গে বৈশিষ্ট্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবের বাহ্য বেষমাত্র গ্রহণ করিয়া অনেকে সরল প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করেন।

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র বিষ্ণুপূজানিরত ব্যক্তিকেই বৈষ্ণব বলা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্রতী ব্যক্তিগণও আপনাদিগকে "বৈষ্ণব" আখ্যায় পরিচিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। আজকাল শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত না হইলেও শব্দগুলির অপব্যবহার করাটাই বর্ত্তমান সমাজের একটা

মজ্জাগত স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটী উদাহরণ না দিয়া পারিলাম না। যথা—জয়ন্তী, প্রেম, হরিজন প্রভৃতি। জয়ন্তী শব্দটী কেবল শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবার কথা—তাহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ *, কিন্তু শব্দটী শুনিতে ভাল এবং মূল্যবান্ বলিয়া সাধারণ ত্রিগুণতাড়িত মায়াবদ্ধ জীবের জন্মতিথিতেও উহা ব্যবহৃত হইতেছে। "প্রেম" শব্দটীর অর্থ শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫)

কিন্তু এই শব্দটীর কিরূপ অসদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার হইতেছে তাহা বসু মহাশয়ের অজ্ঞাত নাই। "হরিজন" শব্দটীও তদ্রূপ। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ একমাত্র বৈষ্ণবকেই বুঝায়, কিন্তু তাহারও অপব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ জাগতিক কোন কার্য্য করিয়া পাঁচজনের নিকট বাহবা কুড়াইয়া "বৈষ্ণব" আখ্যায় খ্যাত হইতে অনেকেই ব্যস্ত বলিয়া "শুদ্ধ বৈষ্ণব" শব্দের প্রয়োগ। শাস্ত্র ও বৈষ্ণবগণের ভাব বড়ই গম্ভীর। বসু মহাশয়ের ভাষায় প্রকৃত বৈষ্ণবকে অশুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পৃথক করিয়া বলিবার জন্যই "শুদ্ধ বৈষ্ণব" আখ্যা দেওয়া হয়। নচেৎ কোমলশ্রদ্ধ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভ্রান্তি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে ২য় প্রশ্নের উত্তরে আরও কিছু অর্থ স্বতঃই ব্যক্ত হইবে।

নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষৎ প্রভৃতিতে 'পর' 'অপর' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পর ও অপর দুই শব্দের অর্থই এক—'অন্য', এই অর্থ সাধারণ। কিন্তু বৈদান্তিক পরিভাষা অনেক সময় ব্যাকরণের ব্যক্ত অর্থকে অতিক্রম করিয়া একটী সুন্দর অর্থ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১ম অধ্যায়ে দুর্য্যোধনের কথিত অপর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত শব্দেরও এইরূপ বিপরীত অর্থ

---

*"জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীং তেন তাং বিদুঃ।"
(বিষ্ণুপুরাণ)

কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্ যত্র কলৈকা রোহিণী নৃপ।
জয়ন্তী নাম সা জ্ঞেয়া উপোষ্যা সা প্রযত্নতঃ॥
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১৫শ বিলাস)

জয় ও পুণ্য প্রদান করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ তিথিকে জয়ন্তী নামে কীর্ত্তন করেন। হে ভূপাল, কৃষ্ণাষ্টমীতে কলামাত্র রোহিণী নক্ষত্র থাকিলে তাহাকেই জয়ন্তী বলে। যত্নপূর্ব্বক তাহাতে উপবাস করিবে।

জানা যায়। এইরূপ অর্থের তারতম্যহেতু—বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি। অর্থাৎ প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তির ধারণার্থকে বিদ্বৎপ্রতীতি ও সাধারণ অর্থবোধক ধারণাকে অবিদ্বৎপ্রতীতি বলে। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব ভক্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী ও নির্গুণা ভক্তি। যথা—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥
অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ॥
কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ সঃ সাত্ত্বিকঃ॥
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ (ভাঃ ৩।২৯।৭—১২)

অর্থাৎ—অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষে প্রকার-ভেদে ভক্তিযোগ বহুভাবে প্রকাশিত; পুরুষের স্বভাবভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তি-ভেদে অভিপ্রায়-ভেদ অর্থাৎ ফলসঙ্কল্প-ভেদ বশতঃ ভক্তিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রোধী, ভেদদর্শী পুরুষ হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্যের উদ্দেশে আমার প্রতি যে ভক্তি করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি 'তামস ভক্ত' বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি বিষয়, যশঃ, ঐশ্বর্য্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি 'রাজস ভক্ত'। আবার যিনি পাপক্ষয়, পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে অথবা 'ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য' এইরূপ বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করেন, তিনি 'সাত্ত্বিক ভক্ত'। আমার গুণ-শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভি-নিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণ-রহিতা।

উপরোক্ত শ্লোকসমূহের অর্থদ্বারা ভক্তির তারতম্য স্পষ্টই বিবৃত হইয়াছে। 'ভক্তি' শব্দটী মনের আঁকু পাঁকু ভাব অথবা দুর্ব্বলচিত্তের সাধারণ রোদন, শ্মশান-

বৈরাগ্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হওয়া অকর্ত্তব্য বিধায় 'পরা-অপরা', 'হৈতুকী অহৈতুকী' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োজন। শাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটী মার্গের কথা শুনা যায়। প্রবৃত্তি মার্গের ব্যক্তিগণ ধন, জন, প্রতিষ্ঠা, পশু, অন্ন, স্বর্গ প্রভৃতিকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রবিধিমতে কতকগুলি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন এবং কামনাদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া ঐসকল কামনামূলে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন তাহা হৈতুকী অর্থাৎ কোন একটী হেতু লইয়া ভক্তি। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবাই অহৈতুকী ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।৬ শ্লোকে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

এই শ্লোকে পর-ধর্ম্ম ও অহৈতুকী শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে পর অর্থে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের যাজন জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম। তাহা কোন প্রয়োজন হেতু না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক হইলেই তাহা শ্রেষ্ঠ ও অহৈতুক। তদ্দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা আত্মার প্রসন্নতা সাধনের হেতু ভক্তি যাজন না করিয়া দেহ-মনের সুখ-সুবিধা লইয়া তদনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অপরাভক্তি বা হৈতুকীভক্তির সাধক।

এখানে বসু মহাশয়ের কথিত "দলছাড়া" করার কথা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রোগী ও সুস্থ উভয়ের একরূপ পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া ভেদ করার ন্যায় সাধারণ কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য অর্থাৎ প্রাথমিক বৈষ্ণবগণের পন্থা সুগম ও সহজ করিবার জন্যই শাস্ত্রের ঈদৃশ নির্দ্দেশ। সুস্থ ব্যক্তির খাদ্যাখাদ্য বিচারের বেশী প্রয়োজন নাই, সহজেই সকল খাদ্য যাঁহারা অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত। কিন্তু অজীর্ণ রোগীর পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন করিয়া না চলিলে যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির প্রাথমিক সাধনকালে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, ভক্তি-অভক্তি প্রভৃতির জ্ঞান তথাকথিত সাধকের দুর্ব্বোধ্য বলিয়া ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ভক্তি' যাজনের নিমিত্ত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার ব্যক্ত করিয়াছেন।

২। শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে পরা-অপরা, হৈতুকী-অহৈতুকী ভক্তির উল্লেখ আছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি—

নন্বঙ্গ ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ (ভাঃ ১০।২৩।২৬)

স্বার্থদর্শী বিবেকী ব্যক্তিগণ আত্মা এবং প্রিয়রূপী আমাতে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই তাহা অহৈতুকী। সুতরাং তাহা অব্যবহিত অর্থাৎ কোনকালে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা তাহা ব্যবহিত হয় না; সুতরাং নিরন্তর চলিতে থাকে।

মুণ্ডক উপনিষদেও 'পরা' 'অপরা' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি, হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরাচ ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥" (১ম মুঃ উঃ ১।৪—৫)

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণ বলেন যে বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব—চারিবেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এবং ছয়টী বেদাঙ্গ সবই অপরা বিদ্যা; আর যাহা হইতে সেই অক্ষর ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই পরা। ভোগ করিবার বিধি, ভোগসামগ্রী, ঐ সকল দ্রব্য রচনা করিবার বিধি, নানাপ্রকার যজ্ঞ-বিধি এবং তাহার ফল বিস্তৃতভাবে বেদে বর্ণিত আছে। সেই সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে অপরা বিদ্যার বাধ্য হয়। ছয়টী বেদাঙ্গের মধ্যে 'শিক্ষা' গ্রন্থে বেদের যথার্থ উচ্চারণের বিধি, কল্পে যজ্ঞাদির বিধি, ব্যাকরণে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগপূর্ব্বক শব্দ-সাধনের প্রক্রিয়া শব্দার্থবোধক বিধি এবং শব্দ প্রয়োগাদির নিয়ম, নিরুক্তে বৈদিক শব্দ সমূহের অর্থ, ছন্দে বৈদিক-ছন্দ সকলের ভেদ ও জাতির বর্ণন এবং জ্যোতিষ-গ্রন্থে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি আর তত্তদ্গ্রহাদির সহিত জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। এই বেদ ও বেদাঙ্গে যে সকল অংশে ভোগের কথা আছে, তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে আর তাহারই মধ্যে যে সকল বিষ্ণুভক্তির কথা—তাহাই পরা। সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবানের নিঃশ্বাস স্বরূপ অপৌরুষেয় (যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে) গ্রন্থ বেদশাস্ত্রেও পরা-অপরা, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভেদ-দর্শন করা যাইতেছে। ঐ মুণ্ডকেই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যার অধীন জীবকে নিন্দা করিয়াছেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥

(১ম মুঃ উঃ ২।৮—৯)

অন্ধব্যক্তির মার্গপ্রদর্শক যদি অন্ধ হয় তবে যেমন উভয়েই গর্ত্তাদিতে পতিত হইয়া বিপদকে বরণ করে, তদ্রূপ অবিদ্যার অধীন মূর্খ জীব নিজকে পণ্ডিত অভিমান করিয়া ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ-বাসনা দ্বারা ক্রমশঃ পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে গমন করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

অবিদ্যার অন্তর্গত জীব ইহলোক ও পরলোকে উত্তম উত্তম ভোগপ্রাপ্তির সাধন জন্য নানাপ্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মের উত্তম ফল যে মহাদুঃখ তাহা জানিতে না পারিয়া উচ্চ যোনি হইতে চ্যুত হইয়া নীচ যোনিতে গমন করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

ঐ মন্ত্রদ্বয়ের পরই পরা-বিদ্যার অধীন জীবের প্রশংসা করা হইয়াছে—

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥

(১ম মুঃ উঃ ২।১১)

জাগতিক ভোগসকল দুঃখজনক জানিয়া যাঁহারা উহা ত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞানের ইচ্ছায় শান্ত-স্বভাব বিদ্বান তপঃ ও শ্রদ্ধার সেবনার্থ অরণ্যে বাস করেন তাঁহারা সূর্য্যদ্বারে বিরজায় গমন করেন যেখানে সেই অব্যয়াত্মা পুরুষ বিরাজিত আছেন অর্থাৎ ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবনার্থ তপস্যা ও ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া তত্তৎ সাধন-চেষ্টায় কাল অতিবাহিত করিলে পরিণামে নির্ম্মল বিশুদ্ধ নিত্যসুখময় স্থানে গমন করেন।

(সূর্য্যদ্বারকে উত্তম গতি বলা হইয়াছে। উপনিষদে ও গীতায় দুইটী পথ বর্ণিত আছে—দেবযান ও ধূম্রযান। শরীর ত্যাগের পর সূর্য্যদ্বারে অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত স্থানে লইয়া যায়—ইহাই দেবযান। আর চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া পুনশ্চ পৃথিবীতে পুনরাবর্ত্তন হইলে তাহাকে ধূম্রযান বলে।)

উপরোক্ত কয়েকটী স্থানে পরা-অপরা প্রভৃতির বর্ণন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখানে সদাচারী ব্যক্তির প্রশংসা আর অসদাচারীর নিন্দার কথা দেখিয়া কি শাস্ত্রসকলকেও পক্ষপাতযুক্ত বিচার করা হইবে? তাহা নহে। শ্রীযুত বসু মহাশয় যে "অবৈষ্ণবদের দলছাড়া করার কথা" উল্লেখ করিয়াছেন বা "ধর্ম্মমার্গে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের" কথা জানাইয়াছেন, ইহার একটী নিগূঢ় বিচার আছে। শাস্ত্র বা সাধুগণের বিচার খুবই গম্ভীর। তাহা সাধারণ ধারণা লইয়া বুঝিতে গেলে ভ্রান্ত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনের উক্তি কয়েকটী

পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম; আশা করি ইহা দ্বারাই উপযুক্ত ধারণার সুমীমাংসা হইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তাহাতে গুণ বই দোষ হয় না। শ্রীভাগবতে শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহিয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥ (ভাঃ ২।১।৩—৪)

হে রাজন্! বিষয়িলোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে অথবা স্ত্রীসঙ্গে রাত্রিযাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থ-চেষ্টায় বা কুটুম্বভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র ইহাদের সকলকেই নিজজন বলিয়া প্রমত্ত থাকে বলিয়া তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও অসদ্‌বৈরাগীর নিন্দা করিয়াছেন—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭, ১২০)

উপদেশস্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত-সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না।"

শ্রীযুত বসু মহাশয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও তাঁহার পর-দুঃখ-দুঃখী ভাব আমাকে উল্লসিত করিয়া এই কয় পংক্তি লিখিতে বাধ্য করিয়াছে। আশা করি মদীয় ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি গ্রহণ না করিয়া কথার সার গ্রহণ করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভগবানের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০৭ পৃষ্ঠার পর)

গীতায় উক্ত শ্লোকসমূহে (গী ১৬।৭—২০) আসুরীক বৃত্তির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত। দুই প্রকারের লোক চিরকালই জগতে আছে। এক প্রকারের লোক দেবতা আর এক প্রকারের লোক তদ্বিপরীত অর্থাৎ অসুর। পূর্ব্বে রাবণের মত ২।১টি অসুর ছিল যাহারা সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাকে হরণ করিয়া ধ্বংস হইত। এখন সেই রাবণের গোষ্ঠী লক্ষ-কোটি গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই সীতাপহরণ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দিয়াছে। ফলে অসুরগণের মধ্যে বহুমুখী আদর্শ আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের শত্রু করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছে আমি চালাকি করিয়া সীতাকে ভোগ করিয়া লইব। কিন্তু ফলে সকলেই রাবণের ন্যায় সবংশে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। জগতে কত বড় বড় হিট্‌লারাদি মহা-মহাবলীয়ানেরই জন্ম হইল কিন্তু ভগবানের লক্ষ্মী সীতাকে ভোগ করিবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই প্রকার অন্যায় ভোগ প্রবৃত্তিই 'In the dispensation of providence mankind cannot have any rest' এর মূলীভূত কারণ।

অসুরগণ কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্তি করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারে না এবং কোন্ বিষয়ে নিবৃত্তি করিতে হয় তাহাও জানে না। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিচার করিতে হয়। সুতরাং আসুরীক ভাবাপন্ন 'mankind' এর রাবণ-প্রণোদিত সন্ন্যাস-রোগ নিবৃত্তি করিতে হইলে তাহার প্রবৃত্তিটি ফিরাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে যেমন তার পারিপার্শ্বিক শুচি ও আচার প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিতে হয়, সেই-প্রকার আসুরীক স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মনুষ্য জাতিকে শুচি, আচার এবং সত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। "যত মত তত পথ" বলিয়া লোক-বঞ্চনা করিয়া শুচি, অশুচি, আচারবান্ ও দুরাচার অথবা সত্যাশ্রয়ী, মিথ্যাশ্রয়ী প্রভৃতি সকলকেই এক করিয়া ফেলিলে কোনদিনই রোগের চিকিৎসা সম্ভব হইবে না।

অসত্যাশ্রয়ী অসুরগণ এতই হতজ্ঞান যে তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই শরীরের অসত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াও সেই শরীরকেই সকল কার্য্যের কেন্দ্র করিয়াছে। তাহারা বুঝে না যে "শরীরী"ই সত্য বস্তু আর "শরীর"ই অসত্য বস্তু। তাহারা

বিবর্ত্তবাদে মোহিত হইয়া স্থির করিয়াছে যে, এই জগতের বৃহত্তম শরীরেরও কোন শরীরী নাই। তাহারা নিজ শরীরে বিবর্ত্ত করিয়া যেমন শরীরী-রূপ আত্মার বা চেতনের কোন সন্ধান রাখে না সেই প্রকার মহৎ শরীর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও যে কোন শরীরী আছে তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা নিজেকেও যেমন শরীর-সর্ব্বস্ব মনে করে সেই প্রকার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহৎ শরীর দেখিয়াই প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব মনে করে। কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে তাহারা nature nature বলিয়া সহজেই সমাধান করিতে চাহে। তাহাদের মধ্যে আর একটু উচ্চ স্তরের বুদ্ধিমান ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত অব্যক্ত বলিয়াই মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। কিন্তু এই সকল অব্যক্ত-ব্যক্ত প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে বহুদূর যে সনাতন ভাব বর্ত্তমান আছে তাহার সন্ধান রাখিতে অসুরগণ স্বাভাবিক ভাবেই অপারগ।

অসুরগণ এইভাবে নষ্টবুদ্ধি হইয়া দূরদৃষ্টির অভাবে বহু প্রকার জগতের অহিতকর উগ্রকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সেই সকল উগ্রকর্ম্মের ফলস্বরূপই আণবিক বিস্ফোরকের আবির্ভাব হইয়াছে। অসুরগণের বহুপ্রকার উগ্রকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা plan কোনদিনই জগতের হিত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বকালে রাবণ মহাশয় যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে বঞ্চনা করিয়া জনসাধারণের উপকারের জন্য স্বর্গের পাকা সিঁড়ি বাঁধিবার পরিকল্পনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন, সেইপ্রকার রাবণ-বংশধরগণও জনসাধারণের উপকার করিবার জন্য বহুপ্রকার plan করিয়াছেন। একটি অসুরের plan কিন্তু অপর অসুরের plan এর সহিত খাপ খায় না। কেহ বলেন আমার planটি বড় চমৎকার সুতরাং আমাকেই তোমরা ভোট দাও। আবার বিপক্ষ কেহ বলেন যে তাঁহার planই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অতএব তাঁহাকেই ভোট দেওয়া উচিত। এই ভোটের যুগে কে কাহাকে ভোট দিবে এই বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করায় সকল স্বর্গের সিঁড়িই অকালে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে দূরদৃষ্টিহীন নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণের এই-প্রকার বহু plan উদ্ভাবিত হইলেও কোনদিনই জগতের শান্তি আনিতে পারে না। সকল অসুরগণ কিন্তু ভগবান্‌কে ফাঁকি দিয়া তাঁর লক্ষ্মীকে ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বতঃ একমত।

প্রত্যেক অসুরেরই দম্ভ আছে যে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান ও মানী ব্যক্তি আর কেহই নাই। সুতরাং তিনি যে সকল কামনাদি দ্বারা চালিত হইতেছেন

তাহা সমস্তই লোকহিতকর। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে, তাহার সমস্ত কামনাই মোহগ্রস্ত এবং অসৎ। কিন্তু সেই-প্রকার অসদাগ্রহ করিয়াও অসুরগণ বহু প্রকার ছলনা-চাতুর্য্য বিস্তার করিয়া প্রভাব বিস্তার করে।

অশুচিব্রত অসত্যাশ্রয়ী অসুরগণের চিন্তার ধারা অপরিমেয়। তাহারা স্বকপোলকল্পিত নেতা সাজিয়া দেশের ও দশের কি ভাবে উপকার হইবে তাহা চিন্তা করিতে করিতে বিব্রত হইয়া পড়েন। 'হাটের এত লোক কোথায় শয়ন করিবে' এই প্রকার চিন্তাধারা কালান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়। আমার ভোগ, আমার পুত্রের ভোগ, আমার পৌত্রের ভোগ, তস্য সন্তানের ভোগ, তস্য সন্তানস্য সন্তানের ভোগ ইত্যাকার ভোগের চিন্তা করিতে করিতে পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কিভাবে ভোগের ব্যাপারটা সুদৃঢ় হইতে পারে তাহারই পর্য্যায়ক্রমে বহুমুখী 'ভোগ' বা 'বাদ' সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভোগের পরিবর্ত্তে যখন দুঃখের অবতারণা হয় তখন সেই সকল অসুরগণ কাম-ভোগের জন্য জীবহিংসা প্রভৃতি সাধন করিয়া অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে। অসীম কাম-ভোগের জন্য কোটি কোটি টাকাও সঞ্চয় করিয়া তাহাদের আশা পরিতৃপ্ত হয় না। অন্যায়ভাবে যে যত অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারঙ্গত সে তত বড় প্রধাণ হইয়া উঠে। শত শত আশা-পাশের দ্বারা বদ্ধ কাম-ক্রোধপরায়ণ অসুরগণ সামান্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক শরীর-সর্ব্বস্ব কামোপভোগাদির জন্য অন্যায়ভাবে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া যেমন ক্ষান্ত নহে, অপর পক্ষে বিপক্ষ অসুরগণও সেইপ্রকার আশা-পাশের দ্বারা চালিত হইয়া ঐসকল অন্যায়ভাবে সঞ্চিত অর্থগুলি পুনঃ অন্যায়ভাবে অপহরণ করিবার চেষ্টায়ও বড় কম দক্ষ নহে। সুতরাং এইপ্রকার অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের ব্যাপারে আসুরীক প্রতিযোগীতা কিভাবে মনুষ্য জাতির মঙ্গল আনয়ন করিতে পারিবে? অতএব 'In the dispensation of providence mankind cannot have any rest' এই কথার সমাধান অসুরগণ কর্ত্তৃক কখনই হইতে পারিবে না।

অসুরগণের সর্ব্বদাই চিন্তা অদ্য ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা বাড়াইতে পারিলাম। "অদ্য বাজারে ফট্‌কাবাজী করিয়া এত লাভ করিলাম, আগামী কল্য এই এই জিনিষগুলির দর বাড়িলেই আবার এত লাভ হইবে। সুতরাং আমার Bank Balance এত ছিল এইবার এত হইল। এইভাবে অদূর ভবিষ্যতে আরও জমা বাড়িবে।"

আমার অমুক শত্রুটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর শত্রুটি শীঘ্রই হত হইবে।

সুতরাং শীঘ্রই আমি নিশ্চিন্ত হইব। এইভাবে শত্রু-হনন-কার্য্যে আমি বিশেষ পারদর্শী বলিয়া আমিই ভগবান্। ভগবান্‌কে আবার কোথায় খুঁজিতে হইবে? 'শত শত ভগবান্ ঘুরিছে সম্মুখে তোমার'। এইপ্রকার অসুরীক বিচার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহারা ভগবানের অমৃত কথা শুনিতে মোটেই রাজী নহে। তাহারা বলে ভগবান্ আবার কে? আমিই ত' ভগবান্। আমি যখন অন্যায় ভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়া জগতকে ভোগ করিতে পারি তখন আমিই ত' ভগবান্ এবং আমিই ত' ভোগী, সুখী, বলবান্ এবং সিদ্ধ। যাহাদের বল নাই, অর্থ নাই, তাহারাই ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া আমাদের সম্মান করিবে। অন্য ভগবান্‌কে ডাকিবার কি প্রয়োজন আছে?

অসুরগণের ধারণা যে তাহাদের অপেক্ষা ধনজনবান আর অন্য কেহ নাই। যক্ষাদির কাছে তাহার ধন সঞ্চিত থাকিবে এইপ্রকার অজ্ঞান-বিমোহিত অসুর-গণ অনেকপ্রকারের চিত্ত-বিভ্রান্ত হইয়া মোহজালের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যায়। সেইপ্রকার মোহজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া কাম-ভোগরূপ অশুচি নরকে পতিত হইয়া যায়।

অসুরগণের যে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান তাহাও ধন-মান-মদান্বিত, আত্মতৃপ্তিকর ও হিংসাপরায়ণ। তাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নামমাত্র যজ্ঞ দম্ভের সহিত অনুষ্ঠান করে। অহঙ্কার-বলদর্প-ক্রোধ-কামাদির দ্বারা মিশ্রিত বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া এ'টি আমার দেহ এবং ঐটি অপরের দেহ, আমি হিন্দু, ঐ ব্যক্তি মুসলমান্, আমি বাঙ্গালী, অমুক অবাঙ্গালী, আমি জার্ম্মান, তিনি ইংরাজ ইত্যাদি বিচার করিয়া জীবহিংসা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া যায়। সেইপ্রকার হিংসাপরায়ণ ক্রুর-নরাধমগণকে ভগবান্ তাঁর দৈবী মায়ার ত্রিশূল বিদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার অশুভ, অশুচি, অসুরযোনিতে নিক্ষেপ করেন। এবং পুনঃ পুনঃ অসুর-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই নরাধম মূঢ় অসুর জন্মজন্মান্তরেও শ্রীভগবান্ এবং তাঁর নামরূপলীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপ অধমগতি লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয় চরণ দে

এডিটর ব্যাক্-টু-গড্ হেড

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বক্তব্য

আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠক-পঠিকাবর্গের নিকট পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, এ বৎসর ২৬শে আষাঢ় হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন আরম্ভ করিবেন। তদনুসারে পত্রিকার পাঠকগণকেও এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নিবেদন করিয়াছি। উক্ত তারিখ হইতে সমিতির প্রতিষ্ঠিত মঠ ও প্রতিষ্ঠানসমূহে যথানিয়ম চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উদ্‌যাপন আরম্ভ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নবদ্বীপ তেঘরিপাড়াস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, সিধাবাড়ী গ্রামস্থ সিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ ও বাগবাজার বোসপাড়া লেনস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে বিশেষ আগ্রহ, যত্ন ও কঠোরতার সহিত উক্ত ব্রত পালিত হইতেছে। বর্ত্তমান চান্দ্র-শ্রাবণ মাস হইতেই সমিতির সভ্য ও সেবকগণ পটোল, লাউ, কলাই ডাল, সিম, বরবটী, বেগুন, কলম্বী শাক, পুতিকা প্রভৃতি চারি মাসের জন্য অতি যত্নের সহিত বর্জ্জন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, "শ্রাবণে বর্জ্জয়েৎ শাকং" শাস্ত্রের এই বাক্যানুসারে শুদ্ধ-ভক্তগণ সযত্নে সকল প্রকার শাক পরিত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত ২৬শে আষাঢ় যথাশাস্ত্র নখ-রোমাদি চারি মাসের জন্য ধারণোদ্দেশ্যে ক্ষৌরাদি কর্ম্মও সমাপ্ত হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্যে সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসনাদি ও বিবিধ ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে সাধুসঙ্গে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই চাতুর্ম্মাস্য পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতি ইহা সাগ্রহে পালন করিতেছে ও করিবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইতেছি যে, কতিপয় 'কিশোরী ভজা' ও 'ভজন খাজা' সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মধ্বজী গৌড়ীয়-নামধারী গুরুদ্রোহী পাষণ্ড চাতুর্ম্মাস্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া প্রচার করিবার ঢং দেখাইতেছে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই 'ভজন-খাজা' সম্প্রদায় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে সাবধান করিতেছি। এই গুরুত্যাগী ভজন-বিরোধী-সম্প্রদায় সহজিয়াগণের উচ্ছিষ্টভোজন করিয়া পাতিত্য বরণ করিয়াছে। আমরা ইহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিব। ইহারা এইরূপ বলিবারও ধৃষ্টতা পোষণ করে যে, শাস্ত্রও নাকি তাহাদের মতের পোষকতা করিতে পারে। আমরা জানি, শয়তানও তাহার মতবাদ পোষণের

জন্য শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকে—Devils can quote scriptures. সে যাহা হউক, আমরা উক্ত 'ভজন-খাজা' সম্প্রদায়ের যুক্তি নিরসনকল্পে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন সম্বন্ধে শাস্ত্রের যাবতীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া পাঠকবর্গকে একটী প্রবন্ধ পরে পরিবেশন করিব।

শ্রীশ্রীঅযোধ্যা-ধাম পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবেন, প্রতি বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অতি আদরের সহিত যথাশাস্ত্র **ঊর্জ্জব্রত পালন** উপলক্ষে ভগবৎ ও ভাগবত-ধাম পরিক্রমা করিয়া থাকেন। এই বৎসর কার্ত্তিক-ব্রতকালে **শ্রীশ্রীঅযোধ্যা-ধাম পরিক্রমার** সঙ্কল্প করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আগামী ১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর মঙ্গলবার, ত্রয়োদশীর দিন হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ (সংরক্ষিত) গাড়ীতে বেলা ১০টার সময় সমিতির সভ্যগণ যাত্রা করিবেন। সুতরাং অযোধ্যা পরিক্রমার যাত্রিগণ তদনুসারে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন। আমরা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট এই পরিক্রমা উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি। যাঁহারা শ্রীশ্রীপরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে নিয়মাবলীর জন্য শ্রীপরিক্রমার নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসব শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন দেশীয় বহু শুদ্ধভক্তের সমাবেশ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইউ-পি, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশ হইতে সমাগত ভক্তগণের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এই বৎসরের যাত্রী-সংখ্যা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধভক্তি প্রচার ও আচার-ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেছেন—ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্ম্মের নামে কৃত্রিমতা অধিক দিন চলিতে পারে না; নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুমাত্রেই তাহা ধরিয়া ফেলেন। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রচার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া 'কর্ত্তাভজা', 'ভজন-খাজা' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে পরশ্রী-কাতরতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সমিতির আনুগত্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিগত ১২ই আষাঢ় শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক-অন্তে উষঃকীর্ত্তনমুখে "শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি"—গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীল ঠাকুরের রচিত "জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে" প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়; পরে "নমো নমঃ তুলসী মহারাণী"—এই গীতিটী কীর্ত্তনমুখে তুলসী-আরতি কীর্ত্তন ও পরিক্রমা হয়। যদিও ইহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাত্যহিক কৃত্য, তথাপি ঠাকুরের বিরহ উপলক্ষে ইহা বিশেষ উৎসাহ ও উজ্জ্বলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগারতি কীর্ত্তন হইবার পর দূরদেশ হইতে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রসাদ সেবান্তে মঠের সেবকগণ তাঁহাদিগকে লইয়া ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য আচার-বিচার সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী করেন। কেহ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী আলোচনা করেন, কেহবা তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষণী হইতে তাঁহার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন, কেহবা তাঁহার রচিত শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতির গীতিগুলি মৃদুস্বরে কীর্ত্তনমুখে আলোচনা করেন, কেহবা শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'জৈবধর্ম্মের ভূমিকা' পাঠ করেন, কেহবা মৌখিকভাবে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কেহবা অপরাহ্নে বিরাট অধিবেশনের

আয়োজন ব্যাপারে তৎপর হন, কেহবা সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত বিরহ উৎসবের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণের আয়োজনে লিপ্ত হন এবং কেহবা শ্রীল ঠাকুরের অভিরুচী অনুসারে পৃথগ্‌রূপে বিশেষভাবে রন্ধনাদির আয়োজনে তৎপর ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় একটী বিরাট বিরহ-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় চুঁচুড়া সহরস্থ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিসকল যোগদান করিয়া সমিতির সভ্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সভায় প্রারম্ভিক কীর্ত্তনের পর "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" গীতিটী অতি সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত "শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ" সংস্কৃত গীতিটী তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতি সম্পাদন করেন। (শ্রীল ঠাকুরের এই সংস্কৃত পদ্যটী পূর্ব্বে বহুল প্রচারিত না হওয়ায় আমরা ইহা বঙ্গানুবাদ সহিত আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।) অতঃপর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ মহোদয় সমাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রার্থনানুসারে তাঁহাদিগকে বিরহ-মহোৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে উপদেশ প্রদান করেন। নিম্নে যথাসম্ভব তাঁহার ভাষায় সংক্ষেপে তাঁহার বক্তৃতা উদ্ধৃত হইল।

মহারাজের বক্তৃতার সংক্ষেপ মর্ম্ম

"আমরা প্রতি বৎসর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবন-চরিত এবং তাঁহার বিরহ-তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে কীর্ত্তন করিয়া থাকি। আপনারা সকলেই এই মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য জীবনীর কথা বহুবার বহুক্ষেত্রে শ্রবণ করিয়াছেন। আমি তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আপনাদের সময়ক্ষেপণ করিব না। তবে একটীমাত্র বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রতি বৎসরই এই বিরহতিথির সমাগম হইয়া থাকে। বিরহ জীবমাত্রকেই ব্যথিত করে। সুতরাং প্রতি বৎসরই ব্যথিত হইবার জন্য এত আয়োজন ও ঘটা কেন? হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলীতে কাহারও উৎসাহ থাকিতে পারে না, অথচ বৈষ্ণবগণের পরিভাষা লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, বিরহও একটী উৎসববিশেষ। উৎসব শব্দের অর্থ—আনন্দ। লোকের হৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করাইয়া আনন্দ-লাভ করাই বিরহ উৎসবের উদ্দেশ্য নহে, অথচ বিরহ-ব্যাপার আনন্দদায়ক বলিয়াই বৈষ্ণবগণ

বিরহোৎসব পালন করিয়া থাকেন। আমরা সকলেই "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—আনন্দের সন্তান, নিরানন্দ আমাদের স্বরূপ নহে। আমাদের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-কণা, তাহাতে উদ্বেগ, নিরানন্দ, দুঃখ, শোক প্রভৃতির ছায়ামাত্রও নাই। তথাপি বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'বিরহ' একটী রস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিরহ-রসের অন্তরালে যে পূর্ণানন্দস্বরূপ ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাহাই উৎসব। পার্থিব-শোক মানুষকে সংসারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু বিরহ জীবকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে নিহিত করে। শোকাভিভূত ব্যক্তি শূদ্র, কিন্তু বিরহ-কাতর ব্রাহ্মণোত্তম নির্গুণ ভক্ত। সুতরাং শোক ও বিরহে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-নরক পার্থক্য রহিয়াছে। শোকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করিয়া হীনবীর্য্য করিয়া ফেলে, কিন্তু বিরহ ভগবদ্ভক্তকে প্রচুর পরিমাণে সেবোৎসাহে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে। সুতরাং আপনারা শোক ও বিরহ-তত্ত্বকে এক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। যদিও শাস্ত্রকারগণ 'বিরহ'-শব্দের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে 'শোক'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি এই শোক শব্দের দ্বারা অপ্রাকৃত বিরহ-তত্ত্বই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাকৃত মায়া-মোহগ্রস্ত শোকের কথা উদ্দিষ্ট হয় নাই।

বিরহের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে অব্যক্ত নিত্যানন্দের উচ্ছ্বাস বর্ত্তমান, তাহা আমরা প্রাকৃত জগতেও বহুক্ষেত্রে কাব্যরসের রসিকগণের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি। উদাহরণ-স্বরূপ আপনাদের নিকট আমি নিবেদন করিতে চাহি—আপনারা ব্যবসায়ী কীর্ত্তনীয়ার সুললিত করুণকণ্ঠে রামলীলার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন-চাতুর্য্যে আপনাদের হৃদয় বিগলিত হয় এবং তাহাতে আপনাদের প্রচুর পরিমাণে করুণ-রসের উদ্রেক হইয়া দরদর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে থাকে। আপনারা এইরূপ কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকেন। এইরূপ করিবার কারণ অনুসন্ধান করিলে আপনারা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, করুণ-রস দুঃখদায়ক হইলেও তাহার অন্তরালে এমন অব্যক্ত আনন্দ আছে, যাহার জন্য আপনারা সর্ব্বদাই লালায়িত। আপনাদের এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, আপনাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত করিয়া উদ্বেগের সৃষ্টি করেন। সুতরাং বৈষ্ণবগণের বিরহ-উৎসব কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই উপমার সহিত তুলনা করিলে কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারিবেন। বিরহ—উদ্বেগদায়ক হইলেও আমরা প্রতি বৎসর

ইহার আলোচনা করিয়া আনন্দ অনুভব করি এবং আপনাদিগকেও সেই আনন্দের অংশভাগী হইতে আহ্বান করিয়া থাকি।

বিরহের অপর নাম বিপ্রলম্ভ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ রসকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নিজ আদর্শের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। ইহার এই উদ্দেশ্য নহে—যাবতীয় জীবকে অনর্থমুক্তদশায় দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করা। একদিকে পরম মুক্ত-পুরুষগণের হৃদ্‌গত বৃত্তি যেমন বিপ্রলম্ভ রস, তেমনি অন্যদিকে বদ্ধ-জীবগণের বিরহ-রসোৎসবের অনুষ্ঠানও তাহাদিগকে অনর্থ হইতে মুক্ত করায়। সুতরাং সিদ্ধ-সাধন অবস্থায়ও বিরহগত বৃত্তির তারতম্য লক্ষিত হয় না। উপায়-উপেয়—একই তাৎপর্য্যপর ও পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

বিরহ বা বিপ্রলম্ভ ভাবকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এত বহুমানন করিলেন কেন, তাহা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। মুক্তাবস্থার বিপ্রলম্ভের কথা আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয় নহে। সাধক-জীবনে এই বিরহ-বিপ্রলম্ভ আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরলভাবে অনর্থের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেয়। বৈষ্ণবগণের যে বৈরাগ্য, তাহা এই বিরহ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যে বৈরাগ্য আমাদের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা কখনও বিরহ বা বিপ্রলম্ভ নহে। আমরা উদরবেগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের চরিত্রে দেখিতে পাই, অধিক ভোজনের জন্য তাহারা উপবাসাদি সংযম করিয়া থাকে। এই সংযম বা বৈরাগ্য বিরহ বা বিপ্রলম্ভ নহে। হৃদয়ে ভক্ত ও ভগবদ্বিরহ যত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইবে, ততই বাহ্য-জগতের প্রতি স্পৃহাহীন হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইবে। তজ্জন্য বৈরাগ্যই প্রকৃত বিপ্রলম্ভ। আমরা পার্থিব-জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই যে, পুত্রের সদ্য বিয়োগে জননী যেরূপ শোকার্ত্তা হইয়া সংসারের প্রতি নিস্পৃহা হইয়া থাকেন, সেরূপ আর অন্য কোন প্রকারে নিস্পৃহ হইবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় না। সদ্যোমৃত পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া জননী আর্ত্তনাদ করিতেছে, এমন সময়ে কেহ লক্ষ মুদ্রা সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেও তাহা মাতার নিকট বিষবৎ অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইবে। তাঁহার নিকট আহার-বিহার, বেশ-ভূষা সমস্তই তিক্ত বলিয়া বোধ হইবে। তজ্জন্য সম্ভোগ-রস অপেক্ষা বিপ্রলম্ভ-রসই পরম মঙ্গলদায়ক—ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষার সার। সম্ভোগে সাধকের চিত্তকে কলুষিত করে, বিরহে সাধককে পবিত্র করিয়া শুদ্ধ-বৈরাগ্যে স্থাপন করে, ইহা হইতেই সাধকের সংসার-স্পৃহা নষ্ট হইয়া যায়। বিরহের ক্লেশবোধই ভোগ-

বাসনা, কামনা প্রভৃতি সংসার-মোচনের একমাত্র কারণ। আমরা তজ্জন্যই প্রতিবৎসর শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। বৈষ্ণব জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হন এবং জগতের কল্যাণের জন্যই তিরোহিত হইয়া থাকেন। জগতের অকল্যাণ সাধনের জন্য বৈষ্ণবের তিরোভাব নহে। 'বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র'—তাহাতে কোন অমঙ্গলের ছায়া নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে আবির্ভূত হইয়া যেরূপ মঙ্গলবিধান করিয়াছেন, তিরোহিত হইয়া তিনি তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলবিধান করিতেছেন। ইহা একটী গূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব। আমরা সাধারণ-দৃষ্টিতে ইহার তাৎপর্য্য সহজে অনুধাবন করিতে পারিব না ইত্যাদি ইত্যাদি।"

স্বামিজী মহারাজ এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিলেও স্থানাভাবে এখানে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীল ঠাকুরের স্বলিখিত ৫টী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ কয়টী জগজ্জীবের অতীব মঙ্গলকর। এই প্রবন্ধগুলি এতদিন শুদ্ধভক্তগণের চক্ষুর অন্তরালে ছিল। সুতরাং আমরা ঐ প্রবন্ধগুলি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

তৎপরে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর প্রভূত আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তিনি দৈন্যমুখে ভজনোন্নতির জন্য শ্রীল ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করেন, ইহা সকলের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয় এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত অপ্রকাশিতপূর্ব্ব "সংক্ষেপ অর্চ্চন পদ্ধতি" অবলম্বন করিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট মন্ত্রে একটী পৃথক্ ভোগ নিবেদন করা হয়। আমরা সময়ান্তরে ঠাকুরের রচিত "সংক্ষেপ অর্চ্চন পদ্ধতি" প্রকাশ করিব।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

—প্রকাশক

মাননীয় নারায়ণ বাবুর প্রশ্নাবলী

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা,

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, হুগলী।

আপনার বহুল-প্রচারিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টীর শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করিবেন।

১। জীবের শূদ্রাবস্থা কতদিন থাকে এবং কি প্রকারে তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে?

২। দ্বিজাবস্থার লক্ষণ ও কার্য্যক্রম কি কি ও পতনের সম্ভাবনা আছে কি না?

৩। বিপ্রতা কখন আসে এবং তাহার বিশেষ বিশেষ কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদবস্থায় বিপ্রের কি কার্য্যক্রম তাহাও বর্ণনা করিবেন।

৪। ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য্য কি কি? কোন্ অবস্থায় ব্রাহ্মণ থাকেন ও তাহার পতনের সুযোগ আছে কি না?

৫। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবভাব কখন কোন্ অবস্থায় প্রকাশ পায়?

৬। অব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহ-সেবা বা অর্চ্চন করিবার অধিকারী কি না?

৭। সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণতা আসে কি না? আর কোন্ অবস্থায় সন্ন্যাস-গ্রহণ বিধেয়?

৮। ব্রাহ্মণতা না আসা পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার আসে কি না?

৯। অব্রাহ্মণ—শ্রীভগবানের ভোগ রান্না করিতে পারে কি না?

১০। সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত কোনও মঠে কোন দীক্ষিতা মহিলা ভোগ রান্না করিবার অধিকার পাইতে পারে কি না?

১১। শ্রীবিগ্রহ বহন করিবার অধিকার কাহাদের? শূদ্র বহন করিতে পারে কি না?

১২। ব্রাহ্মণতা না আসা পর্য্যন্ত কেহ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহা সম্মান করা বিধিসম্মত কি না? কোন্ কোন্ শাস্ত্রে প্রমাণ আছে উল্লেখ করিবেন।

অপরাপর বিষয় পরে সমালোচনা করিব। আশা করি, দয়া করিয়া আমার সংশয় ছেদন করিবেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী (মুখোপাধ্যায়)

১৪, ফোরডাইস লেন (কলিকাতা) ৬।৬।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১০ পদ্মনাভ, ৪৬৩ গৌরাব্দ শনিবার, ৩১ ভাদ্র ১৩৫৬, ইং ১৭।৯।৪৯ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

(শ্রীগৌরদাস-ব্রহ্মচারি-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থেন বিরচিতম্)

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীন্দু-
রিত্যাখ্যয়া বিশ্বপ্রসাদসিন্ধুঃ।
গৌড়োদিতো বিশ্বতমোনিহন্তা
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জভৃঙ্গ-
স্তৎপ্রেমপীযূষতরঙ্গরঙ্গঃ।
তন্নাম-তদ্ধাম-প্রচার বিজ্ঞো
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ২॥

সদ্ভক্তিসিদ্ধান্তমহাবদান্যঃ
সৌজন্য-দাক্ষিণ্য-গুণাতিধন্যঃ।
শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণাগ্রগণ্যো
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ৩॥

শ্রীমজ্জগন্নাথপুরাবতীর্ণো
বাল্যাবধি-প্রেম-সুভক্তিপূর্ণঃ।
জিতেন্দ্রিয়-ন্যাসিশিরোঽবতংসঃ
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-সংলাপ-সহস্রবক্ত্রঃ
প্রস্বেদ-কম্পাশ্রু-বিকারগাত্রঃ।
সদা মহাভাবনিমগ্নচিত্তো
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ৫॥

বিশুদ্ধ-সচ্ছাস্ত্র-বিচার-ধীরো
বিরুদ্ধসিদ্ধান্তমতান্ধ-সূরঃ।
সদা সদাচার-বিধানসারো
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ৬॥

রাধাসখীসঙ্ঘশিরোললামো
নিগূঢ়-সেবা-সততাভিরামঃ।
আনন্দপ্রেমাব্ধি-নিমগ্নদেহো
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ৭॥

সমস্তজীবোদ্ধারণপ্রযত্নো
শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনদানলগ্নঃ।
অশেষকল্যাণগুণপ্রদীপ্তো
বন্দে গুরোস্তচ্চরণারবিন্দম্॥ ৮॥

ভক্ত্যা য এতদ্গুরুবন্দনং কো
নিত্যং শৃণোত্যুচ্চরবৈরধীতে।
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণনিগূঢ়সেবাং
লব্ধ্বা মহাপ্রেমসুধাপ্লুতঃ স্যাৎ॥ ৯॥

শ্রীগুরু-স্বরূপ

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিচরণ বাবুর পত্র

নোয়াখালি বিজয়নগর হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার নিকট নিবেদন করায় আপনি শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা আমার আশা ও পিপাসা নিবারণ না হওয়ায় অদ্য এই দীনহীন ভজন-বিহীন অজ্ঞান নিতান্ত

বিপদে ও ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া মহাশয়ের শ্রীচরণে শরণাগত হইল। আপনি যে একজন দয়াল, পরদুঃখ-কাতর, পাপীর সহায় ও দরিদ্রের বন্ধু, তাহা আপনার ভূত ও বর্ত্তমান কার্য্যদ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। যদি দয়া করিয়া এই নরাধম ও ঘোর পাপীর উদ্ধার-সাধনে বাঞ্ছা হয়, তবে নিজ-কার্য্যের একটু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর বিস্তৃত মীমাংসা জানাইয়া প্রতিপালিত, উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটে আমরা আপনার আদেশ, উপদেশ ও মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইব বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছি; তাহাতেই এই প্রশ্নের বিস্তৃত মীমাংসা (বিরুদ্ধ-বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক) জানিবার জন্য মহাশয়ের শরণাগত হইলাম। এইক্ষণ আপনার স্নেহ ও দয়ার উপর নির্ভর।"

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয়

"শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুই পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটী মত ও বাগ্-বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহাতে আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বড়ই বিপদ্ ঘটিয়াছে। কোন্ পথ সত্য, সুতরাং কোন্ পথ অবলম্বন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ধর্ম্ম-গ্রন্থ ব্যাখ্যাকারগণের ভাবও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুতরাং যাই কোথা? কাঁহার কথা বিশ্বাস করি?

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ

কেহ বলেন—শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। সুতরাং তাঁহাকে ভজন করিলেই বাঞ্ছিত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আবার কেহ বলিতেছেন—তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ ভাবিলে অপরাধ হইবে। শ্রীশ্রীভগবানের পার্ষদ বা প্রিয়তম ভক্ত জ্ঞান করিয়া ভজন করিতে হইবে।

উভয় পক্ষই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য শাস্ত্রোক্ত বহুতর শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আমি এপর্য্যন্ত শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু বিপক্ষের প্রতিবাদ খণ্ডাইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেছি না।

উক্তবিষয় সম্বন্ধে মীমাংসার প্রার্থনা

এইক্ষণ মহোদয়ের নিকট নিতান্ত বিনয় ও কাকুতিভরে প্রার্থনা এই যে, এ-সম্বন্ধে আপনার বিশুদ্ধ মতটী (যাহা আমরা নিঃসন্দেহে শিরোধার্য্য করিয়া লইব) বিস্তৃত মীমাংসা-সহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বাক্যের সাহায্যে জানাইলে পরমোপকৃত হইব। তর্ক করিয়া বিরুদ্ধবাদীকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রার্থী

হইলাম। শ্রীগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিরুদ্ধবাদ খণ্ডাইয়া কাহাকেও কিছু প্রবোধ দিতে পারি না।

সুতরাং, এইবার আর ঐরূপ গ্রন্থ দেখিবার আদেশ না দিয়া একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলে অনেকগুলি মূর্খ ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তির অপার উপকার করা হইবে।

এপত্রের উত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এস্থানের অনেক লোকই বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া পথ-পানে চাহিয়া রহিল। অতএব কৃপা পাইতে যেন বিলম্ব না হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।"

(শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত) সদুত্তর ঃ—

অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত অশুদ্ধ

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মবিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিচারে শাস্ত্রার্থ বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তু-মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তিমার্গ, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুতত্ত্বসহ ষট্‌তত্ত্বাত্মক

শ্রীমহাপ্রভুর মতে, তত্ত্ব, অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথগ্ ধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টী ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান। ১। গুরু-তত্ত্ব ২। শ্রীবাসাদি ভক্ত-তত্ত্ব ৩। অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব ৪। স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ৫। গদাধরাদি নিজ শক্তি-তত্ত্ব ৬। স্বয়ং ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ-স্বরূপ এবং গুরুদেব--এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথগ্ দাস।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশ, প্রিয়তম ভক্ত, সুতরাং তদপেক্ষা বড়

শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবানই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

"কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য-আস্বাদন।"
"কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত পদ।"
"ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥"
"নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।"
"আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥"
"সেই অভিমান-সুখে আপনা পাশরে।"
"কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥"
"মুই যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥"
"সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর॥" (শ্রীচরিতামৃত)

এই সকল পদ্য, কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুতত্ত্ব বিচার

ভক্ত, কৃষ্ণ ও গুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না উহা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান-মার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্য বুদ্ধি করেন নাই কিন্তু ভগবদ্‌বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্‌দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্য প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধ

ভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টিব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার, পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা এই—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্‌তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম॥

(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্‌তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্॥ (ভক্তিসন্দর্ভ—২১৩)

প্রাচীনবর্হিতনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন "হে ভগবন্ আমরা আপনার প্রিয় সখা, শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ আদ্যগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাহাদের **গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয় সখা** বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিচার

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগ জনের রাগানুগ মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নদীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

(মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম সর্ব্বদা জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ ১।১।৪৪)

এস্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশ দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ সেবা করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

"সুবর্ণের ঝারি করি, রাধা কুণ্ডে জল পুরি,
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥"

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা গেল জন্ম তার,
সেই পশু বড় দুরাচার॥

(প্রার্থনা—১১।৩)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিক্ষা

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ—
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ (গুর্ব্বষ্টক—৭)

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে, তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর শিক্ষা

শ্রীগৌর পার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"শ্রীমহাপ্রভু-শেষ-নির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌরনির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌর প্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ ভক্তগণের ভক্তিসহ-কারে পূজা করিবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু, কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু॥

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত; শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক-ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সুচাক্ষরে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।"

(শ্রীল প্রভুপাদের) নিজ উপদেশ

এসম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এই পত্র সম্বন্ধে কোন স্থলে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—"ইহা পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ।" অত্রস্থ অদৃষ্টচর নবীন মত একটী আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। কতিপয় শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীগুরুনিষ্ঠা (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণ জানিতেন না। তাহা এই—"সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন? শিখাইলেন শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু।" কিন্তু কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের আশ্বাসবাণী নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ভক্তি-বিরোধী মন্ত্রজীবিগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দুঃখ হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ ২।৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হইলে গুরু হন, জানা গেল।

পারমার্থিক গুরু তিন প্রকার

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে শ্রীগুরু তিন প্রকার। শ্রবণগুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণগুরু অনেক স্থলে ভজনশিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগম মন্ত্রশাস্ত্রকুশল গুরুর

নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবেন। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই, স্বীকার করেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্র-ত্বেপি যে মণ্ডলান্তর্ব্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পরপৃথগ্ ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষী ন ক্ষমন্তে ইত্যন্বয়স্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপা-বিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা) মহৎকৃপা বিশেষদ্বারা দিব্যদৃষ্টিলাভ হইলে ঈশ্বর বস্তুতে বিশেষ ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন 'বন্দে গুরূন্' প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় ভক্তাবতার প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৩২)

এই মহাবাক্য হইতে জানা যায় যে শক্তিগত ভেদ নিত্য। তাহা ভাষা বিকাশকৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গুরুতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, **বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন কিন্তু শ্রীভগবদ্দাস**। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে।

ত্যজ্য গুরুর পরিচয়

গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাবান্, যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীব-হিংসাপর লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মন্ত্রজীবী, অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। **সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতঃ** কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ অমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয়

অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ বর্ত্তমান এবং ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি, স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদী চীৎকার কখনই সুফল উৎপন্ন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের শ্রেষ্ঠ, পরম প্রিয়; সুতরাং মুকুন্দ নহেন।

আচার্য্যবর্গের মতের পুনরালোচনা

শ্রীল প্রভু নরোত্তম দাস তদীয় প্রার্থনায় 'নিতাই-পদকমল' প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎ শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান, কেবল সম্বিৎ-শক্তি পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে। যতীন্দ্র শ্রীমদ্ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে। যথা—

"শ্রীমহাপ্রভু-শেষ-নির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে স্বার্থান্ধ হইয়া শ্রীগুরু সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপসম্প্রদায়ের নির্জীব ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপসম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থান্ধগণকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

(শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃতঃ)

তোটকছন্দঃ

যদি তে হরিপাদসরোজসুধা
রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১॥

ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং
নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথা সকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ২॥

রমণীজনসঙ্গসুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্।
হরিনামসুধারস-মত্তমতি-
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৩॥

জড়কাব্যরসো নহি কাব্যরসঃ
কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৪॥

বৃষভানুসুতান্বিতবামতনুং
যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্।
মুরলীকলগীতবিনোদপরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৫॥

হরিকীর্ত্তনমধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভহরিম্।
নিজ গৌড়ভুনৈককৃপাজলধিং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৬॥

গিরিরাজসুতাপরিবীত-গৃহং
নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরম্।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৭॥

কলিকুক্কুরমুদ্গর ভাবধরং
হরিনামমহৌষধ-দানপরম্।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র-সুমূর্ত্তিধরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৮॥

রিপুবান্ধবভেদবিহীনদয়া
যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জততৌ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ৯॥

ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-
র্দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ।
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১০॥

অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহাত্মবিলাসময়ম্।
ব্রজধামরসাম্বুধি-গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১১॥

শ্রুতিবর্ণধনাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বলবৎ ভজনেন বিনা।
তমহৈতুকভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১২॥

অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্।
অবিচিন্ত্যবলং শিবকল্পতরুং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৩॥

সুরভীন্দ্রতপঃপরিতুষ্টমনো
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্য্যহরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৪॥

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-
মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্ব্বমিদম্।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৫॥

হরিসেবকসেবন-ধর্ম্মপরো
হরিনামরসামৃত-পানরতঃ।
নতি-দৈন্য-দয়া-পরমানযুতো
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৬॥

বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে।
বৃষভানুসুতাপ্রিয়নাথ সদা
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৭॥

বদ যামুনতীরবনাদ্রিপতে
বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৮॥

চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিতগাঙ্গতটং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ১৯॥

স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধর-পক্ষচরঃ।
শৃণু গৌর-গদাধর-চারুকথাং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥ ২০॥*

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশের অনুবাদ

১। যদি তোমার চিত্ত নিরন্তর হরিপাদপদ্মবিনিঃসৃত সুধারস-পানে তৎপর হইয়া থাকে, তবে কলিভাবময় গৃহ (সংসারাসক্তি) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোদ্রুম-কাননকুঞ্জবিধুর (গোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জের চন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ কুঞ্জবিহারীর) ভজন কর।

২। ধন, যৌবন, জীবন, রাজ্যসুখ—এই সব নিত্য নয়; প্রতি মুহূর্ত্তে বিনাশশীল। বৃথা গ্রাম্যকথা সকল ত্যাগ কর, শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৩। হে সখে! রমনীজন-সঙ্গসুখ পুরুষার্থবিনাশকর ও চরমে ভয়দ। সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করত হরিনামামৃতরসপানে মত্ত হইয়া শ্রীগোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুর ভজন কর।

---

*আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ২৩৬ পৃষ্ঠায় আপনাদিগকে জানাইয়াছি যে, সহকারী সম্পাদক সঙ্ঘপতি এই সংস্কৃত গীতিটী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ দিবসে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ইহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছিল, তদনুসারে এই সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হইল। —[প্রকাশক]

৪। জড় কাব্যরস প্রকৃত কাব্যরস নহে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলারসই প্রকৃত রস। সুতরাং কৃষ্ণেতর কথার অনুশীলন ছাড়িয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৫। বামে শ্রীবৃষভানুসুতাযুত, যমুনাতটনাগর, মুরলী-কল-গীতবিনোদপর, নন্দসুত শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৬। হরিকীর্ত্তন মধ্যগত, স্বপার্ষদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, নিজানুগত গৌড়-জনমাত্রপ্রতি কৃপার সমুদ্র কনকসদৃশ, কান্তিবিশিষ্ট যে হরি, সেই শ্রীগোদ্রুম-কাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৭। যাঁহার ভবন গিরিরাজসুতা গঙ্গাকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, যিনি নবসংখ্যক দ্বীপের অধিপতি, যতিগণের চিত্তহারী, দেবগণের দ্বারা পূজিত, প্রিয়ার সহিত সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৮। কলিকুক্কুরের বিনাশের জন্য মুদ্গরসদৃশ হরিনামৌষধি-দানতৎপর, পতিত ও আর্ত্তের প্রতি দয়ার্দ্র শোভনীয়-বিগ্রহ শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

৯। যাঁহার শ্রীমুখাব্জ শত্রুমিত্র সকলের প্রতি নিরন্তর সমানভাবে দয়া প্রকাশ করিতেছে, যিনি (ইহ) কলিযুগে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ সেই ব্রজরাজসুত শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

১০। দ্বিজরাজসুত, শতপুটিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ যে হরি উপনিষৎ কর্ত্তৃক (ইহ) কলিযুগে অবতার বলিয়া পরিগীত, যিনি স্বপার্ষদগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিজধামে (নবখণ্ডাত্মক দ্বীপে) নিত্য ক্রীড়া করেন, সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর।

১১। যিনি অবতারী, ষোলকলায় পরিপূর্ণ অথবা যাবতীয় অংশাবতারগণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া অবতীর্ণ পরতত্ত্ব, আত্মারাম ও ব্রজধাম রসসমুদ্রের গুপ্তরস, সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১২। ভজন ব্যতীত জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতির দ্বারা যাঁহার কৃপা পাওয়া যায় না, হে সখে! অহৈতুকভাবে সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৩। *যিনি নক্রশরীরপ্রাপ্ত হ্রদমধ্যগত আর্ত্তজনকে অনায়াসে মোচন করিয়াছিলেন, সেই অবিচিন্ত্য-শক্তিমান্, প্রেমকল্পতরু, অজ শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুকে ভজন কর।

---

*শ্রীমন্মহাপ্রভু একদা গোদ্রুমদ্বীপে গোরাদহে উপনীত হন। কোন ঋষির অভিশাপবশতঃ নক্রশরীরপ্রাপ্ত এক দেবশিশু শ্রীগৌরহরির পাদস্পর্শে শাপমুক্ত হন। —(প্রেমবিবর্ত্ত)

১৪। সুরভী ও ইন্দ্রের তপস্যাদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া যে উজ্জ্বলাঙ্গ হরি প্রকট হইয়াছিলেন, সেই অজস্রসুখসাগর, মুনিধৈর্য্যহারী শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৫। ('আমি ব্রহ্ম' এই) অভেদবুদ্ধি, অন্যাভিলাষচয় ও শুভাশুভ (কর্ম্ম) সকল ত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে প্রীতির সহিত শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৬। হরিসেবক-সেবাপরায়ণ, হরিনামামৃতপানরত, এবং নতি-দৈন্য-দয়া-যুক্ত ও মানদ হইয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৭। হে যাদব! হে মাধব! হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে রাম! হে জনার্দ্দন! হে কেশব! হে বৃষভানুপ্রিয়নাথ! —এইরূপ সর্ব্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৮। হে যমুনাতীরবনাদ্রিপতি! হে গোকুলকানন কুঞ্জরবি! হে রাস-রসায়ন গৌরহরি! —এইরূপ সর্ব্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

১৯। নবখণ্ডময় গৌরবনে বিচরণ, গৌরহরির লীলাকথা আনন্দের সহিত পাঠ, গৌরপদাঙ্কিত গঙ্গাতীরে শরীরকে লুণ্ঠিত করিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

২০। গৌরগদাধরকেলিকলা স্মরণ, গৌরগদাধরের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ, ও গৌরগদাধরের চারু-কথা শ্রবণ-মুখে শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর।

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী*

প্রথম দ্রুম

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামে—(ধামের যে অংশে যখন বসে)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

ভাণ্ডার :—বেদান্ত-পরিচিত ঔপনিষদ-রসস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাশাস্ত্র।

মূল মহাজন :—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

অংশী মহাজন :—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু (গৌড়ে); শ্রীরূপ, সনাতন (ব্রজে); শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ (ক্ষেত্রে)।

ভাণ্ডারী :—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী (গৌড়ে); শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীপরমানন্দ পুরী (ক্ষেত্রে)।

প্রতিহারী:—শ্রীবংশীবদনানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীজগদীশ, শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত (গৌড়ে); শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাঘব পণ্ডিত (ব্রজে); শ্রীহরিদাস ঠাকুর (ক্ষেত্রে)।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ও তদ্‌ভ্রাতাগণ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন (গৌড়ে); শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীরাজা প্রতাপরুদ্রদেব (ক্ষেত্রে)।

লেখক ও গণক :—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর (গৌড়ে); শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (ব্রজে); শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক (ক্ষেত্রে)।

পোষ্টৃবর্গ :—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি, শ্রীমতী শচীমাতা ঠাকুরাণী, শ্রীমতী সীতাদেবী, শ্রীমতী মালিনী দেবী, (গৌড়ে); শ্রীমতী সার্ব্বভৌম-পত্নী (ক্ষেত্রে); সানোড়িয়া বিপ্র (ব্রজে)।

---

*শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত এই প্রবন্ধ-পঞ্চক, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-বাসরে তাঁহার বক্তৃতার অন্তে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা শ্রীল প্রভুপাদের মূল ইঙ্গিত জানিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচারার্থ মুদ্রিত করিলাম। —[প্রকাশক]

মুদ্রা-পরীক্ষক বা পোদ্দার :— শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীঅভিরাম গোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপূর (গৌড়ে) ; শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ (ব্রজে) ; শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

দালাল বা যোজক :—শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি (গৌড়ে) ; শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী (ব্রজে) ; শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী (ক্ষেত্রে)।

পরিমাতা বা কয়াল :—শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীবসু রামানন্দ (গৌড়ে) ; শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (ব্রজে) ; শ্রীকাশী মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

পরিচারক :—শ্রীবুদ্ধিমন্ত খাঁ, শ্রীবিজয়দাস রত্নবাহু, শ্রীবনমালী পণ্ডিত, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, শ্রীনৃসিংহানন্দ, শ্রীরামাই পণ্ডিত ইত্যাদি (গৌড়ে) ; শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য (ব্রজে) ; শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত (ক্ষেত্রে)।

বাহক :—শ্রীসঞ্জয়, শ্রীশুক্লাম্বর, খোলাবেচা শ্রীধর, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (গৌড়ে)।

শাকটিক বাহক :—শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোপীনাথ সিংহ (গৌড়ে)।

ক্রেতা বা খরিদ্দার :— শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগাই-মাধাই, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ।

পণ্যদ্রব্য :—১। নাম, ২। রূপযুক্ত নাম, ৩। গুণযুক্ত নাম, ৪। লীলাযুক্ত নাম, ৫। রসিত নাম, ৬। সর্ব্বরসসিক্ত নাম। নাম—ইক্ষুরস, রূপযুক্ত নাম—গুড়, গুণযুক্ত নাম—খণ্ডসার, লীলাযুক্ত নাম—শর্করা, রসিত নাম—অসিত মিশ্রি, সর্ব্বরসসিক্ত নাম—উত্তম মিশ্রি।

অর্থ বা মূল্যের নিয়ম :—এই ব্যাপারে প্রাকৃত পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর চলে না। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুদ্রা চলে। যিনি প্রাকৃত অর্থ দিয়া বা লইয়া এই দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার বিষম ভ্রম। তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রবেশ করা উচিত নয়।

অপ্রাকৃত মুদ্রা নিরূপণ :—

১। শ্রদ্ধা (পয়সা), তাহাতে নাম পাওয়া যায়।

২। নিষ্ঠা (দুয়ানি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অষ্টমাংশ), তাহাতে রূপযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৩। রুচি (সিকি অর্থাৎ রজত মুদ্রার চতুর্থাংশ), তাহাতে রূপ ও গুণযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৪। আসক্তি (আধুলি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অর্দ্ধাংশ), তাহাতে রূপ, গুণ ও লীলাযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৫। ভাব বা রতি (টাকা অর্থাৎ রজত-মুদ্রা), তাহাতে রসিত নাম পাওয়া যায়।

৬। প্রেম (স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর), তাহাতে সর্ব্বরসসিক্ত নাম পাওয়া যায়। যিনি যেমন মূল্য দিবেন, তিনি সেইরূপ দ্রব্য পাইবেন। ইহাতে রহস্য এই যে, খরিদ্দার যে মূল্য দিয়া নাম লইবেন, মহাজনের কৃপায় সেই মূল্যও তাঁহার নিকটে নাম-সংখ্যায় গুণিত হইয়া ফেরৎ আসিবে।

এই মহা-হাটের শাখা ত্রিবিধা ঃ—

১। পণ্যবীথিকা বা বাজার, ২। বিপণি বা দোকান, ৩। ব্রাজক বিপণী বা পসারী।

পণ্যবীথিকা বা বাজার ঃ—বাজারের আকার হাটের অনুরূপ। শ্রীপাট খড়দহ, শান্তিপুর, বাঘ্‌নাপাড়া, মালপাড়া, বিষ্ণুপুর, জাজিগ্রাম, খেতুর, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে বাজার আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ৬৪ মহান্ত ৬৪ বাজার বসাইয়াছেন।

বিপণি বা দোকান ঃ—এক এক জন ফরিয়া বা বিপণি-পতি যে-স্থানে বসিয়া দ্রব্য বিক্রয় করেন, সেই স্থান দোকান। দোকান দুই প্রকার যথা ঃ—

১। মহাজনের নিকট ধারে জিনিষ লইয়া বিক্রয় করেন, পরে মূল্য বুঝাইয়া দিয়া নিজের লাভ প্রাপ্ত হন।

২। আপনার অর্থ দিয়া মাল আনেন ও বিক্রয়ান্তে লাভ পান।

ব্রাজক বিপণী বা পসারী ঃ—পসারীরা মহাজনের নিকট ধারে বা মূল্য দিয়া মাল লইয়া মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে, পথে পথে বিক্রয় করেন। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান রাখেন না। উঁহারা প্রায় নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

যোজক বা দালাল ঃ—যাঁহারা খরিদদারগণকে মহাজনের নিকট লইয়া গিয়া মাল খরিদ করাইয়া দেন, তাঁহারা দালাল।

ক্রেতা বা খরিদদার ঃ—জগজ্জন। জগজ্জনের মধ্যে যাঁহার অর্থ আছে, তিনি মাল খরিদ করিবেন। একটু রহস্য এই যে, মেকী অর্থ দিলে মাল স্বভাবতঃ মেকী হইয়া পড়ে। খরিদদারগণ শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন বা নিশান দেখিয়া মাল খরিদ করিলে বঞ্চকের হাতে পড়িবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ-নামই শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন।

কৃত্রিম অর্থ বা মেকী টাকা ঃ—অন্যাভিলাষ-শূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রদ্ধাদির সহিত আলোচনার নামই অর্থ। যে-স্থলে আলোচনায় অন্যাভিলাষ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদির সম্মান থাকে, সেখানে অর্থ মেকী। মেকীর বিনিময়ে মেকী দ্রব্য অর্থাৎ নামাভাসই লভ্য হয়। মহাজনের মাল সব অকৃত্রিম। অবস্থা ও পাত্র-ভেদে সেই অকৃত্রিম মালই নামাভাষ-রূপ মেকী হইয়া পড়ে।

শ্রীনাম হট্টের বিবরণ ঃ—১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের নাম-স্বরূপ মহা-হট্ট শ্রী-নবদ্বীপে উদয় হইয়াছে। এই হট্টের মূল শাখা শ্রীনবদ্বীপে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহাজনীর অধীন। দ্বিতীয় শাখা শ্রীব্রজধামে, শ্রীরূপ-সনাতনের অধীন। তৃতীয় শাখা শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের মহাজনীর অধীন।

২। উক্ত হট্টত্রয়ের অধীন শ্রীবীরভদ্র প্রভু, সভ্রাত শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরাম-চন্দ্র ঠাকুর প্রভু নানাস্থানে বাজার বসাইয়াছেন।

৩। ঐ সমস্ত হট্ট ও বাজারের অধীন গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে ফড়িয়া বিক্রেতাদিগের দোকান।

৪। ঐ সকল হট্ট, বাজার ও দোকান হইতে মাল লইয়া পসারিগণ নামের বাজরা মাথায় করিয়া গ্রামে-গ্রামে ফেরি করেন। এইরূপ হট্ট, বাজার, দোকান ও পসার সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল চলিবে। যে-সময়ে যে-সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই ঐ সকল ব্যাপার চালাইবেন।

৫। শ্রীশ্রীমূল মহাজনের ইচ্ছায় সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম-ক্ষেত্রে শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীমূল হাট অবস্থিত আছে, তত্রস্থ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ হাটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; দেশ-বিদেশস্থ যে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণব মহাশয়গণ নিজ নিজ প্রদেশে বিপণি-পতি বা ব্রাজক-বিপণী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রচারক বা সহরৎকারী শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে সুরভিকুঞ্জে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমন্মহাজনের আজ্ঞা-পত্র-সহ পণ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।

৬। বিশেষ দ্রষ্টব্য। —শ্রীমন্মহাজনের আজ্ঞা-পত্র-প্রাপ্ত পণ্য-বীথিকাপতি, বিপণি-পতি ও ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ সর্ব্বদা শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র নামের সহিত কৃষ্ণনাম-রূপ পণ্য-দ্রব্য খরিদদারকে দিবেন। ব্রাজক-বিপণী কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে নিরূপিত চিহ্ন-সহ পতাকা উড়াইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবেন। খরিদদারের প্রদত্ত মূল্যানুসারে তারতম্য বিচার-পূর্ব্বক

পণ্য দ্রব্য দিবেন। সতর্ক থাকুন যে, উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া উপযুক্ত পণ্য দ্রব্য না দেওয়া হয়। তাহা দিলে পণ্যদ্রব্য স্বভাবতঃ মেকীর প্রায় হইয়া পড়িবে।

৭। যে যে মহানুভব, বিপণি-পতি প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করত তাঁহাদের কার্য্যের বিবরণ প্রতি-বৎসরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনের পূর্ব্বে শ্রীসুরভিকুঞ্জে প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা যে-যে স্থান পরিদর্শন করিবেন, বৎসরের মধ্যে যত দিবস মহাজনের কার্য্য করিবেন ও যে-যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষদিগকে নামের গ্রাহক করিবেন, সে-সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

শ্রীশ্রীনাম-হট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
সুদীন অকিঞ্চন
দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
সুরভিকুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম
ডাকের ঠিকানা—**শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ**
পোষ্টআফিস—স্বরূপগঞ্জ, জিলা--নদীয়া

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

দ্বিতীয় দ্রুম

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

প্রথম দ্রুমে শ্রীনামের হাটে যে-সকল কর্ম্মচারীর নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সম্প্রতি অপ্রকট-লীলার অন্তর্ভূক্ত। কোন কোন ভাগ্যবান্ কৃপা-বলে ভক্তিভাবিত-চক্ষে সেই লীলা ও তদন্তর্গত হাট এখনও দেখিতে পান, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে,—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

সম্প্রতি সেই হাট নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণদ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে, এইরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদেশ।

১। **শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি-স্বরূপ** দশজন পঞ্চায়ৎ এখন প্রধান

কর্ম্মচারী। ইঁহারা একত্রিত হইয়া যে-সকল আজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাহাই প্রভুর আজ্ঞারূপে গৃহীত হইবে।

২। **ঝাড়ুদার।** ইনি হাট পরিষ্কার করিবেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বৈঠক ও বিচারের ও কার্য্যের সাহায্য করিবেন।

৩। **সহরৎদার।** ইনি হাটের সমস্ত কথা পরস্পর জানাইবেন।

৪। **দণ্ডিদার।** ইঁহারা ভাণ্ডার হইতে মাল বাহির করিয়া মাপিয়া দিবেন।

৫। **চাবিদার।** ইঁহার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে। বিক্রয়ের জন্য চাবি খুলিবেন। দিনান্তে উঠাইয়া চাবি বন্ধ করিবেন।

৬। **মুটে।** পরিশ্রমের সহিত মাল বাহির করেন ও উঠাইয়া রাখেন। পাইকেড়ের শকটে বোঝাই করিয়া দেন। ইঁহারা অনেক।

৭। **চৌকিদার।** নামের হাটে ইঁহারা পাহারা দেন ও চোর ধরেন।

৮। **মোহরর।** মালের জমা খরচ লিখেন।

৯। **দারগা।** সমস্ত তদারক করেন।

১০। **পেয়াদা।** ধরপাকড়, উসুল-তহসিল করেন। ইঁহারা অনেক।

১১। **ফরাস।** ইঁহারা আলোক দেন।

১২। **ঘাটিয়াল।** ইঁহারা ঘাটে-ঘাটে নজর রাখেন।

১৩। **দোকানদার।** মাল খুচরারূপে বিক্রয় করেন। প্রথম ক্রমে ইঁহাদিগকে বিপণিপতি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের দোকান হাটে-বাজারে ও গ্রামে-গ্রামে আছে।

১৪। **পসারী।** ব্রাজক বিপণী। ইঁহারা অসংখ্য। সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া কার্য্য করেন।

১৫। **পাইকেড়।** শকট করিয়া স্থানে স্থানে মাল বেচিয়া বেড়ান; কিন্তু পসারীদের ন্যায় খুচরা বিক্রয় করেন না।

১৬। **পাটনী।** ইঁহারা নামের হাটে আসিবার জন্য পার করিয়া দেন।

১৭। **প্রামাণিক।** ইঁহারা ঘাটের কাছে বসিয়া থাকেন। হাটে আসিবার লোকদিগকে ক্ষৌর করিয়া দেন।

১৮। **ধোপা।** ঘাটে হাটুরিয়াদিগের বস্ত্র ধৌত করেন।

১৯। **দালাল।** যোজক।

২০। **দরজী।** ইঁহারা হটুরেদের বস্ত্র সিলাই করিয়া দেন।

পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ণয়। যোগ্যতার নাম অধিকার। অযোগ্যতার নাম অনধিকার। অধিকারী লোকই এই সকল পদ পাইবেন।

অধিকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ হউন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ হউন, শুদ্ধভক্তি থাকিলে মনুষ্য নামের হাটের কর্ম্মচারীর পদ পাইবার অধিকারী হন।

(অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মের আবরণ হইতে মুক্ত, আনুকূল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম শুদ্ধভক্তি। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির যতদূর অধিকার, তিনি ততদূর অনধিকার-লক্ষণ হইতে স্বভাবত মুক্ত)।

অনধিকার :—১। যিনি জড়বিষয়ে লোলুপ, অলস, স্বার্থপর, অধর্ম্মরত, উৎসাহহীন, নাস্তিক, মুক্তিকামুক, পরলোকের সুখের জন্য ব্যস্ত, শুষ্কযুক্তিবাদী, নিতান্ত তর্কপ্রিয়, প্রতিষ্ঠাপরায়ণ, শোক-মোহ-ক্রোধ-লোভ-মাদকাদির বশবর্ত্তী, বঞ্চক, মিথ্যাভাষী, ধর্ম্মধ্বজী, পক্ষপাতাদি কুসংস্কারাপন্ন ও মতবাদী, * তিনি নামের হাটের কর্ম্মচারী পদের অধিকারী নন।

(মনুষ্যের বর্ত্তমান চরিত্রই এস্থলে দ্রষ্টব্য, পূর্ব্ব চরিত্র দ্রষ্টব্য নয়। যিনি যতদূর অনধিকার ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয়ে ততদূর অধিকার পাইয়াছেন)।

২। গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের পক্ষে বেশ্যাগমন, পরস্ত্রীগমন বা অনিয়মিতরূপে স্বস্ত্রীসঙ্গ এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীমাত্র সম্ভাষণ নিষেধ। এবম্বিধ দোষযুক্ত পুরুষের নামের হাটের কর্ম্মচারীর পদে অনধিকার। (বিরক্ত বৈষ্ণব-ভেকধারিগণ সন্ন্যাসীর মধ্যে পরিগণিত। সংযোগিগণ যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তবেই বৈষ্ণব বলিয়া গণনীয় ও গৃহস্থ-মধ্যে পরিগণিত)।

৩। আপনাকে নামদাতা অভিমান করিয়া যিনি নামগৃহীতাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার পার্থিব লাভ প্রার্থনা করেন, তিনি অনধিকারী।

(নামদাতাগণ নামদানাভিমানশূন্য হইয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা উপার্জ্জন বা গ্রহণ করিবেন, তাহাতে অধিকার বাধা হয় না। মন্ত্রদাতা গুরু শিষ্যের উপকারার্থে তাহার স্বেচ্ছাদত্ত দক্ষিণা-মাত্র গ্রহণ করিলে অধিকার বাধা হয় না)।

৪। স্ত্রীলোক শুদ্ধভক্তা হইলে অন্য স্ত্রীলোককে নাম-বিক্রয়ের পসারী হইতে পারেন। পুরুষদিগকে নাম দিতে পারেন না। তবে অধিক বয়ঃপ্রাপ্তা মান্যা স্ত্রী স্থলবিশেষে সতর্কতার সহিত পুরুষদিগের নিকট নাম বিক্রয় করিতে পারেন। নাম প্রচার-স্থলে বৃদ্ধা ও বালিকা স্ত্রী ব্যতীত সম্বন্ধরহিত অন্য স্ত্রীলোককে কোন পুরুষ-প্রচারক অবলোকন বা সম্ভাষণ করিবেন না।

*শুদ্ধভক্তি ব্যতীত সকল মতই মতবাদ।

আচার-ব্যবহার ঃ—১। সাধ্যানুসারে লঘু ও সাত্ত্বিক ভোজনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য। নিজ শরীর পোষণে অন্য জীবের ক্লেশ না হয়, ইহা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শরীর রক্ষার্থে সরলভাবে বৈদ্য-আদিষ্ট ঔষধ ও পথ্য-গ্রহণে অধিকার বিরোধ হয় না।

২। প্রচারকগণ ধর্ম্মপথে জীবনোপায় সংগ্রহ করিবেন। কার্য্য-সমর্থ গৃহস্থের ভিক্ষাধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ভিক্ষা-দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন, অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন না। কার্য্যান্তরে যেখানে যান, সেখানে নাম প্রচার করিতে অবকাশ অনুসন্ধান করিবেন।

৩। যিনি যে আশ্রমের লোক, তিনি সেই আশ্রমের পরিচ্ছদ স্বীকার করিবেন। দেশ-কাল-পাত্র বিচারে যে পরিচ্ছদে বিনা আড়ম্বরে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহাই ভাল। বাহন, দণ্ড, ছত্র ও উপানৎ সম্বন্ধে যতদূর সহ্য হয়, তত্তৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন।

৪। যতদূর সহজে ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, শৌচাচার মনঃপূতরূপে করিলে অধিকার বাধা হইবে না। কিন্তু সতর্কতার বিষয় এই যে, শৌচাচার ক্রমশঃ কুটীনাটী হইয়া না পড়ে। কুটীনাটী শুদ্ধভক্তির বাধক।

৫। বৈষ্ণব-বেশভূষা ধারণে বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিকী প্রীতি। দ্বিকণ্ঠী বা ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা ও সছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ দ্বাদশ তিলকই বৈষ্ণবদিগের প্রিয় ভূষণ।

৬। কর্ম্মচারিগণ সাধ্যমত সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নামপরায়ণ হইবেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসরূপ পঞ্চতত্ত্বের নিতান্ত অনুগত দাস বলিয়া আপনাদিগকে জানিবেন। দৈন্য, দয়া, সহিষ্ণুতা, নিরভিমান ও সর্ব্বজীবে সম্মানরূপ ব্যবহারগত ধর্ম্মদ্বারা যতদূর পারেন, ভূষিত হইবেন। সুবক্তৃতা, খোল-করতালের সহিত নামগান, ভাবাবেশে নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা নাম প্রচার করিবেন। গীত-নৃত্যাদিতে যতদূর ভক্তির আবেশের আবশ্যকতা, ততদূর সুর-তালের নয়। সুর-তাল সুবর্ণে সোহাগার ন্যায় বাঞ্ছনীয়। স্বভাবতঃ যাঁহার যতদূর ভাব উদয় হয়, ততদূর ভাল। ধর্ম্মধ্বজীদের ন্যায় কৃত্রিমভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

৭। কর্ম্মচারিগণ শুদ্ধভক্তির সহিত নাম প্রচার করিবেন। জ্ঞান-কর্ম্মযোগ, শুষ্ক বৈরাগ্য ইত্যাদি অন্য মত প্রচার করিবেন না। সকলের নিকট কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিবেন। এই সকল কর্ম্মচারী ব্যতীত হাট ও বাজারে শুভানুধ্যায়ী ভাট, ফকির, বাউল প্রভৃতি অনেক লোক থাকেন। ইঁহাদিগের নিজ

নিজ কর্ম্মের যোগ্যতাই ইঁহাদিগের অধিকার। ইঁহারা গোলযোগের সহিত হাটের পুষ্টি করেন এবং ক্রমশঃ সাধুসঙ্গে উন্নত হন। যতদিন তাঁহারা শুদ্ধভক্ত না হন, তাঁহাদের কার্য্যের জন্য মহাজন দায়িক নন।

এখন বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীদিগের পদের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ক্রমে লিখিত অধিকার অনধিকার ভাল করিয়া বিচার করত আপনাদিগকে যোগ্য বোধ করিলে সহরৎকার অর্থাৎ প্রচারক মহাশয়কে পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানা-মত ইচ্ছা জানাইবেন।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
সুদীন, অকিঞ্চন
দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
সুরভিকুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপধাম।
ডাকের ঠিকানা—শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ,
পোষ্ট আফিস স্বরূপগঞ্জ, জিলা নদীয়া।

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

তৃতীয় দ্রুম

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, যখন তাঁহাদিগের নিকটস্থ প্রদেশে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে-কোন জ্ঞাতব্য ঘটনা হয়, তাহা সত্বরে গোদ্রুম-কল্পাটবীতে প্রকাশের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মহোৎসব, নামোৎসব, শুদ্ধবৈষ্ণবের তিরোভাব, কোন অসাধারণ (পুরাতন বা নবীন) বৈষ্ণব-ক্রিয়া ইত্যাদিই জ্ঞাতব্য ঘটনার উদাহরণ।

নামহট্টের ঝাড়ুদার কেন গোদ্রুম কল্পাটবীতে সাক্ষর করেন?

ঝাড়ুদার প্রত্যহ প্রত্যুষে নামহট্ট পরিমার্জ্জন করিতে করিতে কোনদিন কোন লিখিত পত্র কুড়াইয়া পান। তাহাতে যাহা লেখা থাকে, তাহাই তিনি

সহরৎদার মহাশয়কে প্রকাশ করিতে দেন। ঝাড়ুদারের নিকট হইতে পান বলিয়া সহরৎদার প্রকাশ করিবার সময় ঝাড়ুদারের নাম লিখাইয়া লইয়া থাকেন। বস্তুত ঐ সকল প্রবন্ধ কোথা হইতে আইসে, তাহা মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই জানেন।

বিষয় ব্যাখ্যা ঃ—দ্বিতীয় গুটীর ১১শ পৃষ্ঠায় ১৯শ সংখ্যায় যে দালালদিগের উল্লেখ আছে, তাঁহারা আমাদের হাট সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। কিন্তু তদ্ব্যতীত হাটের শুভানুধ্যায়ী আর কতকগুলি দালাল আছেন, তাঁহারা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তথাপি তাঁহাদের সদ্বাসনাক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা হাটের পুষ্টি করিতেছেন। ইঁহাদের নামও পৃথগ্-রূপে প্রকাশ করা যাইবে। নামের প্রভাবক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে দ্বিতীয় ক্রমোক্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেন।

সতর্কতা :—দ্বিতীয় ক্রমের লিখিত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারিগণ পরস্পর ভ্রাতৃবোধ করিবেন। কেহ কাহাকেও আপনা অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ মনে করিবেন না। যেমত তুলসী পত্রের ছোট বড় আকার দ্বারা উচ্চতা নীচতা নাই, তদ্রূপ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের ধন, বল, বিদ্যা, জাতি, রূপ ও বয়স দ্বারা উচ্চতা নীচতা হয় না। উচ্চবর্ণ, ধন, কুল, বৈষ্ণব-বংশ ইত্যাদি কারণ বশতঃ যে উচ্চতা নীচতা, তাহা সামাজিক মাত্র, পারমার্থিক নয়। শুদ্ধভক্তির উদয়-তারতম্যই ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা-কনিষ্ঠতা-সূচক লক্ষণ। বৈষ্ণবত্বের প্রাচীনতা, প্রভুবংশীয় বৈষ্ণব মর্য্যাদা, বৈষ্ণবাচারের অনুষ্ঠান, শুদ্ধবৈষ্ণব-অভ্যাগত সম্মান, অতিথি-সৎকার ও অধিকারক্রমে সংসার বর্জ্জনাদির দ্বারা বৈষ্ণব-সমাজে যে একপ্রকার তারতম্য বিচার আছে, সে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ ভালবাসেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন লক্ষণগত পরস্পরের প্রতি তারতম্য-বিচার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত বিধি-বিধান ও ঘটনা এবং এই হাট-সম্বন্ধে যে-সকল বার্ত্তা সাধারণের জানা কর্ত্তব্য, তাহা এই 'গোদ্রুম-কল্পাটবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। গোদ্রুম-কল্পাটবী পত্রিকা প্রকাশ হইবার সময়ের নিয়ম নাই। কখন এক মাস, কখন দুই মাস অন্তর এবং কখন মাসে দুই খানাও বাহির হইতে পারে এই পত্রিকার কোন মূল্য নাই। ব্রাজক-বিপণী, বিপণিপতি ও হাটের অন্যান্য প্রকার কর্ম্মচারীদিগকে ইহার একখানি করিয়া বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাঁহারা এই পত্রিকা পাইতেছেন, তাঁহারা যত্ন করিয়া প্রথম ক্রম হইতে গাঁথিয়া রাখিলে শেষে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিবেন।

এই পত্রিকা হইতে পৃথক্ 'শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা' বলিয়া আর একখানি পত্রিকা শ্রীনামহট্ট হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার পত্রিকাগুলির নাম—গুটী। ক্রমশঃ একশত আটটী গুটীতে মালা সম্পূর্ণ হইবে। গুটীগুলি সময়ে সময়ে ছাপা হইয়া ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতিদিগের এবং হাটের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে যাইবে। উঁহারা বিনামূল্যে ঐ সকল গুটী প্রাপ্ত হইবেন। গুটীগুলিতে সমস্ত বৈষ্ণব-তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধনাম সমস্ত প্রকাশিত হইবে। ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ঐ সকল নাম গান করিবেন ও করাইবেন। গুটীগুলিতে যে সকল নাম-তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শিক্ষা থাকিবে, তাহা গ্রামে গ্রামে সেই আকারে বা একটু আকার পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচার করিবেন। গুটীগুলি প্রথম হইতে কর্ম্মচারিগণ যত্ন করিয়া গাঁথিয়া রাখিবেন। প্রথম গুটী অতি পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাও আর একবার পরে মুদ্রিত হইয়া কর্ম্মচারিগণের হস্তে যাইবে। তাঁহারা প্রথম গুটী হইতে বাঁধাই করিয়া রাখিবেন। গুটীগুলি প্রায়ই এক ফর্ম্মা হইবে। যদি অন্য কেহ গুটী লইতে চান, তিনি এক পয়সা মূল্যে প্রত্যেক গুটী পাইতে পারিবেন। কর্ম্মচারিগণ নামের হাটের সহরৎকারী মহাশয়কে পত্র লিখিলেই যে কয়খানা গুটী চান, পাইবেন।

যাঁহার যে কিছু গোদ্রুমকল্পাটবীতে প্রকাশ করিবার জন্য লিখিতে হইবে বা নামের হাটের কর্ম্মচারীদিগকে জানাইতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া নিম্নলিখিত নামের ঠিকানায় পাইবেন—

শ্রীযুত রামসেবক চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিভৃঙ্গ
শ্রীনামহট্টের সহরৎকারী
সুরভিকুঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ পোষ্ট আফিস,
জেলা নদীয়া।

নিবেদন

যে মহাত্মাগণ আমাদের নামের হাটের ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতাঞ্জলি নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিকটস্থ অথবা জানিত যে-সকল উদ্যোগী শুদ্ধবৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের নাম, গ্রাম, ডাকের ঠিকানা ও জেলা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া

পাঠান। তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ব্রাজক-বিপণী বলিয়া গণ্য করতঃ তাঁহাদের নামে শ্রীনামহাটের পুস্তকসমূহ প্রেরণ করিব।

প্রপন্নাশ্রম ও শ্রদ্ধা-কুটীর ঃ—বিপণিপতি যে গ্রামে থাকেন, সেই গ্রামে বা নগরে তিনি নামের বিপণি-স্বরূপ এক কুটীর বা আলয় স্থির করিবেন। সেই কুটীর বা আলয়কে প্রপন্নাশ্রম বলিয়া নামকরণ করিবেন। প্রপন্নাশ্রমে নিকটস্থ ও দূরস্থ শুদ্ধনামপরায়ণ ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া নামানন্দ আস্বাদন ও প্রচার করিবেন। বিপণিপতি মহোদয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে পরমার্থ-ভ্রাতা জানিয়া আদর করিবেন। কিন্তু আশ্রমাগত সাধুজন এরূপ মনে করিবেন না যে, বিপণিপতি তাঁহাদিগকে ভোজনাস্বাদন দিতে বাধ্য আছেন। এক সাধু অন্য সাধুকে নিজের অভাবের জন্য ব্যতিব্যস্ত করেন না, তবে যাঁহার যে শক্তি, তিনি পরমার্থ-ভ্রাতাকে সেই অনুসারে আতিথ্য করিলেও করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোন সাধু স্বয়ং খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া কোন প্রপন্নাশ্রমে রাত্রিবাস করিলে বিপণিপতি-মহোদয় তাহাতে আপনাকে হীন বোধ করিবেন না। যদি ভ্রাতৃসেবায় নিজ দ্রব্যাদি দেন, তাহাতেও দাতা বলিয়া অভিমান করিবেন না। শুদ্ধনামের জয়-পতাকা যাহাতে উড়িতে পারে, এই চেষ্টাই সকলের কার্য্য। তাহাতে কোন-প্রকার আপন-পর-বোধে মানাপমান রাখার প্রয়োজন নাই। আপনাপন অভাব নিবৃত্তি, আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাই সাধারণ বিধি। প্রত্যেক প্রপন্নাশ্রম স্ব-স্ব গ্রাম বা পল্লীর নামের সহিত সংযোজিত থাকিবে; যথা—আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম, বাগ্বাজার প্রপন্নাশ্রম, দিনাজপুর প্রপন্নাশ্রম ইত্যাদি।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ যেখানে থাকেন, সেই স্থানের নাম শ্রদ্ধা-কুটীর; যথা—ফুলকুসুম শ্রদ্ধা-কুটীর, নাখুরিয়া শ্রদ্ধা-কুটীর ইত্যাদি। তাঁহার পৃথক্ কুটীর বা গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজন নাই। যখন যে হাট-সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী সেই গ্রামে যাইবেন, প্রথমেই শ্রদ্ধা-কুটীরের দ্বারে গিয়া ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কর্ম্মচারিগণ নিজ-নিজ ব্যয়ে নিজ অভাব নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের ভ্রাতৃস্নেহই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইবে। তবে যদি কোন ব্রাজক-বিপণী ভ্রাতা কর্ম্মচারীকে আতিথ্যে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার চিত্তে যাহাতে সুখ জন্মায়, তাহা করিলে বড় আনন্দের বিষয় হয়।

বার্ত্তা

আমাদের হাটের কর্ম্মচারিগণ অনেক বিষয়ে পরস্পর পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, এইজন্য এই পত্রিকায় ক্রমশঃ সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের নাম

ও ডাকের ঠিকানা প্রকাশিত হইবে। অন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী মহাশয়দের নাম প্রকাশিত হইল, যথা—

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ ঃ—১। শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ সোম, ফুলকুসুম, রাইপুর, বাঁকুড়া। ২। শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, রাইপুর বাজার, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৩। শ্রীযুত শিবনারায়ণ মহাপাত্র, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ৪। শ্রীযুত রামানন্দ দাস বাবাজী, দামোদরবাটী, তেলিবেড়িয়া, বাঁকুড়া। ৫। শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস, রাধামোহনপুর, সোনামুখী, বাঁকুড়া। ৬। শ্রীযুত রসিকলাল দত্ত, রাগভূষণ, নাথুরিয়া, পালীগ্রাম, বর্দ্ধমান। ৭। শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। ৮। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, সুকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুত হৃদয় নাথ পাণ্ডা, শ্যামপুর, রাইপুর, বাঁকুড়া। ১০। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ গোস্বামী,হাসিমপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ১১। শ্রীযুত রমানাথ মুখোপাধ্যায়, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১২। শ্রীযুত গদাধর মজুমদার, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৩। শ্রীযুত উদয়চন্দ্র দাস, পানাগড়, বর্দ্ধমান। ১৪। শ্রীযুত বেণীমাধব সরকার, পানাগড় বর্দ্ধমান। ১৫। শ্রীযুত যাদবচন্দ্র দাস, বাশকোপা, গোপালপুর; ঐ। ১৬। শ্রীযুত হরিদাস, বাবলাবেড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৭। শ্রীযুত রামকল্প সাহা, মানিকাড়া, গোপালপুর, ঐ। ১৮। শ্রীযুত বাউলচন্দ্র ধাড়া, মবারকগঞ্জ, গোপালপুর, ঐ। ১৯। শ্রীযুত বক্রনাথ ঘটক, তাজপুর, পলাশডাঙ্গা, বাঁকুড়া। ২০। শ্রীযুত সীতানাথ দাস মহাপাত্র, সাউরিগ্রাম, সাবড়া, মেদিনীপুর। ২১। শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ বাগ্‌চি, রংপুর। ২২। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, নওয়াবাদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। ২৩। শ্রীযুত স্বরূপমোহন গোস্বামী, ভবানীপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৪। শ্রীযুত বনমালী দাস বাবাজী, আরঙ্গাবাদ, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ২৫। শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দাস, মালদহ। ২৬। শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৭। শ্রীযুত গুরুদাস বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৮। শ্রীযুত বসন্ত কুমার দাস, দিনাজপুর।

বিপণীপতি মহোদয়গণ ঃ—১। শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ২। শ্রীযুত রামচন্দ্র শিরোমণি, দিনাজপুর। ৩। শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী, সেরপুর, মৈমনসিংহ।

জ্ঞাতব্য

হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ যখন কার্য্যান্তরে অন্য গ্রামে যাইবেন, তখন

তথায় একটী সাধারণ স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক নামের হাটের উদ্দেশ্য-সূচক বক্তৃতা করিবেন এবং শুদ্ধভক্তি-সূচক নামগান ও ভাবগান করিয়া স্রোতাগণকে শুদ্ধ-ভক্তি পথে আনিবার চেষ্টা করিবেন। গানগুলি যে কেবল কীর্ত্তন সুরে হইবে, এমত নহে; কিন্তু যে-স্থানে যেমন রুচি দেখেন, সে-স্থানে তদনুরূপ সুরের (বৈঠকী, কালোওয়াতি, বাউল প্রভৃতি) গান করিবেন ও করাইবেন। ইহাতে এইমাত্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, পদগুলিতে শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ কোন কথা না থাকে। আমরা ক্রমশঃ সকল প্রকার সুরের গান তাঁহাদের সাহায্যার্থে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালায় প্রকাশ করিব।

সুদীন অকিঞ্চন

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

চতুর্থ দ্রুম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ শ্রীচরণে কৃতাঞ্জলি নিবেদন :—

১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা-মতে এই নামহট্ট পুনরায় প্রকটিত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের সাধু-বৈষ্ণবগণ এই হাটের কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। হাটের কার্য্য বিশেষ উৎসাহ-সহকারে করা আবশ্যক। কতিপয় কর্ম্মচারী মহোদয় স্থানে স্থানে শুদ্ধনাম-প্রচার-কার্য্যের বিবরণ পাঠাইতেছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণ পাঠান নাই। আমরা যথাসাধ্য ব্যয় ও পরিশ্রমে কল্পাটবী ও সিদ্ধান্ত-মালা মুদ্রিত করিয়া পাঠাইতেছি। আশাকরি, প্রত্যেক কর্ম্মচারী মহোদয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া তিন মাস অন্তর আমাদের নিকট পাঠাইবেন। কল্পাটবীতে ও সময়ে সময়ে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় তাঁহাদের বিবরণ-সকলের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইবে। চতুর্থ মাসের মধ্যে যাঁহাদের বিবরণ পাওয়া যাইবে না, আমরা মনে করিব যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি দয়া করিলেন না এবং তাঁহারা শ্রীশ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে কিছুই

করিবেন না।

২। শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য সুচারুরূপে হইতে গেলে কতকগুলি বক্তৃতা ও গানশক্তিবিশিষ্ট ব্রাজক-বিপণী সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধভক্তদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যায় না। অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে, হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ কতকগুলি অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে জনসমাজে বক্তৃতা ও গান করিবার উৎসাহ দিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই সুবক্তা ও সুগায়ক ব্রাজক-বিপণী ও বিপণিপতি পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে সকলেই বিশেষ যত্ন করিবেন। অল্পবয়স্ক, বিনয়ী, উৎসাহী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ কতকগুলি ব্যক্তিকে নির্জ্জনস্থানে বক্তৃতা ও গান শিক্ষা দিয়া ক্রমশঃ গ্রামের মধ্যে, চত্বরে, বাজারে ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে তাঁহাদের দ্বারা বক্তৃতা করাইবেন। এই সমস্ত চেষ্টা দ্বারা যে ফলোৎপন্ন হয়, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লিখিবেন।

৩। বিলাত হইতে যে-সকল খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারক অর্থাৎ মিশনারী এ প্রদেশে আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা সেই কার্য্যের জন্য বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্রিয়া নিঃস্বার্থ নয়, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা জগতের কোন মঙ্গল সাধন হয় না। আমাদের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নামের হাট সেইরূপ নয়। আমাদের নাম-প্রচারকগণ নিঃস্বার্থে প্রভুর নিশান ধরিয়া গ্রামে-গ্রামে শ্রীমদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এইপ্রকার ধর্ম্ম-প্রচারদ্বারা অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই কেবল ভারতভূমিতে নয়, কিন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলে শ্রীচৈতন্য-দেবের খোল বাজিয়া উঠিবে এবং শুদ্ধ হরিভক্তি কি ব্রাহ্মণ, কি ম্লেচ্ছ, সকলেই লাভ করিবে।

প্রচার-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩ই পৌষ শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রাব্দ ৪০৫, শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য আরম্ভ হয়। কলিকাতা কুমারটুলী শ্রীশ্রীগৌর-গোপীনাথ-কুঞ্জে, বিডন ষ্ট্রীটে শ্রীযুত রায় কানাই-লাল দে বাহাদুরের বাটীতে ও রামবাগান ভক্তিভবনে কয়েকজন হাটের কর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া নামোৎসব করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় আমলাযোড়া গ্রামে শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন বিপণিপতি মহাশয় একটী প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করত নিকটস্থ গ্রাম-সমূহে শুদ্ধ নাম প্রচার করিতেছেন।

হুগ্‌লী বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বিপণিপতি মহাশয়

স্বগ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করতঃ তথা হইতে গ্রামে-গ্রামে নামোৎসব করাইতেছেন।

মৈমনসিংহ সেরপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী বিপণিপতি মহাশয় প্রপন্নাশ্রম স্থাপন-পূর্ব্বক নিকটস্থ গ্রামসমূহে শুদ্ধ নামতত্ত্ব প্রচার ও শুদ্ধ নামোৎসব করিতেছেন।

শ্রীযুত ব্রাজক-বিপণী কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীরামপুর নগরে শ্রীযুত কালিদাস সাহা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৩শে চৈত্র রবিবার হরিবাসর-দিবসে শ্রীনামোৎসব ও শুদ্ধনাম-বিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল।

ব্রাজকবিপণী শ্রীযুত রঘুনন্দন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যত্নে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বৈশাখ মাসে (৪০৬) নামোৎসব ও বক্তৃতা হইয়াছিল।

সম্বলপুর নগরে শ্রীযুত মধুসূদন দাস ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের প্রযত্নে শেষ চৈত্র হইতে নামোৎসব হইতেছে।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রযত্নে বাঁকুড়া, সোনা-মুখীর অন্তর্গত রাধামোহনপুর গ্রামে বিশেষ যত্ন-সহকারে শ্রীনামোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার গোপালপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধনাম গান ও শুদ্ধ নাম-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বাঁকুড়া রাইপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্রস্থ হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা-গৃহে ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে প্রতিদিন নাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট কানাইবাজারে মৈনা নিবাসী ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত রাজীবলোচন দাস মহাশয় ঐ প্রদেশে শুদ্ধনাম প্রচারের বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলার রাম-জীবনপুর গ্রামের নিকটস্থ অনেকানেক গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিশান উড়াইয়া শুদ্ধনাম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মধুর বক্তৃতায় বিগলিত-চিত্তে অনেকেই শুদ্ধনামাশ্রয় করিয়াছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

বিপণিপতি শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে নামকীর্ত্তন দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

শ্রীগোদ্রুমবাসী নামহট্টের সেবকগণ উক্ত মহোদয়দিগের কার্য্য আলোচনা করিয়া আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিতেছেন। এখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর নামের হাট পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

সন্দেহ নিরসন

গোদ্রুম-কল্পাটবীর দ্বিতীয় দ্রুমের লিখিত মত প্রামাণিক, ধোবা ও দরজী ইঁহারা কি কার্য্য করেন, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রামাণিক, ধোবা ও দরজীর পদ অতিশয় উচ্চ। বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ঐ তিনটী পদ কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। কুমতরূপ অভদ্র-লক্ষণ শ্মশ্রু-কেশ দূর করিয়া বিপন্থীদিগকে যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবতায় আনিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের ক্ষৌরকারী প্রামাণিক। বিপথ-গমনদ্বারা দুষিত চরিত্রস্বরূপ মলযুক্ত পরিচ্ছদ ধৌত করাইয়া যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত-পরিচ্ছদ দিতে সক্ষম, তাঁহারাই হাটের ধোবা। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-যাগ প্রভৃতি আর্য্য-ক্রিয়ারূপ অমিলিত বস্ত্র-সকলকে যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব-সূচীকাদ্বারা গ্রন্থন করতঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ ব্যবহার উৎপন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের দরজী।

সদ্বিচার

অনেকে 'শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণ,' 'শ্রীশ্রী৺নামসংকীর্ত্তন,' 'শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু'—এইরূপ লিখিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদানুগত পণ্ডিতসকল সেই সেই রূপে লিখিলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না; কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে সেই সেই রূপে লেখা যুক্তি ও সদাচার-বিরুদ্ধ। "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ," "শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন"—এইরূপ, লিখিলেই যথেষ্ট। যেহেতু হরিনাম বা হরিবিষয়ক কথার পূর্ব্বে '৺' সঙ্কেত লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি '৺' শব্দ লিখিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে '৺ ঈশ্বর' শব্দ লেখা যায়, তাহা কেবল হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। ঐরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা মৃত ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদ-সম্মত মৃত-শব্দের পরিবর্ত্তে মাত্র; ঐ চিহ্নে বৈষ্ণবদিগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

পণ্য-বীথিকা-পতি ঃ—যে-সকল মহান্ত-সন্তান ও প্রভু-সন্তানগণ আপনাপন পণ্য-বীথিকায় বসিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে শুদ্ধ-নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের হাটে পণ্য-বীথিকা-পতি।

পঞ্চায়েৎ ঃ—হাটের যখন যে-কোন কর্ম্মচারী শ্রীগোদ্রুম ক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক একত্রিত হইয়া হাটের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে বিষয়সকল সিদ্ধান্ত করিবেন,

তাঁহারাই তখন শ্রীশ্রীনামহট্টের পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ হাটের মূল মহাজনের প্রতিনিধি।

পূর্ব্ব প্রকাশিত তালিকার পর বিপণিপতি মহোদয়গণ ঃ— ৪। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বহরমপুর, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৫। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, বদনগঞ্জ, হুগলী। ৬। শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদদাস বাবাজী, শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

দালালগণ ঃ— ১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত, হাসখালি, নদীয়া। ২। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মৌলিক, দেওঘর, বৈদ্যনাথ। ৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু, জাগুলী, নদীয়া। ৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, আমঘাটা, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ ঃ—২৯। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সাহা, করিমপুর, নদীয়া। ৩০। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, খাগড়া মুর্শিদাবাদ। ৩১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী, শ্রীরামপুর, হুগলী। ৩২। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দত্ত, জাহানাবাদ, হুগলী। ৩৩। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, হেড্‌মাষ্টার রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৩৪। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ৩৫। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪৬নং মিডিল রোড, ইটিলী, নাপিতবাজার, কলিকাতা। ৩৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সুনারী, আটারিয়া, সম্বলপুর। ৩৭। শ্রীযুক্ত রামলাল দাস, আমডহরা, বোলপুর, বীরভূম। ৩৮। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, নবদ্বীপ, নদীয়া। ৩৯। শ্রীযুক্ত ঘনেশ্বর সিংহ, দুদপাতুলী, খরিলপাড়া, শিলচর, কাছাড়। ৪০। শ্রীযুক্ত লোকনাথ হোড়, ৬৬নং শাখারীটোলা লেন, কলিকাতা। ৪১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস ঘোষ, ৮নং বৃন্দাবন ঘোষের লেন, কলিকাতা। ৪২। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ছুটী, গোবরাহাট, কটক। ৪৩। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট। ৪৪। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবখণ্ড, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৪৫। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দাস কাটোয়া, বর্দ্ধমান। ৪৬। শ্রীযুক্ত হরলাল চক্রবর্ত্তী, গ্রাম মুণ্ডকা, রাইপুর, বাঁকুড়া। ৪৭। শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায়, ৪র্থ শিক্ষক, বীরসিংহ, খারার, মেদিনীপুর। ৪৮। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণদাস বাবাজী, কতরবগা, লাপান্দা, সম্বলপুর। ৪৯। শ্রীযুক্ত রামচরণ দাস বৈরাগী, দয়ালবাজার, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫০। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ সর্ব্বাধিকারী, মেমারী, বর্দ্ধমান। ৫১। শ্রীযুক্ত কিরীটী-

ভূষণ ধলবাবু, অম্বিকানগর, রাজবাটী, বাঁকুড়া। ৫২। শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী, পাণ্ডুয়া, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫৩। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক, ডেঃ পোঃ মাঃ জেঃ আঃ, ঢাকা।

স্বরভিকুঞ্জ,
গোদ্রুমদ্বীপ
স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

সুদীন অকিঞ্চন
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

পঞ্চম দ্রুম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

পরিদর্শন-বিবরণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমক্ষেত্রে শ্রীস্বরভিকুঞ্জে সম্প্রতি শ্রীশ্রীনামহট্টের মূল সংস্থাপিত আছে এবং ভারতভূমির সর্ব্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। স্থানে-স্থানে হাটের কার্য্য কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে মূল হাটস্থিত কর্ম্মচারিগণ সময়ে সময়ে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হন। আজ পর্য্যন্ত ঐ পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণ যাহা যাহা দৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমুদয় এই বিবরণে প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ চারিশত ছয়, ২১শে ভাদ্র রবিবারে নামহট্টের পরিমার্জ্জক, সহরৎকারী এবং আরও দুইটী কর্ম্মচারী একযোগে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নগরে হাটের কার্য্য পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নূতন মন্দিরে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের (অস্পষ্টাংশ) (২) গৌরপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। ভক্তি ও বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইলে পর ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কালীদাস সাহা মহাশয় কয়েকটি ভক্তকে লইয়া চতুর্থ গুটী ভক্তিসিদ্ধান্তমালা হইতে মধুর স্বরে শিক্ষাষ্টক পালা-গান করিয়াছিলেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অকৃত্রিম গৌরভক্তি দর্শন করিয়া হাটের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ চারিশত ছয়, ৫ই আশ্বিন সোমবার হাটের পরিমার্জ্জক সহরৎকারী ও পতাকাধারী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল নগরে সন্ধ্যার পর পৌঁছিলে তত্রস্থ ভক্ত মহোদয়গণ হরিসংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগকে সজ্জিত হরিসভায় লইয়া গেলেন; সহস্রাধিক নামপরায়ণ সমাগত ব্যক্তিগণ মহা-সমারোহে হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হাটের কর্ম্মচারিগণ সেই রাত্রেই রামজীবনপুর গ্রামে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রাতে রামজীবনপুরের ভক্তগোষ্ঠী সকলের সহিত পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিপণিপতি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য পরিদর্শন করিলেন। সহস্রাধিক ভক্তগণ মহাসমারোহে হরিধ্বনি করিতেছিলেন; হাটের তত্রস্থ সেনাপতি শ্রীযুত উমাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ, সহরৎকারী ভক্তিভৃঙ্গ ও ভক্ত সীতানাথ প্রভৃতি সমাগত হাটের কর্ম্মচারীদিগকে অভিনন্দনের দ্বারা সমাদর করিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। ঘাটাল চক্রের (অস্পষ্টাংশ) (৩) সুললিত বক্তৃতা ও নিজ-রচিত পদগান দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রেমে আপূরিত করিলেন। ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত রামদাস বাবাজী ও শ্রীযুত অধরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয় সুমিষ্ট বক্তৃতাদ্বারা সভাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। হরিধ্বনি ও বিশুদ্ধ নামসংকীর্ত্তনের সহিত এক প্রহর রাত্রে সভাভঙ্গ হইল।

৭ই আশ্বিন প্রাতেই মহা-সমারোহের সহিত নগরকীর্ত্তন বাহির হইল। সেই সময়ে রামজীবনপুর গ্রামের স্থানে স্থানে নিবাসী ভক্তমহোদয়গণ নিজ নিজ বাটীর দ্বারে পত্র-মণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়া নগরের একটী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। এদিকে রাজপথ দিয়া সংকীর্ত্তন চলিতেছে, মণ্ডপ হইতে ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করতঃ কীর্ত্তনকারীদিগকে মণ্ডপে বসাইতেছেন, ব্রাজক-বিপণিগণ ভক্তিবিনোদের সহিত নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, চতুর্দ্দিক হইতে গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকগণ হুলুধ্বনি করিতেছে, কোন স্থানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভঙ্গ করিয়া বালকগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া দৌড়িতেছে, ভক্তগণ পরস্পর আপ্যায়িত করিতেছেন,—এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য সমস্ত লোকের মন হরণ করিয়াছিল। শ্রীযুত শ্রীবাসচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে, শ্রীযুত গঙ্গাধর পাল, শ্রীযুত রাধানাথ দাস, শ্রীযুত মাধবচন্দ্র দে, শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য দাস, বিপণিপতি শ্রীযুত যদুনাথ পাল ও দ্বিজকুলচূড়ামণি শ্রীযুত দীননাথ রায় মহোদয়দিগের ভবনে সংকীর্ত্তন-সভার পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশন হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে শ্রীনগর গ্রামে শ্রীনগর নামহট্ট প্রতিষ্ঠিত হরিসভাতে ভক্তিবিনোদ মহাশয় ও যাবতীয় কর্ম্মচারী মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত হৃদয়নাথ কর্ম্মকার প্রভৃতি হাটের গায়কগণ মধুরস্বরে হরিনাম গান ও হাটের নর্ত্তক শ্রীযুত সীতানাথ হড় মহাশয় প্রভৃতি কীর্ত্তনে নৃত্য করতঃ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

৮ই আশ্বিন অপরাহ্ণে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী বিপুল সমারোহে রামজীবনপুর গ্রামে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুত অনন্ত গায়েন, শ্রীযুত রামচাঁদ দত্ত, শ্রীযুত শ্রীনিবাস রাউত, শ্রীযুত রামকল্প রাউত মহোদয়দিগের বাটীতে বহুসংখ্যক লোকের সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীনাথ মহাদেবের নাট্যশালায় প্রায় ২৫০০ লোকের এক মহাসভা হয়, তাহাতে সেনাপতি মহাশয় সমস্ত বেদ-পুরাণ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-প্রচারকালে মায়াবাদ-মতের নিরর্থকতা দেখাইয়াছিলেন। পরে বিপণিপতি শ্রীযুত যদুনাথ পাল মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে রসিক-মণ্ডলীতে রস-কীর্ত্তন হইয়াছিল।

৯ই আশ্বিন অপরাহ্ণে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী হাতীপুর দেবখণ্ডে উপস্থিত হন, তথায় জগজ্জননী ভদ্রকালীর নাট্যশালায় প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত ছিলেন। তত্রস্থ ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রযত্নে পত্রমণ্ডপ, তোরণ, গোপুরাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, গ্রামস্থ মহাজনগণ সংকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারিদিগকে অগ্রসর হইয়া নদীতীর হইতে মণ্ডপে লইয়া গেলেন, গমন সময়ে নহবৎ বাদ্য ও গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের হুলুধ্বনিতে গগন পরিপূরিত হইয়াছিল। যিনি সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। সে-সময়ে যেন প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সকলে আত্ম-বিস্মরণ হইয়াছিলেন! ভক্তগণ মণ্ডপে বসিলে পর নিম্নলিখিত গীতটী বাউলস্বরে গাওয়া হইল।

গীত

নিতাই নাম হাটে, ও কে যাবিরে ভাই আয় ছুটে।
এসে পাষণ্ড জগাই মাধাই দুজন সকল হাটের মাল
নিলে লুটে॥
হাটের অংশী মহাজন, শ্রীঅদ্বৈত, সনাতন,
ভাণ্ডারী শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিচক্ষণ।

আছেন চৌকিদার হরিদাস আদি, হলেন শ্রীসঞ্জয়
শ্রীশ্রীধর মুটে।
দালাল কেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি,
পরিচারক আছেন কৃষ্ণদাস প্রভৃতি,
হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস পণ্ডিত, ঝাড়ুদার কেদার জুটে॥
হাটের মূল্য নিরূপণ, নয় ভক্তি প্রকরণ,
প্রেম হেন মুদ্রা সর্ব্বসার সংযমন নাই কমি বেশী সমান।
ও জন রে, সব এক মনে বোঝায় উঠে॥
এই প্রেমের উদ্দেশ, এক সাধু উপদেশ,
সুধাময় হরিনামরূপ সুসন্দেশ, এতে বড় নাই রে দ্বেষাদ্বেষ,
খায় একপাতে কাণাকুঠে॥

পরে "মহামায়ার বৈষ্ণব-বাৎসল্য" বিষয়ে হাটের পরিমার্জ্জকের বক্তৃতা ও তদন্তে ব্রাজক-বিপণী মহাশয়গণের সুবক্তৃতা হইয়াছিল এবং হাটের গায়ক মহাশয়দিগের সুললিত তানে হরিগুণগানে সভাস্থ সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী সুদীর্ঘ পদ্যময়ী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। ঐ সভায় অনেকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের আনুগত্য স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন।

১০ই আশ্বিন অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারিগণ প্রথমে আমদান গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রচারালয়ে প্রায় পাঁচশত লোকের সমক্ষে এবং তৎপরে সেরবাজ গ্রামের ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ঘোষের প্রচারালয়ে সাত আটশত লোকের সমক্ষে শ্রীশ্রীনামপ্রচারের যথারীতি কার্য্য হইয়াছিল। উভয় স্থানেই নানাবিধ বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়াছিল।

১১ই আশ্বিন অপরাহ্ণে শ্যামবাজার হরিসভার সম্মুখে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হন, তথায় শ্রীনামসংকীর্ত্তন এবং ভক্তিবিনোদ, ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুত রামানন্দ বাবাজী মহাশয়গণ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমাগত লোকসকলকে শ্রীনামতত্ত্ব উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্যামবাজার গ্রামেও স্থানে স্থানে প্রচারমণ্ডম নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীনামহট্টের কার্য্য তথায় জাহানাবাদচক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রযত্নে উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, জানা গেল।

১২ই আশ্বিন প্রাতে হাটের কর্ম্মচারিগণ ভক্তিনিধি মহাশয়ের বদনগঞ্জের প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে কয়াপাট বাজারে একটী বিরাট সভা দেখা গেল; প্রায় তিন চারি সহস্র লোক বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত হাটের কর্ম্মচারীদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নামকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারিগণ তথায় উপস্থিত হইলে, প্রথমে লোক-কলরব নিস্তব্ধ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইল। তত্ত্বাবধায়ক ভক্তিনিধি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে ভক্তিবিনোদ মহাশয় "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" শ্রীভাগবতের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া মায়াবাদ নিরসন ও ভক্তিতত্ত্ব স্থাপন পূর্ব্বক একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করন, তৎপরে ব্রাজকবিপণী পণ্ডিত শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় একটী ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলে অন্যতর ব্রাজকবিপণী শ্রীযুত পণ্ডিত রামানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনাম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই সমস্ত বক্তৃতার সময়ে তত্রস্থ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যে ভক্তিরস উচ্ছলিত হইতেছিল, তাহা তাঁহাদের ঘন ঘন প্রেমপূর্ণ হরিধ্বনিতে প্রকাশ হইয়াছিল।

১৪ই আশ্বিন রাত্রে ক্ষীরপাই গ্রামে শ্রীহারাধন দে মহাশয়ের মণ্ডপে প্রায় দুই তিন শত লোক সমবেত হইলে শ্রীহরিকীর্ত্তন ও অবশেষে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এক বক্তৃতা হইয়াছিল। গ্রামস্থ লোকেরা শ্রীশ্রীনামহট্টের উপকার পাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৬ই আশ্বিন অপরাহ্নে ঘাটাল নগরে সংকীর্ত্তন ও নাম-প্রচার সভা হয়, তত্রস্থ প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী মহাশয়গণ প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে ক্রমশঃ প্রায় সহস্র লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও নামতত্ত্ব বিষয়ে ভক্তিবিনোদ একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেকের মনে শ্রীনামহট্টের প্রতি ভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল। দেখা গেল, ঘাটালে এপর্য্যন্ত নামহট্টের সমধিক কার্য্য হয় নাই, কিন্তু সে-দিবস অনেক সাধুলোক ভক্তবৃন্দ প্রেমের সহিত পরস্পর দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নামগানে সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, অতি শীঘ্রই রামজীবনপুরের ন্যায় ঘাটালে নামহট্টের বিস্তৃতি হইবে।

রামজীবনপুর, ঘাটাল ও অন্যান্য স্থানে যে-সকল গীত ও অভিনন্দন-কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তাহাতে হাটের কর্ম্মচারীদিগের অতিস্তুতি বাক্য থাকায় এই কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম। ঘাটালে যে গীত হইয়াছিল

তাহা তত্রস্থ হরিসভা হইতে পৃথক ছাপা হইয়াছে।

ঘাটাল চক্র ও জাহানাবাদ চক্র পরিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই স্বল্পকালের মধ্যে হাটের কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাজকবিপণী মহাশয়েরা বিশেষ যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঘাটাল চক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কার্য্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারী যদি প্রতি-চক্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। অন্যান্য চক্র পরিদর্শনকালে বোধ হয়, সে আনন্দ লাভ করা যাইবে।

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কর্ম্মচারী মহোদয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখেন—

১। শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা ঘরে ঘরে প্রকাশিত হয়, এই কার্য্যটী টহলদার পদাতিক মহাশয়দিগের উপর নির্ভর করে।

২। অনেক স্থানে আমরা দেখিলাম যে, নামগান বলিয়া কতকগুলি ভুক্তি-মুক্তি-কামপূর্ণ বাজে পদের গান হইতেছে। শ্রীনামহট্ট হইতে এইরূপ হওয়া উচিত নয়। পূর্ব্বমহাজন-কৃত নাম, গীত এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় প্রকাশিত নাম-গীতসকল অথবা তদনুরূপ যে-কোন নাম রচিত হয়, তাহাই কেবল গীত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি যে, চক্রপতি কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

৩। অনেক স্থানে প্রচারক্ষেত্রে তত্রস্থ ভক্তগণ কর্ম্মচারীদিগকে ভোজন করাইবার যত্ন পান, তাহাতে তাঁহাদের রসাস্বাদনের অনেক ব্যাঘাত হয়, এইরূপ না হওয়াই ভাল। ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় আতিথ্যের নিষেধ করা হইল না।

৪। অনেক স্থানে বহুতর কালোয়াৎগণ শ্রীনামহট্টের গায়কপদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত বৈঠকী গানসকল গাইয়া থাকেন, সেইসকল গান প্রায় শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ; আমাদের ইচ্ছা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তি ও শুদ্ধনামযুক্ত বৈঠকীপদ-সকল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। চক্রপতি মহাশয়গণ সেইরূপ পদ রাগিণী, তাল উল্লেখ করত প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালায় প্রকাশ করিব।

৫। যে যে হরিসভায় শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনামের আলোচনা নাই এবং অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, সেই সকল হরিসভার সহিত শ্রীনামহট্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

রাখা উচিত নয়, নচেৎ শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা থাকিবে না।

শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ সহরৎকারী, শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, পরিমার্জ্জক, শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র, পতাকাধারী।

হাটের কার্য্য

শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রে সুরভিকুঞ্জে শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক, প্রচারক প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মচারী স্থানীয় ভক্তবৃন্দের নিয়ম-সেবা উপলক্ষে নামোৎসব করিয়াছিলেন। বিগত ২৭শে আশ্বিন হইতে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রতি-দিবস আরতি, নামকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ-পঠন, ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, সময়ে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন এবং নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে গোরাদহ, সপ্তঋষির ভজনস্থান, হংসবাহন, স্বরাট্ শৈল, হরিহর ক্ষেত্র, হিরণ্য-কুঞ্জ প্রভৃতি প্রভুর লীলা-স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক তথায় নামগান ও তত্তৎস্থানের লীলা-বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে সেই সকল লীলাস্থলীয় গ্রামবাসীরা স্থান-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ সেই সেই লীলা-স্থলে গড়াগড়ি দিয়া মনের উল্লাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কাহার কাহার অশ্রুপাত এবং সকলের অঙ্গে পুলক হইয়াছিল। হিরণ্যকুঞ্জে শ্রীযুত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যানে নামগান হওয়াতে তিনি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোদ্রুম-মহান্ত শ্রীযুত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে উচ্চ সংকীর্ত্তন-সহ পার নবদ্বীপ ভ্রমণ এবং প্রৌঢ়া মায়া প্রভৃতি নানা দেবালয়ে শুদ্ধনাম গান এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গনে তাঁহার নাম সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎকালে আবাল-বৃদ্ধ-বালক সকলেই স্থির চিত্তে শ্রবণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পুরাঙ্গনারা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গায়কদিগের উপর পুষ্পের ন্যায় বাতাসা বর্ষণ করিয়াছিলেন। তথায় অনেক বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রভুর এরূপ হৃদয়রঞ্জক নাম পূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

সেনাপতি ও উহল পদাতিক

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবীর দ্বিতীয় দ্রুমে যে বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত আর কয়েক প্রকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। নামের হাট যত বল প্রকাশ করিতেছেন, হাটের প্রতিপক্ষ পাষণ্ড কলি ততই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করিতেছে। সসৈন্য পাষণ্ড কলিকে দমন করিবার জন্য

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ ভগবন্নাম প্রচার-কার্য্যের সংরক্ষনার্থে একদল নূতন সেনা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি, চক্রস্থ সেনাপতি ও টহলদার, পদাতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার কর্ম্মচারিগণ উক্ত সেনার অঙ্গবিশেষ। টহলদার পদাতিকগণ প্রতি গ্রামে কার্য্য করিবেন। চক্রস্থ সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতি মহোদয়গণ আবশ্যকমত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা পাষণ্ড মত নিরসন-পূর্ব্বক ভগন্নাম-মাহাত্ম্য স্থাপন করিবেন।

টহলদার মহোদয়দিগের নিয়মাবলী

১। সাধুসম্মত বেশে ভক্তিভাবে করতালধ্বনি করিতে করিতে টহলদার পদাতিক মহাশয় তাঁহার অবকাশ-ক্রমে প্রতিদিন অন্যূন পাঁচটী গৃহস্থের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ২। আজ্ঞা প্রচার করিতে যতক্ষণ লাগে, তাঁহার অধিক্ষণ সেই গৃহস্থের বাটীতে থাকিবেন না। ৩। দৈন্যসূচক স্বরে আজ্ঞা গান করিবেন। ৪। গৃহস্থের নিকট কোন পার্থিব বস্তু প্রার্থনা বা গ্রহণ করিবেন না। ৫। গৃহস্থ যদি কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার করেন, পদাতিক মহাশয় তাঁহাকে সুমিষ্ট বাক্যের সহিত সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিবেন। কখন কোন প্রকার ক্রোধ বা ঘৃণা মনেও আনিবেন না। ৬। যদি কোন ব্যক্তি টহলদার মহাশয়ের সহিত কিছু বিতর্ক করিতে চাহেন, তবে তিনি স্বয়ং কোন বিষয় বিতর্ক না করিয়া নিকটস্থ সেনাপতি মহাশয়কে জানাইবেন। ৭। টহলদার মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীনামহট্টের একটী ছোট নিশান থাকিবে। ৮। যাঁহারা ভিক্ষা ও মন্ত্রোপজীবী, তাঁহারা টহলদার পদাতিক হইতে পারিবেন না। ৯। নামহট্টের কার্য্য করিয়া কেহ কোন পার্থিব সাহায্যের আশা করিবেন না। যে সদুপায়ে তিনি নিজের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই উপায়লব্ধ অর্থের দ্বারায় নিশান ও করতাল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। এরূপ হইলে নিঃস্বার্থ কার্য্যের দ্বারায় তিনি মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পরিতুষ্ট করিবেন।

সেনাপতি মহোদয়দিগের নিয়মাবলী

১। সেনাপতিগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য বেদ ও তদনুগত স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

২। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে টহলদার পদাতিক নিযুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা দিবেন এবং আবশ্যক হইলে ভক্তিপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষণ করিবেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১০ দামোদর, ৪৬৩ গৌরাব্দ | ৮ম সংখ্যা
সোমবার, ৩০ আশ্বিন ১৩৫৬, ইং ১৭।১০।৪৯

শ্রীলসরস্বতীগোস্বাম্যষ্টকম্

(১)

আশৈশবোপাসিতভক্তিযোগং
দুঃসঙ্গত্যাগায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞং।
কৃষ্ণানুসন্ধাননিমগ্নচিত্তং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(২)

শ্রীগৌরপাদাব্জসুভৃঙ্গরাজং
নাম্নাং প্রচারোদ্যমপূর্ণহৃদং।
শ্রীধামসেবাসু নিতান্তচেষ্টং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্॥

(৩)

শাস্ত্রার্থনির্দ্ধারণসদ্বরেণ্যং
ভক্তের্ব্বিরুদ্ধাশয়ভেদদক্ষং ।
নিত্যং সতাং মানসরাজহংসং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৪)

নির্ম্মায় বিস্তারিসুবোধভাষ্যং
তত্ত্বান্ধলোকস্য সুদৃক্প্রদঞ্চ ।
উৎপাদিতাশেষসুধীপ্রমোদং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৫)

গোপেশনেত্রোৎসববৃদ্ধিরামং
ঔদার্য্যমাধুর্য্যরসাব্ধিপূর্ণং ।
রাধাসরস্তীরনিবাসযত্নং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৬)

শুদ্ধেন জ্ঞানেন জগজ্জনানাং
বিনাশিতং মোহঘনান্ধকারং ।
আচার্য্যবর্য্যেণ কৃপাময়েন
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৭)

পারেসমুদ্রং গুরুগৌরবাণীম্
আম্নায়ধারাপ্রসৃতাং সমৃদ্ধাং ।
বিস্তার্য্য যোঽত্যন্তমুদং প্রলেভে
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

(৮)

চৈতন্যসংগীতিসহস্রবক্ত্রং
জীবস্য দুঃখেন দয়ার্দ্রচিত্তং ।
ভৃত্যেষু দীনেষু কৃপাগুণাব্ধিং
বন্দে প্রভুং শ্রীলসরস্বতীং তম্ ॥

শ্রীল সরস্বতী-গোস্বাম্যষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি আশৈশব ভক্তিযোগের উপাসক, দুঃসঙ্গ ত্যাগে দৃঢ়-সঙ্কল্প এবং কৃষ্ণানুসন্ধানে নিমগ্ন-চিত্ত, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্মের মধুপগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নাম-প্রচারোদ্যমে যাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ এবং শ্রীধাম-সেবায় যিনি সাতিশয় চেষ্টান্বিত, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

যিনি শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়া সজ্জন-বরেণ্য হইয়াছেন, যিনি ভক্তিবিরুদ্ধচিত্তকে দমন করিতে নিপুণ এবং সাধুগণের মানস-সরোবরে রাজহংস স্বরূপে নিত্য বিচরণশীল, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া তত্ত্ববিষয়ে অন্ধজগৎকে সুদর্শন প্রদান করিয়াছেন এবং সুধী ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার রমণীয় স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, যিনি ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যের পরিপূর্ণ সমুদ্র, যিনি অতীব আগ্রহে রাধাকুণ্ডতটে অবস্থান করিতেছেন, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

যে কৃপাময় আচার্য্যশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদত্ত হইয়া জগদ্বাসীর অজ্ঞান তিমির বিদূরিত হইয়াছে, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি আম্নায়ধারা-প্রসূত সমৃদ্ধিশালী শ্রীগুরু-গৌর-বাণী সমুদ্রপারে অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীচৈতন্য-গুণকীর্ত্তনে সহস্র-মুখ, জীব-দুঃখে যাঁহার হৃদয় বিগলিত এবং দীন ভৃত্যের প্রতি যিনি কৃপাসিন্ধু, সেই শ্রীল সরস্বতী প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন পরিচয়

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত। কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদিগকে দ্বাদশটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন, অকিঞ্চন, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি নাম-ভেদ অনেকস্থলে কীর্ত্তিত হয়। আবার নির্ব্বিশেষবাদীর অনুচরস্বরূপে পঞ্চদেবো-পাসকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্টগণের মধ্যে বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরও অভাব নাই। শেষোক্ত পঞ্চোপাসকী নির্ব্বিশেষ মত পোষণ করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বাস হইতে চ্যুত।

বৈষ্ণবগণ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও স্থূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুইটী প্রবল বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চন আশ্রয়ে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাবমার্গানুসরণে ভাগবত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশমতে শ্রীভাগ-বতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও উভয়েই শ্রীভগবদ্ভক্ত। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয়মতেই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৬৯ সংখ্যায় শ্রীপ্রভুর উক্তি,—

এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

পঞ্চরাত্র কাহাকে বলে ও তাহার অর্থ কি ?

পঞ্চরাত্র শব্দে পাঁচটী জ্ঞান বিষয়ক প্রণালী। রা ধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চজ্ঞান বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাই পঞ্চরাত্র। জ্ঞান-বচনই রাত্র। জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

প্রথম সাত্ত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয় নির্গুণ জ্ঞান, তৃতীয় সর্ব্বপর জ্ঞান, চতুর্থ রাজসিক জ্ঞান এবং পঞ্চম তামস জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে এবং তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরামানুজীয় অর্থ-পঞ্চক

শ্রীরামানুজ-শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্বুর বরদরাজ। ইঁহার শিষ্য পিল্লাই লোকাচার্য্য। ইনি অর্থপঞ্চক নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধি-স্বরূপ—এই পঞ্চ স্বরূপ জ্ঞানের অন্তর্গত পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি অর্থ কথিত।

শ্রীমাধ্বমতে ভেদ-পঞ্চক

শ্রীমাধ্বগণের মতে বস্তু বিষয়ে পঞ্চভেদ জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চ জ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চ বিষয়ক জ্ঞান-দ্বারা পুরুষার্থ জ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ—পঞ্চ বিষয়ক পঞ্চ শুদ্ধজ্ঞানও পঞ্চরাত্র। নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুগত আগম-শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকীগণ পঞ্চরাত্র আখ্যা দেন।

সাত প্রকার পঞ্চরাত্র মধ্যে পাঁচ প্রকার সাত্ত্বিক

পঞ্চরাত্র সাতটী। ১। ব্রাহ্ম, ২। শৈব, ৩। কৌমার, ৪। বাশিষ্ঠ, ৫। কাপিল, ৬। গৌতমীয় ও ৭। নারদীয়। ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পাঁচটী পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয়—এই পাঁচটী সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত

হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—এই পঞ্চ-তত্ত্বের অর্চ্চন হইয়া থাকে।

অর্চ্চনীয় পাঞ্চরাত্রিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক ভাগবত অনুষ্ঠান পৃথক্

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্রবিহিত, তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানপ্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। যোগ্যব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদিপঞ্চরাত্র ও বৈদিক সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠানভেদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

অর্চ্চনপর বৈষ্ণব ত্রিবিধ ও তাঁহাদের লক্ষণ

অর্চ্চনপর বৈষ্ণবগণের অধিকার ভাগবতগণের ন্যায় তিন প্রকার শাস্ত্রে কথিত আছে। অর্চ্চনপর **কণিষ্ঠ বৈষ্ণব লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণং।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥ (পাদ্মোত্তরখণ্ড)

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-চিহ্ন ধারণ এবং ললাটাদি ঊর্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির পুণ্ড্র ধারণ করিয়া যিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস লক্ষণে অবগত আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণুমন্দির চিহ্নের নমস্করণরূপ অনুষ্ঠানে জীবের বৈষ্ণবত্ব কথিত হয়। অর্চ্চনপর **মধ্যম বৈষ্ণব লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ (ঐ)

হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যবোধক নাম, বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুযাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব, পরম ঐকান্তিক মহাভাগবত হইবার যোগ্য হন অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণবাখ্যা লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বে সজ্জনতোষণীতে আলোচিত হইয়াছে। অর্চ্চনপর **উত্তম বৈষ্ণব লক্ষণে** শাস্ত্র বলেন,—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ (ঐ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চ সংস্কারবিশিষ্ট মধ্যম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, নয় প্রকার ইজ্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অর্থপঞ্চকে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে মহাভাগবত বলিয়া কথিত হন। তিনি সেই কালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ হন।

শ্রীগুরুর লক্ষণ

এজন্য গুরুলক্ষণে শাস্ত্র-বচনসমূহ হরিভক্তিবিলাসে এরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯ ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৬ ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্র-বাক্য)

অধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪ ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বাক্য)

তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।
দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অবদাতান্বয়ঃ, শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২ ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী-বাক্য)

ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥

[মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ মনুষ্যমাত্রের গুরু, ইনি সমুদয় লোকের মধ্যে হরির ন্যায় পূজনীয়।

সর্ব্বকালজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবেত্তা ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রতি মন্ত্র প্রদানাদি দ্বারা অনুগ্রহ করিবেন।

অর্থাৎ—যিনি আত্মবিষয়কজ্ঞানশীল, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রের অর্থসমূহে সুপণ্ডিত, মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রসংহার করিতে সমর্থ, তিনি উত্তম ব্রাহ্মণ।

তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহস্থ গুরু নামে অভিহিত।

তিনি দেবতার উপাসক, শান্ত এবং বিষয়সকলে স্পৃহাশূন্য।

অর্থাৎ—তাঁহার বংশে কখনও পাতিত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয় নাই, তিনি স্বয়ং শুদ্ধ, নিজোচিত আচারবিষয়ে তৎপর, আশ্রমযুক্ত, ক্রোধরহিত, বেদজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা।

তিনি বুদ্ধিমান্, স্থিরবুদ্ধি, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক,

বিবেচনাশীল, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎপ্রতিমাসকলের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ ও শিষ্যবৎসল।]

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০, ৪১-ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

[অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও সহস্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না। যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও বিষ্ণুপূজায় তৎপর, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব।]

নবেজ্যা-কর্ম্মের সংজ্ঞায় শ্রীল জীবগোস্বামী

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে নবেজ্যাকর্ম্মের এরূপ সংজ্ঞা উদ্ধার করিয়াছেন,—

অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনং।
নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।
নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যাধৃত পাদ্মোত্তর-বাক্য)

১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্র পঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নামসংকীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণবপূজা। হে শুভে! এই নয়টীকে ইজ্যা বলে। এই নবকর্ম্মবিধানে ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা ভগবদর্চ্চন বিধেয় জানিতে হইবে।

অর্থপঞ্চক ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু

শ্রীল জীবপ্রভু অর্থপঞ্চক ব্যাখায় এরূপ লিখিয়াছেন,—

অর্থপঞ্চকবিত্ত্বঞ্চ উপাস্যঃ **শ্রীভগবান্,** তৎপরমং পদং তদ্দ্রব্যং তন্মন্ত্রঃ জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বং। তচ্চ হয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে—

এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষকৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ॥

বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা নীলয়া চিৎস্বরূপয়া।
স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ॥
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্।
বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নব॥ ইত্যাদি।

তৎপরমংপদং—স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ং।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং।
আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥

তদ্দ্রব্যং— দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥
ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশং।
গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ।
ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ যৎ।
রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকস্বাদুবদ্ভবেৎ॥
তস্মাৎ সাধ্যঃ রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ ব্যাপকঃ পরঃ।
রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকমিতি॥

তন্মন্ত্রঃ— বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥ ইত্যাদি।

জীবাত্মা— মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা।
জায়ন্তে তৎ স্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥
আশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ।
সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥

ইত্যাদ্যপি কিন্তু ভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণ অপরোপি বিশেষঃ কশ্চিজ্জ্ঞেয়ঃ।

[অর্থপঞ্চকজ্ঞাতৃত্ব, যথা—উপাস্য শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ তদীয় দ্রব্য, তদীয় মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই অর্থপঞ্চক-জ্ঞাতা। এ বিষয় হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পদ্মপত্রসদৃশ বিশালনয়নযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণখচিত কেশপাশবিশিষ্ট। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণকান্তি, চিৎস্বরূপা লীলাদেবী কর্ত্তৃক স্বভাবতঃই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদের নিগুঢ় তত্ত্ব, স্বরূপতঃ গুহ্য, নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটীচন্দ্রসূর্য্যের প্রভাযুক্ত। ঐ স্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বভূতাধার ও সর্ব্ববিধ প্রলয়বর্জ্জিত। ইত্যাদি।

হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করুন্। উক্ত স্থানে সর্ব্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষসমূহই একমাত্র বৃক্ষ, তথায় লতা সমূহও তাদৃশ সর্ব্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফলপুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সে স্থানে সুগন্ধি সুস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাদি যাহা কিছু অবস্থিত তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রসস্বরূপ। ত্বক্, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু তাহাই হেয়াংশ, আর তাহা সকলই ভৌতিক; অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস-সংযোগেই ভৌতিক বস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! রসই পরম সাধ্য এবং ব্যাপক বস্তু। সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রসযুক্ত, পরন্তু এ স্থানে চিন্ময় দ্রব্যসমূহ—সাক্ষাৎ রসস্বরূপ।

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্রতত্ত্ব বলা যাইতেছে,—হে ব্রহ্মন্! দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র, তাঁহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার-সহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

এইরূপ জীবতত্ত্ব—হে ব্রহ্মন্! বায়ু ও সাগরের সংযোগে উৎপন্ন তরঙ্গ হইতে যেরূপ তৎস্বরূপ এবং তদীয় উপাধিসমাবৃত সহস্র সহস্র কণিকার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ উভয়ের আশ্লেষবশতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে সহস্র সহস্র আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা-শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিবিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে।]

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় ইহ জন্মেই ব্রাহ্মণতা লাভ হয়

পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে মধ্যম বৈষ্ণবের মন্ত্রগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের পর তাঁহার

ব্রাহ্মণতা লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ (তত্ত্বসাগর-বচন)

[যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।]

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

[মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না।)]

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

[এই অষ্টবিধাভক্তি যদি ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনিই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিত।]

"কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥" (মঃ অনুঃ পঃ ১৪৩।৫০)

[জন্ম, সংস্কার, বেদ অধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ নহে; বৃত্তই একমাত্র দ্বিজত্বের কারণ।]

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥" (মঃ অনুঃ পঃ)

[এই সকল আচরিত শুভকর্ম্মদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন।]

সুতরাং ইহজন্মেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারীর ব্রাহ্মণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে পাঞ্চরাত্রিক মহাভাগবতত্ব জন্মান্তর-সাপেক্ষ, পরন্তু শাস্ত্রসমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বলেন না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

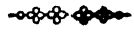

সদ্‌গুণ ও ভক্তি

শুভ কত প্রকার ?

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির ছয়টী মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ব একটী মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ লঃ ২৮)

ভক্তি যে-পুরুষে উদিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব্ব জগতের অনুরাগভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অন্যপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভগবদ্‌ভক্তে যাবতীয় গুণ ও দেবতাগণের সমাবেশ

ভক্তপুরুষ যে সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন হন তাহা নিম্নলিখিত ভাগবত-বচনে কথিত হইয়াছে ;—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয় তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান এমত অভক্ত-জনের মহদ্‌গুণ কিরূপে হইতে পারে।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে ;—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্॥

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদিগুণসকল হইবে ইহা অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও

বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদিগুণসকল ও হরিসেবা-কামনাযুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

বৈষ্ণবের সদ্‌গুণসমূহ

সদ্‌গুণ সকল চরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা ;—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

এই সমস্ত সদ্‌গুণ ভক্তির সহচর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে ?

ভক্তে গুণরাশি স্বয়ং উদিত হয়; উহা সংগ্রহের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু-পদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্‌গুণবিরোধী ধর্ম্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে সে সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ বলে দ্রবীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্‌গুণসকল সহজেই উদয় হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ একদিকে ও শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম অন্যদিকে যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য ;—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭)

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল, দক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়। অন্য গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয়। শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট। অনর্থহানি ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

যোগ ও নৈতিক মার্গ অপেক্ষা সাধুসঙ্গেই সদ্‌গুণরাশির আবির্ভাব সম্ভব

যোগাভ্যাসে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধুকৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের উপদেশ

হে সদ্‌গুণশালি ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নাশ না করিয়া লব্ধ সাদ্‌গুণ্যের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম্ম সফল করুন। সদ্‌গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[সজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত]

সদাচার

'আচার' শব্দটী ইহ জগতে নিত্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ইহা সৎ এবং অসৎ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইলে পর, একই শব্দ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থে ব্যাখ্যাত হয়। ঐহিক ও পারত্রিক যে-কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ের আচরণ অথবা বারংবার আবৃত্তি করিতে হয়। আচার শব্দে আমরা সাধারণতঃ ব্যবহারকেই লক্ষ্য করি, সৎ শব্দে নিত্য বা সাধু—অর্থই

স্বীকার করি, যে আচরণ দ্বারা নিত্য, সত্য, অবিনশ্বর এবং পরমাত্মতত্ত্ব শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরের অসমোর্দ্ধত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করা যায় এবং যে-সকল ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীগুরু, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণের নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাত্মক সেবা-সুখাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সদাচার নামে অভিহিত হয়। সাধুগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ যাজনের নামই সদাচার। অনুরাগ ও বিরাগ সমস্তই আচরণ দ্বারা লাভ করা যায়। কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্তরের বা প্রকৃতির তাহা তাহার আচরণের দ্বারা জানিতে পারা যায়। সৎ শব্দে যদি একমাত্র সত্য, নিত্য ও সনাতন বস্তুকে বুঝায়, তবে যিনি সেই সনাতন পরম পুরুষের তত্ত্ব বা সনাতনত্ব প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত করাইয়া দিতে পারেন, তিনিও সেই সনাতন পুরুষের প্রকাশ-বিগ্রহস্বরূপ সনাতন বস্তু।

"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—এই শাস্ত্রবাণীদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে অদেবতা যদ্রূপ দেবতার অর্চ্চনে অধিকারী নহেন, তদ্রূপ বিষয়-বিগ্রহরূপ সনাতন বস্তুকে, আশ্রয় বিগ্রহ-স্বরূপ সনাতন বস্তু ছাড়া অন্য কেহ জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব পতিত-পাবন পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেবও সৎ শব্দবাচ্য। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মই সদাচার নামে অভিহিত হয়। সদাচার শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম শরণাগত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হইবে। নিত্য গোলক-বৃন্দাবন-বিহারী গোপীজনবল্লভ অনাদি-আদি সর্ব্বকারণ-কারণ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর, মদনমোহনের সেবার যোগ্যতা সদাচারিগণই লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণই সদাচারী শব্দবাচ্য। সেইজন্য ভগবান্ নারদকে বলিতেছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

ভগবদ্ভক্তগণ সৎ বলিয়া ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্ লভ্য নহেন। যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা কিম্বা দান-ক্রিয়া তদ্রূপ মৎপ্রাপক হয় না।

কঠোপনিষদ বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঠ-১।২।২৩)

এই পরমাত্ম-বস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না, যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং তাঁহার নিজ তনু প্রকটিত করেন।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। নামের সেবা দ্বারাই নামীর সেবা স্বতঃই সম্পাদিত হয়। সেবোন্মুখ অবস্থায় নামের সেবা করিলেই নামীর সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিতে পারা যায়,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

সেবোন্মুখ জিহ্বাদ্বারাই নামীর সাক্ষাৎ সেবা লাভ করা যায়। পরিদৃশ্যমান জগতে যে-কোনও বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন তজ্জ্ঞানোপদেশক গুরুর অনুগত হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়, তদ্রূপ পরজগতের পরাৎপর পরম পুরুষের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আদৌ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বেদজ্ঞ সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ এবং তদুপদেশক্রমে ভজন-পন্থায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা আচরণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

সেই ভগবদ্বস্তুর প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উত্তম শ্রেয়ঃ পিপাসু ব্যক্তি সমিধ্ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়-মনোবাক্যে গমন করিবেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট কিভাবে গমন করিলে উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি দ্বারাই তত্ত্ববস্তুকে জানিতে পারা যায়। এই ত্রিবিধা বৃত্তিদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ করিয়া

থাকেন। আচার্য্যমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে, শ্রবণপথে সেই চেতন-বাণী অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া আমাদের সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করে। তাই শাস্ত্রে অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গে সদাচার পালন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যথা—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

অসাধুগণ অসদাচারে রত। অসৎ শব্দে যাহা অনিত্য ও বিনশ্বর; যদ্দ্বারা কেবলমাত্র ইহ জগতের ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় ও অনন্ত নরকের দিকে প্রাপঞ্চিক জীবের মনকে ক্রমে ক্রমে টানিয়া লইয়া যায়। যাহা দেহত্যাগে জীবের সঙ্গে যায় না, সবই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, তাহা অসৎ বা অনিত্য। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ—এই দুইই অসদাচার বলিয়া কথিত। সাধুর নিকট হইতে সদাচার শিক্ষা করা যায়। অসাধু ব্যক্তিগণ যে সদাচারের ভাণ করে, তাহা গ্রাম্যাচার বা অসদাচারের নামান্তর মাত্র। আমরা বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া মনে করি, কতই না শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতেছি, কতই না কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেছি, কতই না ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতেছি—আমরা না জানি কৃষ্ণের কত প্রিয় কার্য্য করিতেছি; কিন্তু আমাদের এই সকলই কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। আমরা অসাধুকে সাধুজ্ঞানে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যে ভক্তির অভিনয় করিতেছি, তাহা কখনই কৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারে না। সাধুগণই একমাত্র কৃষ্ণের প্রিয়। তাই তাঁহারা শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। শাস্ত্র বলেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়, তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

অসদ্বস্তুর আচরণ সাময়িক সুখলাভে জীবকুলকে মত্ত করিয়া তোলে, ইহা সত্য, কিন্তু ইহাতে মত্ত থাকিয়া যখন পুনঃ পুনঃ ঐহিক দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, তখনই আমরা এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সৎসঙ্গে সদাচার পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া থাকি। তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, অসৎসঙ্গের মোহে পতিত হইয়া আত্মার কি মহা-অকল্যাণই না সাধন

করিয়াছি। বহুরূপিনী মায়া পিশাচীকে কত ভাবেই না হৃদয়ের উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছি। কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ পাইয়াছি নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনাময় ব্যবহার। অসদাচারে প্রবৃত্ত হইয়া যখনই মায়াকে ভোগ করিতে ধাবিত হইতেছি, তখনই মায়া আমার দুর্ব্বুদ্ধিতার পুরস্কার-স্বরূপ আমাকে সংসাররূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আমার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। সংসার যে কেবল অসার, ইহার মধ্যে কোন সারত্ব নাই, ইহা যে জ্বালাময়ী ও দুঃখপ্রদ—তাহা বিমুখ-মোহিনী মায়ার চেষ্টায় আমরা প্রতি পদে পদে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। দৈবী, গুণময়ী, দুষ্পারা মায়ার কি মোহিনী শক্তি! আমি জড়ের সহিত এইরূপ আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, চেতনকে 'আমার' না বলিয়া অনিত্য জড়বস্তুকে 'আমার' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হায়! কে আমায় এই মোহান্ধ-কূপ হইতে উদ্ধার করিবেন? কে আমার এই দুর্দ্দশায় দুঃখী হইবেন? কে আমার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া দিবেন? জগতের জীবগণ আমারই মত দুষ্পারা মায়ার কবলে কবলিত। আমি যেরূপ ত্রিতাপক্লিষ্ট, তাহারাও তদ্রূপ, আমি যেরূপ অজ্ঞান, তাহারাও সেইরূপ এবং আমারই ন্যায় তাহারাও বদ্ধ-ভূমিকায় অবস্থিত। সুতরাং এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে অসমর্থ, সেইরূপ পরতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য কেবলমাত্র গুরুব্রুবসমূহ কখনও জীবসমূহকে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে। বর্ত্তমান যুগে দৈনিক লক্ষ লক্ষ জীব হরি-বিমুখতাবশতঃ বৃথা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। পতিত-পাবন পরম দয়াল নিত্যানন্দাভিন্ন কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। অন্যথায়,—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীঃ ৯।২১)

অতএব সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে সদাচার গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের নিত্য মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণ-সেবাসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী
ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, ভিষগ্‌রত্ন

শ্রীশ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে দীনের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

(১)

এই যে বিরাট বিশ্ব দৃশ্য
হতেছে রম্য-চারু-মনোহর।
তোমারই রচিত সকলই ত (প্রভু)
তুমিত নিখিল জগৎ-ঈশ্বর॥

তোমার মহিমা ব্রহ্মা হইতে
কোটী জীবগণ করিছে গান।
তুমিত সবার জনক-পালক,
শূলপাণি তব তত্ত্ব না পান॥

বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(২)

শিরে শোভে তব রতন মুকুট
শ্রবণ যুগলে মতির ফুল।
ললাট শোভিত সুচারু তিলকে
নাসায় শোভিত মুকুতা-দুল॥

দুলিছে গলায় সুরভি পূরিত
অপরূপ বন কুসুম-হার।
চরণ যুগলে সোণার নূপুর
মহিমা তোমার গাহে অনিবার॥

বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(৩)

অমল কমল পলাশ-লোচন
সিন্ধু-ঝিয়ারি-মানসচোর।
গাহিছে নারদ তব গুণগান
বীণার সুতানে হইয়া বিভোর॥

গরুড়-আসন শমন-শাসন
তব তত্ত্ব বিধি ধ্যানে নাহি পায়।
ত্রিতাপে তাপিত জীবের হৃদয়
জুড়ায় তোমার চরণ ছায়ায়॥

বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(৪)

নব মাধবীর সান্ধ্যনবীন-
জলদ জিনিয়া তোমার বরণ।
সুন্দর চির কৈশোর তুমি,
নীলাচলপতি, অনাথ-শরণ॥

কমলা-সেবিত পদারবিন্দে
দেবী সুরধুনী জনম পান।
তোমার যুগল চরণ কমল
নিখিল জীবের শান্তি-নিদান॥

বন্দি তোমার চরণ যুগল
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(৫)

ধ্বজাদি বজ্র চিহ্ন শোভিত
তোমার অভয় চরণ-তলে।
মায়ার পীড়নে ব্যথিত প্রাণের
বেদনা ও ব্যথা নিবেদিবে ব'লে॥

জীব অগণন নিতি নিরালায়,
নব অনুরাগে বসিয়া যতনে
করিছে সতত তব আরাধনা
নীরবে নিথরে স্তিমিত-নয়নে॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(৬)

ঋষি অধ্যুষিত কানন সতত
ঝঙ্কৃত তব বন্দনা-গানে।
বিধি-হর-সুর-নর নিরবধি
রত তব দুটী শ্রীচরণধ্যানে॥

দেবগণসহ ত্রিভুবনবাসী
মধুর আরতি করিছে তোমার।
কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ-নিনাদে
মুখরিত তব মন্দির-দ্বার॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(৭)

বিটপিপাতায় ভূধরের গায়
নব বিকশিত কুসুম কেশরে,
সুনীল অম্বরে দিক্ দিগন্তরে
কোকিলের মধুমাখা কুহুস্বরে,
জলধি সলিলে, অনলে অনিলে
তোমার অনন্ত মাধুরী প্রকাশ।
খ-জ্যোতি, তারকা, চন্দ্র-মিহিরে
তব অপরূপ জ্যোতি-বিকাশ॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(৮)

হে প্রভু বিরাট বিশ্ব নিয়ন্তা!
যুগে যুগে তুমি হ'য়ে অবতার।
দানব-দর্প করিয়া চূর্ণ,
হরিলে পীড়িতা ধরণীর ভার॥

হে দেব দয়াল জগজ্জীবন!
সাম-মধুর ললিত ছন্দে,
গাহি তব গুণ-গাথা নিতি নিতি
সেবক তোমার চরণ বন্দে॥

বন্দি তোমার যুগল চরণ
জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা
রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

(৯)

মন্দির তব চারিযুগ ধরি' অভ্রে তুলিয়া বিরাট শির।
আপন গরবে রয়েছে দাঁড়ায়ে পবিত্র করিয়া জলধি-তীর॥
মন্দির শিরে রতন চূড়ায় বিরাট চক্রে দলকে দামিনী।
তোমারে হেরিতে আকুল পরাণে ছুটে নর-নারী দিবস-যামিনী॥
অলীক মায়ার ছলনে আমার হিতাহিত জ্ঞান হয়েছে লুপ্ত।
জাগাও চরণ পরশে আমারে আমি যে মায়ার যাদুতে সুপ্ত॥
বিষয়-বাসনা নীচতা দর্প অভিমান-আদি করিয়া চূর।
চরণ সেবিতে দাওগো আমারে আলস্য জড়তা করিয়া দূর॥
বন্দি তোমার চরণ যুগল জগন্নিবাস জগন্নাথ।
রথের উপরে অপরূপ শোভা রেবতীরমণ সুভদ্রাসাথ॥

দীন-হীন সেবক—
শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)
নারমা (মেদিনীপুর)

রথযাত্রা সংগীত

জয় জগন্নাথ জগত জীবন।
জীব নিস্তারিতে আরোহিয়া রথে
সর্ব্ব সাধারণে দিলে দরশন॥ (১)

দিনেকের তরে শ্রীলক্ষ্মীরে ছ'লে
রথযাত্রা করি' চলেছ গোকুলে,
সখা সখী সঙ্গে মিলিবেক বলে,
ঐশ্বর্য্য ত্যজিয়ে মাধুর্য্যে মগন॥ (২)

গুণ্ডিচা মন্দির নিকুঞ্জ কানন,
বিহারের স্থল যেন বৃন্দাবন,
এদাস গোবিন্দ এহেন মিলন
সদাই যাচে হে পতিত পাবন॥ (৩)

—**পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দাস**
শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার গ্রাহক

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

সুবিধাবাদীর ভক্তিকে 'ভক্তি' আখ্যা কেন দেওয়া হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে সুবিধাবাদী কখনও 'ভক্ত' নহে বা তাহার ভক্তি-অনুশীলনের চেষ্টাসমূহও ভক্তির অঙ্গ নহে। যাত্রার দলের অভিনয় কিছু সত্য নহে। সং সাজিয়া রঙ্গ দেখাইয়া ঢং করিয়া জাগতিক ব্যক্তির কিছু আনন্দ বর্দ্ধন হইতে পারে, কিন্তু নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্যের নিকট তাহার এক কপর্দ্দকও মূল্য নাই। যদিও আমরা ভগবান কপিলদেবের উক্তিতে চতুর্ব্বিধ ভক্তির কথা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে নির্গুণ ভক্তিই বাস্তবিক ভক্তি পদবাচ্য। তাহারই অপর নাম পরাভক্তি, ঐকান্তিকী ভক্তি বা কেবলা ভক্তি। তাহাই জীবের কাম্য, তাহাই চরম ও পরম প্রয়োজন, তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ; তাহারই অপর নাম প্রেমভক্তি। এই প্রেম ভক্তির পূর্ব্বাবস্থাই সাধন-ভক্তি। সাধন-কালে সাধকের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ-রূপে শ্রীভগবচ্চরণে স্থাপিত হয় না। এই সময় অনেক প্রকার বাধা বিঘ্ন, চিত্ত-চাঞ্চল্যাদি দ্বারা অনেক সময় নানাবিধ আচরণ ঘটিয়া থাকে। তাহা হইতে ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রের নানাপ্রকার উক্তি দেখা যায়। সেগুলি না বুঝিয়া অথবা ভক্তির অঙ্গসকল সম্পূর্ণরূপে যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া অনেক সময় সাধক নানাপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া থাকে বলিয়াই নানা ভাষায় পরাভক্তিকে জানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। সেই সাধনাগুলি নিয়মিতরূপে না করিয়া নিজের খেয়ালমত—সুবিধামত করিয়া অপরের নিকট 'ভক্ত' নাম জাহির করিতে যাহাদের চেষ্টা, তাহারাই সুবিধাবাদী।

কিছুদিন পূর্ব্বে দেশসেবার নাম করিয়া কারাবরণ করাটা যেন একটা মহা-গৌরবের বিষয় হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তদ্রূপ 'ভক্ত' নামে পরিচিত হওয়াটাও অনেকে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। তাহারা ভক্তির যথাযথ সাধন করা সাধ্যাতীত বলিয়া খামখেয়ালীমত একটা কিছু করিয়া ভক্ত সাজিতে চান। কিন্তু সোনা পরীক্ষা করার কষ্টিপাথরের ন্যায় শুদ্ধ ভক্তিকে বাজাইয়া লইবার উপায় শাস্ত্রসকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬ ধৃত 'ব্রহ্মযামল'-বাক্য)

~~[অর্থাৎ.....~~

ভক্তি যাহাতে শুদ্ধরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া আছে। শাস্ত্রগুলি কোন মানুষের মনগড়া কথা নহে। মানুষের মনঃকল্পিত কথাসকল ভিত্তিহীন। মনের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। পাঁচ মিনিট পূর্ব্বের মন পাঁচ মিনিট পরে একরকম থাকেনা। সুতরাং "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম" অর্থাৎ মননশীল (মনকে বশকারী) মুনিরও মতিভ্রম হইতে পারে; কিন্তু স্বয়ং ভগবানের সেরূপ কোন দোষ নাই বা থাকিতে পারেনা।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৬)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই দোষ চতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিচার দেখাইয়াছেন। **ভ্রম**—মিথ্যা জ্ঞান বা মিথ্যা মতি; নৈয়ায়িকেরা যাহাকে অপ্রমা বলেন অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান। ভ্রম দুই প্রকার—বিপর্য্যাস এবং সংশয়। দেহে আত্মবুদ্ধি—বিপর্য্যাস; এটী পুরুষ না স্থাণু—এইরূপ বুদ্ধি—সংশয়। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ, ভয় ইত্যাদি নানা কারণে ভ্রম নানা প্রকারে হইয়া থাকে। শর্করা অতি মধুর, কিন্তু রসনা পিত্তরোগাক্রান্ত হইলে তাহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা চন্দ্র-সূর্য্যকে একখানি থালার মত দেখি, বাস্তবিক তাহাদের আকার সেরূপ নহে। তাহারা এত বড় যে আমাদের কল্পনায়ও আসে না। দূরত্বই এই ভ্রান্তির কারণ। আত্মা—'অহং' শব্দবাচ্য, অজ, নিত্য এবং পরিণামশূন্য; কিন্তু আমরা 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি বাক্যে দেহে আত্মবোধক অহং শব্দের প্রয়োগ করিয়া দেহকেই আত্মা মনে করি। মোহই এই ভ্রমের কারণ। রাত্রিতে রজ্জুকে সর্প ভ্রম করা হয়। ভয় এই ভ্রমের কারণ। **প্রমাদ**—অনবধানতা বা আনমনা ভাব। যেমন নিকটে কোন শব্দ হইতেছে অথচ তাহার উপলব্ধি না করা। **বিপ্রলিপ্সা**—বঞ্চনা করিবার চেষ্টা। **করণাপাটব**—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপে অনুভূতি না হওয়া।

বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুরও ভ্রম দর্শন জানা যায়। অতি দূরত্ব, অতি-সামান্য ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, চিত্তের অস্থৈর্য্য, দৃশ্যের অতি সূক্ষ্মতা প্রভৃতি দোষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রমাদি সঙ্কুল হইয়া পড়ে।

ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পর্শন ও মানসভেদে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছয় প্রকার। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ সাকল্যে দ্বাদশ প্রকার। সবিকল্প—মনোগ্রাহ্য; নির্ব্বিকল্প—অতীন্দ্রিয়। উহার অপর দুই

প্রকার বিভাগ আছে—বৈদুষ প্রত্যক্ষ ও অবৈদুষ প্রত্যক্ষ। বৈদুষ প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ নাই। কেন না শব্দ প্রমাণই উহার মূল। কিন্তু অবৈদুষ প্রত্যক্ষে সংশয় থাকিয়া যায়। অবৈদুষ প্রত্যক্ষে ব্যভিচার লক্ষিত হয়। যেমন ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত ছিন্ন মায়ামুণ্ড দেখিয়া পরিচিত দেবদত্তের মুণ্ড বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানেও এইরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ইন্দ্রজাল-প্রদর্শিত মায়ামুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং উহা যে মিথ্যা এই জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে—অর্থাৎ উহা যে ভ্রান্তি এইরূপ ধারণাবশে সেস্থলে সে কোন ছিন্নমুণ্ড দেখিলেও তাহাতে তাহার বিশ্বাস জন্মে না, আকাশ-বাণীতেও যদি সে শুনিতে পায় যে ইহা যথার্থ ছিন্নমুণ্ড, তথাপি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথা ভিন্ন কোন প্রকারে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা স্বীকার্য্য। এস্থলে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।

আবার মনে করুন, দশটী লোকের মধ্যে একজন নিজকে ছাড়িয়া অপর নয় জনকে গণনা করিয়া বলিতেছে—আমাদের দশ জনের মধ্যে অপর একজন কোথায়? তখন যদি কেহ তাহাকে বলে তুমিই দশম—এই শব্দ তাহার শ্রবণ-পথে প্রবেশমাত্রই তাহার মোহ বিনষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, যাহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাই সত্য। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কেননা সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর নহে। অপিচ যাহা স্থলবিশেষে বা লৌকিক শাস্ত্রে বহু লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাদৃশ বস্তুরও প্রকৃতপক্ষে অন্যরূপ প্রতীতি উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহা বহুলোকে এক প্রকার সত্য বলিয়াই মনে করে, বিশেষ বিচারে তাহারও অন্যরূপ প্রতীতি ঘটিয়া থাকে। অথবা পৌরুষেয় শাস্ত্রে (কোন মানুষের রচিত) যাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, অপৌরুষেয় শাস্ত্রে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

অনুমানেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান হয়। বৃষ্টিদ্বারা পর্ব্বতের অগ্নি সদ্য নির্ব্বাপিত হইলেও অনেক্ষণ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে ধূম দৃষ্ট হয়; সেই ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিলে সে অনুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। অনুমান অপেক্ষা শব্দ প্রমাণ কি প্রকারে বলবত্তর, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া শীতাতুর ব্যক্তি তৎসন্নিধানে গমনের চেষ্টা করিলে কোন ব্যক্তি যদি বলে—ওহে শীতাতুর পথিক! এই পর্ব্বতে ধূম

দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনা করিও না। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি বৃষ্টি দ্বারা এখনই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এস্থলেও শব্দই প্রমাণরূপে স্থাপিত হইল। মানব সমাজে শিশুদিগের মাতাপিতার প্রমুখাৎ শব্দ শুনিয়াই উহাদের সকল প্রকার জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মানব-শিশু যদি অপরের মুখে শুনিয়া শব্দজ্ঞান লাভ করিতে না পায়, তবে সে জড়মূকত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার ভাষার ব্যবহার-সিদ্ধি একেবারে অসম্ভব।

এখন বিবেচনীয় এই যে, যে শব্দের প্রমাণ-শ্রেষ্ঠতা পতিপন্ন হইল, সেই সর্ব্ব-প্রমাণশিরোমণি 'শব্দ' কাহাকে বলে? যদি বলা যায় যে ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত বাক্যই শব্দ, কিন্তু এইরূপ সংজ্ঞানির্দ্দেশ পর্য্যাপ্ত নহে। কেন না, একের পক্ষে যাহা ভ্রমাদি রহিত বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের পক্ষে তাহা সেরূপ নাও হইতে পারে। আরও দেখা যায় যে, শব্দ প্রমাণ প্রত্যক্ষ বিষয় নহে, উহা পরের মুখের কথা; সুতরাং অপরের অনুগত। যাহা নিজের প্রত্যক্ষানুগত নয়, যাহা অপরের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত, তাহা প্রমাণযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং শব্দমাত্রই প্রমাণ নয়। কিন্তু যে শব্দ নিজ নিজ বিদ্যাবত্তা সহকারে সকলেই অভ্যাস করে, যে শব্দ অধিগত হইলে সকলের হৃদয়ে সর্ব্ববিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয়, যে শব্দজ্ঞানে পরম বিদ্যাবত্তা লাভ হইলে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানও বিশুদ্ধ হয়, অনাদিত্ব নিবন্ধন যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত, অনাদিসিদ্ধ, নিখিল ঐতিহ্য প্রমাণের মূল স্বরূপ সেই মহাবাক্য সমুদয়ই এস্থলে শব্দরূপে গৃহীত। এই শব্দই 'শাস্ত্র'—ইহাই 'বেদ' নামে অভিহিত। এই বেদ অনাসিদ্ধ, অপৌরুষেয় ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া ইহাতে ভ্রমাদি দোষের সম্ভাবনা নাই।

অতএব বেদপ্রতিপাদিত—বেদের অনুগত শাস্ত্রসকলের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে না চলিলেই তাহাকে "সুবিধাবাদী" বলা হয়। সুতরাং স্থলবিশেষে তাহার ভজনচেষ্টাকে ভক্তি-শব্দে উল্লিখিত হইলেও উহা বাস্তব ভক্তি নহে। শুদ্ধ-ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধ-ভক্তি' ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চ-রাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৯)

ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে গণ্ডগোল কেন ?

গণ্ডগোলের কারণ, মতের অমিল হওয়া। বর্ত্তমান কাল—কলি। তাহার অর্থ বিবাদ। সকলেই স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার্থে তর্ক বিবাদাদিতে মত্ত হয়; কিন্তু ভক্তগণ সেরূপ কার্য্যে ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা শ্রীহরি-সেবায় সর্ব্বদা মত্ত থাকেন। অভক্তগণ অনেক সময় তাঁহাদের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। ত্রিভুবনের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া—ইন্দ্রাদি লোকপালগণকেও নিজ বশীভূত করিয়া কনক-কামিনীরত হিরণ্যকশিপু পঞ্চবর্ষবয়স্ক পুত্র প্রহ্লাদের ভগবদ্-ভজন কার্য্য দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণপুত্র হইয়াও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান না থাকায় নিজেকেই ব্রহ্ম বুদ্ধি করিয়া ত্রিজগতের উপর আধিপত্যকেই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। আর প্রহ্লাদ জগতের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ জ্ঞানে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই গণ্ডগোল। ইহাই দেবাসুরের সংগ্রাম। দেব-প্রকৃতির ব্যক্তি দেবদেব নারায়ণ-সেবাই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, আর অসুর প্রকৃতির লোক নারায়ণকে দিয়াও নিজ-সেবা আদায়ের চেষ্টা করেন এবং তিনিও তাঁহাদের ভোগের যোগানদার এইরূপ ধারণা করেন।

দেব-প্রকৃতির ধর্ম্ম—পারমার্থিক, আর অসুর প্রকৃতির ধর্ম্ম আর্থিক। যাঁহারা সামান্য প্রয়োজনের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আর্থিক, আর যাঁহারা পরম প্রয়োজনের চেষ্টাযুক্ত, তাঁহারা পারমার্থিক।

যাঁহারা দেহ ও মনের প্রয়োজন মিটাইতে ব্যস্ত—দেহ-মনের সুখ-সুবিধাকেই পরম কাম্য বিচার করেন, তাঁহারা আর্থিক। আর যাঁহারা আত্মার সেবায়—পরম পুরুষের প্রীতি বিধানের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহারা পারমার্থিক।

যে সকল কর্ম্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক সুখ-সুবিধা সাধন করে, তাহা আর্থিক। তাহাদের ঈশ্বর-পূজা, ঈশ-ভক্তি সবই নিজ-সুখ-সাধক। তাহাদের সন্ধ্যাবন্দনা যাগযজ্ঞাদি সকলই নিজ নিজ প্রীতি বিধানের নিমিত্ত। তাহারা ভক্তের অনুকরণে অনেক সময় একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতির উপবাস করেন, গঙ্গাস্নান করেন, শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন, গুরুকরণাদিও করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকলের গোড়াতেই গলদ। তাহাদের ঈশ্বরভক্তি বা ঈশ-পূজায় "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম" নাই, অর্থাৎ কোন শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে সঙ্কল্প করা হয়—"বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্য অমুকে মাসে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ **শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ** অহং ইদং করিষ্যে"; পুরোহিত মন্ত্র বলান আর যজমান মন্ত্র

আওড়াইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়েই উহার অর্থ বুঝেন না। ভক্ত কখনও মুখে ঐরূপ বুলি উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহাদের সকল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলা। তাঁহাদের বিচার—

"মোর সেবা সে নিয়ম, অপরাধ হউ কিম্বা নরকে পতন।"

ভক্তের বিচার—

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥ ১
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥ ২
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥ ৩
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥ ৪
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥ ৫
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥ ৬
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥ ৭
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ॥ ৮

(শরণাগতি—১১)

অতএব ভক্ত ও অভক্তের কতকগুলি ক্রিয়ার মধ্যে বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য থাকিলেও অন্তরনিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের পার্থক্যই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এই অন্তরনিষ্ঠার বিষয় বুঝিতে না পারিয়াই উভয়কে এক করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জড়ের সেবা, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি, আত্মপ্রসাদ বা আত্মশান্তির চেষ্টা আর পরম-পুরুষ পরমেশ্বরের প্রীতিবিধানের চেষ্টায় চিরকাল তারতম্য থাকিবে। তাহা কখনও সমজাতীয় হইবে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তি ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

স্মার্ত্ত "শ্রমণের" বিশ্বাসঘাতকতা

অন্ধ ও সরল বিশ্বাসের পার্থক্য

অন্ধ ও সরল বিশ্বাস এক নহে। অসত্য বস্তুতে অন্ধ-বিশ্বাস স্থাপন করিলে সংশোধন-সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু সরল বিশ্বাস থাকিলে সংশোধন-সম্ভাবনা থাকে। সরল বিশ্বাসীর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ উদারতা থাকায় তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই সত্য গ্রহণের জন্য মুক্ত থাকে। অন্ধ-বিশ্বাসীর সে-সুযোগ থাকে না। ভগবান্ জীবের সরলতা দেখিয়াই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু এক অন্ধ অন্য অন্ধকে চালিত করিলে উভয়ই অন্ধকূপে পতিত হয় এবং তাহার উদ্ধার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। সুতরাং অন্ধ-বিশ্বাসীর পতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা কিন্তু সে-প্রকার অন্ধ-বিশ্বাসী নই বলিয়া ভগবান্ আমাদিগকে **"শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকার"** ভ্রান্ত বিচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের পদাবলেহন করিতে হয় নাই।

উক্ত পঞ্জিকা স্বীকারের উদ্দেশ্য

আমরা বিগত শ্রীগৌরজন্ম-বাসরে "প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ"হইতে শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত **"শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা"** নামক একখানি দিন-পঞ্জী প্রাপ্ত হই। ইহার আবরণ-পৃষ্ঠাদিতে কিছু কিছু আপত্তিকর বিবরণাদি মুদ্রিত থাকিলেও আমরা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে ইহা প্রচারিত হইতে কোনও প্রকার আপত্তি করি নাই। কারণ, প্রচ্ছদপটে যাহাই থাকুক না কেন, মূল বিষয়, দিন-পঞ্জিকা, বিশুদ্ধ থাকিলেই সকলে উপবাস, উৎসব, পারণ, পর্ব্বাদির দিন গোস্বামী মতে নির্ণয় করিতে পারিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তানুগত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। বাহ্যতঃ ইহার প্রচুর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে—যাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সাদরে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রথমতঃ—পঞ্জিকার নামের পূর্ব্বে "সচিত্র বিশুদ্ধ" কথা মুদ্রিত করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে তদ্দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ইহাতে উপবাস, পর্ব্বাদি কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-মতানুসারে লিপিবদ্ধ না হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ও গোস্বামী সিদ্ধান্ত অনুসারেই হইয়াছে।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকার বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ—"প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রবর্ত্তিত"—এই বাক্যটী "অন্তর প্রচ্ছদে" লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার প্রতি সরল বিশ্বাসী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে গাঢ় শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। কারণ জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বদ্ধ জীবগণের নিত্য কল্যাণের জন্য প্রাকৃত স্মার্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌-গণের বিচারের ভ্রান্তি প্রদর্শন করাইয়া অনুমান ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে "বিশুদ্ধ নবদ্বীপ পঞ্জিকা" নামে একখানি পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নহে, এই পঞ্জিকার যে অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা এই বর্ত্তমান আলোচ্য পঞ্জিকার জনৈক সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার 'নিবেদন' শীর্ষক ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এইরূপ—"প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুবর যেরূপ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া ব্যাকরণানুশীলন-প্রসঙ্গেও শ্রীহরিনাম করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পঞ্জিকায় ব্যবহৃত মাস, পক্ষ, বার, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির নাম বিভিন্ন বিষ্ণুনামে প্রকাশ পূর্ব্বক 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা' প্রবর্ত্তন দ্বারা পঞ্জিকানুশীলন-প্রসঙ্গেও শ্রীনামকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। নিরন্তর শ্রীহরিনামানুশীলনে গোস্বামিপাদ-দ্বয়ের দান অভূতপূর্ব্ব ও অতুলনীয়।"

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্ববাসী সুধী সজ্জনমাত্রেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান। সেই বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া অযথা ভ্রান্ত ধারণাকেই সত্য বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। কারণ তাঁহার আচার-বিচার ও গণনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই তাঁহার প্রবর্ত্তিত-ধারার অযথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা সরল বিশ্বাসে ইহা স্বীকার করিয়া ভুল করিয়াছি।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ এই বৎসর (১৩৫৬) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দির হইতে পুনর্যাত্রা ২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবারে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচারে উহা শুদ্ধ নয়, তাহার পর দিবস **২২শে আষাঢ় বুধবারই বিশুদ্ধ পুনর্যাত্রা**। শ্রীনদ্বীপ-পঞ্জিকা পরিচালনের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত পঞ্জিকাকে এই বৎসর কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের আনুগত্য করিতে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে আমরা

বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। কর্ম্মকর্ত্তারা দায়িত্বশূন্য হইলে সাধারণের পরমার্থ হানি হইয়া থাকে, ইহা কি তাঁহারা জানেন না? আমরা তাঁহাদিগকে দায়িত্বহীন উদাসীন বলিব অথবা গোস্বামিবর্গের বিচারের উপর তাঁহাদের যেমন শ্রদ্ধা, স্মার্ত্তগণের বিচারেও ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে।

পঞ্জিকার সম্পাদক ও রচয়িতা

তৃতীয়তঃ—এই পঞ্জিকা "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুসুম-সম্পাদিত" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ পঞ্জী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী (ডাক্তার বাবু) সঙ্কলন ও প্রকাশ করিতেন। এই বৎসর সম্পাদক মধ্যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের নাম ও প্রকাশক মধ্যে শ্রীমান্ সুন্দর গোপালের নাম ব্যবহার করিয়া ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি মহাশয় ইহার মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন অথবা কিছু দায়িত্ব এড়াইবেন মনে করিয়াছেন। আমরা বিশেষ ভাবেই জানি যে পঞ্জিকা-গণনা সম্বন্ধে উঁহাদের দুই জনের কাহারও কোন জ্ঞান বা হাত নাই। উহার জন্য আমরা কেবল মাত্র ডাক্তার শ্রীযুত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয়কেই বিশেষভাবে দায়ী করিব।

তিনি আরও দায়িত্ব এড়াইবার জন্য পঞ্জিকায় 'নিবেদন'-শীর্ষক ভূমিকার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া কোনও এক অখ্যাতনামা তাঁহার স্বনাম-বল্লভ ব্রহ্মচারীর নাম দেখাইয়াছেন। যদি প্রকৃতই তিনি কোনও ব্যক্তি হন এবং তাহাকে যতই শিক্ষিত দেখান হউক না কেন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমূলক জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারঙ্গত হইয়া পঞ্জিকা-রচনা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে এখনও কি সক্ষম হইয়াছেন? এই ব্যক্তির পরিচয় আমরা কেন, বহু সুধী-সজ্জনই জ্ঞাত নন। তিনিই যদি পঞ্জিকা রচনা করিয়াছেন বলিয়া ধরা হয়, তবে তাঁহার নামই বা গোপন করিয়া শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ও স্বয়ং ডাক্তার বাবুর নাম প্রয়োগ করিয়া পঞ্জিকা চালাইবার স্পৃহা হইল কেন? ইহার মধ্যে কি লোক-বঞ্চনা ও প্রতিষ্ঠা-লালসা নাই বলিতে হইবে?

"শ্রমণ"-সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীযুত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্, এম্, পি মহাশয় বোধহয় উক্ত পঞ্জিকা প্রকাশের দিনই শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম "শ্রমণ"—এই নাম গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহার সন্ন্যাস-মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং বিধি অনুযায়ী

সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয় মনে করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের শিরোণামায় তাঁহার পূর্ব্ব নাম "শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী" ব্যবহার না করিয়া "শ্রমণ" নাম ব্যবহার করিয়াছি। আশ্চর্য্য—তিনি স্বয়ং যতি-বেশ গ্রহণ করার দিনই তাঁহার পূর্ব্ব নাম পঞ্জীতে ব্যবহার করিলেন কেমন করিয়া? বোধহয় "শ্রমণ" নামটী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণই অধিক ব্যবহার করেন বলিয়া উক্ত নামে তাঁহার তত রুচি হয় নাই বলিয়াই তাঁহার পূর্ব্ব নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ত নিশ্চয়ই জানা আছে যে, বৌদ্ধ 'শ্রমণ' ও বৈষ্ণব 'শ্রমণ' এক নহে—যদিও বাহ্যতঃ শব্দ দুইটী একই।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজকে "স্মার্ত্ত" বলিয়াছি। যেহেতু তিনি গোস্বামি-মত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ না করিয়া স্মার্ত্তমতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রার দিন নিরূপণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত একাদশীর উপবাসের পরদিবস **পারণের সময় নির্ণয় বিচারে যে ভুল করিয়াছেন আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব।** শ্রীল প্রভুপাদের বিচার অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা পালন না করায় বিশ্বাসঘাতকতাও হইয়াছে। তজ্জন্যই তাঁহাকে আমরা বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছি। আমাদের 'স্মার্ত্ত' ও 'বিশ্বাসঘাতক' এই বিশেষণদ্বয় তাঁহার পক্ষে বোধহয় আদৌ অনুপযুক্ত হয় নাই।

ভ্রম হেতু ত্রুটী স্বীকার

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে আমরা 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'খানি বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া তাহার নির্দ্ধারিত বিচার অনুসারে পর্ব্বাদি পালন করিতে গিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় রক্ষা পাইয়াছি। উক্ত পঞ্জিকা অনুসারে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় গত রথযাত্রা উৎসবের তালিকা মধ্যে ভুল বশতঃ ২১শে আষাঢ় ১৩৫৬, ৫ই জুলাই ১৯৪৯, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথের পুনর্যাত্রা বলিয়া প্রচার করা হয়। (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় ১৬০ পৃষ্ঠার শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।) এতদ্ব্যতীত উক্ত মর্ম্মে নিমন্ত্রণ পত্রও পৃথক্ ভাবে ভারতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করা হয়। যাঁহারা আমাদের নিমন্ত্রণ পত্র ও শ্রীপত্রিকা অনুসারে ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার পুনর্যাত্রা পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা আমাদের ভ্রম ও ত্রুটী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সুধী পাঠক ও পাঠিকাবর্গ সকলেই বুঝিতেছেন ইহা আমাদের জ্ঞানকৃত ভ্রম বা ত্রুটী নয়। অজ্ঞ লোকের প্রচারিত পাঁজির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছি। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক ২২শে আষাঢ় বুধবার,

১৩৫৬ তারিখেই পুনর্যাত্রা করা হয়। এই ভ্রম এত অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়ে যে, অন্যত্র সকলকে এই সংশোধিত সংবাদ জানাইবার সময় ও সুযোগ ছিল না। তজ্জন্য আমরা সকলের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

রথ-যাত্রার তিথি-বিচার

উৎকলমতে রথ-যাত্রা কর্ত্তব্য

মাননীয় ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ওরফে শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ **'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'** নামক একখানি পঞ্জিকা সম্পাদন করিয়া তাহা বিশুদ্ধ ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্মত বলিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ ও প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসের বিচার উক্ত পাঁজিতে যাহা দেখিয়াছি তাহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বা গোস্বামি-মতের বিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিগত ২১শে আষাঢ় ১৩৫৬, ৫ই জুলাই ১৯৪৯, দশমী তিথি, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে গোস্বামি-মতে এই দিবস পুনর্যাত্রা নহে। তাহার পর দিন ২২শে আষাঢ় বুধবার একাদশী তিথিতেই প্রকৃত বিশুদ্ধ ও গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-সম্মত পুনর্যাত্রা। উক্ত ডাক্তার বাবু ওরফে শ্রমণ মহারাজ যে-সমস্ত পঞ্জিকা আদর্শ মনে করিয়া 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা' প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"২১শে আষাঢ় **স্মার্ত্তমতে**" শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। সুতরাং গোস্বামিমতে ঐ দিন পুনর্যাত্রা নহে, ইহা ত সাধারণ জ্ঞান। শুধু তাহাই নহে, উক্ত স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকারগণ তাহার পরদিবস ২২শে আষাঢ় বুধবার **উৎকলমতে** শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও শ্রমণ মহারাজের চোখের ছানি কাটে নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন, উৎকল-মত সকলে গ্রহণ করিবে কেন? কিন্তু রথযাত্রাদি সম্বন্ধে উৎকল-মত গ্রহণ করাই যে গোস্বামি-সম্মত বিচার—তাহা বোধ হয় তিনি জানেন না। গোস্বামিমতের একমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তপূর্ণ স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ এই সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধার করিলাম। প্রমাণটী ডাক্তারবাবু ভাল করিয়া দেখিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইলে সুখী হইব। যথা—

কিন্ত্বীদৃগ্ ভক্তিসংদর্শি **জগন্নাথানুসারতঃ**।
দোলা-চন্দন-কীলাল-**রথযাত্রাশ্চ** কারয়েৎ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৪শ বিলাস ১০৪)

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু-চরণ ইহার টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদের আলোচ্য। যথা—

কিন্ত্বিতি—ঈদৃশী মূর্ত্তিপূজা, যাত্রোৎসবাদিরূপা যা ভক্তিঃ তস্যাঃ সম্যগ্‌দর্শন-শীলস্য লোকগ্রাহকস্য **শ্রীজগন্নাথদেবস্য অনুসারতঃ যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেত্তদ্দিনেঽপি তথা** দোলযাত্রাং, চন্দনযাত্রাং, জলযাত্রাং, **রথযাত্রাঞ্চ** কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ।

অর্থাৎ—কিন্তু এই প্রকার মূর্ত্তিপূজা ও যাত্রোৎসবাদি ভক্তির আদর্শ-স্বরূপ, লোকগ্রাহক জগন্নাথদেবের অনুসারে (উৎকলমতে) দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, স্নান-যাত্রা ও রথযাত্রা করিবে। তথায় এই সকল যাত্রা যে যে দিনে হইয়া থাকে তদনুসারে করিতে হইবে।

সুতরাং দোলযাত্রা, রথযাত্রাদি কয়েকটী পর্ব্ব উৎকলমতেই পালন করিতে হইবে। ইহা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মত। ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্মার্ত্তানুগত্য কখনও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

রথযাত্রার প্রথম দিবস

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবের দিন উৎকলমতে স্থির আছে। এসম্বন্ধে কাহারও কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ-স্থলে অধিক আলোচনা না করিয়া এই সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়াই নিরস্ত হইব।

স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা। ৩৫ ॥

* * * *

বিজয়স্ব রথে নাম গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি ॥ ৩৭ ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে * * * আপনি রথারোহণে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করুন।

এই সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মে যাহা দেখিতে পাই তাহাও উক্ত বচনের অনুরূপ। যথা—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যত্রোৎসবং প্রবৃত্তাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্ ॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সুভদ্রা ও বলরামের সহিত জগন্নাথ-দেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয়। "ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা"—এই ন্যায় অনুসারে পুষ্যা নক্ষত্র না পাইলেও কেবল দ্বিতীয়া তিথির উপরই নির্ভর করিয়া উৎসব করিবে। যাহা হউক এ-সম্বন্ধে কাহারও কোনও মতভেদ না থাকায় অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা

পুনর্যাত্রা লইয়াই অযথা মতভেদ লক্ষিত হয়; সুতরাং এসম্বন্ধে দু'একটী অকাট্য প্রমাণ বিশেষ প্রয়োজন। স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ড ৩৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

অষ্টমেঽহ্নি পুনঃ কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্।
ভূষয়েদ্বস্ত্রমাল্যৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ॥ ৭॥
নবম্যাং বাসয়েদ্দেবান্ তেষু প্রাতঃ সমৃদ্ধিমৎ।
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্ল্লভা॥ ৮॥
কার্য্যা প্রযত্নতঃ সা হি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ।
যথা পূর্ব্বা তথা চেয়ং তে বিমুক্তিপ্রদায়িকে॥ ৯॥
যাত্রাপ্রবেশৌ দেবস্য এক এবোৎসবে যতঃ।
পুরাবিদো বদন্ত্যেতাং **যাত্রাং নবদিনাত্মিকাম্**॥ ১০॥

অর্থাৎ **অষ্টম দিবসে** রথত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বস্ত্র, মাল্য, পতাকা ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। তৎপরে **নবমী তিথিতে** (নবম দিবসে) প্রাতঃকালে মহাসমারোহের সহিত সেই রথত্রয়োপরি দেবত্রয়কে পূর্ব্ববৎ অধিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুনর্যাত্রা অতি দুর্লভ। মানবগণকে ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সাতিশয় যত্নসহকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্বযাত্রা ও পুনর্যাত্রা, উভয়ই মুক্তিদায়ক। ভগবানের নিজ মন্দির হইতে মহাবেদীতে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্ব্বার যে, নিজ মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয় কার্য্য একই উৎসব বলিয়া পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ ভগবানের ঐ **রথযাত্রাকে নব-দিনাত্মিকা** যাত্রা বলিয়া থাকেন।

উক্ত স্থলে 'নবম্যাং' শব্দে নবমী তিথি বুঝাইলেও উহার অর্থ নবমী তিথি কেহই স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ শ্রমণ মহারাজও নবমী পার করিয়া দশমীতেই পুনর্যাত্রা বিধেয় বলিয়া পাঁজিতে লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উহা

নবমী তিথি অর্থ ধরিলে, উহার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। উক্ত ১০ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রথযাত্রা উৎসব **নবদিনাত্মিকা**। সুতরাং দ্বিতীয়া হইতে নব-দিনাত্মিকা রথ-যাত্রা হইলে, পুনর্যাত্রা একাদশী তিথিতেই সাব্যস্ত হয়। অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে দক্ষিণাভিমুখে ঘুরাইয়া বিবিধ মাল্য পতাকাদ্বারা সাজাইবার উপদেশ আছে। সুতরাং উহা 'নবমী তিথি' এই অর্থে না হইয়া, 'নবম দিবস'-অর্থে 'নবম্যাং' আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনর্যাত্রা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ

এতদ্ব্যতীত পদ্মপুরাণ-বচন দেখিলে সকল বিবাদই মিটিয়া যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
আষাঢ়**শুক্লৈকাদশ্যাং** জপহোমমহোৎসবম্॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া শুক্লা **একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা** করিতে হইবে। এইদিন জপহোমাদি মহোৎসব বিধেয়।

সুতরাং স্মার্ত্তমতে দশমীতে পুনর্যাত্রা হইবার কোনও যুক্তি বা কারণ নাই। একাদশী তিথিই সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। কোথাও "সপ্তাহং সরিতস্তীরে মম যাত্রা ভবিষ্যতি" (বিষ্ণুধর্ম্মের অন্যত্র) এরূপ উক্তি দৃষ্ট হইলেও উহার সঙ্গতি করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে সপ্তাহ বলিলে "যাত্রা ও পুনর্যাত্রা" এই দুই দিবস বাদে অন্ততঃ নিখুঁত সাতদিন সরোবর-তীরে অবস্থান বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'সপ্তাহং' শব্দের এরূপ অর্থ করিলে শাস্ত্রের সমস্ত বাক্যের সহিতই সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

মাননীয় শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ ওরফে ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেই আনন্দিত হইব এবং ভবিষ্যতে পঞ্জিকা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন ইহাই প্রার্থনা। নচেৎ এরূপ ভুল-পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া মঙ্গলেচ্ছু সরল ব্যক্তিদের পরমার্থ নষ্ট করিবেন না।

রথ-যাত্রা সম্বন্ধে দু'চারটী কথা

পুরীর রথ বৌদ্ধ-রথের অনুকরণ নহে

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্‌ভ্রান্ত স্বশ্রীকাতর ব্যক্তিগণের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় বিশেষতঃ শ্রীশ্রীপুরীধামের রথযাত্রা মহোৎসব বৌদ্ধগণের রথযাত্রার অনুকরণে হইয়াছে। বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব দিবসে রথযাত্রা মহোৎসব করিতেন। অবশ্য ইহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রমণগণ গোস্বামিমতে রথোৎসব করিতেন না। বৌদ্ধ গণের মধ্যে রথযাত্রার প্রচলন সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে ফাহিয়ান্ নামক একজন চীন-দেশীয় পরিব্রাজকের উক্তিই প্রধান প্রমাণ। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধের রথযাত্রা দর্শন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতে অন্য কোনও রথের সন্ধান উক্ত ডাক্তার বাবু আর পান নাই। গোস্বামিবর্গ প্রাচীনতন শাস্ত্রাদিতে যে রথের সন্ধান পাইয়া তাহার বিধি-ব্যবস্থা যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বোধহয় ডাক্তারী-বিদ্যা আলোচনার ফলে ডাক্তার রাজেন বাবু ও ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ওরফে শ্রমণ মহারাজের চোখে (বৌদ্ধ ও স্মার্ত্ত) ছানি পড়ায় দেখিতে পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধ সম্বন্ধ যেন স্বভাবতঃই উভয় ডাক্তার বাবুর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব বিচার ত্যাগ করিলেই বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা স্মার্ত্ত হইতে হয়।

রথারোহণের অপর নাম পাহাণ্ডি বা পাণ্ডুবিজয়

উক্ত পঞ্চম শতাব্দির ফাহিয়ানের জন্মের আরও ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দ্রাবিড়ের অন্তর্গত পাণ্ড্যদেশ নামক একটী দেশে পাণ্ডু-বিজয় বা পাণ্ড্য-বিজয় নামে একজন মহা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধগণের প্রবল প্রতাপের ফলে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। সেই সময় শ্রীদেবেশ্বর নামে উক্ত রাজার একজন পুরোহিতের সুমন্ত্রণা-প্রভাবে পাণ্ড্যরাজ সমস্ত বৌদ্ধ-বিপ্লব ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের সদাচার ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে রথে করিয়া সুন্দরাচলে নির্জ্জনে সংরক্ষণ করেন। এখনও শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণকে সেই রাজা পাণ্ড্যবিজয়ের নামানুসারে "পাণ্ডুবিজয়" বা "পাহাণ্ডি" বলিয়া থাকে এবং পাণ্ড্য-বিজয়ের পুরোহিতের নামানুসারে সেবাইতগণের নাম 'পাণ্ডা' হইয়াছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের প্রাচীনতা

উক্ত পাণ্ডুবিজয় রাজার পুরোহিত বা মন্ত্রী শ্রীদেবেশ্বর। তাঁহার পুত্র দেবতনু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'আদি বিষ্ণুস্বামী' নামে পরিচিত হন এবং অষ্টোত্তরশত-নামী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী শিষ্য করেন। তিনি বৌদ্ধমত ধ্বংস করিয়া সর্ব্বত্র বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। ইহা আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। দশনামী সন্ন্যাসীর কথা আধুনিক, পৌরাণিক নহে। যুগ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র দশনামীর একদণ্ড-সন্ন্যাস অত্যন্ত আধুনিক এবং সেদিনের শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস মাত্র।

বৈদিক যুগে রথ ও রথযাত্রা

প্রাচীন বৈদিক যুগেও রথের চলন ছিল। কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে রথ-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যদিও তাহা রূপকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার দ্বারা সেই যুগে রথের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তৃতীয় মন্ত্র যথা—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং **রথমেব** তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

এতদ্ব্যতীত বেদের অন্যত্র বিষ্ণুর ও সূর্য্যের রথের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্ম, উৎকল-খণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রেও রথের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ সারথী ছিলেন বলিয়া প্রাচীনকালে যুদ্ধের যান-বাহনকেই রথ শব্দের দ্বারা আখ্যাত করিত। ইহার মূলে কিছু সত্যতা থাকিলেও 'রথ' ও রথযাত্রা পর্ব্বাদি যে বৌদ্ধ যুগেরও অনেক পূর্ব্বেকার এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন; সুতরাং তাঁহারা কাহারও আনুকরণিক নহেন; পরন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভারতীয় ধর্ম্ম-চিন্তাস্রোতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। "যাহা নাই বেদে, তাহা নাই জগতে"—এই সত্য কথাটী ভারতের সর্ব্বত্রই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা ইহার প্রমাণস্বরূপ Oldfield (ওলড্‌ফিল্ড) নামক জনৈক প্রবীণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তি নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

The Buddhist Festival is evidently adopted from the Hindu Festival of Jagannath, in honour of Jagannath and

His brother Balaram, and Kumari representing their sister Subhadra—(Oldfield's sketches from Nepal vol, II p, 316).

অর্থাৎ বৌদ্ধগণের রথযাত্রা উৎসব জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এই উৎসব জগন্নাথ, তাঁহার ভ্রাতা বলরাম ও তাঁহাদের উভয়ের ভগ্নী সুভদ্রার সম্মানের জন্য করা হয়।

আমরা দুঃখের সহিত ডাক্তার বাবুর ন্যায় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণকে বলিতে চাই যে, ইয়োরোপের বা পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ জোরের সহিতই বলিয়া থাকেন "বৌদ্ধ রথ ভারতীয় রথের অনুকরণে হইয়াছে।" আর আমাদের দেশীয় তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিসকল বলেন—"ভারতীয় রথই বৌদ্ধ রথের অনুকরণে হইয়াছে।" ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? অতএব আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা স্বশ্রীকাতর এবং পরশ্রী-গৌরব। খোলা ভাষায় বলিতে গেলে নিজ-শ্রী দর্শনে কাতর ও দুঃখিত, কিন্তু পরশ্রীতে গৌরবান্বিত বোধ করেন।

ইয়োরোপ ও নেপালে রথযাত্রা

উক্ত ওল্ডফিল্ড সাহেব নেপালের রথযাত্রা প্রসঙ্গ লিখিতে গিয়া ঐ প্রকার কথা লিখিয়াছেন। নেপালে শিবের ও বুদ্ধের উভয়েরই বিভিন্ন প্রকার রথ-যাত্রার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই রথযাত্রা কেবল ভারতে বা তাহার সন্নিকটস্থ দেশেই হইয়া থাকে এরূপ নহে। আজকাল যাহাকে আমরা সুসভ্য দেশ বা জাতি বলিয়া মনে করি, তাহাদের মধ্যেও ইহার প্রচলন রহিয়াছে। ইয়োরোপের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপেও করুণাময় দেবতার মাতা **মেরীর** সম্মানার্থ এইরূপ রথযাত্রা হইত এবং পূর্ব্বে পুণ্যলাভের জন্য ভারতে যেরূপ বীভৎস ও নির্ম্মম কাণ্ড হইত, সিসিলিতেও সেইরূপ হইত। আমরা পাশ্চাত্য বিদুষী শ্রীমতী কারাসিওলোর (**Madam** Henrietta Caraciolo) লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

'A Colossal **Car** is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and illpaved streets. Upon this are' erected a great variety of objects, such as Sun, Moon and principal planets, set in rotary motion and diminishing proportionately in size as they approach the summit of the structure. This erection is in itself really imposing;

sumptuously decorated and put in movement in honour of her who gave birth to the God of charity. **But its function recalls to mind the famed car of Jagannath.** (Memories of Henrietta Caraciolo P. 21).

অর্থাৎ সুদীর্ঘ মহিষ শ্রেণী-দ্বারা একটী বিরাট রথ প্রস্তর-নির্ম্মিত বন্ধুর পথের উপর দিয়া আকর্ষণ করা হয়। এই রথোপরি বিবিধ দৃশ্যাবলী সজ্জিত থাকে, তন্মধ্যে ঘূর্ণ্যমান চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রধান প্রধান গ্রহরাজি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রহ-সমূহ ঘুরিতে ঘুরিতে রথের শীর্ষদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ উহারা ক্ষুদ্র দেখাইতে থাকে। এই দৃশ্যটী বস্তুতঃই মনোহর। করুণাময় দেবতার জননীর (মেরী) প্রতি সম্মান প্রদর্শন-কল্পে এই বস্তুটী নির্ম্মিত ও বহু অর্থ ব্যয়ে সজ্জিত হইয়া চালিত হয়। কিন্তু এই উৎসবটী **প্রসিদ্ধ জগন্নাথের রথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।**

রথযাত্রায় গুণ্ডিচা মন্দির

রথযাত্রা মহোৎসবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গই গুণ্ডিচা মন্দির। সুভদ্রা ও বলদেবসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতিবৎসর এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিতে যে যান-বাহন অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই সমগ্র পৃথিবী-বিখ্যাত রথ নামে খ্যাত। গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব 'যাত্রা ও পুনর্যাত্রা'র দিবসদ্বয় ব্যতীত অন্ততঃপক্ষে নিখুঁত এক সপ্তাহকাল তথায় অবস্থান করেন। এখানকার ইতিহাস এই যে, সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব মহারাজ ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পরম ভক্ত এবং পুরীতে তাঁহার প্রচুর সেবা-কীর্ত্তি আজও বর্ত্তমান। তাঁহারই মহিষীর নাম ছিল 'গুণ্ডিচাদেবী'; তাঁহার নামানুসারেই এই মন্দিরের নাম "গুণ্ডিচা-মন্দির" হইয়াছে। পুনর্যাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেব এখান হইতেই পুনরায় তাঁহার অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন।

গুণ্ডিচা মন্দির হইতে ফিরিয়া যাইবার দিন নির্দ্ধারণ লইয়াই গোস্বামিগণের বিচারের সহিত স্মার্ত্ত ও বৌদ্ধগণের মতভেদ হইয়াছে। গোস্বামিগণের বিচারই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই বিচারই অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমাদের ডাক্তার বাবু শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ওরফে 'শ্রমণ' মহারাজ গোস্বামিমত ত্যাগ করিয়া ভ্রমক্রমে তাঁহার প্রচারিত 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা'য় স্মার্ত্তমতে বা বৌদ্ধমতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের পুনর্যাত্রার দিন স্থির করিয়া বৈষ্ণব-শ্রমণ না হইয়া বৌদ্ধ-শ্রমণ নামের স্বার্থকতা করিয়াছেন। আমরা শাস্ত্র

যুক্তিদ্বারা তাঁহার উক্ত দিন-নির্ণয়ের ভ্রান্তি এই সংখ্যায়ই পৃথক প্রবন্ধদ্বয়ে প্রকাশ করিয়াছি। "স্মার্ত্ত শ্রমণের বিশ্বাসঘাতকতা" ও "রথ-যাত্রার তিথি-বিচার" শীর্ষক পূর্ব্ব প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ব্রজবাসী শ্রীস্বাধিকারানন্দজীর পত্র

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পরম কারুণিক শ্রীল কেশব মহারাজ এইমাত্র আপনার আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে প্রকাশিত "গৌড়ীয়ের" সম্মান এবং মর্য্যাদা আপনার পত্রিকাই সংরক্ষণ করিতে পারিবে। দুর্ভাগ্য—প্রবন্ধ লিখিবার সামর্থ্য আমার একেবারেই নাই—যদি কিঞ্চিন্মাত্রও থাকিত, তাহা হইলে আপনার সেবা করিয়া ধন্য হইতাম। কৃপাপূর্ব্বক সন্তোষকে শ্রীপাদ বন মহারাজের ঠিকানায় পত্রিকা পাঠাইতে লিখিবেন। শ্রীপাদ বন মহারাজও আপনার পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। গুণীর গুণ কাহারও নিকট অপ্রকাশিত থাকে না। আমি প্রতি বৎসরই ঝুলনের দুই মাস বৃন্দাবনে থাকি—ইহার কারণ আপনি ভালরূপেই জানেন। আপনি আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

প্রণতঃ দাসাভাস—শ্রীস্বাধিকারানন্দ (ব্রহ্মচারী)
নন্দগ্রাম (মথুরা) ৬।৬।৪৯

মাননীয় চন্দ্র বাবুর পত্র

পরম পূজ্যপাদ গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু

অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পুরঃসর নিবেদনম্—

মহাত্মন্! আপনার প্রেরিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা গৌড়ীয় ও তৎসঙ্গে একখানা কার্ড পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। শুদ্ধভক্তি প্রকাশক ও সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ 'গৌড়ীয় পত্রিকা' কয় খানা আমি ভক্তি গ্রন্থের ন্যায় নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া থাকি। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারার্থে 'গৌড়ীয়' জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কতিপয় গুরুদ্রোহীর গুর্ব্বপরাধের ফলে কয়েক বৎসরের তরে পত্রিকা খানা অপ্রকট ছিলেন। কিন্তু কলিহত জীবের দুর্দ্দশা দেখে আজ কতিপয় বৎসরান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত

ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারার্থে তিনি "গৌড়ীয়-পত্রিকা" নামে জগতে প্রকট হইয়াছেন।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়' যখন শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারার্থে জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন 'গৌড়ীয়ের' আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া একাধারে ১৩শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌড়ীয়ের গ্রাহক ছিলাম। আমি বহুদিন হইতে অজ্ঞতা বশতঃ ও ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুনির্ম্মল আত্ম ধর্ম্মের বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি স্বরূপ কৃত্রিম বেশধারী আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি অসৎ সম্প্রদায় সমূহের কদর্য্য ভোগ সুখকর ব্যবসায়ী গোসাইদের ও শাস্ত্রের কুব্যাখ্যাকারী কপট বৈষ্ণব বেশধারীদের কবলে পড়িয়া প্রকৃত পথ ভ্রষ্ট হইয়া অন্ধের রাস্তায় ছিলাম। যেদিন 'শ্রীগৌড়ীয়' কৃপা করে আমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই দিন হইতেই আমি 'শ্রীগৌড়ীয়ের' অহৈতুকী কৃপায় প্রকৃত বিশুদ্ধ সুনির্ম্মল পথের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। সারাজীবন যে সকল অপসিদ্ধান্ত হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম তাহা 'গৌড়ীয়ের' অহৈতুকী কৃপায় সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। আবার তিনি কৃপা করে 'গৌড়ীয়পত্রিকা' নাম ধরে আমাকে ভোগময় সংসার হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পুনশ্চ দ্বারে উস্থিপত হইয়াছেন।

আমি 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' গ্রাহক হইব ইহা নহে; শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপার ভিখারী হইয়া যাহাতে 'গৌড়ীয়-পত্রিকার' প্রচার হয় তদ্বিষয়ে প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছি ও করিব। কারণ বর্ত্তমান সময় জগতে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারক একখানাও পারমার্থিক পত্রিকা নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় নয় কি?

আপনারা শ্রীপত্রিকা যোগে দেশের ও সমাজের যে সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহা অতীব মঙ্গল দায়ক। মনে হয় শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাদের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জন সমাজে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য জয় যুক্ত হউক, এবং আপনারাও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপা ভাজন হইয়া জয় যুক্ত হউন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্ত-পদরেণু-প্রার্থী—শ্রীচন্দ্রকুমার দাস
গ্রাম দাসদী, ত্রিপুরা।

ভ্রম সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৫ম সংখ্যার ১৭৭ পৃষ্ঠায় ২য় পংক্তিতে "শ্বাদশ্য" স্থানে "শ্বাদস্য" আর ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "প্রকৃত" স্থানে "প্রাকৃত" হইবে।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয় পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১১ কেশব, ৪৬৩ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
বুধবার, ৩০ কার্ত্তিক ১৩৫৬, ইং ১৬।১১।৪৯

শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্

(ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরৈঃ স্নাতগাত্রার্ব্বুদানাং
উচ্চৈরুৎক্রোশতাং শ্রীবৃষকপিসুতয়াধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্।
পৃথ্বী গাঢ়ান্ধকারৈর্হৃতনয়নমণীবাবৃতা যেন হীনা
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ১॥

যস্য শ্রীপাদপদ্মাৎ প্রবহতি জগতি প্রেমপীযূষধারা
যস্য শ্রীপাদপদ্মচ্যুতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ বিভর্ত্তি।
যস্য শ্রীপাদপদ্মং ব্রজরসিকজনো মোদতে সম্প্রশস্য
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ২ ॥

বাৎসল্যং যচ্চ পিত্রো জগতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ
দাম্পত্যং দস্যুতৈব স্বজনগণ-কৃতা বন্ধুতা বঞ্চনেতি।
বৈকুণ্ঠস্নেহমূর্ত্তেঃ পদনখকিরণৈর্যস্য সন্দর্শিতোঽস্মি
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ৩ ॥

যা বাণী কণ্ঠলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে
কর্ণক্রোড়াঞ্জনানাং কিমু নয়নগতাং সৈব মূর্ত্তিং প্রকাশ্য।
নীলাদ্রীশস্য নেত্রার্পণভবনগতা নেত্রতারাভিধেয়া
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ৪ ॥

গৌরেন্দোরস্তশৈলে কিমু কনকঘনো হেমহৃজ্জম্বুনদ্যা
আবির্ভূতঃ প্রবর্ষৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদগ্ধম্।
গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ সহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ৫ ॥

গৌরো গৌরস্য শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা
গৌড়ে গৌড়ীয়-গোষ্ঠ্যাশ্রিতগণ-গরিমা দ্রাবিড়ে গৌরগর্ব্বী।
গান্ধর্ব্বা গৌরবাঢ্যো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো গরিষ্ঠো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ৬ ॥

যো রাধাকৃষ্ণনামামৃতজলনিধিনাপ্লাবয়দ্বিশ্বমেত-
দাম্লেচ্ছাশেষলোকং দ্বিজনৃপবণিজং শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টম্।
মুক্তৈঃ সিদ্ধৈরগম্যঃ পতিতজনসখো গৌরকারুণ্যশক্তি-
র্যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ৭ ॥

অপ্যাশা বর্ত্ততে তৎ পুরটবরবপুর্লোকিতুং লোকশন্দং
দীর্ঘং নীলাব্জনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতার্দ্ধেন্দুভালম্।
সৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং বরেণ্যং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ৮॥

গৌরাব্দে শূন্যবাণান্বিতনিগমমিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং
পৌষে মাসে মঘায়ামমরগণগুরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে।
দাসো যো রাধিকায়া অতিশয়দয়িতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ৯॥

হাহাকারৈর্জ্জনানাং গুরুচরণজুষাং পূরিতাভূর্নভশ্চ
যাতোঽসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাদ্ধন্ত শূন্যায়িতং মে।
পাদাব্জে নিত্যভৃত্যঃ ক্ষণমপি বিরহং নোৎসহে সোঢ়ুমত্র
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্॥ ১০॥

শ্রীশ্রীদয়িত-দাস-দশকের অনুবাদ

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী নিশান্তকালে লক্ষ লক্ষ বিলাপকারী, নয়নধারাসিঞ্চিত-গাত্র জনগণের মধ্য হইতে যাঁহাকে অধীরভাবে নিজ গোষ্ঠীমধ্যে আকর্ষণ করিলে যাঁহাকে হারাইয়া এই পৃথিবী হৃতনয়নমণিজনের ন্যায় (সরস্বতী ঠাকুরের গূঢ় নাম "নয়নমণি") গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—হে (প্রভুদর্শনবিরহিত) আমার দীন নয়ন! (পক্ষান্তরে হে দীনোদ্ধারণ! অথবা সঙ্গে না লইবার জন্য করুণাতে কৃপণতাপ্রকাশকারী হে নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল॥ ১॥

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রেমসুধানদী প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পাদপদ্মচ্যুত মধু নিরন্তর পান করিতে করিতে অনুচর-মধুকরগণ নিজ নিজ জীবন ধারণ করিতেছে, ব্রজের বিশ্রন্ত-রসাশ্রিত জন যাঁহার পাদপদ্মের প্রশংসা করিতে সুখবোধ করিয়া থাকেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল॥ ২॥

মাতাপিতার বাৎসল্য বলিয়া জগতে যাহা বহুমানিত, (হরিভক্তির বাধা-রূপে) তাহা ছলনা মাত্র, সমাজপ্রচলিত তথাকথিত পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম (উভয়ের সম্ভাব্য নিরুপাধিক প্রেমসম্পদ্ অর্জ্জনের উদ্যমলুণ্ঠনকারী আসুরিক প্রচেষ্টারূপে) দস্যুতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং বন্ধুতা বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায় বিচার যে অপ্রাকৃত স্নেহময় বিগ্রহ মহাপুরুষের পদনখকিরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে—হে দীন নয়ন, ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কণ্ঠস্বররূপে যে বাণী সর্ব্বদা জনগণের কর্ণক্রোড়ে বিলাস করিতেন, তিনিই কি কর্ণ হইতে নয়নগোচর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্রের (রথযাত্রাকালে) নয়নার্পণরূপ প্রসাদপ্রাপ্ত প্রাসাদে প্রকটিত হইয়া "নয়নমণি" নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই ভৃত্যকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতোক্ত জম্বুনদের নির্ম্মল স্বর্ণময় জল আকর্ষণ করিয়া কি এই কাঞ্চনবর্ণ মেঘ শ্রীগৌরচন্দ্রের অস্তগমনশৈলে উদিত হইয়া (ত্রিতাপ)-দাবাগ্নিদগ্ধ সমুদয় দেশকে প্রচুর বর্ষণ দ্বারা প্লাবিত করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ভূমিরজে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন! হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৫ ॥

যিনি গৌরবর্ণ এবং শ্রীগৌরগাথাগানকারী নিখিল জগতের (স্বাভাবিক) গুরু হইয়াও যিনি শ্রীগৌরকিশোর নামক কোন মহাত্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি সমগ্র গৌড়মণ্ডলে শুদ্ধ গৌড়ীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়দাতৃগণের গরিমাস্থল, যিনি দ্রাবিড়-বৈষ্ণবগণের (লক্ষ্মী-নারায়ণোপাসকগণের) নিকট শ্রীগৌরপ্রদত্ত (শ্রীরাধা-গোবিন্দের ব্রজ-ভজনের কথা) কীর্ত্তন করিতে গর্ব্ব অনুভব করেন, শ্রীগান্ধর্ব্বার গণেও যাঁহার গরিমাসম্পদ্ দৃষ্ট হয় এবং গিরিধারীর পরম প্রিয়মণ্ডলে যিনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃত-সমুদ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপশূদ্র এমন কি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত অশেষ লোকাত্মক সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, মুক্ত ও সিদ্ধগণের অগম্য হইয়াও যিনি পতিতজনবন্ধু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি বলিয়া পরিচিত—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৭ ॥

সেই লোকমঙ্গলকর পুরটসুন্দর মূর্ত্তি-দর্শনের কি আশা আছে? সেই সুদীর্ঘ, নীলকমলনয়ন ও তিলফুলজয়ী নাসিকা, সেই অর্দ্ধচন্দ্রধিক্কারী ললাট, সেই সৌম্য-বদনকমল, সেই শুভ্রজ্যোতিঃ দন্তপংক্তি ও সেই আজানুলম্বিত বাহুসমন্বিত রমণীয় বিগ্রহের পুনর্দর্শনের কি আশা আছে? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৮ ॥

চারি শত পঞ্চাশৎ সংখ্যক (৪৫০) গৌরাব্দে পৌষ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্থী তিথিতে মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতীব দয়িত অনুচর যিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র আমাকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ৯ ॥

জনসাধারণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত শিষ্যগণের হাহাকারে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঐ মহাপুরুষ কোথায় গেলেন? হায়! সমস্ত বিশ্ব আজ প্রভুপাদ-বিরহে শূন্যবোধ হইতেছে। পাদপদ্মের নিত্য ভৃত্য ক্ষণমাত্র বিরহও সহ্য করিতে অসমর্থ। হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ১০ ॥

[শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্ হইতে উদ্ধৃত]

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত

বদ্ধাবস্থা ও বিবর্ত্ত

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত—এই তিনটী অবস্থায় অধিষ্ঠিত। ভগবানে এই অবস্থাত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত। বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব মিথ্যা হয়। মায়াবাদী বলেন প্রাকৃত বদ্ধাবস্থা মিথ্যা কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নশ্বর (অর্থাৎ কালক্ষুব্ধ)। জীবসত্তায় বদ্ধত্ব বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ অর্থাৎ স্থূল দেহকে দেহী-জ্ঞান বিবর্ত্তবাদ-প্রসূত; প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানাভাবকেই বিবর্ত্ত বলে।

ভগবানের শক্তি-পরিণত ত্রিবিধ জগৎ

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না, আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাবত্রয় তাহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গাশক্তি পরিণত হইয়া জড়-মায়াতীত

বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা-শক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন।

তটস্থ-শক্তি-পরিণত অণুচৈতন্য জীব

অণুচৈতন্য জীব তটস্থা শক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান কালে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড় জগতে অবস্থান করেন, তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তির অধীন। জড়-জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থ শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী গণিতাগত রেখাকে তট বলে, তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অনির্ব্বচনীয় অন্তঃস্থলে তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠান।

ভগবান্ শক্তিমান্ ও তাঁহার চারিটী বিশেষত্ব

বিভু-চৈতন্য ভগবান্ তটস্থা শক্তিজাত নহেন। (এমন কি) তিনি যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন তৎকালে তিনি তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবের ন্যায় বদ্ধভাব লাভ করেন না। কেন না শক্তি, শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্ব্বশেমুষীসম্পন্ন আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিটী বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবত্তা **স্বরূপ** বিগ্রহ; গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও তথাকার বস্তুসকল **তদ্রূপ বৈভব** বিগ্রহ; জীব **তটস্থ** বিগ্রহ এবং **প্রধান**, অবিদ্যা ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থ ভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্ত ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

জীবের অস্মিতা বিধান

ভগবান্ অন্বয়ভাবে তদ্রূপ বৈভবে লক্ষিত হন, ব্যতিরেকভাবে দেবীধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন; তটধামে অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের অস্মিতা বিধান করেন।

তটস্থ জীবের বদ্ধাবস্থা

জীব তটধর্ম্মবশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিঙ্গ শরীর বা মন তাহার আশ্রয়দাতা। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন জীবের কৃষ্ণস্মৃতি বিস্মরণ হইলেই জীব ইহ জগতে নিজাস্তিত্ব অনুভব করেন, বস্তুতঃ তিনি কৃষ্ণদাস। অসৎ সাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি

রাহিত্যই জীবের মুক্ত স্বরূপ। তাদৃশ মায়াবাদিগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের নিত্য অধিষ্ঠান নিজ বদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং (কেবল) তটস্থ-ধর্ম্ম-বর্ণন করিয়াই বিচার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। (বস্তুতঃ) নির্ব্বিশেষবাদের বুদ্ধি-চাতুরী তটস্থ ধর্ম্মের অস্ফুট বিকাশমাত্র।

স্বরূপ ও শক্তি স্বীকার না করিয়া মায়াবাদী ভ্রান্ত

বেদান্ত-মতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থধর্ম্মের স্পষ্টাভিধান লক্ষিত হয়। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষমত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্যস্বরূপ ও অনন্তৈশ্বর্য্য বিকাশিনী শক্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তদ্রূপ বৈভবের নিত্য অধিষ্ঠান ধারণা করিতে অসমর্থ হন। মায়াবাদীর ইহা আত্ম-বঞ্চনামাত্র, যেহেতু মায়াবাদীর মতে শক্তিমাত্রেই প্রাকৃত, হেয় ও কালক্ষুব্ধ। নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না, তজ্জন্য তিনি বিবর্ত্তবাদের আশ্রয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন। আবার তাদৃশ মিথ্যা কল্পনাতে সত্য আরোপ করিয়া নিজবাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর মত খণ্ডনে শ্রীল রামানুজের দুইটী যুক্তি

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নির্ব্বিশেষ মতের অকর্ম্মণ্যতা বুঝাইতে গিয়া দুইটী কথার অবতারণা করিয়াছেন। **প্রথমতঃ** রামানুজ বলেন নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পিতমত প্রচারে সত্যতা নাই। যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিশ্বাস সত্য হয়, তাহা হইলে উপদেষ্টা ও উপদেশ গৃহীতার মধ্যে ভেদ নিরস্ত হইয়াছে। **দ্বিতীয়তঃ** নির্ব্বিশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত সত্যে উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যা মায়াবাদ উপদেশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ অক্ষমতাবশতঃ সত্য নিরূপণে অধিকার হয় নাই। জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্ত রাজ্যের স্বরূপ-পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বদ্ধ-বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্ণন করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদ গ্রহণপূর্ব্বক তটাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হয়। তটাবস্থায় নির্ব্বিশেষ মত অধিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না। সেখানে তাঁহার অস্মিতা পুনরায় মায়াশক্তির কবলে গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদের পার্থক্য প্রদর্শন

আজকাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাহাদেরও পণ্য-দ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ত্রুটী করেন না। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তা-

স্রোত কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদে জীবের বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয়ের নিত্য সত্যত্ব অস্বীকৃত। নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না, বা জানিয়াও সত্য অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে চিৎ ও জড় জগতের যুগপৎ স্থিতি

সাধুগণ বলেন ভগবৎ সংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি। মায়াবাদী বলেন তটস্থ লক্ষণ লাভই মুক্তি। মায়াবাদীর কল্পিত নির্ব্বিশেষ বিধি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ স্বীকার করেন না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তি-বলে পূর্ণৈশ্বর্য্যে নিত্যবিরাজমান অপ্রাকৃত রাজ্য অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং তাহার অনুকরণে জীবের বদ্ধ সংসার বা দেবী ধামরূপ মায়াশক্তি পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন। জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বদ্ধ জীবের অবস্থাত্রয়, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান, তটস্থ শক্তিবিশিষ্ট, জীবের দেবীধামে বদ্ধ সংসার গ্রহণ, অবস্থাত্রয় লাভ করা নিত্য ধর্ম্ম।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বেদান্ত দর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপালভক্ত সম্পাদিত বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি-কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন; এমত কি, যে সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব-সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্ত্তমান; উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরু-উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয়; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণায়ক আর্য্যগ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক বৌধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না, অথবা কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজ স্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন—এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থানবিশেষ। শঙ্কর স্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্কর স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, যে কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম তাহা সফল হইল না,

আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে। শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের উক্ত ভাষ্যদ্বয় সংগোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটী ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দ-দেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্গোবিন্দ-ভাষ্যই অন্য সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্ত-মণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। বলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—তত্র **প্রথমে** লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। **দ্বিতীয়ে** সর্ব্ব শাস্ত্রাবিরোধঃ। **তৃতীয়ে** ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। **চতুর্থে** তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ **অধিকারী**। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষমো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনন্ত্বশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরস্তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যুপরিস্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়াধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদিবিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় সমস্ত বেদের **ব্রহ্মে সমন্বয়**। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত **বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির **সাধন**। চতুর্থে ব্রহ্ম প্রাপ্তিই **পুরুষার্থ** উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদয়াদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য **বিষয়**, নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তিসচ্চিদানন্দপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে **বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি** এই পাঁচটীই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতিকূল অর্থের নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্র-ভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ। অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে মনে করেন আমি বৈষ্ণব, কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।

—**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

(সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ম পৃষ্ঠা)

ঠাকুর নরহরি

জয় প্রভু নরহরি, গুরুসেবা-মূর্ত্তি ধরি',
শুদ্ধগুরুদাস্য-পরায়ণ।
এসেছিল এ'ধরাতে, গুরুসেবা শিখাইতে,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবায় মগন ॥ ১ ॥

নিশিদিন গুরুসেবা, হেন দেখিয়াছে কেবা,
গুরুপদে আত্মনিবেদন
করেছিলে মহাশয়, জয় জয় তব জয়,
বন্দি তব রাতুল চরণ ॥ ২ ॥

গুরুদেব শ্রীভকতি শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
অদ্বিতীয় মহামহাজন।
তাঁহার করুণাবলে, অনায়াসে ভক্তি মিলে,
একমাত্র ভুবন-পাবন ॥ ৩ ॥

তাঁহার সুযোগ্য পাত্র, গুরুসেবা কৃত্য মাত্র,
আদর্শ সে প্রভুর চরণ।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হউ মোর সুসম্পদ,
বাঞ্ছি গুরুবৈষ্ণব-সেবন ॥ ৪ ॥

(গুরু) বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে, হেলায় গোবিন্দ মিলে,
বর্ণিলেন সব মহাজন।
করযোড়ে প্রণিপাত, শত শত দণ্ডবৎ,
দিবা নিশি করিব স্মরণ ॥ ৫ ॥

হেন গুরু-বৈষ্ণবেতে, রতি না জন্মিল চিতে,
পতিতা পাষণ্ডী দুরজন।
অধমা পতিতা মুঞি, শুন বৈষ্ণব গোসাঞী,
তুমিত' পতিত-উদ্ধারণ ॥ ৬ ॥

গোলোকে বৈকুণ্ঠে থাক, চরণে স্মরণ রাখ,
পালনীয় কুকুর সমান।
সুযোগ্য দয়ার পাত্র, কোথা না পাইবে মাত্র,
অহৈতুকী কৃপা কর দান ॥ ৭ ॥

যদি মোর কর্ম্মদোষে, গো-গর্দ্দভ বা মহিষে,
জন্ম হয়, হইলে মরণ।
তাহে কোন ক্ষতি নাই, তবাভীষ্ট সেবা চাই,
তিলমাত্র কর বিতরণ ॥ ৮ ॥

শিরে বর্ষি' কৃপাবারি, কেশে আকর্ষণ করি,
টানিয়া রাখহ তব পায়।
শ্রীমুখ-অমৃত-বাণী, হরিকথা তরঙ্গিনী,
শ্রবণিতে প্রাণ সদা চায় ॥ ৯ ॥

অপরাধপুঞ্জ পদে, করিয়াছি দিবারাতে,
অনন্তের অন্ত যদি পাই।
অপরাধ নাহি অন্ত, মুঞি অপরাধী-মন্দ,
বর্ণিবারে কোন শক্তি নাই ॥ ১০ ॥

জগা, মাধা, অজামিল, আমা' হতে অনাবিল,
পাপকর্ম্মে শেষ মোর নাই।
সাধুগুরু-কৃপা হ'লে, হেলায় পাষাণ গলে,
তুয়া বিনা গতি কোথা পাই ॥ ১১ ॥

আমি ক্ষুদ্র জীবাধম, তুমি হও ভক্তোত্তম,
শক্তি ধর ব্রহ্মাণ্ড তারিতে।
সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে, ধ'রে রইনু মায়ারে,
তুমি বিনা নারি উদ্ধারিতে ॥ ১২ ॥

গঙ্গা পতিত-পাবনী, বন্দি সেই সুরধুনী,
যাঁর স্পর্শ হৈলে পাপক্ষয়।
কৃষ্ণভক্ত দরশিলে, নিঃশ্রেয়ঃ কল্যাণ মিলে,
পাপ-তাপ নাশে সুনিশ্চয়॥ ১৩॥

ঠাকুর নরহরি বিনা, উপায় কিছু দেখিনা,
কৃপা কর এ অধমা প্রতি।
তোমার পাদ-সরোজে চিত্ত যেন সদা মজে
গাই যেন তব গুণ খ্যাতি॥ ১৪॥

—**শ্রীসরোজবাসিনী ঘোষ।**
বানারিপাড়া (বরিশাল)

শ্রীগৌড়ীয়ের পুনরাবির্ভাব

যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকট কাল হইতে 'গৌড়ীয়' পত্রিকার নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পাঠকবর্গের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত ও প্রচারিত, শুদ্ধ রূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সকলেই অতি দুঃখিতান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছিলেন। পুনরায় তাঁহার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকগণ জীবের কল্যাণ কামনায় মাসিক পত্রিকাকারে **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** বাহির করিয়াছেন।

পারমার্থিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা জীবের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বদ্ধজীবকে ভক্তিপথে আকৃষ্ট করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম হইতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও প্রচারের নিত্য পূজায় ইহ ও পর-জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের খনি হইয়াছেন। শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি অপ্রাকৃত ধাম-নিবাসী গৌরপুর-যাত্রী গৌড়ীয়গণই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। গৌড়ীয়ের প্রত্যেকটী সংবাদ, প্রত্যেকটী ছত্র, প্রত্যেকটী শব্দ অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া যখন মানবের দ্বারে উপস্থিত হন, তখন জীবের অজ্ঞান-তমঃ নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম ও যুক্ত বৈরাগ্যের কথা শিক্ষা দিতে এবং বর্ত্তমান অপ, উপ, ছল, মিছা, কপট-ধর্ম্মীদিগকে নিরস্ত করিতে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাই সমর্থ। আজকাল যে শাস্ত্রবাণী ও ধর্ম্ম লইয়া ছিনি-মিনি খেলা হয়, তাহা যে অতিশয় অবৈধ ব্যাপার এবং অন্যাভিলাষজনিত ভক্তির আবরণে ঘোর অভক্তি আচরণ, তাহা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়ই শিক্ষা দিতে পারেন।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২০০)

এসব কথার গূঢ় তত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য শ্রীপত্রিকাই জানাইতে সক্ষম। শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা অন্যে পরে কা কথা, শ্রীনন্দ-যশোমতীর পর্য্যন্ত গোচর হয় না। সুতরাং হাটবাজারে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস কীর্ত্তন করিয়া সংসারে শুধুই অনর্থের আমন্ত্রণ করা হয়—একথা স্পষ্ট ভাষায় মেঘ-গম্ভীর-নাদে ব্যক্ত করিবার সাহাস একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ছাড়া আর কাহার? যে কথাদ্বারা সত্যানু-সন্ধিৎসু সজ্জনমণ্ডলীর প্রাণে অপরিমিত বল সঞ্চারিত হইতে পারে, সে-কথা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়ই পরিবেশন করিতে সমর্থ। সমগ্র সৌন্দর্য্যের একমাত্র মালিক যে অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদনমোহন—ইহা জানিবার সৌভাগ্য শ্রীগৌড়ীয়ের পঠন-পাঠন হইতেই সম্ভবপর। শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত এত বড় কথা আর কেহ কীর্ত্তন করেন নাই এবং ইহার সন্ধান দিয়াছেন শ্রীগৌড়ীয়। যে মহাপুরুষের প্রত্যেকটী কথা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় হৃদয়ের কু-গ্রন্থিগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিল, সেই যুগাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-পাদের সন্ধান শ্রীগৌড়ীয় হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

এই শ্রীগৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকিলেও আমার মনে হয়, শ্রীগৌড়ীয় বিশ্ব-বান্ধবরূপে অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া আমার ন্যায় সৌন্দর্য্য-ভোগলিপ্সু বদ্ধ জীবের দ্বারে দ্বারে যদি উপস্থিত হন, তাহা হইলে জানা যাইবে শ্রীগৌড়ীয়ের সৌন্দর্য্য আমাদের ভোগের ইন্ধন নহে এবং যাহাতে ভাবী কালেরও অনন্ত কোটী জন্ম স্বকর্ম্মানুযায়ী প্রাপ্য-ফল-নিরয়াদি লাভ না হয়, সেই বন্দোবস্তে চলিলে শ্রীগৌড়ীয়ের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইতে পারিবে। যদিও পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগে স্বভাব-দোষ পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, ভোগস্পৃহা পরিপূর্ণ-

মাত্রায় শয়নে স্বপনে জাগরুক রহিয়াছে, তথাপি হৃদয়ে একান্ত আশা—শ্রীগৌড়ীয়ের কৃপায় যেন উপলব্ধি হয় যে, প্রাকৃত সৌন্দর্য্য ভোগ পিপাসায় প্রধাবিত হওয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ঝম্প প্রদানের ন্যায় প্রকার ভেদ। ইহা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীগৌড়ীয়ের কৃপায়, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণবের কৃপায় ও শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় ইহাই যেন উপলব্ধি হয় যে, আমরা কোন প্রকারই ভোগের মালিক নহি। এমন কি ভগবন্নাম, ভগবদ্রূপ, ভগবদ্গুণ, ভগবল্লীলা সমস্তেরই ভোগকর্ত্তা একমাত্র শ্রীভগবান্। অনেক সময় আমরা ভোগের প্রকার বদলাইতে যাইয়া ভগবল্লীলা, ভগবদ্গুণ, ভগবদ্রূপ, ভগবন্নাম-কথা শ্রবণে তৃপ্ত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি—হে ভগবন্! তুমি অমুক বেশে ও অমুক রূপে আমার হৃদয়ে বসিয়া থাকিয়া আমার তপ্ত প্রাণ জুড়াইয়া দাও। ইহাও সৌন্দর্য্য ভোগের অন্য প্রকার বিশুদ্ধ সংস্করণ। শ্রীভগবানের রূপে, গুণে, লীলায় ও নামে পূজা-বিধিই রহিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা এবম্বিধ বিধি ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া জড়াকৃষ্ট বদ্ধজীবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন ও করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় কৃপা করিয়া স্ব-প্রকাশ শক্তিতে যতটুকু সৌন্দর্য্য দর্শন করাইবেন, ততটুকুই জীব জানিবে এবং তাহাই কীর্ত্তন করিয়া স্ব-সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে—এই ভরসায় শ্রীগৌড়ীয়ানুগণের শ্রীচরণ-রেণু প্রার্থিনী হইয়া রহিলাম।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-প্রার্থিনী
—**শ্রীদয়াময়ী দেবী**
খিদিরপুর।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা

বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবসানে জগতের মানবকুল কি করিবেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি হইবে, ধর্ম্মের স্থান কোথায় থাকিবে ইত্যাদি বিষয়ে গভীর গবেষণা হইতেছে। এই সম্বন্ধে ভারতের শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণ উদাসীন থাকিতে পারেন না।

ভারতীয় কংগ্রেসের অনেক কথার আদর করিলেও সাধুগণের দিক হইতে কংগ্রেসের অনেক চিন্তা ও কার্য্যাবলী সাধুগণের ভবিষ্যতের বিশেষ ক্ষতিকারক

বলিয়া অনেকে মনে করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু ধর্ম্মের দিক হইতেও পৃথিবী প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

সাধুগণই ধর্ম্মের পথ প্রদর্শক

বিশ্বের সর্ব্বত্র এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছে—মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া জন্তু-ধর্ম্মের তাড়নায় উন্মত্ত; মানব-রক্ত-প্রবাহে মেদিনী প্লাবিতা; লক্ষ লক্ষ মানবের মৃতদেহের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপের পশ্চাৎ হইতে কামানের অগ্নি-বর্ষণে আরও সহস্র সহস্র নরদেহ প্রতি মুহূর্ত্তে ভস্মস্যাৎ হইতেছে। কেহ হস্ত-শূন্য, কেহ বা পদশূন্য, কেহ বা বধির, আবার কেহ বা চক্ষুহারা হইয়া গগনস্পর্শী আর্ত্তনাদে পৃথিবী কম্পিত করিয়াও মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে ত্রাণ পাইতেছে না; কাহারও বা এক বিন্দু জলের অভাবে বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। তথাপি বিরাম নাই, মানবের এই কলুষ-বৃত্তির নিবৃত্তি নাই। তথাকথিত মঙ্গলহিতৈষণার বিকৃত কল্পনার করাল-কবলে আত্মবিসর্জ্জনকারী মদ-মদিরা পানোন্মত্ত মনুষ্যত্ব-হারা মানব জন্তু-ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। চৈতন্য-ধর্ম্মের কথা আজ কে শুনিবে? সত্য-পথভ্রষ্ট, দিশাহারা জগৎ অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া থাকিলেও, প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে আপাততঃ অপ্রিয়, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রেয়ঃপদ কর্ত্তব্যের অনুরোধে বর্ত্তমানের এই মহাদুর্দ্দিনে এই রুদ্রলীলার মহা-ক্ষেত্রে, মানব-জাতির এই সর্ব্বনাশী জন্তু-ধর্ম্মের প্রেরণার তাণ্ডব নৃত্যের বিরাট ও বিশাল প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মনুষ্যজীবনের চেতন ধর্ম্মের কথাই নির্ভীকচিত্তে কীর্ত্তন করিতে হইবে। মানব জাতিকে পশু-বৃত্তির প্রহেলিকা হইতে মুখ ফিরাইয়া সত্যোজ্জ্বল চৈতন্য ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করান ভারতের সাধু-সমাজের যে চিরন্তনী প্রথা, তাহা সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ ও কুধারণা

প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্ম মানব-সমাজকে পরস্পর সংঘর্ষযুক্ত দৈনন্দিন বহু জটিল সমস্যার সুমীমাংসা করিতে সমর্থ কি না, এতৎসম্বন্ধে বিশ্বের সর্ব্বত্র এক সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে। তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্য সমাজ-নেতাগণের মুখে প্রায়শঃই শুনিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম মানবের দুঃখ-দৈন্য দূর করিতে পারে নাই—এক কথায়, ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের সুসময়ে নিভৃতে কবির কল্পনার ন্যায়

উপভোগ্য বিষয়মাত্র। কেহ বা বলেন—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া দেশটা উচ্ছন্ন গেল। যাহাদের দুইবেলা একমুঠা অন্ন মুখে দিবার নাই, যাহাদের পরিধানে শতছিন্ন একখানি বস্ত্র পর্য্যন্ত জোটে না, যাহারা পর-পদদলিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে বিগত দ্বিশতাব্দী কাল যাবৎ আবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, তাহাদের মুখে আবার ধর্ম্মকথা। ধর্ম্মই দশের ও দেশের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছে। আবার কেহ বা উদার নীতি অবলম্বন করিয়া বলেন—দুষ্ট মতগুলি উৎপাটিত করিয়া মানবকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমাজের ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ নেতাগণকে প্রথম হইতেই পূর্ণ (?) মানুষ হইবার জন্য শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল একদেশীয় শিক্ষা দিলে চলিবে না, যাহাতে বাহুবলে, মনোবলে, নীতিবলে, আধ্যাত্মিকবলে ও পারমার্থিক বা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হয়, প্রত্যেক যুবককে তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাহাদের বিচারে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু সেই ধর্ম্মশিক্ষা কৃষ্টি-জীবনের অন্তর্ভূক্ত বহু বিষয়ের অন্যতম একটী বিষয়মাত্র। সাহিত্য-চর্চ্চা, প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চা, সঙ্গীতচর্চ্চা, চিত্রবিদ্যা-চর্চ্চা যেমন প্রয়োজন, আত্ম-ধর্ম্মালোচনাও তদ্রূপ একটী শিক্ষা বা আলোচনার বিষয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্ম-শিক্ষা অন্য শিক্ষার অন্যতম নহে। সুতরাং এই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই প্রকৃত গুরুর আবশ্যক। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬)

ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

[অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্ব কারণের কারণ।]

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ নবম অধ্যায় ৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে শিক্ষা দিয়াছেন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

[অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বিষয় বিচার-পূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয় তাহার নাম সাধন-ভক্তি। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্‌গুরুচরণ হইতে অন্বয়ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধিনিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।]

যাঁহাদের বিচারে শিক্ষার প্রয়োজন আছে—এইরূপ মনে উদয় হয়, তাঁহাদিগকে ভগবান্ গুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৫৮, ৪৭)

অতএব ভগবান্ নিত্য বস্তু হইয়া সর্ব্বক্ষণ জীবকে অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপে শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং জীবমাত্রই তাঁহার শিক্ষার দাস। দীক্ষাগুরু স্বয়ংই শিক্ষাগুরু। যে স্থানে দীক্ষাগুরু স্বয়ং শিক্ষাগুরুর কার্য্য না করেন এবং পৃথগ্‌ভাবে অন্য কেহ গুরুসেবা শিক্ষা দেন, সেস্থলে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু অভিন্ন। অন্যত্র অভিন্ন বলিয়া যে বিচার তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে।

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩)

"জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া ভোগীর সজ্জায় কৃষ্ণসেবাবিমুখ হয়। কেহ বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কোন সময়ে, ভগবৎ সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সকল প্রাণীই নিত্যকাল তাঁহার দাস্যে অবস্থিত। ভগবৎসেবা না করিলে জীবের স্বভাব-বিপর্য্যয়ে অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য-দাস্যই অণুচিৎ জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। স্বরূপের বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া বদ্ধজীব যে অন্য চেষ্টা করেন, তাহা অচিদ্‌ভোগের আকর্ষণমাত্র। চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যদাস্য স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়। চৈতন্য-সেবা-বঞ্চিত হইয়া বদ্ধজীবের অনুষ্ঠানে অপর বস্তুর উপর প্রভুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎকালেও তিনি চৈতন্যের অযোগ্য দাসমাত্র।"

ঈশ্বরের লীলা ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে অক্ষম। তাই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

ভগবান্ এই প্রকার লীলা অভিনয়ে যুগে যুগে গুরুরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই যুগে অর্থাৎ কলি যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীব-জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র শিক্ষা।

"গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।',

(প্রেমবিবর্ত্ত)

সুতরাং গৌরশিক্ষা লাভ করিতে হইলে গৌরাঙ্গের ভক্তগণের নিত্য সঙ্গ করিতে হইবে এবং সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় ও প্রসন্নতা লাভ হইবে।

ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা

পরিশেষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠায় "ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও শান্তিদাতা" শীর্ষক অনুচ্ছেদ আপনাদের স্মরণ করাইয়া আমার প্রবন্ধের বক্তব্য শেষ করিতেছি—

"ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোন প্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্কীর্ণা অসৎ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে অধঃপাতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাঁহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাঁহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

—শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী
মথুরা

স্বাধীনতা

অধিকাংশ লোকেরই ধারণা যে, দেশকে স্বাধীন করিতে না পারিলে মনও স্বাধীন হয় না, মন স্বাধীন না হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হয় না। বাস্তবিক কি তাহাই ঠিক? তাঁহারা যে বাস্তব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার ভয়ে, মন এখন পরাধীন আছে বলিয়া তাহাতে আলস্য প্রকাশ করেন, তাহার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ।

কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত আর সকল কাজেই তাঁহাদের মন বেশ স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিতেছে দেখা যায়। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি, ইন্দ্রিয়তর্পণে লালসা, উত্তম উত্তম দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রভৃতি কার্য্যে মন বেশ উৎফুল্ল, বেশ স্বাধীন থাকে। তখন মনের কোন বিকার বা তাহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা থাকে না; কিন্তু যখনই কোন সাধু আসিয়া হরিভজনের উপদেশ দেন, তখনই ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রলাপ আরম্ভ হয়। দৈবী-মায়া অত্যন্ত বলিয়সী বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রোগীকে ঔষধ খাইতে বলিলে ঔষধ যদি তীব্র হয়, তবে রোগী যেমন বৈদ্যের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত জীব আমরা, সদ্‌বৈদ্য হিত-উপদেশ প্রদান করিয়া যখন মায়াবদ্ধ আমাদের নিকট গাহিয়া থাকেন—"এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি। হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥," তখন আমরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি—"ওগো, না-না, আমি তাহা লইব না, আপনারা আমার মায়ার ফোড়া কাটিয়া জোরে টিপিয়া ধরিয়া তাহার পূঁজ-রক্ত বাহির করিয়া কষ্ট দিতে চাহেন, সুতরাং আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে; সেও বরং ভাল জন্ম জন্ম আমার ব্যাধি থাকুক, কিন্তু ঐ আসক্তি ফোড়ায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দিব না। সাধুগণ যে আমার মনের আসক্তিগুলি ছেদন করিবেন তাহা সহ্য হইবে না। শাস্ত্র বলেন—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" —এই বাক্য সফল করিতে কখনও দিব না।

'স্বদেশ' 'স্বদেশ' করিয়া যে আমরা চীৎকার করিতেছি স্বদেশ কোথায়? তাহা কি কেহ একবারও ভাবিয়াছি? এই যে আকাশ, বাতাস, জল, মাঠ, ফুল, ফল ইত্যাদির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া "সোনার দেশ" বলিয়া ইহার প্রতি ক্রমেই আসক্তি বৃদ্ধি করিয়া ফেলিতেছি—ইহা কি বাস্তবিক আমার? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐরূপ চীৎকার করিলেই কি ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব? এখানকার মাটী এখানেই আছে, এখানেই ছিল ও এখানেই থাকিবে।

আবার সব সময়ে ইহা থাকিবে না এবং আমিও আর এখানে আসিব কিনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। ইহা ত' আমার নয়, ইহা যদি আমার হইত তবে আমার সঙ্গে ইহার নিত্য সম্বন্ধ থাকিত। কোন প্রাকৃত কবিও গাহিয়াছেন—"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা, এদেশ তোদের নয়।"

"আমি" শব্দের বিচার করিলে জানা যায় যে, "আমি" একটী নিত্য চেতন বস্তু। আর এই যে জড় দেশ, মাটী, জল, বাতাস এসকলই অনিত্য। নিত্য 'আমি'র বাসস্থান গোলোক-বৈকুণ্ঠে। তাহাই আমার স্বদেশ। গোলোকপতি ও তাঁহার নিজ জনই আমার আত্মীয়স্বজন, তাঁহাদিগকে অবাধে ভালবাসিতে পারাই আমার বাস্তবিক **স্বাধীনতার** ফল। নিত্যানিত্য বিবেকই আমার বাস্তব স্বাধীন জ্ঞান; নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকাই প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, নতুবা আমার ন্যায় একটী প্রকাণ্ড মুর্খ দুনিয়ায় আর কেহই নাই। হে ভক্তগণ! আপনারা এই অধমকে কৃপা করুন,—ইহাই আমার প্রার্থনা। ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা লাভ করিলেই শ্রীগোলোকপতির কৃপা নিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারিব।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ প্রার্থী

—শ্রীহরিদাস রায়

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র (নারমা)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃপা

অনুগ্রহ করেন যা'রে শ্রীনন্দনন্দন।
আগে তা'র ধন আদি করেন হরণ॥
ইথে যদি ভক্ত জন না ছাড়ে তাঁহারে।
দিবানিশি কান্দে কৃপা পাইবার তরে॥
বিয়োগ-জনিত শোক পরিহার করি।
শান্ত চিত্তে দিবানিশি বলে হরি হরি॥
কৃষ্ণে জানে মাতা পিতা বন্ধু ধন জন।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সব করয়ে গ্রহণ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ শূন্য ব্রহ্মপদ হ'লে।
অনায়াসে করে ত্যাগ অতি অবহেলে॥
শ্রীকৃষ্ণ-সুখের তরে নরকেতে বাস।
করিতে না হয় দ্বিধা সেই কৃষ্ণদাস॥
আত্ম-সুখদুঃখে সদা দিয়ে জলাঞ্জলি।
বাঞ্ছয়ে কৃষ্ণের সুখ হ'য়ে কুতূহলী॥
ধন আদির বিয়োগেতে শোক না করিয়া।
হরি-পাদ-পদ্মে মন রাখয়ে অর্পিয়া॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সঙ্গ অন্বেষণ করি'।
সে সঙ্গে করয়ে বাস আর ভজে হরি॥
জাতি-ধন-বিদ্যা-রূপে মত্ত না হইয়া।
অকিঞ্চন হ'য়ে ফিরে কৃষ্ণ নাম গাইয়া॥
এমত সুমতি যদি লভে কোন জন।
তা'রে কৃষ্ণ কৃপা করি' দেন দরশন॥
যদি কোন অজ্ঞ শিশু পিতা মাতা স্থানে।
বিষ মাগে নিজ বুদ্ধি-দোষের কারণে॥
তবে সেই বিজ্ঞ পিতা, অজ্ঞের ক্রন্দন।
বিষ দিয়া কভু নাহি করে নিবারণ॥
সেইমত কৃষ্ণ অজ্ঞের অনিত্য হরিয়া।
শ্রীচরণে দেন স্থান করুণা করিয়া॥
ইথে সুখদুঃখ ভাবি যেই জন ছার।
না ভজে শ্রীকৃষ্ণপদ ধিক্ জন্ম তার॥
প্রজ্ঞান কেশব কবে কৃপা কণা দিয়া।
কর্ণামৃতে উদ্ধারিবেন দুর্জ্জন জানিয়া॥
নিজগণে গণ্য করি দিবেন আশ্রয়।
তবে সে জানিব কৃষ্ণ কৃপা সুনিশ্চয়॥

—**শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত দাসাধিকারী**
সাঁইথিয়া হরিসভা, (বীরভূম)

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক সম্বন্ধে দুই একটী কথা

অচিন্ত্যানন্তশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ মাতা যশোদার দামবন্ধন স্বীকার করিয়া মাতার বিশুদ্ধবাৎসল্য প্রেমরসনির্য্যাস পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন এবং জগতে নিজের ভক্তাধীনতার চরম পরিচয় প্রদান করেন। সেই পরম মনোহর শ্রীদামবন্ধনলীলা তিনি কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত করেন। পরমধন্য কার্ত্তিক মাস দামোদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার ইহাই প্রধান হেতু। বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস-প্রণেতা আচার্য্যপাদ শ্রীগোপালভট্টগোস্বামী কার্ত্তিককৃত্য প্রসঙ্গে কার্ত্তিক মাসে প্রতিদিন শ্রীরাধা-দামোদরের পূজা এবং শ্রীদামোদরাষ্টক নামক স্তোত্র পাঠের বিধি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

রাধিকাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ।
তস্য তুষ্যতি তৎপ্রীত্যৈ শ্রীমান্ দামোদরো হরিরিতি॥
দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনং।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতং।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৯৫-৯৬)

যিনি কার্ত্তিক মাসে শ্রীরাধিকার প্রীত্যর্থে তাঁহার পূজা বিধান করেন শ্রীমান্ দামোদর হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ শৌনকাদি সম্বাদে শ্রীসত্যব্রত-মুনিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। আচার্য্য-পাদ বলিয়াছেন যে এই স্তোত্র নিত্যসিদ্ধ, ইহা শ্রীসত্যব্রত মুনি হইতে প্রকটিত হইয়াছেন এবং ইহা শ্রীদামোদর কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ। তিনি স্বানুভূতিপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যায় এই স্তোত্রের দামোদরাকর্ষিত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও তাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার সেই অমৃতময়ী ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যানুসারে সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ সহ স্তোত্রটী প্রকাশ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীদামোদরাষ্টক স্তোত্র ভগবান্ শ্রীদামোদরের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ। ইহা পাঠ করিলে শ্রীদামোদর হরি তুষ্ট ও বশীভূত হয়েন, সুতরাং ইহা বৈষ্ণব মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। আমরা সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য সানুবাদ সেই স্তোত্রটী পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়া এই পুণ্য ঊর্জ্জ-ব্রতকালে প্রত্যহ সকালে পাঠ ও কীর্ত্তনের জন্য এই শুভ কার্ত্তিক মাসে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। শ্রীদামোদর হরির তুষ্টিবিধান এবং তদীয়জনগণের কৃপাকণালাভই আমাদের একমাত্র লালসা।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

(১)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততোদ্রুত্য গোপ্যা॥

(২)

রুদন্তংমুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥

(৩)

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥

(৪)

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥

(৫)

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ববক্ত্রাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥

(৬)

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ॥

(৭)

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌচ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥

(৮)

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল দোদুল্যমান, যিনি গোকুলে দীপ্তিমান্, যিনি নবনীত অপহরণ করিয়া মা যশোদার ভয়ে উদূখল হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ধাবমান, যশোদা অতিশয় বেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বর শ্রীদামোদরের চরণে প্রণত হইতেছি॥ ১॥

মাতৃদেবীকর্ত্তৃক প্রহৃত হইবার আশঙ্কায় যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে করকমলদ্বয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিতেছেন, যাঁহার নেত্রদ্বয় সাতঙ্ক-

দৃষ্টিযুক্ত, মুহুর্মুহু শ্বাস ও কম্প নিবন্ধন যাঁহার মুক্তাময় কণ্ঠহার দোদুল্যমান, হইতেছে, এবং যশোদা কর্ত্তৃক যাঁহার উদর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ আমি সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

এই প্রকার বাল্যলীলাসমূহদ্বারা যিনি গোকুলবাসিগণকে আনন্দকুণ্ডে ভাসমান রাখিয়াছেন, "শিথিলৈশ্বর্য্য প্রেমিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমি জিত হইয়াছি," এই উক্তি যিনি ঐশ্বর্য্যপর ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন, আমি প্রেমভরে পুনরায় সেই পরমেশ্বর শ্রীদামোদরের পাদপদ্মে শতশত বন্দনা জ্ঞাপন করিতেছি ॥ ৩ ॥

হে মাধুর্য্যলীলাপর দেব! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি আপনার নিকট চতুর্থ বর্গ মোক্ষ, মোক্ষের অবধি ঘনসুখ-বিশেষাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক অথবা অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ! আমার হৃদয়ে যেন আপনার বালগোপাল-বিগ্রহ নিত্য প্রকাশিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও বরে আমার আবশ্যক নাই ॥ ৪ ॥

হে দেব। আপনার যে বদনকমল অব্যক্তনীল ও স্নিগ্ধরক্তবর্ণ কুন্তলসমূহদ্বারা বেষ্টিত এবং মা যশোদার মুখপদ্মস্থ লোহিতবর্ণ বিম্বোষ্ঠের পুনঃ-পুনঃ-চুম্বন প্রাপ্ত, আপনার সেই মুখাম্বুজ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুন। অপর লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! হে প্রভো! আপনার পাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি। আপনার সেবাবিমুখতা-রূপ দুঃখ-পরম্পরা-সমুদ্রে নিমগ্ন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণপূর্ব্বক আমাকে উক্ত দুঃখ হইতে উদ্ধার করুন, আমার দর্শনপথে উদিত হউন ॥ ৬ ॥

হে দামোদর! আপনি যে প্রকার উদূখলে প্রেমরজ্জুবদ্ধ হইয়া নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-তনয়দ্বয়কে মুক্তি ও ভক্তির পাত্র করিয়াছিলেন, আমাকেও সেই প্রকার প্রেমভক্তি প্রদান করুন। (কুবেরাত্মজদ্বয়ের ন্যায়) মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই। (আপনার প্রকৃষ্ট-আনন্দ-বিধানরূপ প্রেমভক্তিরই আমি প্রার্থী) ॥ ৭ ॥

হে দামোদর! বিশ্বের এবং নিখিল তেজেরও (ব্রহ্মেরও) আশ্রয়স্বরূপ আপনার উদরের বন্ধন-দামকে আমি নমস্কার করি। আপনার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে প্রণত হইতেছি। হে অনন্তলীল! হে দেব! আপনার পাদপদ্মে নমস্কার ॥ ৮ ॥

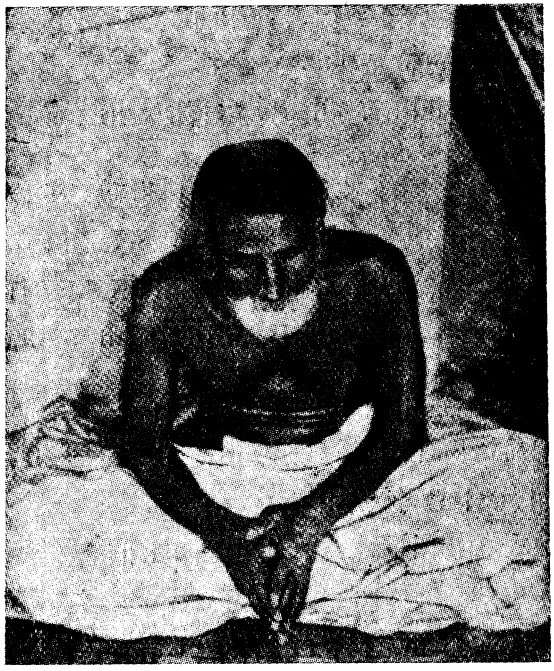

গোলোকগত শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস পরমহংস

বাবাজী মহোদয়ের বিজয়ে

ভক্তি-উচ্ছ্বাস

বৈষ্ণবকুলের তুমি আচার্য্য ঠাকুর।
শ্রীগৌরকিশোরদাস কৃষ্ণভক্তশূর॥
শ্রীহরিবাসররাত্র ঊর্জ্জব্রত শেষ।
প্রপঞ্চ ছাড়িয়া তব স্বাধাম প্রবেশ॥ ১॥

প্রচ্ছন্ন রূপেতে ছিলে আদর্শ মানব।
অলৌকিক হরিভক্তি অতুলনা সব॥
ছই করি গঙ্গাতীরে মাত্র তৃণাসন।
কঠোর বৈরাগ্য ব্রত করিলে সাধন॥ ২॥

অষ্টযাম স্মরি লীলা কর অনশন।
শরীরে ভাস্কর তেজ অপূর্ব্ব দর্শন॥
কখন তণ্ডুল মুষ্টি কখন কলাই।
তাহা পাই প্রেমানন্দে থাকিতে সদাই॥ ৩॥

অনাদি চিন্ময় ধাম গৌরাঙ্গ বিলাস।
জড়াতীত শুদ্ধ সত্ত্ব সন্ধিনী প্রকাশ॥
শোভিত নদীয়াধাম সুরনদী তীরে।
নিত্যধামে নিত্যলীলা ভক্তনেত্রে স্ফুরে॥ ৪॥

পরমা বৈষ্ণবী মাতা গঙ্গা ভাগীরথী।
তাঁর তটে অপ্রকট একাদশী তিথি॥
পাইয়া তোমার সঙ্গ নামপরায়ণ।
ক্রোড়েতে রাখিল নিজ পবিত্র কারণ॥ ৫॥

সচ্চিৎ আনন্দ তনু গৌরাঙ্গ সেবন।
চিদানন্দ ধামে থাক গৌর প্রিয়জন॥
শ্রীগৌরমণ্ডল অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ একত্রে মিলন॥ ৬॥

তোমার ভজন রীতি মহিমার কণ।
অধমের কি শকতি করিতে বর্ণন॥
করিতে কহিব কিছু আপনা পবিত্র।
অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্ত মধুর চরিত্র॥ ৭॥

যুবাকালে গৃহত্যাগ কৃষ্ণৈকশরণ।
ভ্রমিয়া শ্রীবৃন্দাবন দ্বাদশ কানন॥
পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপ ধাম নিরমল।
তথা আসি অবস্থান সাধন অমল॥ ৮॥

দিন দিন ভক্তিপ্রভা হইল বিস্তৃত।
চারিদিকে নবদ্বীপ করি আলোকিত॥
পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে সার উপদেশ।
ভাগ্যবান নরনারী শুনিত বিশেষ॥ ৯॥

যতদিন থাকে জীব অবিদ্যা অধীন।
জড়কর্ম্ম কামনায় বদ্ধ অর্ব্বাচীন॥
নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম পবিত্র উজ্জ্বল।
সাধুর কৃপায় পায় নাশে অমঙ্গল॥ ১০॥

অতীত কালের স্মৃতি আছে মোর মনে।
যেদিন প্রথম এলে সুরভি ভবনে॥
শ্রীঅঙ্গে পুলকাবলি মুখে কৃষ্ণনাম।
তোমা হেরি সর্ব্বজনে করিনু প্রণাম॥ ১১॥

বুঝিয়া প্রভাব তব বিনোদ ঠাকুর।
স্বীয় কুঞ্জে রাখিলেন করি সমাদর॥
ভকতিবিনোদ-পত্নী মম ঠাকুরাণী।
প্রসাদান্ন দিল মাতা তোমারে আপনি॥ ১২॥

শুনিনু মহিমা তব মোর প্রভু স্থানে।
উত্তমাধিকারী সেবা করিবে যতনে॥
পরম বিরক্ত শান্ত মহাভাগবত।
কৃষ্ণ সে ইঁহার বশ বিশুদ্ধ ভকত॥ ১৩॥

স্বানন্দসুখদকুঞ্জ সরস্বতী তীরে।
ভকতিবিনোদ পাশ ছিলে অতঃপরে॥
তোমা চিনিলেন মোর আচার্য্য ঠাকুর।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণব চিনে অন্যজনে দূর॥ ১৪॥

সিদ্ধক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমে ঠাকুর আলয়।
শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ মধ্যাহ্ন সময়॥
বিনোদের মুখামৃত ভাগবত রস।
শুনিয়া সাত্বিক ভাবে হইতে অবশ॥ ১৫॥

অশ্রুজলে পুলকিত রোমাঞ্চ উদয়।
মহাপ্রেমে আবিষ্ট হইতে মহাশয়॥
কৃষ্ণানন্দে মগ্ন তনু, কখন সমাধি।
ভাগবত রসে ডগ মগ নিরবধি॥ ১৬॥

জন্মভূমি মায়াপুর শচীর অঙ্গনে।
ছিলে তুমি কতদিন দেখেছি নয়নে॥
অদূরে শ্রীনাথপুর শূন্য লোকালয়।
একাকী থাকিতে তথা মহৎ আশয়॥ ১৭॥

ধামবাসী ঘরে ঘরে করি মাধুকরী।
ধাম পরিক্রমা করি ভ্রমিতে নগরী॥
শরীরে কৌপীন মাত্র ছিন্ন সেই বাস।
প্রসন্ন বদন সদা নাম-রসোল্লাস॥ ১৮॥

নবদ্বীপ কুলিয়ায় জাহ্নবী পুলিনে।
কাটাইলে বহুকাল যুগল ভজনে॥
দীনহীন ভিক্ষুবেশ সদা সংকীর্ত্তন।
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন পাবন॥ ১৯॥

পতিত পাবনী গঙ্গা হিমাদ্রিনন্দিনী।
ধর্ম্মক্ষেত্র নবদ্বীপে লীলার সঙ্গিনী॥
অলক্ষিতে মহাদেবী তোমার আবাসে।
গৌর-নাম-গুণ-লীলা শুনিত উল্লাসে॥ ২০॥

পরম-বৈকুণ্ঠ সুখ লভি ভক্তগণ।
করিত শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন॥
সে সুখ সম্পদ এবে হইয়াছে লয়।
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন মোদের হৃদয়॥ ২১॥

একদিন মধুমাসে গোধূলি সময়।
তোমার দর্শনে মোরা যাই নদীয়ায়॥
দেখিনু অনেক ভক্ত হইয়া বেষ্টিত।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র লহ অসংখ্যাত॥ ২২॥

দর্শনে আনন্দোদয়, করিনু প্রণতি।
সুধা'লে কুশল বার্ত্তা হয়ে হৃষ্টমতি॥
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি মিত্র সকরুণ।
সকলের পূজ্য তুমি সদয়-বরুণ॥ ২৩॥

পতিত অধম আমি মায়ার কিঙ্কর।
সুখ আশে এ সংসারে ভ্রমি নিরন্তর॥
গৌরাঙ্গ স্বজন তুমি নিত্যসিদ্ধ জন।
কর প্রভু আমাদের মঙ্গল বিধান॥ ২৪॥

শিক্ষা দিলা গৌরচন্দ্র আসি ভূমণ্ডলে।
পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে॥
শুনিনু তোমার কাছে সেই উপদেশ।
বিধিব্রতে কৃষ্ণনাম করিবে বিশেষ॥ ২৫॥

নিঃসঙ্গ হইবে কিম্বা স্বজাতীয়াশয়।
মহাপাপ হয় শুনি বৈষ্ণব নিন্দায়॥
আমার নিকট থাক, বল কৃষ্ণনাম।
দুর্ভাগ্য প্রবল আশা না পূরিল কাম॥ ২৬॥

তব দাস বনমালী ভাগ্যবান্ জন।
করিল তোমার সেবা ছিল অকিঞ্চন॥
অহৈতুকী কৃপা তব দেখিনু নয়নে।
রাখিলে শ্রীঅঙ্গ এবে তাঁহার অঙ্গনে॥ ২৭॥

তবানুকম্পিত যাঁরা সুকৃত সজ্জন।
তোমার বিজয়ে সবে শোকেতে মগন॥
অন্ধকার নবদ্বীপ আমার নয়নে।
শূন্য হেরি গঙ্গাতীর তোমার বিহনে॥ ২৮॥

ভকতি বিনোদ জয় অধম তারণ।
জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় ভক্তগণ॥
জয় নবদ্বীপ জয় সমাধি আলয়।
শ্রীগৌরকিশোরদাস জয় জয় জয়॥ ২৯॥

দীনহীন
—**শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ঘোষ**
বনগ্রাম

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

"ধর্ম্মমার্গে ও সাম্প্রদায়িক দল গঠনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত"

এই কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দল-গঠন ব্যাপারটী ব্যবহার-জগতে যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, সেই চিন্তাধারা লইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের ধারণা অসম্ভব। ভক্তগণ—স্থিতপ্রজ্ঞ; তাঁহারা বিষয় লইয়া মামলা সৃষ্টি করার ন্যায় দলাদলি করেন না। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে বলিতেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (গীতা-২।৫৫-৬১)

[অর্থাৎ—ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যে সময় জীব সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃত-মনে আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপ-দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলি।

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না, এবং যিনি স্বকৃত-কার্য্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই 'স্থিতধী' মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।

তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি সমস্ত জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না। শরীর যেকাল-পর্য্যন্ত থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত জড় ও জড়-সম্বন্ধী লাভালাভ অনিবার্য্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেই সকল লাভালাভে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিতা।

ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য-বিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি-ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না, বুদ্ধির অনুজ্ঞামত কার্য্য করে। কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখনও স্থির হইয়া থাকে, কখনও বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতিমূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার-দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের পরমাত্ম-রাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে।

শুষ্কজ্ঞানমার্গী পণ্ডিতগণ জড়োপরতিমার্গ-দ্বারা চিত্তকে রাগরহিত করিবার যত্ন করেন, তথাপি তাহাদের অভ্যস্ত ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল মনকে জড়-বিষয়ে সময়ে সময়ে নিক্ষিপ্ত করে; কিন্তু পরমাত্মরাগমার্গে সেরূপ পতনের আশঙ্কা নাই।

যুক্তবৈরাগ্যরূপ যোগমার্গস্থিত যে পুরুষ আমার প্রতি শুদ্ধভক্তির উদ্দেশে কর্ম্মযোগ আচরণ করত ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিয়মিত করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।]

উল্লিখিত শ্লোকসমূহের অর্থ মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভক্তগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত নহেন, তাঁহাদের সমস্তই "যুক্ত" বিচার অর্থাৎ সকল কার্য্যই ভগবৎ-সেবানুকূল। অতএব অভক্ত-দিগের ক্রিয়া-কলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবেই। ভক্তগণ জাগতিক ব্যাপারে কামক্রোধ-তাড়িত জীবের মত ভক্তিহীনদিগের সহিত দলাদলির মতলবে একটা পৃথক্ দল গঠন করেন না। তাঁহারা নিজ অভীষ্টদেবের সেবায়ই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত; অতএব তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইবার যোগ্যতাভাবে অভক্তদিগের পৃথক্ দল আপনাআপনিই হইয়া পড়ে। ভক্তগণ সর্ব্বদা অভক্তকে কৃপা করিতে উন্মুখ—তাঁহারা ভক্তদিগের সঙ্গে সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় যোগদান করিয়া প্রকৃত মঙ্গল লাভ করুন—এজন্য দ্বারে দ্বারে কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া বহির্ম্মুখগণের মায়ানিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। তাঁহারা পরদুঃখ-দুঃখী। যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা ভক্তদিগের সেই কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়া মায়ার নেশা ছুটিয়া যাইবার ভয়ে দূরে দূরে থাকে, আর ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ ভক্তসঙ্গক্রমে উন্নতি লাভ করেন। ভক্তগণের বাক্য—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" হে অনভিজ্ঞ জীব, তোমার মায়ানিদ্রা হইতে উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গক্রমে উপদেশ লাভ করিয়া জাগ্রত হও। সুতরাং প্রচ্ছন্ন দল গঠনের কথা এখানে খাপ খায় না। ইহা দল নহে—ক্রম-পন্থায় তর-তম অবস্থা। এজন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিচার। ৩য় প্রশ্নে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

"সরল সহজ 'বিষ্ণুতত্ত্ব' ও 'সম্বন্ধজ্ঞান'কে জটিল করিয়া তোলা"

এই কথার তাৎপর্য্য, যাহার যে বিষয়ে যথেষ্ট অধিকার নাই তাহার নিকট সেই বিষয়টী জটিল বোধ হয়। আমরা বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম যে, কোন মনীষি বলিয়াছেন—"অসম্ভব-শব্দটী মূর্খের অভিধানে দৃষ্ট হয়" অর্থাৎ জগতে

অসম্ভব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই, সবই সম্ভব; যে যেটীতে অপারগ, তাহাই তাহার নিকট জটিল। গণিত-শাস্ত্রে অপক্কবুদ্ধির নিকট বড় বড় অঙ্ক অত্যন্ত জটিল মনে হয়, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি তাহা অতি প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া থাকেন। অধুনাতন জীবগণের বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক বলিয়াই ধারণা। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবরাজগণের ন্যায় বৈষ্ণবরাজ্য থাকিত, ভগবদ্ভক্তির আলোচনা—বৈষ্ণবশাস্ত্রের চর্চ্চায় বাধ্যবাধকতা থাকিত, তবে আজ পৃথিবীর আবহাওয়া অন্যরূপ হইত। কিন্তু যাঁহার আশ্রয়ে জীব প্রতিষ্ঠিত, যাঁহার অভাবে বাস্তব সংসার অচল, তাঁহারই সম্বন্ধে জগৎ অন্যমনস্ক। বড় বড় নামজাদা বিদ্বান্ এবং তথাকথিত মহাপুরুষ (?) প্রভৃতির সম্মোহিত বাক্যজালে নিরীহ জীবগণের বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন। ভগবদ্বিমুখ অভক্তগণের মায়াচ্ছন্ন বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ে—ভোগ-পিপাসু কলিহত জীবগণের ভোগের তাণ্ডব নৃত্যে অজ্ঞ অসহায় অবোধগণ ভ্রান্ত; অসৎকে সৎ ভ্রম—সাধুকে অসাধু জ্ঞান—কর্ম্মকেই ভক্তি বলিয়া জ্ঞান—কতকগুলি মুষ্টিমেয় জীবের দেহেন্দ্রিয়তর্পণকেই ভগবৎ-সেবা-ভ্রান্তি সমগ্র জগতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে। আজ ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা মিথ্যাকথার আদর—নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকার ভোগপর বিচার-সম্বলিত গল্পই সত্য; নভেলীধরণে সংসার করাই বাহাদুরী; সনাতন পন্থা—চির-প্রচলিত সনাতন ধর্ম্মের আচরণ করা দুর্ব্বলচিত্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির কার্য্য—এই সকল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ায় জগতের এই দুর্দ্দশা। পাপ-মলিন-চিত্ত-ব্যক্তির ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা নাই, ভগবৎ-সেবায় বিশ্বাস নাই। তাই শাস্ত্র বলেন—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥"

অর্থাৎ যতদিন জীবগণের চিত্ত পাপে মলিন থাকে, ততদিন শাস্ত্রে—সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে—প্রকৃত সাধুতে 'সৎ' বুদ্ধি হয় না।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" কথাগুলি সমস্তটী আলোচনা না করিলে উহার তাৎপর্য্য কিরূপে বুঝা যাইবে? শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ (শ্বেতাশ্বতর—৩।৮)

উপরিউক্ত মন্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের উল্লেখ করিলে এই মন্ত্রের অর্থ সুবোধ্য হইবে—

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥ (শ্বেতাশ্বতর—৩।৭)

যিনি সমস্ত জীব ও হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রাণীর শরীরে যিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত এবং সর্ব্ব বিশ্বের ব্যাপক ঈশ্বরকে জানিলে অমৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুধর্ম্মকে চিরতরে অতিক্রম করে। তৎপরবর্ত্তী মন্ত্রে বলিতেছেন—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানি, তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশরূপ। তাঁহাকে জানিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন। তদ্ব্যতীত পরম ধামে গমনের অন্য পন্থা নাই।

সকলেই গমন করিতেছে ও ফিরিতেছে অর্থাৎ জীবগণ সংসারে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ও দেবতাদি যোনিতে নিজ নিজ কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। ভগবৎপাদপদ্মের অনুসন্ধান না করিয়া নিজের প্রকৃত পরিচয়ের সন্ধান না লইয়া ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় বিপথে ঘুরিয়া দুঃখ বরণ করায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষে দুঃখ পাইতেছেন। তাহাদের সেই দুঃখের অবসানের উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কৃপাম্বুধি পরদুঃখদুঃখী শ্রীচৈতন্যদেব, পণ্ডিত গোঁসাই ও কবিরাজ গোস্বামী সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
"আমি নিত্য কৃষ্ণদাস"—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

হরিবিমুখ ভোগাসক্ত জীব এই সরল কথাগুলিকেও জটিল মনে করে। শ্রীভগবানের সঙ্গে যে জীবের নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা না জানিয়া বা জানিতে চেষ্টা না করিয়া জড় অনিত্য সম্বন্ধে দেহ, গৃহ, স্ত্রী-পুত্রাদিতে মমতা-বুদ্ধিবশে দুঃখ পাইতেছে। সে সত্য সত্য এ দুঃখের অবসান চায় না। মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় দুঃখকেই সুখবোধ করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। এজন্য সাধু-শাস্ত্রগণ বহির্ম্মুখতা নিরসনের জন্য তারস্বরে আমাদের দুঃখের কথা ও দুঃখ নিবারণের উপায় ঘোষণা করিতেছেন। সেই সকল শাস্ত্র সম্প্রদায়-দোষদুষ্ট হইবে কিরূপে? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২—২৩)

অর্থাৎ জীব নিজের বুদ্ধির দৌড় থামাইয়া দিয়া, আলেয়ার পিছনে না ছুটিয়া প্রকৃত মঙ্গলনির্দ্দেশকারী সাধু বা শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিলে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিবে এবং তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রৌতি মহারাজ

মাননীয় চন্দ্র বাবুর পত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ৩২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রভো! আমি কয়েকটী বিষয়ে সমস্যায় পড়িয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতেছি। সমস্যার সমাধান সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে একমাত্র আপনারই সমর্থ। তাই আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। কৃপা নেত্রে অবলোকন করিয়া এ অধমকে ধন্য করুন।

প্রশ্ন

১। শ্রীমতী রাধারাণীর পাদপদ্মে তুলসী প্রদান করা যায় কিনা?

২। বৈষ্ণবের পক্কান্ন মহাপ্রসাদ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের গ্রহণীয় কিনা?

৩। ভগবান্ যখন 'ভাবগ্রাহী' তখন যিনি যে নামেই তাঁহাকে ডাকুন, সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছে কিনা?

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় বলিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

তিনি জীবকে "বিষ্ণু দাস", "নারায়ণ দাস," "ব্রহ্মজ্ঞানী ও পরমাত্মযোগী" না বলিয়া "নিত্য কৃষ্ণদাস" বলিবার গূঢ়তাৎপর্য্য কি?

৫। ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কখন ও কি প্রকারে হইয়াছে?

৬। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ শ্রেণী ও কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব? তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের অন্তর্গত কিনা?

৭। এতদ্দেশে যে ভেকধারী বৈষ্ণবগণ আখ্ড়া স্থাপন করেন, ও সেবা-দাসী রাখেন, তাহা কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত কিনা?

৮। এই শ্রেণীর ভেকধারী বৈষ্ণবগণ দ্বারা, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য হইতে পারে কি? এবং ঐরূপ সেবার প্রসাদ গৃহী বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় কিনা?

৯। মৎস্যাশীকে বৈষ্ণব সংজ্ঞা দেওয়া যায় কিনা? এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া সন্দেহ নিরসন করিবেন।

১০। মৎস্যাশীকে গুরুপদে বরণ করিয়া 'দীক্ষা মন্ত্র' গ্রহণ করিলে দীক্ষা সিদ্ধ হয় কিনা? এবং তিনি গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন কি?

শ্রীপত্রিকায় উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিয়া এ দাসের মনোবাসনা অবশ্য পূর্ণ করিবেন।

এখন আমি পত্রের উপসংহারে দুই চারিটী কথা শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিতেছি—আমাদের দেশস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ মত দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণব নিত্যধাম-গত শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতীপাদের আনুগত্যে ভজন সাধন ও আচার প্রচার করিতেছেন। আর জগবন্ধু শীল আদি কতিপয় মঠের শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের উপদেশাদি উপেক্ষা করিয়া শ্রীল অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপদেশকে অকাট্য শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্ব-সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ দ্বেষা-

দ্বেষী ও মনোমালিন্য চলিতেছে। সাধারণ শাস্ত্র জ্ঞানহীন লোকসকল এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেবের অনুগত সেবকদল এক অভিনব মত প্রচার করিতেছেন যে, দ্বাত্রিংশাক্ষর শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কেবল জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে। তাহাদের এইরূপ অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় প্রলাপবাক্য কোনও সম্প্রদায়ের লোকই গ্রাহ্য করেন না। যাহা হউক শ্রীপত্রে এ সম্বন্ধে দয়া করিয়া অবশ্য কিছু কিছু আলোচনা করিবেন।

প্রভো কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভূক্ত করিয়া নিয়মিত রূপে পত্রিকা পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন। আপনাদের কৃপা ভিক্ষা পাইলে মধ্যে মধ্যে ২।৪টী প্রশ্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।১ খানা প্রবন্ধ পাঠাইবার বাসনা করি।

আর একটী সংবাদ—জনৈক বৈষ্ণবের আহ্বানে আজ কয়েক দিবস হইল আমি কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থতলা গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে যাওয়ার সময় ১ম সংখ্যা গৌড়ীয়-পত্রিকা খানি সঙ্গে লইয়াছিলাম। সেখানে ভক্ত ও অন্যান্য লোকের নিকট ২।৩ দিন যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচারের উদ্দেশ্য ও মহিমা বিশদ ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। ভক্তটী ইতিপূর্ব্বেও সৎ সিদ্ধান্ত প্রচারকারী গৌড়ীয়ের মহিমা কিছু কিছু পরিজ্ঞাত আছেন। তিনি আমাকে অতি উৎকণ্ঠার সহিত বলিয়াছিলেন যে, আপনি বাড়ী যাইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া অবশ্য জানাইবেন, তিনি যেন যে চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমার নামে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া পত্রিকার ভিক্ষা স্বরূপ ৪৲ টাকা আদায় করিয়া লহেন।

অতএব মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাজ মোহন পাল, জিলা ত্রিপুরা উক্ত ঠিকানায় ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিবেন। শ্রীশ্রীচরণে দণ্ডবন্নমস্কারমিতি।

শুদ্ধভক্ত-পদরেণু-প্রার্থী
—শ্রীচন্দ্রকুমার দাস
গ্রাম দাসদী, ত্রিপুরা।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

৩০ পদ্মনাভ, ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর, শুক্রবার—পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়ম-সেবা আরম্ভ।

১১ দামোদর, ১ কার্ত্তিক, ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার—**শ্রীরমা একাদশীর উপবাস।**

১২ দামোদর, ২ কার্ত্তিক, ১৯ অক্টোবর, বুধবার—**পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ।** শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব।

১৫ দামোদর, ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর, শনিবার—**শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব।**

২২ দামোদর, ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর, শনিবার—শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ দামোদর, ১৫ কার্ত্তিক, ১ নবেম্বর, মঙ্গলবার—**শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস। পরমহংস বাবাজী শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব।** শ্রীভীষ্ম-পঞ্চক।

২৬ দামোদর, ১৬ কার্ত্তিক, ২ নবেম্বর, বুধবার—**পূর্ব্বাহ্ণ ৯।২৮ মধ্যে উত্থানৈকাদশীর পারণ।** শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা।

২৮ দামোদর, ১৮ কার্ত্তিক, ৪ নবেম্বর, শুক্রবার—বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী। শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯ দামোদর, ১৯ কার্ত্তিক, ৫ নবেম্বর, শনিবার—পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্যব্রত ও উর্জ্জব্রত সমাপ্ত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী রাসযাত্রা। শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব।

১১ কেশব, ৩০ কার্ত্তিক, ১৬ নবেম্বর, বুধবার—**উৎপন্না একাদশীর উপবাস। তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩২ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১০ নারায়ণ, ৪৬৩ গৌরাব্দ | ১০ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬; ১৫।১২।৪৯

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্

(ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

(১)

গুরোর্গুরো মে পরমো গুরুস্ত্বং
বরেণ্য! গৌরাঙ্গগণাগ্রগণ্যে।
প্রসীদ ভৃত্যে দয়িতাশ্রিতে তে
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(২)

সরস্বতীনাম-জগৎপ্রসিদ্ধং
প্রভুং জগত্যাং পতিতৈকবন্ধুম্।
ত্বমেব দেব! প্রকটীচকার
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(৩)
ক্বচিদ্‌ব্রজারণ্যবিবিক্তবাসী
হৃদি ব্রজদ্বন্দ্বরহো-বিলাসী।
বহির্বিরাগী ত্ববধূতবেষী
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(৪)
ক্বচিৎ পুনর্গৌরবনান্তচারী
সুরাপগাতীররজোবিহারী
পবিত্রকৌপীনকরঙ্কধারী
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(৫)
সদা হরের্নাম মুদা রটন্তং
গৃহে গৃহে মাধুকরীমটন্তম্।
নমন্তি দেবা অপি যং মহান্তং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(৬)
ক্বচিদ্‌রুদন্তঞ্চ হসন্নটন্তং
নিজেষ্টদেবপ্রণয়াভিভূতম্।
নমন্তি গায়ন্তমলং জনা ত্বাং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(৭)
মহাযশোভক্তিবিনোদবন্ধো!
মহাপ্রভুপ্রেমসুধৈকসিন্ধো!
অহো জগন্নাথদয়াস্পদেন্দো!
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(৮)
সমাপ্য রাধাব্রতমুত্তমং ত্ব-
মবাপ্য দামোদরজাগরাহম্।
গতোঽসি রাধাদরসখ্যরিদ্ধিং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(৯)
বিহায় সঙ্গং কুলিয়ালয়ানাং
প্রগৃহ্য সেবাং দয়িতানুগস্য।
বিভাসি মায়াপুরমন্দিরস্থো
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

(১০)
সদা নিমগ্নোঽপ্যপরাধপঙ্কে
হ্যহৈতুকীমেষ কৃপাঞ্চ যাচে।
দয়াং সমুদ্ধৃত্য বিধেহি দীনং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্॥

শ্রীমদ্‌গৌরকিশোর-নমস্কার-দশকের অনুবাদ

হে গুরুর গুরো! আমার পরমগুরু, তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ-গণের অগ্রগণ্য সমাজে পরম বরেণ্য। তোমার দয়িতদাসের আশ্রিত এই ভৃত্যের প্রতি প্রসন্ন হও। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১॥

হে দেব! জগতে পতিত জনের একমাত্র বন্ধু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামক ভুবনবিখ্যাত প্রভুকে তুমিই প্রকাশ করিয়াছ। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২॥

তুমি কখন ব্রজধামে একান্ত বাস করিয়া ব্রজকিশোরযুগলের পরম গোপনীয় বিলাসপরায়ণ; কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যবিধি পালন কর, কভু বা অবধূত বেশ গ্রহণ কর। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৩॥

কখনও বা তুমি গৌরবনান্তে বিচরণ কর—গঙ্গাতটে সৈকতভূমিতে পরিভ্রমণ কর; পবিত্র কৌপীন ও করঙ্গধারী হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

সর্ব্বদা পরমসুখে শ্রীহরিনামগানকারী এবং গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণকারী যে মহাপুরুষকে দেবতাগণও নমস্কার করিয়া থাকেন—হে গৌরকিশোর! সেই তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥

নিজের ইষ্টদেবতার প্রণয়াভিভূত হইয়া কখন নৃত্য, কখন রোদন, কখন হাস্য, আবার কখন উচ্চ গীতপরায়ণ তোমাকে জনগণ প্রভৃত নমস্কার বিধান করিয়া থাকেন। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬॥

হে মহাযশ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্ধো, হে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র প্রেমামৃতসিন্ধো! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের কৃপাভাজন চন্দ্র! হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭॥

পরমোত্তম উর্জ্জব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শ্রীদামোদরের উত্থান-দিন-অবলম্বনে তুমি শ্রীরাধিকার আদরের সখীত্বসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছ। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৮॥

কুলিয়া নগরের অধিবাসিগণের সঙ্গ পরিহার করিয়া তোমার অনুগত শ্রীদয়িতদাসের সেবা অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমন্দিরে তুমি বিরাজ করিতেছ। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৯॥

সর্ব্বদা অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও এই (রচনাকারী) তোমার অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিতেছে। দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া দয়া বিধান কর। হে গৌরকিশোর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥

শ্রীমধ্বমুনি চরিত

(জন্ম, দেশ ও কাল)

দেশের পারিপার্শ্বিক পরিচয়

উত্তরে হিমালয় এবং অন্য দিক্‌ত্রয়ে সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতের মধ্যদেশে বিন্ধ্যগিরি অবস্থিত। বিন্ধ্যের উত্তরাংশ আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণভাগ দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বাচল ও পশ্চিমাচল নামে দুইটী গিরি শ্রেণী বিরাজমান। পশ্চিমাচলকেই সংস্কৃত ঐতিহ্যে 'সহ্য-পর্ব্বত' বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সহ্য গিরিমালার পশ্চিমে তিনটী প্রদেশ আছে। বোম্বাইর দক্ষিণাংশ হইতে কোন্‌-কান্‌, তদ্দক্ষিণে ক্যানরা এবং তাহার দক্ষিণে কেরল রাজ্য। কোন্‌কান্‌, ক্যানারা এবং কেরল—এই প্রদেশত্রয়ের পশ্চিম সীমা পশ্চিম-সাগর বা আরব সমুদ্র দ্বারা আবদ্ধ। কোন্‌কান্‌ প্রদেশের ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায়। বর্ত্তমান সময়ের ম্যালেবার জিলা এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় শাসনাধীন রাজ্যদ্বয় কেরলান্তর্গত ভূমি।

ক্যানারা প্রদেশ সম্প্রতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর ক্যানারা জিলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ক্যানারা জিলা মাদ্রাজ বিভাগে অবস্থিত। উত্তর ক্যানারায় কেবল ক্যানারি[illegible]ষা প্রচলিত আছে, পরন্তু দক্ষিণ ক্যানারায় ক্যানারিজ, তেলেগু এবং মলায়লম্‌—তিন ভাষাই প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ক্যানারা জিলায় আটটী তালুক ও দক্ষিণ ক্যানারায় পাঁচটী তালুক বা উপবিভাগ আছে।

উড়ুপী তালুকের দূরত্ব

দক্ষিণ ক্যানারার উত্তরাংশে খোশালপুর বা কুণ্ডাপুর তালুক। তদ্দক্ষিণে উড়ুপী তালুক, তদ্দক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক। ম্যাঙ্গোলোরের পূর্ব্বে পুত্তুর বা উপ্পিনন্‌গড়ি তালুক এবং দক্ষিণে কাষাড়গড় তালুক। দক্ষিণ ক্যানারা ১৪ অংশ ৩১ কলা উত্তর অক্ষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫।৩১ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকাতা হইতে ক্যানারা জিলা ৫৬ মিনিট পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ কলিকাতায় ১২টার সময় তথায় ১১টা ৪ মিনিট হয়।

উড়ুপী তালুকের প্রধান নগর উড়ুপী

দক্ষিণ ক্যানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গোলোর। উহা ম্যাঙ্গোলোর

তালুকের অন্তর্গত এবং নেত্রাবতী নদীর উপর স্থিত। কাষাড়গড় চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদীর উপরে। উড়ুপী তালুকের প্রধান স্থান উড়ুপী। উড়ুপী তালুকের উত্তরাংশে কুণ্ডাপুর, পূর্ব্বাংশে মহিশূর রাজ্য, দক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

উড়ুপীর নিকট পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত তীর্থপঞ্চক

বর্ত্তমান উড়ুপী নগরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পাজকাক্ষেত্র নামে একটী জনপদ ছিল। উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্র সমুদ্রকূলে কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি পাজকাক্ষেত্র নির্জ্জন ত্যক্তপল্লী। এখানে **দণ্ডতীর্থ** নামে এক পুষ্করিণী আছে এবং বিমানগিরি নামে পর্ব্বতের উপর দেবী দুর্গার মন্দির আছে। বিমানগিরির পাদদেশে উপত্যকায় পাজকাক্ষেত্র। পৌরাণিক-গণের নির্দ্দেশে সহ্যাদ্রিতে ত্রেতাযুগে পরশুরাম নির্জ্জন বাস করেন। উড়ুপী ও তন্নিকটবর্ত্তী পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত ক্রোশব্যাপী স্থানমধ্যেই **পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, গদাতীর্থ,** এবং **বাণতীর্থ** বিরাজমান। এই সকল তীর্থ, তীর্থ-যাত্রীর এখনও পরম শান্তির কেন্দ্র।

উড়ুপীর অপর নাম রজতপীঠপুর

উড়ুপী নগরে চন্দ্রমৌলেশ্বর **শিবমূর্ত্তি** বহুকাল হইতে আছেন। গ্রামের নাম উড়ুপী চন্দ্র-মৌলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। 'উড়ুপ' শব্দে 'চন্দ্র' এবং উড়ুপী বলিয়া 'চন্দ্র-মৌলেশ্বর'কেই সাধারণতঃ স্বল্পাক্ষরে লক্ষ্য করা হয়। এই উড়ুপী নগরই **রজতপীঠপুর** বলিয়া আখ্যাত হয়। এখানে অনন্তেশ্বরেরও এক মন্দির পূর্ব্বকাল হইতে আছে। অনন্তেশ্বর ও চন্দ্র-মৌলেশ্বরের মন্দির উভয়ই পূর্ব্বমুখী ও একটী অপরটীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

শ্রীঅনন্তেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি—শৈব-চক্ষে শিব ও বৈষ্ণব-চক্ষে পরশুরাম

সহ্য-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকূলবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কোন্‌কান্, কেহ বা সারস্বত এবং অন্য কেহ বা শিবাল্লী বলিয়া নিজ ব্রাহ্মণশাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্‌কান্ ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নহেন। ক্যানারি ভাষায় শিবাল্লী' বা 'শিববেল্লী' শব্দে 'শিবের রূপা' বুঝায়। ইঁহারা রজতপীঠ-পুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তেশ্বরের মূর্ত্তি লিঙ্গমূর্ত্তি, কিন্তু অনেকে বলেন, পরশুরাম স্বয়ং ঐরূপে রৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কেহ কেহ বলেন অনন্তেশ্বর বিষ্ণুমূর্ত্তি।

শৈবগণ শিব-বুদ্ধিতে শিব-সহস্রনাম এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-বুদ্ধিতে একই অনন্তেশ্বরের বিষ্ণু-সহস্র-নাম দ্বারা পরিতোষ বিধান করেন। বিষ্ণু বিগ্রহ যেরূপ অন্যত্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে পূজিত হন, অনন্তেশ্বর তাদৃশ নহেন। ইঁহার তন্ত্র-মতে পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ক্যানারার এই সকল গ্রামে ভূত-প্রেতেরও উপাসনা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এ প্রদেশে বিষ্ণুমন্দির বা বিষ্ণুবিগ্রহ-সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

তুলুব রাজ্য ও কুম্ব্লা নগরী

কাষাড়গড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের অধিবাসীগণের ভাষা টুলু। শিবাল্লী ব্রাহ্মণগণ টুলু ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন।

কাষাড়গড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে কুম্ব্লা নাম্নী নগরী, এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই নগরী পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইঁহাদের অধীনেই ম্যাঙ্গোলোর ও উড়ুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্ব্লার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তিভোগ করিয়া রাজা বলিয়া পরিচিত আছেন।

শ্রীশ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের জন্মস্থান

রজতপীঠপুর বা শিবাল্লী বা উড়ুপী গ্রামের সন্নিহিত **পাজকাক্ষেত্রে** শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। পাজকা ক্ষেত্রে অদ্যাপিও তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহার অভ্যুদয় কালের পর্ণকুটীরাধিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন সেবক কর্ত্তৃক পরে পাষাণনির্ম্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। তবে পাথরের ঘর ক্ষুদ্র ও পল্লীটী জনহীন; পূর্ব্বের স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমধ্বমুনির পিতা মধ্যগেহের প্রার্থনা।

উড়ুপী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি ক্লেশে শুক্র-বিত্তার্জ্জনপূর্ব্বক পতিব্রতা পত্নীর সহিত দিনপাত করিতেন। সাংসারিক বিচারক্রমে পুত্রই পিতার পারত্রিক মঙ্গলের হেতু জ্ঞান করিয়া অনন্তেশ্বরের নিকট দেবসদৃশ একটী অপত্য লাভের প্রার্থনা করেন। এই দম্পতীর দুইটী পুত্র হইয়া অকালে পরলোকগত হওয়ায় এবং দরিদ্রতাবশতঃ উড়ুপী গ্রামের বাস-স্থান ত্যাগপূর্ব্বক পাজকাক্ষেত্রে গমন করেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা ছিল,

কিন্তু নৈষ্ঠিক বিপ্রপুঙ্গব পুত্রার্থী হইয়া প্রত্যহই উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের নিকট আগমন করিতেন। ইহার ফলে এক বিষুবৎ সংক্রান্তির দিনে অসংখ্য লোক কোন পর্ব্বোপলক্ষে অনন্তেশ্বর-মন্দিরে সমাগত হইলে এক সাধু, মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভের ধ্বজোপরি উঠিয়া উচ্চরবে অনতিকাল মধ্যে বায়ুর অবতারের প্রসঙ্গ প্রচার করিলেন। তাহাতে 'মধ্যগেহ' তাঁহার বর প্রার্থনা সিদ্ধ হইল বুঝিতে পারিলেন।

মধ্যগেহ-নামের উদ্দেশ্য

পাজকাক্ষেত্রে আরও কতিপয় সমজাতীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এক বংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি একটী পল্লীতে বাস করিলে পূবের বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী, মাঝের বাড়ী, পার্শ্বের বাড়ী প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা পরস্পরের বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে সংজ্ঞিত করা হয়। এই প্রকার সংজ্ঞা পূর্ব্বেও দেওয়া হইত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পিতৃদেবও এইরূপ সংজ্ঞাক্রমে 'মধ্যগেহ' বলিয়া কথিত হন। অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ নামকরণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। শ্রীমধ্বমুনির পূর্ব্বপুরুষগণ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। পাজকাক্ষেত্রে ভট্ট পল্লীর মধ্যগেহ ভট্ট পরম সদাচার-নিপুণ এবং আনুষ্ঠানিক বিপ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মধ্যগেহ ভট্টের নাম মধেজী ভট্ট; তুলু ভাষায় নড়ুভন্‌তিল্লয় অর্থাৎ মাঝের বাড়ী।

শ্রীমধ্বের পূর্ব্ব নাম বাসুদেব, মাতা বেদবিদ্যা

তৎকালে তুলুব দেশে বিষ্ণুবিগ্রহের বিরল অধিষ্ঠান ছিল। বিশেষতঃ শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুল সাধারণ-বিচারে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বিপ্র বলিয়া পরিচিত। এই কুলে আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য উদ্ভূত হন। পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যা অনন্তেশ্বরের কৃপায় দেবোপম পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তনয়ের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন। বাসুদেবের মাতৃদেবী বেদবিদ্যা, কাহারও মতে বেদবতী সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পূবের বাড়ী মাঝের বাড়ীর সদ্য-প্রসূত সুকুমার শিশুর জন্য এক দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যগেহ ভট্ট শিবাল্লী ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবান্ বিষ্ণুতে তাঁহার যথেষ্ট মতি ছিল। পুত্রের নামকরণে বাসুদেব সংজ্ঞাই তাহার বিশিষ্ট পরিচয়। এই কুলে বিষ্ণুর পারতম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জ্ঞান কিছুকাল হইতে পুষ্টিলাভ করিতেছিল, ইহারও

নিদর্শন পাওয়া যায়।

মধ্বের আবির্ভাবক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাবের অভাব

যদিও শ্রীরামানুজাচার্য্য মধ্বজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অবৈষ্ণব মত নিরসন পূর্ব্বক লোক সমাজে নারায়ণের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সহ্যাদ্রির পশ্চিম বিভাগে তৎকালীয় রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতালোক প্রবেশ করে নাই। সহ্যাদ্রির প্রাক্ প্রদেশ কর্ণাট ও চোল দেশে রামানুজ-প্রভাব ন্যূনাধিক অদ্বৈতপন্থীগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্যই শিথিল করে। শঙ্করের অহং-ব্রহ্মোপাসনার কুফল অচ্যুতপেক্ষ্য স্বীয় গুরুর নিকট হইতে অন্তিম কালে গৌণভাবে শ্রুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভাগবত সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধ্বাবির্ভাব কালের পূর্ব্বেও তুলুব দেশে লক্ষিত হয়।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে পঞ্চরাত্র অপেক্ষা ভাগতের প্রাবল্য

শ্রীমধ্বাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে আমরা পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া থাকি। পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রাধারণ-বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল, পরন্তু ভাগবতগণ গোপীচন্দন বা গোপী মৃত্তিকাদ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এক্ষণেও তুলুব দেশে মাধ্ব-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহারমত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তুলুব দেশীয় ভাগবত সম্প্রদায় মাধ্বগণের ন্যায় মুদ্রাদি ধারণ করেন না। মাধ্ব জন্মের পূর্ব্বে রামানুজীয় পাঞ্চরাত্রিক মত সহ্যাদ্রির পশ্চিমে প্রাবল্য লাভ না করিলেও তথায় ভাগবত সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর-মতের প্রবল বিস্তৃতি, অনেকটা রামানুজীয়গণের পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম্ম এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে খর্ব্বিত হয়। শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদয়কালের পূর্ব্বেই কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

বৈষ্ণবের জন্ম—কর্ম্মফলাধীন নহে

কর্ম্মফলবশে যে-প্রকার অবৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক নিজ যোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনাবশে পুনরায় কর্ম্মযোগ্য শরীর পাইয়া কর্ম্মফল লাভ করেন, নিত্য বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ তাদৃশ নহেন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। কখনও বা বৈকুণ্ঠস্থ নিজ পার্ষদগণকে ধরাধামে অবতারণপূর্ব্বক লৌকিক তনু গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। যে কালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রবলতা হয়, তৎকালে ভগবান্

মর্ত্ত্য জীবলোকে শুভাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন করেন। যেরূপ শ্রীরামানুজীয় পূর্ব্বতন সিদ্ধসূরিসকল বৈকুণ্ঠ হইতে কালে কালে অবতীর্ণ হইয়া হরিকৈঙ্কর্য্যের প্রভাব অজ্ঞান জীবহৃদয়ে বিকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সকল বৈষ্ণবগণের নিত্য স্বরূপ আছে। **বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য স্বরূপ, সিদ্ধিকালে আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়।** সেই নিত্য পার্ষদতনুর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে পরিচিত হন।

নির্ব্বিশেষবাদী কর্ম্মফলবাধ্য

নির্ব্বিশেষবাদী বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া সিদ্ধিতে সোহং প্রভৃতি ভাবমাত্র অবস্থিত বিশ্বাস করেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-বাদের অধীনে যে-সকল কর্ম্মফলবাদী জগতে উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য স্বনাম, স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া নাই, কেবল মায়া বা কুণ্ঠাদ্বারা পরিমিত হইয়া তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগ করেন। অবৈষ্ণবগণের নিত্য পরিচয়ে সোহং ভাব আবদ্ধ, তজ্জন্য তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া মায়ারাজ্যে ভ্রান্তিবশতঃ কর্ম্মফল মাত্র ভোগের যোগ্য।

আচার্য্য মধ্বমুনির দেহ নিত্য, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের দেহ অনিত্য ও মিথ্যা

আমাদের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, মনু, জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্ম-ফল-নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে। বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষবাদীগণের মতে চিন্ময়-বিগ্রহ বা পরিচয়াদি বিশেষ সমূহ কুণ্ঠা বৃত্তির ক্রিয়াবিশেষ। স্বর্গ-নিরয়াদি ধামে দেব-কীটাদি দেহ নশ্বর ও মায়াজাত মিথ্যা। সেজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে নির্ব্বিশেষবাদীগণ শঙ্করাবতার নির্দ্দেশ করিলেও তাদৃশ রুদ্র মহাশয়ের অনিত্য দেহ মিথ্যামাত্র জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ তাদৃশ নহে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

সাধুজনসঙ্গ

মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে আমরা অসংখ্য মানব-নিচয় দেখিতে পাই। স্থূলভাবে সে-সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। **প্রথম শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বরবিমুখ। তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া 'আমি', 'আমার' ইত্যাকার অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর হইয়া বিধিবিহীন বা যথেচ্ছাচারী, কেহ নৈতিক, কেহ কর্ম্মী, এবং কেহ বা জ্ঞানাভিমানী। **দ্বিতীয় শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বর-উন্মুখ। তাঁহারা এই জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বনহেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্ম্মযোগী, নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্ম আচরণ করেন, কেহ জ্ঞানী, বৈরাগ্য সহকারে ঈশধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, আসন-প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, আর কেহ বা ভক্ত, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবমধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ

ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে কাঁহার যোগ্যতা অধিক তাহা বিচার করিতে হইলে সর্ব্বোপনিষদ্‌সার শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রপর সরল-বিশ্বাসী সহজেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে সন্দিগ্ধ তর্কপর ব্যক্তিগণ বহুতর তর্ক সৃষ্টি করিয়াও এবিষয় মীমাংসা করিতে পারেন না। তর্ক-মন সব সময়েই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র দূষিত রাখে। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির যোগ্যতা বিচার স্থলে ভগবান্ কহিয়াছেন, যথা গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৪৬-৪৭॥

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান যোগাবলম্বী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগী অপেক্ষাও যোগী অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কারণ শ্রদ্ধাবান্ সাধকই ভক্ত-যোগী, এবং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য", একমাত্র ভক্তিদ্বারা সাধক আমাকে জানিতে পারে।

প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে কর্ম্মজ্ঞানাদির সৃষ্টি

এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণ দেশভেদে ও অবস্থাভেদে সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য কেহ বা কর্ম্মপ্রিয়, কেহ জ্ঞানী, আর কেহ বা ভক্ত। ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি বস্তু, জীবের স্বরূপ কি, মায়া-নির্ম্মিত এই জগতই বা কি এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, জীবের উদ্দেশ্য কি, এবং কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার এবং প্রকৃত সাধু-সঙ্গের অভাবও এই ভিন্ন ভাবের অন্য মুখ্যতম হেতু। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক বস্তু, এবং জীবও স্বরূপতঃ এক বস্তু, তবে যে মানববৃন্দের মধ্যে এইরূপ রুচি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গ-জনিত ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্ব্বোপাধিমুক্ত, ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং তদ্রূপ সাধুর কৃপাবলেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধু-সঙ্গ ও সাধু-কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই।

সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায়

কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যত্নবান্ হইয়াও কোন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, অথবা অন্যায় আত্ম-নির্ভরবশতঃই হউক, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না, এবং সাধু-সঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টাও করেন না। ইহা তাঁহাদের মায়া-মুগ্ধতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা সংসার-সাগরে ভাসমান মানবের পক্ষে সাধু-সঙ্গই একমাত্র উপায়; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

"ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবম্ভূত সাধুসঙ্গে তাঁহাদের রতি জন্মে না। যদি বা কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করেন, অন্তর তাহা চায় না। ইহা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্রে আছে—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভক্তসঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়। পূর্ব্ব-সঞ্চিত বহু সুকৃতি ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যদিও সুকৃতির অভাববশতঃ কাহারও ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটিতেছে না, ব্যাকুল হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয় না। এ-জগতে স্থানে স্থানে সাধু বর্ত্তমান আছেন, চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে?

সংসার-প্রবিষ্ট জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখলাভের উপায়

মানবগণ এই মায়িক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পান্থহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন্ পথে গেলে সুখ হইবে, কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এবম্বিধ চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে, গন্তব্য পথ সম্মুখে দেখা যাইবে, শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

[হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ, নিখিল কার্য্যকারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়।]

মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য এত প্রবল হইয়াছে যে, বিষয়ী মানব এক মুহূর্ত্তও বিষয় চিন্তা, বিষয় সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মায়ার নিকট পরাজিত হইতে হয়। কিন্তু সাধুগণ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা শ্রবণে অচিরেই মায়াবন্ধন খুলিয়া যায়। যথা ভাগবতে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

[সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে

রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।]

নির্জ্জনবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, সাধুসঙ্গের ফল হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন; তাহা গ্রন্থপাঠে বা নিজে নির্জ্জনে বসিয়া করা যাইতে পারে, তবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কি? আর ভক্তি লাভই বা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ কেন, এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
'সাধুসঙ্গ,' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০,৫১,৫৪)

মহৎ-কৃপা ব্যতীত কোনও কর্ম্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না

সাধুসঙ্গ এবং সাধু-কৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মেই ভক্তি লাভ হয় না। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও মহৎ-কৃপা লাভ হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি-সার ভক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু মহৎ-কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ (ভাঃ ৫।১২।১২)

[হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।]

মহাজনের পদরজাভিষিক্ত হইলেই তাহা লাভ হয়। শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ কহিয়াছেন, ভাগবতে,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

[নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যেপর্য্যন্ত ঐসকল ইন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।]

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য

সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য-সূচক এবম্বিধ বাক্য সকল শাস্ত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন। সাধুসঙ্গের কেন যে এত মাহাত্ম্য, এত বল, এত ফল, তাহা বলা যায় না। তবে একমাত্র বলা যাইতে পারে, সাধুসঙ্গ অভাবে কেহ কেহ বহু জন্ম সাধন করিয়াও কৃষ্ণভক্তি পান নাই। তাঁহারাই আবার সাধুসঙ্গে অতি শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে যে কত মাধুরী আছে, সাধুসঙ্গে সাধুমুখ-বিনিঃসৃত হরিকথায় যে কত আকর্ষণী শক্তি আছে, সাধু-চরিত্রের যে কত প্রবল বল আছে, তাহা যিনি সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। সাধুসঙ্গ-বিহীন তার্কিকগণ মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

[ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকাল মাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর অধিক কি বলিব।]

সাধুর অন্তর-লক্ষণ

ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে সাধু কে, তাহার বিচার আবশ্যক। নতুবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ-সূচক একটী বাক্য আছে, যথা—

নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥

পাঠক! সাধু ও বৈষ্ণব ভিন্ন মনে করিবেন না। বৈষ্ণবের লক্ষণ কি তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

—যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১)
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২,৭৪)

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণগুলি অন্তরে থাকে, সুতরাং ইহাদ্বারা সহসা সাধুর পরিচয় জানা যায় না।

সাধুর বাহ্য-লক্ষণ

অন্তরের ক্রিয়া শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার কিরূপ, তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন, যথা চরিতামৃতে—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

এবম্বিধ অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের বাহ্য আচার; তাহা যাঁহার হইয়াছে, তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা অসৎসঙ্গ ত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম গ্রহণাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবাভাস। তাঁহাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গের ফল হওয়া অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে

সাধুসঙ্গ কি? সাধুর সহিত কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না, সঙ্গ শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রীতির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥ (উপদেশামৃত—৪)

কৃষ্ণ সেবোপযোগী কোন দ্রব্য সাধুকে দেওয়া, সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণ সম্বন্ধ-সূচক গুহ্য কথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা, হর্ষমনে সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করানই সাধুসঙ্গ। মূল কথা, বিষয়ী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া সাধুর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের আলাপ-ব্যবহার করিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা—সাধুসঙ্গ নহে

সাধুর নিকট গিয়া 'এদেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে; এ বাবু বড় ভাল, চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে' ইত্যাকার মায়াবিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত প্রশ্নকারীর কথার দু'একটী উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকটে যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎ কথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া,

কৃষ্ণকথা ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। মূল কথা এই, যে কথা কৃষ্ণ-উন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণ-কথা। আর যে কথা কৃষ্ণ-বিমুখ করাইয়া বিষয়-উন্মুখ করায়, তাহাই বিষয়-কথা।

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা জ্ঞাপনার্থ অধিক আর বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান্ সাধকমাত্রই সাধুসঙ্গে যত্নপর হউন। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গাভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের এই বাক্য কয়েকটী সকলেই মনে রাখুন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৯)

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২,১৪-১৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিহোঁ কৃষ্ণেরে ভজয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে মহাপ্রভু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন সাধুসঙ্গের কত মহিমা! এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরু সদৃশ!!

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্যা হইয়াছিল? কে না শুনিয়াছেন, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুর-হৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ বিষয়ে কত সতর্ক হইয়াছিল? পাষণ্ড-প্রধান জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত' কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত কিরূপেই বা জগাই মাধাই উদ্ধার হইত? অতএব সকলেই সাধুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে প্রাণ-মন মজাইয়া "জয় রাধাশ্যাম" বলিয়া জীবন-মন কৃতার্থ করুন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

১২ কেশব, ১ অগ্রহায়ণ, ১৭ নবেম্বর, বৃহস্পতিবার—**পূর্ব্বাহ্ন ৯।৩২ মধ্যে উৎপন্না একাদশীর পারণ। শ্রীকালীয়কৃষ্ণদাস ও শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।**

২৬ কেশব, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার—**মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।**

২৭ কেশব, ১৬ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার—**পূর্ব্বাহ্ন ৯।৩৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।**

৪ নারায়ণ, ২৩ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার—**জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য (১০৮) অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি-পূজা। শ্রীধাম নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে, চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যাবতীয় শাখা মঠে দ্বাদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব।**

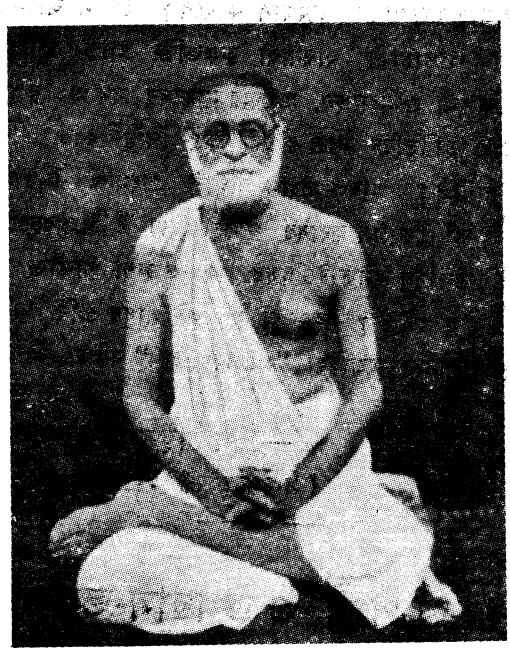

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশক

(১)

প্রকাশ হইতে আজও অবধি
যাঁহার অভয় যুগল চরণ,
অর্ঘ্য-ভকতি কুসুম-সম্ভারে
পূজেন সতত অসংখ্য সুজন ॥

দিনমণি জিনি' অমিত প্রতাপে
যুগধর্ম্ম ভবে প্রচারিলা যিনি
আশ্রিত জনের আতঙ্ক নাশিলা
গোলোক হইতে বরাভয় আনি' ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু,
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(২)

শরণাগতের পালক যে জন
পতিত জনের গতি ও মুকতি,
যাঁহারে হেরিলে অলীক মোহের
বাঁধন টুটিয়া উপজে ভকতি ॥

ধূর্ত্ত কখন পারে না চিন্তা
করিতে যাঁহার যুগল চরণ,
অনর্থের ঘন উড়ে যায় যাঁর
হেরিলে অমল কমল আনন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রমা
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৩)

সুবর্ণ জিনিয়া সু-বর্ণ যাঁহার
অতি সুকোমল দীর্ঘ কলেবর,
কনকমৃণাল জিনি দুটি বাহু
মূরতি যাঁহার জন-মনোহর ॥

দানিল মুক্তি বদ্ধ মানবে
যাঁহার অভয় যুগল চরণ,
যাঁহার চরণ-নখর-কিরণে
কলুষ-আঁধার করে পলায়ন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রমা
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৪)

তারাগণ-মাঝে শশধর সম
সেবক মাঝারে শোভিত যে জন,
যাঁর মৃগপতি সম গুরুগরজনে
জীবের অশুভ করে পলায়ন ॥

পদযুগ যাঁর আনে সুমঙ্গল
অনুগত-দীন মানবগণের,
যাঁহার করুণাসুধা-অবলেপে
শুকায় কলুষ ক্ষত হৃদয়ের ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৫)

যাঁ' হতে বিশ্বে হল বিঘোষিত
নদীয়া চাঁদের করুণা অমল,
কাঙাল মানবে করিলা ধন্য
প্রদানি যে জন চরণ কমল ॥

উজল হইল গৌড়-আকাশে
ভকতি মিহির যাঁহার কৃপায়,
যাঁর লীলা-গুণ পশু-পাখী গায়
কাননে, ভ্রমর কুসুম-শাখায় ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৬)

চরণ যাঁহার আশ্রয়-স্থল
গৌর-আশ্রিত জনের সতত,
শ্রীগুরু-গৌরকিশোর-দাস্যে
যিনি অবিচারে চির অধিষ্ঠিত ॥

ভকতিবিনোদ-চরণে পরম
আদর কৃপায় দেখা'লে যে জন,
কাঁদিত যাঁহার মহান্ হৃদয়
হেরিলে জীবের মলিন বদন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৭)

যিনি রূপ-রঘু-সনাতন-কীর্ত্তি
লভিয়া জগতে হইয়া শ্রেষ্ঠ,
প্রচারি জগতে শ্রীজীব-অমর-
কীর্ত্তি, হইলা শ্রীহরি-প্রেষ্ঠ ॥

গৌর-প্রিয়জন-অপার মহিমা
বিশ্ব-মাঝারে করিয়া প্রচার,
যিনি তাঁহাদের চির সহচর,
যিনি এ' বিশ্বে আনন্দ অপার ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৮)

যিনি জীবগণে কৃপা বরষিয়া
মূর্ত্তিমান হরি-কীর্ত্তন-স্বরূপ,
নিজ-জন যিনি শচী দুলালের,
হৃদয়ে যাঁহার রাজে গৌররূপ ॥

বরদেন্দ্রগণ অর্চ্চিত যাঁহার
বিশ্ব পূজিত কমল চরণ,
জলধির পারে উড়িল যাঁহার
তুষার ধবল বিজয় কেতন ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(৯)

পরমহংস শ্রেষ্ঠ যে জন
পরমার্থ ধনে হ'য়ে মহাধনী।
পতিত মানবে তারিবার তরে
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস রচিলেন যিনি ॥

যাঁহার চরণ সন্ন্যাসীগণ-
সেবিত সতত, যিনি মহাজন,
জাগরিত হয় চেতন, যাঁহার
পরশি' বিশ্ব পূজিত চরণ ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

(১০)

যে জন বার্ষভানবীর প্রিয়
গোলোকের পতি কৃষ্ণ অনুচর,
যাঁহার চরণ অতি সুমহান্
অপূর্ব্ব পাবনী মহাশক্তিধর ॥

যাঁহার অভয় কর পরশনে
দূরে যায় জীব-মহাভবরোগ,
যাঁর করুণায় শ্রীহরি-চরণ-
রেণু ধারণের পেয়েছি সুযোগ ॥

সেই প্রভুপাদ জগতের গুরু
গাহ তাঁর জয় কাঁপায়ে ধরণী।
চরণ তাঁহার দুরতিক্রম্য
ভব মহোদধি পারের তরণী ॥

কৃপাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—
দাসানুদাসাভাস
শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী (রায়)
(নারমা)

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন :—ধর্ম্ম-সনাতন, কিন্তু যাহাদের আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম পরিস্ফুট ও সত্যজ্যোতিতে আলোকিত, তাহাদের মন ও মনীষা অনিত্য এবং যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। সেই জন্য নিয়ামকগণ কি বজ্রকঠিন ভাষায় ত্রিগুণাতীত একই পন্থার সরল নির্দ্দেশ দিতে পারেন না? বাধা কোথায়? তাঁহারাও কি রাজনীতিবিদ্‌দিগের মত ভোটাধিকারে বঞ্চিত হইবার ভয় রাখেন?

সদুত্তর :—বোস সাহেব কি ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারা যায় না। তবে আমার ধারণাতে যাহা বুঝিয়াছি, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ধর্ম্ম এক ও সনাতন, তাহা চিরকালই

এক। তাহার পরিবর্ত্তন কোন দিনই হয় না। কিন্তু ভোগী-সম্প্রদায় অথবা অসুরের দল তাহাকে নিজ নিজ মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিয়া তাহার রূপান্তর চেষ্টা করেন। অজ্ঞ শ্রেণীর লোক ঐ শ্রেণীর কবলে পড়িয়া অনেক সময় ভ্রান্ত মতকেই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন। অধিক কি, লৌকিকী বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ব্যক্তিগণও এই সনাতন ধর্ম্মকে নিজ নিজ প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধির বলে অন্যপ্রকার বুঝিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনুগত বক্তি-গণকেও তাঁহাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলেন। সুতরাং অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রকৃত ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। এই সনাতন ধর্ম্ম অতি গূঢ় ও দুর্ব্বোধ্য। ভাষার সরলতা বা কাঠিন্যে ইহা বুঝা যায় না। একমাত্র পরমার্থবিৎ ব্যক্তির আনুগত্য ও কৃপাই সনাতন ধর্ম্ম জানিবার একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভাগ-বত (৬।৩।২০-২১) বলেন,—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

পরম বৈষ্ণব শ্রীযমরাজ নিজ দূতগণের নিকট বলিয়াছেন—হে দূতগণ! এই সনাতন ধর্ম্ম অতি গোপনীয়, বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য; কিন্তু এই ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইলে আর মৃত্যু-ধর্ম্মের অধীন থাকিতে হয় না, চিরতরে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যায়। ইহা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সকলের বোধগম্য হয় না। যদি বল যে কেহই যদি জানিতে না পারে, তবে ইহার সত্ত্বা বিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীমহাদেব, শ্রীসনৎকুমার, ভগবান্ শ্রীকপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদ, রাজর্ষি জনক, শ্রীভীষ্মদেব, শ্রীবলিরাজা, শ্রীশুকদেব ও আমি—এই দ্বাদশজন মহাজন এই সনাতন ধর্ম্মের বিষয় বিশেষরূপে জানি। এই দ্বাদশ মহাজনের কৃপায় এই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা এই মহাজনগণের অনুগত হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শিষ্য-পারম্পর্য্যে এই সনাতন ধর্ম্মের জ্ঞান জগতে প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন। এই দ্বাদশ মহাজনের আনুগত্যকে অস্বীকার করিয়া বড় বড় মনীষিগণ নিজ নিজ মনো-ধর্ম্মের বলে ইহাকে বুঝিতে গিয়া বিপরীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। কেহ নাস্তিক, কেহ ভোগী, কেহ ত্যাগী, কেহ সন্দেহবাদী, কেহ নিরাকারবাদী;

আবার কেহ বা অষ্টাঙ্গ যোগাদিকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।২৫) তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিতেছেন—"যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধমজানন্তো বৈদ্যা রোগনির্হরণায় ত্রিকটুক নিম্বাদীনি স্মরন্তি, তথা স্বয়ম্ভূশম্ভুপ্রমুখদ্বাদশব্যতিরেকেণায়ং মহাজনোঽতিগুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দাদিকং স্মরতীতি। কিঞ্চ মায়য়া দেব্যা অলং বিমোহিতমতিরয়ং জনঃ মধু মধুরং যথা ভবত্যেবং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানীয়ৈরর্থবাদৈর্মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অভিনিবিষ্টা মতির্যস্য অতএব মহত্যেব কর্ম্মণি অগ্নিষ্টোমাদৌ শ্রদ্ধয়া যুজ্যমানঃ নাল্পে প্রবর্ত্ততে। দৃশ্যতে হি প্রাকৃতস্য লোকস্য মহতি মন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা অল্পে চাশ্রদ্ধা। তস্মাদস্য গ্রাহকোঽনাস্তীতি তৈনোক্তম্। যদ্বা স্বাধীনঃ সিংহোঽস্তীত্যেতাবতাশ্ব-শ্বশৃগালাদি-বারণায় তং যথা ন প্রযুঞ্জতে, তথাতিতুচ্ছত্বাৎ পাপস্য ন তন্নিরসনায় পরমমঙ্গলং হরের্নাম স্মরন্তি। যদ্বা নামমাহাত্ম্যজ্ঞানে সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গাদিত্যেষা দিক্।" অর্থাৎ মৃতসঞ্জীবন ঔষধ না জানিয়া বৈদ্যগণ যেরূপ রোগনাশার্থ ত্রিকটু নিম্বাদি প্রয়োগ করেন, তদ্রূপ স্বয়ম্ভূ-শম্ভুপ্রমুখ দ্বাদশ মহাজন ব্যতিরিক্ত অন্য মহাজন (?) এই গুহ্য বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মতত্ত্ব না জানিয়া দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদির উপদেশ করেন বা অনুষ্ঠান করেন। তাহারা দৈবী-মায়ায় বিমোহিত-মতি, তাহারা বেদের ত্রিবর্গকেই অতি মধুর জ্ঞান করিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকেই আড়ম্বরযুক্ত জ্ঞানে তাহারই অনুষ্ঠানে তৎপর হন, কিন্তু শ্রীহরিনাম কেবল রসনায় উচ্চারিত হন বলিয়া তাঁহাকে অল্প জ্ঞান করেন। সিংহ বর্ত্তমান থাকিলে অশ্ব-শ্ব-শৃগালাদি বিতাড়নে সিংহকে নিযুক্ত করিতে হয় না, তাহারা সিংহের ভয়ে আপনি পলাইয়া যায়; তদ্রূপ ক্ষুদ্র পাপাদি বিনাশার্থ পরম-মঙ্গল হরিনাম গ্রহণ করিতে হয় না, তাহা এক নামাভাসেই দূর হয়; অথবা নাম-মাহাত্ম্য-জ্ঞানেই সর্ব্বপ্রকার মুক্তি হইয়া থাকে। অতএব সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রচারকগণ সকলেই দৈবী-মায়ায় বিমোহিত। উল্লিখিত মহাজনগণের মন ও মনীষা অনিত্য ও যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল নহে; তাঁহাদের সকলের বাক্য সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বজনচিত্ত

সংশোধনার্থ একই প্রকার—সকল বেদের সার—সকল মহাজনের বাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(পদ্মপুরাণ—৭২।১০০)

সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে—ইহাই বিধি, আর কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না—ইহাই নিষেধ। অন্যান্য সকল বিধি-নিষেধই এই বিধি-নিষেধের কিঙ্কর। শাস্ত্রসকল তারঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন ইহা করিও না—ও পথে চলিও না, কিন্তু জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞাকেও অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিতেছে—অনাদিকাল ধরিয়া মায়ার লাথি খাইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছে, তথাপি চেতন হইতেছে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাক্য,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

(চৈঃ চঃ ২০।১২২-২৩)

শাস্ত্রের আদেশ বজ্রকঠিন ভাষায়ই কথিত আছে। কিন্তু "যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি। ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥" যতদিন চিত্ত পাপে মলিন থাকে, ততদিন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। সুতরাং শাস্ত্রের চীৎকার কে শুনিবে? ভোগী সুবিধাবাদী দেহারামীর দল দেহকেই সর্ব্বস্ব—ভোগকেই সর্ব্বস্ব বোধে অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত। কে তাহাদের নেশা ছুটাইবে? যতদিন না ভোগে নাকাল হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ততদিন তাহার ঔষধ নাই। এ-জন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাক্য,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০)

গৃহই একমাত্র ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প যাহাদের তাহাদিগকে গৃহব্রত বলে অর্থাৎ ঘরপাগলা এই গৃহব্রতগণের মতি স্বেচ্ছায় অথবা অপরের উপদেশে কখনও কৃষ্ণপাদপদ্মে যায় না। কারণ তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না

পারিয়া—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ভোগের কামনায় নিরন্তর তত্তৎপ্রাপ্তি চেষ্টা করে। তাহাদের বিষয় ভোগ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করার ন্যায়। এই কার্য্যের ফলে তাহারা অন্ধতামিশ্র নরকে গমন করে, তথাপি চেতন হয় না। তাহার কারণ কি তদুত্তরে বলিতেছেন,—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩১)

যাহারা বাহ্য অর্থ—রূপ-রসাদিকেই পরম প্রয়োজন বোধ করে, তাহারা দুরাশয়। তাহারা স্বার্থের একমাত্র গতি অর্থাৎ পরম পরাকাষ্ঠা যে বিষ্ণু, তাহা জানে না। সুতরাং অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় তাহারা ঈশ্বরের বেদরূপ-রজ্জুতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ অর্থাৎ বেদের মধুপুষ্পিত কাম্যকর্ম্মে আসক্তচিত্ত হওয়ায় শ্রীহরিপাদপদ্মকে পরম পুরুষার্থ বোধ করে না। সুতরাং অন্ধের নির্দ্দিষ্ট পথে গমনকারী অন্ধ যেরূপ গর্ত্তে কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া দুঃখ পায়, তাহারাও তদ্রূপ কাম্য-কর্ম্মকেই পরম প্রয়োজন বোধে কর্ম্ম করিয়া অন্ধতমঃ নরকে (দুঃখপূর্ণ স্থানে) পতিত হইয়া থাকে।

সুতরাং শাস্ত্রের বজ্রকঠিন ভাষায় ত্রিগুণাতীত পন্থার সরল নির্দ্দেশ একমাত্র শ্রীনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা নানারূপে নানাযুক্তিতে নিয়ামকগণ প্রচার করিলেও অজ্ঞানের কর্ণগোচর হয় না। নিয়ামকগণ ভোটের কাঙ্গাল নহেন। জড়-প্রতিষ্ঠাকে তাঁহারা শূকরী-বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। নিয়ামকশ্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥ (শ্রীমনঃশিক্ষা-৭)

সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিলেও কেন ভগবচ্চরণে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না—তদুত্তরে বলিতেছেন যে, হে মন! নির্লজ্জা শ্বপচ-রমণী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নির্ম্মল সাধু প্রেম সে হৃদয়কে স্পর্শ করিবে কেন? তুমি প্রভুদয়িত অতুল সামন্তকে সর্ব্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্র সেই চণ্ডালিনীকে দূর করিতঃ নির্ম্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিবেন।

অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই আশা হইতে সর্ব্বপ্রকার কপটতা হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠাশা সকল

অনর্থের মূল হইয়াও দোষ স্বীকার করে না। অতএব নির্লজ্জ। যশরূপ কুকুর মাংসভোজন তৎপর বলিয়া তাহাকে শ্বপচরমণী বলা হইয়াছে। স্বনিষ্ঠগণ ধার্ম্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ের প্রতিষ্ঠার আশা করিয়া থাকেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ "আমি বিষ্ণুভক্ত, আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি, আমি অনাসক্ত" ইত্যাদি রূপ কথা ঘোষনার প্রত্যাশা করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ "আমি নির্ম্মল বৈরাগী, আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি, আমি ভক্তি-তত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি" এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেন। যে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কপটতা যায় না। নিষ্কপট না হইলে নির্ম্মল সাধু প্রেম লাভ হয় না। সেজন্য প্রভুদয়িত অতুল সামন্তের সেবার কথা বলিয়াছেন। প্রভুদয়িত—শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। তাঁহার তুলনা নাই বলিয়া অতুল। তিনি প্রভুর সেনাপতি-বিশেষ। শুদ্ধ বৈষ্ণবের হৃদয়ে হ্লাদিনী শক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই শক্তি সহজে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সে হৃদয়ের দুষ্টতা দূরপূর্ব্বক প্রেম উৎপন্ন করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের আলিঙ্গন, চরণ-ধূলি, চরণামৃত, উপদেশ—সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক। এই শ্লোকের অনুরূপ গীতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় গান করিয়াছেন,—

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥
শুন মন নিগুঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি, প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি,
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥

সুতরাং শুদ্ধ নিয়ামকগণ ভোটে বঞ্চিত হইবার ভয় রাখেন না। দুর্গত জীবকে ভগবচ্চরণে আকৃষ্ট করিবার জন্য কাঁদিয়া থাকেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-৮।৯০)

দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া শত শত কাকুতি মিনতি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইবার জন্য সকলকে প্রার্থনা করিতেছেন। ঈদৃশ পর-দুঃখ-দুঃখী মহান্ত-গণের কাতর বাক্যও মায়া-মোহিত জীবের কর্ণগোচর হয় না—হৃদয় গলে না। সবই দুর্দ্দৈব! সুতরাং বজ্রকঠিন ভাষায়ও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয় না, শ্বলাঙ্গুলবৎ চিত্তবৃত্তি যথাপূর্ব্ব তথা পর। এজন্যই শ্রীতুলসীদাস গাহিয়াছেন,—

সাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্যা ঝুঠা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকাই॥
চোরকো ছোড়ে সাধুকো বাঁধে পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আউর হাসি॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অভাব

পরিদৃশ্যমান জগতে অবিদ্যা-উপহিত জীব-মাত্রেরই ভাবধারা লক্ষ্য করিলে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তীতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও যেন কোন অভাব তাহাদের বিশেষভাবে পীড়ন করিতেছে। পশু, পক্ষী, কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য-দেবাদি পর্য্যন্ত তাহাদের স্ব স্ব অভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীকরণের জন্য সর্ব্বক্ষণ তৎপর। কিন্তু কাহার কি প্রকার অভাব তাহা বোঝা কঠিন। মনুষ্যেতর প্রাণীর অভাব, মনুষ্যের সহিত সর্ব্বাংশে ঐক্য থাকিলেও ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে অভাব নিরাকরণের বা দূরীকরণের জন্য জ্ঞান-প্রাচুর্য্য মনুষ্যেই বর্ত্তমান; কিন্তু ঐ জ্ঞান যে জ্ঞানের

দ্বারা মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, সেই জ্ঞানের ফলস্বরূপে যাহা দেখা যায়, তাহাদ্বারা মনুষ্য-জ্ঞানের গরীমার কিছু আছে বলিয়া ধারণা করা যায় না। অভাবের সত্তা কোথায়?

এমন একটী স্থানে জীব উপস্থিত হইয়াছে, যেখানে শান্তির লেশমাত্র নাই। অশান্তির পূতিগন্ধময় আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া চায় কি না শান্তি! জৈব-চিত্তের নিত্যাভিলষিত শান্তির অপ্রাপ্তিহেতু সর্ব্বসময়েই অভাব অনুভব করিয়া থাকে। জীবের তথাকথিত শান্তির প্রকারভেদ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহা অসংখ্য প্রকার—এমন কি, যাহা জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত গণনা করিয়া উঠা যায় না। বালকের শান্তি, যুবকের শান্তি, বৃদ্ধের শান্তি, পুরুষের শান্তি, স্ত্রীর শান্তি—একের সহিত অন্যের পার্থক্য সংরক্ষিত করিয়া চলিতেছে। যে সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জীব শান্তির আশা করে, তাহাদের নিকট হইতে নিজাভিলষিত অভাব পরিপূরণের জন্য নিজের স্বাধীনতাকেও বলিদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। হতভাগ্য জীব নিয়তই তাহাদেরই নিকট হইতে বঞ্চিত হইলেও তাহাদের কৃপা-কটাক্ষের মধ্যে থাকিবার জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু হায়, দুর্ভাগা জীব বোঝে না যে, সে যে-সমস্ত বস্তুর পশ্চাতে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা সমস্তই শান্তিময়। সুতরাং তাহার দ্বারা শান্তির অভাব মিটাইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাহাতে তাহার ভাগ্যে প্রতারণা ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না।

অভাবের জ্বালায় জীবের চিত্ত সর্ব্বসময়ে জ্বলিতেছে। এই জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবার উপায় একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া দেখা যায় না। গীতাতে বলিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" (গীতা—২।১৬)

সৎ ও অসৎ-ভেদে বস্তু দুই প্রকার, অসতে অভাব দেখা যায়, সতে অভাব নাই। যেখানে অভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে নাশ সম্ভব। এই কারণে জীব সদ্বস্তু হইয়াও অভাবযুক্ত বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় চিরকালই অভাব অনুভব করিতেছে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপ বিষয় পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌কে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে।

এই 'বিষয়' জীবের চরম মৃগ্যস্বরূপ হওয়ায়, বাস্তব শান্তিপ্রদ বিষয় হইতে জীব তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য শান্তির লেশমাত্র পাইতেছে না; কেবলই

প্রতারিত হইতেছে। কারণ অসৎ বস্তুর গঠনেই কেবল বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ যে-স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত করিয়া জীবের অভাব মিটাবার ভরসা প্রদান করিতেছে, পরমুহূর্ত্তে সেই স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য স্বরূপে জীবের অভাবকে চির-বর্দ্ধিত করিয়া অভাবের আগুনে দ্বিগুণ হইতেও বহুগুণে প্রজ্জ্বলিত করতঃ জীবের চিত্তকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিতেছে। তাই শাস্ত্র বলেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ॥
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে॥" (ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২।৬)

কামাদি ষড়্‌রিপুর দাসত্বে চিরশান্তি লাভের জন্য জীব সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও শান্তির নিকট উপস্থিত হইতে পারে না, তজ্জন্যই গীতার পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিলে অসৎ বস্তুর চাহিদা পরিপূরণের জন্য চেষ্টা না করিয়া সদ্বস্তুর অনুশীলন করিলে বাস্তব অভাব চিরতরে নিবৃত্ত হইবে। গীতা বলেন—"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।"(গীতা—৬।৫) আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যেখানে জীবাত্মা ঈশ-বিমুখতা লাভ করতঃ স্বেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য দৈবী-মায়াকে আশ্রয় করে, সেখানে চেতনের সাক্ষাৎ ক্রিয়া না থাকিলেও চিদাভাস মনের চৈতন্য-শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; এই কারণে আত্মার বাস্তব-সত্ত্বার অনুপলব্ধাবস্থায় অপ্রাপ্ত বল চেতনের অস্বাস্থ্য লক্ষণের আত্মাভিমানী মনই চির শত্রুর কার্য্য করিয়া চির অভাবের পথে টানিয়া আনে।

যেখানে "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"—এই উক্তি অনুসারে সদ্বস্তুর অনুশীলনকারী সাধু-সঙ্গদ্বারা সৎ ও অসতের তত্ত্ব অবগত হইয়া অবিদ্যা-উপহত বিরূপগ্রস্ত জীবস্বরূপে শ্রেষ্ঠ হইয়াও অনর্থ কল্পনা করিতেছে, সেখানে সাধুকৃপায় নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মার নিত্য কৃত্য—পরমাত্মার সেবা সন্নিধানে নিজেকে পৌঁছাইবার জন্য কৃষ্ণ-বিমুখিনী মায়ার সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার সুযোগ লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। সেইস্থানে আত্মাই আত্মার বন্ধু।

স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য জীবের অভাব। এই অভাবই জীবকে স্বভাব হইতে তফাৎ করিয়াছে। বাস্তব অভাবের অনুভূতি যেখানে, সেখানে

জীব স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। জৈবস্বরূপে বাস্তব অভাব না থাকায় সে সর্ব্বক্ষণ অভাব-বিহীন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হইবার জন্য প্রয়াসী ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীব এমন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে যে—

"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"

এই ভাব দূরীকরণার্থ এবং বাস্তব স্বভাবের জাগরণের জন্য জাগ্রত ব্যক্তির সঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। গীতায় বলিয়াছেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" (গীতা—২।৬৯)

জীব ভোগপ্রবণতাহেতু ঈশ্বরারাধনায় নিদ্রিত, আর ভোগেতে জাগ্রত, কিন্তু সংযমী পুরুষ ভোগেতে নিদ্রিত এবং ঈশ্বরারাধনায় জাগ্রত। এমত জাগ্রত পুরুষের সঙ্গদ্বারা জীবের ভোগের নেশা ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া বাস্তব অভাব নিবৃত্তি হইয়া যায়।

যেখানে ভোগ সেইখানেই অভাবের সূচনা বা তাড়না। ভগবানের সহিত জীবের স্বরূপ অবস্থায় অভাবের সূচনা বা তাড়না কোনটাই লক্ষিত হয় না। অতএব ভগবানে প্রীতি করাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; এই স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুতি-বশতঃ জীবের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা ও যন্ত্রণা। এখন যাহাতে জীবগণ তাহাদের বাস্তব অভাব দূরীকরণার্থ সাধন করিতে পারে, তজ্জন্য এই অমূল্য জীবন—যাহা মনুষ্যাকারে লাভ হইয়াছে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। ভগবান্ জীবের, জীব ভগবানের ; কিন্তু জীব তাহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যে দুঃখ-কষ্ট আভব বোধ করিতেছে তাহা চিরকালের জন্য প্রশমিত হইয়া নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দলাভ করিতে পারিবে ও সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে, যদি সে তাহার আরাধ্য বস্তুর সন্ধানের জন্য চেষ্টাপর হয়। সেই বস্তুকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র উপায়। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে আর কোন প্রকার অসুবিধা থাকিতে পারে না। সেই ভক্তি-বৃত্তি জীবের স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও তাহাকে প্রকাশ করিতে বহু বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হইবে। "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটি-রুদ্ধঃ।" ভক্তিপথ অনুসন্ধানকারী সাধুজনের আশ্রয় গ্রহণই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ক্রম-পর্য্যায়ে সমূহ বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়া যাইবে ও আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হইবে। তখন আর অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে, ইহ জগতে বহু প্রকারের অভাবের দ্বারা ক্লিষ্ট হইলেও বাস্তব অভাব অজ্ঞাত থাকায় অনন্ত জীবন এই প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে। ভগবৎ প্রাপ্তিই বর্ত্তমান বদ্ধ জীবের একমাত্র অভাব। এই অভাব মিটিলে সকল অভাবই দূরীভূত হইবে এবং পরাশান্তির অধিকারী হইবে। ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্যান্য অভাব বাস্তব অভাব নয়। এই সমস্ত প্রাকৃত অভাবই জীবকে স্বভাব হইতে চ্যুত করিয়াছে। অতএব ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ অভাব জীবের যাহাতে মিটিয়া যায় তজ্জন্য জীবের ঐকান্তিক সাধনের প্রয়োজন।

—শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

অযোধ্যায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

প্রতি বৎসরই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে যে যে তীর্থস্থানে পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত পালিত হয়, তত্তৎস্থানে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বিরাটভাবে পালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে শ্রীব্রজমণ্ডলে, শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলে, শ্রীকাশীধামে, শ্রীবৈদ্যনাথ-ধামে ও শ্রীদ্বারকা-ধামে উক্ত মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসরও উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশে শ্রীঅযোধ্যা পরিক্রমাকালে গত ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর শনিবার দিবস শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বিপুলভাবে ও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য এই উৎসব উক্ত সমিতির অন্যান্য শাখা-মঠ সমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পরে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব। এস্থলে শ্রীঅযোধ্যা-ধামে উক্ত মহোৎসব ও অনুষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত হইতে মঙ্গলারাত্রিক, কীর্ত্তন প্রভৃতি নিয়মসেবার দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী যথারীতি সুষ্ঠুভাবে পালিত হইবার পর শ্রীপরিক্রমা-সঙ্ঘের নিয়ামক মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তদ্দিবসের বিশেষ কৃত্য শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎবের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী মহারাজের কয়েকজন একনিষ্ঠ সেবক

ও গুজরাট দেশীয় কয়েকটী শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়ের নিকট 'অন্নকূট' সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল :—

অন্ন ও প্রসাদ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও বেদান্তের বিচার

শ্রুতিতে "অন্নং বৈ ব্রহ্ম" মন্ত্রে অন্নকে ব্রহ্মবস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুত্যর্থ্য বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে উপলব্ধি করিতে হয়। সাধারণ রূঢ়ি "অন্ন" শব্দ বলিলে যাহা লক্ষ্য করে, সেই বিচার গ্রহণ করিলে আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের বহির্ম্মুখতা ও ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি হইতে জাত 'অন্ন' কখনও 'ব্রহ্ম' হইতে পারে না। "ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।" শ্রীহরিকে নিবেদিত অন্ন ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুসদৃশ। অপ্রাকৃত বস্তুই ব্রহ্ম। শব্দরূপেই তাহা কর্ণের দ্বারা গ্রহণীয়। তজ্জন্য তাহাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। সুতরাং 'অন্নং ব্রহ্ম' বলিলে হরিকথাই—অন্ন, তাহা আত্মার পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। হরিকথা-রূপ চিন্ময় অন্ন গ্রহণে আত্মা বিকশিত ও সঞ্জীবিত হয়। তাহাই সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রসাদ। হরিকথাকেই আমরা ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারি। সেই হরিকথা-রূপ অন্নই ব্রহ্ম। হরি-কথাই স্বয়ং হরিবস্তু। 'ব্রহ্ম' শব্দের শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্মত অর্থে একমাত্র বিষ্ণুই লক্ষিত হন। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ ও গুরুবর্গ সেই হরিকথা-রূপ অন্নের কূট বা পর্ব্বত রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নব-নবায়মানভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণের উল্লাস বর্দ্ধন অর্থাৎ গো-বর্দ্ধন ও তাঁহার পূজা করিয়াছেন। আজ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের এই শুভ তিথিতে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য।

গোবর্দ্ধন-তত্ত্বের আলোচনা

স্বামীজী মহারাজ আলোচনামুখে আরও বলেন যে, শ্রীগোবর্দ্ধন হরিদাস-বর্য্য। আশ্রয়-বিগ্রহ হইলেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে বিষয়-বিগ্রহরূপে দর্শন করেন। গোবর্দ্ধনশিলা সাক্ষাৎ গণ্ডকী শিলার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকেন। গোবর্দ্ধন-ধারী ও গোবর্দ্ধন একই বস্তু। অসমোর্দ্ধরূপে কৃষ্ণকাম বা কৃষ্ণপ্রীতি যাহা নিরন্তর নব-নবায়মান হইয়া বর্দ্ধিত—তাহাই গোবর্দ্ধন। ইন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ দেবদেবীর পূজা অপেক্ষা গোবর্দ্ধনের পূজাই সর্ব্বতোভাবে করণীয়—ভাগবতের ইহাই শিক্ষা—ইত্যাদি।

শ্রীল নরোত্তমানন্দ প্রভুর পাঠ

বেলা অনুমান ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিকমল প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য চতুর্থ অধ্যায় হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের স্বপ্ন-সমাধিতে 'বুজ্র'-স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল-দেবের সন্ধান, নিবিড় জঙ্গল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব এবং শ্রীপুরীপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী পাঠ করেন। রাত্রেও পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়-বর্ণিত ব্রজের নন্দাদি গোপগণের শ্রীকৃষ্ণাদেশে ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, কুপিত ইন্দ্রের ঝড়-বৃষ্টিদ্বারা প্রতিশোধ লইবার আপ্রাণ চেষ্টা, বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন উত্তোলনপূর্ব্বক সপ্তাহকাল ধারণ ও তদাশ্রিত ব্রজবাসিগণকে তন্নিম্নে আশ্রয় প্রদান, স্বীয় মূঢ়ত্ব অবগত হইয়া চূর্ণীকৃত-দর্প ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তব প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন।

শ্রীঅন্নকূটের আয়োজন

এদিকে নিয়ামক মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেবা-চেষ্টা বিষয়িনী উৎসাহপূর্ণ বাণীতে উৎসাহিত হইয়া পরিক্রমায় যোগদানকারী মঠের আশ্রিত সেবক ও অনুগতা সেবিকাগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের বহুবিধ বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভার অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিতেছিলেন। নৈবেদ্য প্রস্তুতের সময় শুষ্ক, অর্দ্ধশুষ্ক, অশুষ্ক বিবিধ ইন্ধনের প্রচণ্ড ধূম্র চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া বিরাট রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই ভোগরন্ধন-যজ্ঞ শত রাজসূয়-যজ্ঞ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরা শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব। মঠাশ্রিত ভক্ত ও মহিলাগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দেশে প্রচলিত ও রুচিপ্রদ বিবিধ ভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীগিরিধারী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য বস্তু এই অন্নকূটে যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়াছিল। যথাসময় শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের ভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত হইলে লক্ষণ কিল্লার (লছ্‌মন কিলার) মূল মন্দিরের পার্শ্বস্থিত কক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহাসনের সম্মুখে যাবতীয় নৈবেদ্য-সম্ভার পুষ্প-মলিকার ন্যায় সুশৃঙ্খলে সংরক্ষিত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অন্নকূট মহোৎসবের অনু-

সরণে অন্নস্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধাতু ও মৃন্ময় পাত্রাদিতে খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, মালপো, রুটী, পুরী, লুচি, ফলমূল, বিভিন্ন ব্যঞ্জন, পিঠাপানা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন প্রভৃতি সজ্জিত করা হয়। বহুবিধ বিচিত্র ভোগ-সামগ্রীতে ভোগ-মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, নৈবেদ্যসকল পুষ্প ও পুষ্পমাল্যদ্বারা সুশোভিত করা হয় এবং প্রচুর তুলসীপত্রদ্বারা নিবেদিত হয়। দুই শতাধিক ভোগ-সামগ্রী ক্রমপর্য্যায়ে সুসজ্জিত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব রমণীয় দৃশ্য হইয়াছিল।

শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারও অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ নানাবিধ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি অলঙ্কার ও সুগন্ধি পুষ্প-মালিকা-বিভূষিত হইয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিলেন। সিংহাসন, শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর, শ্রীমন্দিরের প্রধান প্রবেশ-পথ ও জগমোহন প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণের পতাকা, দেবদারুপত্র, নানাপ্রকার পুষ্প ও আম্রপল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সর্ব্বপ্রকার নৈবেদ্য-সম্ভার সজ্জিত হইলে শ্রীগিরিধারী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চনান্তে ভোগারতি কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়। এই সময়ে দর্শনার্থীদের অত্যধিক ভীড় হওয়ায় সকলেরই আগমন-নির্গমনের ব্যাঘাত হইতে থাকে। কখন মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে এবং শ্রীঅন্নকূট দর্শন করিবেন—এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা বহুক্ষণ যাবৎ ব্যগ্রভাবে উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণে দর্শন লাভ করিয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। লক্ষণ কিলার মোহান্ত-মহারাজ তাঁহার ম্যানেজার, অনুগত শিষ্য-প্রশিষ্যাদি সঙ্গে লইয়া স্বয়ং অন্নকূটের এইরূপ বিরাট আয়োজন দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও চমৎকৃত হন। এতদ্দেশীয় ভক্তগণ পূর্ব্বে এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিপুল আয়োজন কখনও দর্শন করেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহা দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত দর্শনার্থিগণকে শ্রীঅন্নকূট দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। পরে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। উপস্থিত দর্শনার্থী নর-নারী—আহূত, অনাহূত, ররাহূত সকলকেই অন্নকূটের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দীন-দুঃখী, দরিদ্রগণও ইহা হইতে বাদ যায় নাই। সকলেই শ্রীঅন্নকূট দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছেন। কিঞ্চিদধিক দুইশত প্রকার বিচিত্রভোগ নিবেদন

করা হয়। পাঠকবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য পরে তাহার তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। —প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ

বিরহে আলোচ্য বিষয়

২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর, শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-দিবসে শিষ্যের কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির হওয়া আবশ্যক। স্মার্ত্ত-বিধানের ক্রিয়া-কলাপ বৈষ্ণব-রীতি অনুসারে যতদূর যাহা করা প্রয়োজন, তাহা সকলেই অবশ্য করিবেন ও করিয়া থাকেন। আমরা বর্ত্তমানে সে বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টের কথা সকলকেই স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ এই দুর্ভাগার বিরহ-তিথির কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে যে বিষয়টী সর্ব্বতোভাবে জাগরূক হইতেছে, তাহারই দুই একটী কথা আর্ত্তি-নিবেদনস্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছি। সাধারণতঃ বিরহে সান্ত্বনার আবশ্যক। বিরহ-ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনা পাইলে সঞ্জীবিত থাকে। নচেৎ পুনঃ পুনঃ বিরহ-যাতনা তাহাকে দশম-দশায় উপনীত করায়। যিনি যতটা পরিমাণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসক্তচিত্ত ছিলেন, তিনি ততটুকুই তাঁহার বিরহ অনুভব করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা লীলা

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের দুরবস্থা এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রতি আঘাত না করিয়া সকলের স্বাভাবিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিক্ষাভিমানিকে কৃপা করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া শ্রীগুরুদেবের অসমোর্দ্ধ দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে চির-বিক্রীত হইতেছি। যাহারা একান্তই বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক, শ্রীগুরুদেব তাহাদিগকে কি করিতে পারেন? স্বতন্ত্রতায় হাত দিলে জৈব-সত্তার প্রতি কশাঘাত করা হয়। ইহা ভগবদিচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং ভগবৎ-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদিচ্ছার বিরোধ অস্বাভাবিক। তথাপি বঞ্চনাদ্বারাও অনুগতজনকে কৃপা করিয়া তিনি 'কৃপা-বারিধি' নামের সার্থকতা করিয়াছেন। এইরূপ বঞ্চনার গূঢ়-রহস্য অনুধাবন করিবে কে? পার্থিব-বস্তুর ভোগবাসনায় প্রমত্ত আমাদের হৃদয়ের গতিরোধ করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়—"বঞ্চয়েৎ দ্রবিণাদিভিঃ।"

শ্রীগুরুদেবের অর্থে ও দ্রব্যে আমাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তিকে আজ তাঁহার বিরহাগ্নিতে ভস্মীভূত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তিনি আমাদের প্রচুর দ্রবিণাদি দ্বারা কৃপা করিয়াছেন। আজ তাঁহার অপ্রকটে তাহা লাভের ব্যাঘাত হওয়ায় বিরহ-যাতনা অধিক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। এইরূপ বিরহ অপেক্ষা 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের যে শিক্ষা দান করিতেন, সেই শিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।' এইরূপ অভাব অনুভূতি উন্নততর বিরহ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমহংস্য উক্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া প্রচুর প্রতিষ্ঠায় বিভূষিত করিয়া আমাকে সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাসূচক উৎসাহ-বাণী আমার মানস-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর হওয়ায়, দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার ঐরূপ বাণী আকঙ্ক্ষা করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইয়াছি। শুধু তাহাই নহে, মূঢ় মন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই বঞ্চনামূলক উৎসাহ-বাণীর উদ্দিষ্ট-বস্তু বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করিয়া দম্ভের চরম সীমায় পৌছিয়াছে। ইহাতে আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—"তৃণাদপি" শ্লোকের সমাধি দান করিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য মুক্ত-স্বরূপে "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে"—বাক্যের সার্থকতা নিত্য বর্ত্তমান। 'যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী'—শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইহা স্বভাব। তজ্জন্য আমাদের ন্যায় পূতিগন্ধময় পার্থিব-জগতের যাবতীয় আবর্জ্জনযুক্ত নদী-নালা মহাভাগবতের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র কালিন্দীস্বরূপ দৃষ্ট হইলেও আমরা তাহাকে কালিন্দী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার হৃদয়ের ময়লা আমি সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত আছি। যে-কোন শৈলই গিরি গোবর্দ্ধন নহে। আমার দম্ভ-রূপ অত্যুচ্চ প্রস্তরসদৃশ শৈলকে মহাভাগবত গোবর্দ্ধন দর্শন করিলেও আমার পক্ষে তাহা গোবর্দ্ধন নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রচুর প্রশংসা করিয়া আমার উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আমি তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া তাহাতেই স্ফীত হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট উহার দাবী করিতেছি। তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই স্তব-স্তুতি-মূলক বাক্য শ্রবণ করিয়া মনরূপ ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণ হইতেছে না ভাবিয়া বিরহ অনুভব করিতেছি। কিন্তু আজ শ্রীল প্রভুপাদের ভূ-কম্পিত কঠোর বজ্র-গম্ভীর শিক্ষা-বাক্যসমূহ স্মরণ করিয়া আমার দম্ভশৈলের বিনাশসাধন করাই বিরহ-দিবসের কর্ত্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসার

শ্রীল প্রভুপাদ সিংহ-স্বরে বজ্রদণ্ডে হৃৎকম্প-ভাষায় আমাদিগকে যে-সমস্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী প্রধান শিক্ষা আজ আমার হৃদয়ে জাগরূক হইতেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দৈবের কথা চিন্তা করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য সাধন-মার্গের উন্নততম শিক্ষাসমূহের তাঁহার অন্যতম শিক্ষা—সাধু-বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা। ভজন বলিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। ইহাই শ্রীরূপ-রঘুনাথের শিক্ষা। গোপনে তথাকথিত নির্জ্জনে বসিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাকে কখনই ভজন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শিক্ষা দেন নাই। ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ প্রতিষ্ঠাকামী অলস ব্যক্তিসকল ভজন কাহাকে বলে জানিতে না পারিয়া, হরিনামের পরিবর্ত্তে অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহের কোণে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় 'কাছি টানাকে'ই হরিনাম বলিয়া মনে করিয়া অধঃপতিত হইতেছে। কৃষ্ণ-শক্তির অভাবহেতু দুর্ব্বলতাবশে অলস ব্যক্তিসকল কৃষ্ণসেবা-তৎপর গুরুদাস্যকে কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-দিবসে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে। কর্ম্ম ও ভক্তির তারতম্য তাহারা বুঝিতে পারে না। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা যদি কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পক্ষাঘাত হওয়াই কি ভগবদ্ভক্তি? আজ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত প্রতিষ্ঠাকামী জীবসমূহেব গুরুদ্রোহীতার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ 'নির্জ্জন' বলিতে দুর্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগ ও সজ্জনসঙ্গ গ্রহণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'নির্জ্জন' শব্দের যে-কোন অর্থই শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রার্থনা—আপনারা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ না করিয়া অনুকূলভাবেই তাঁহার মনোভীষ্টের সহায়ক হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মঙ্গল বিধানার্থ তাঁহার যে মনোভীষ্ট উপদেশ-গীতি সংরক্ষণ করিয়াছেন, আজ সেই গীতিটীই এই বিরহ-তিথি বাসরে আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক। (ক্রমশঃ)

পরিপ্রশ্নমূলক পত্রদ্বয়

(১) মোক্তার মহাশয়ের পত্র

Sewri, 4th August, '49.

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন—

পরম পূজনীয় শ্রীল কেশব মহারাজ! আপনার প্রেরিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা-খানি পাঠ করিয়া পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছি। এইরূপ জগন্মঙ্গল-কারিণী শ্রীপত্রিকা জগতে দুর্ল্লভ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ্য, সন্দেহ নাই। 'উত্তমাভক্তি' প্রবন্ধটী যে-সংখ্যায় বাহির হইয়াছে তাহা আমি পাই নাই। দয়া করিয়া পাঠাইতে প্রার্থনা।

স্মার্ত্তগণের মতে **অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী** করণীয় হইলেও তাহা **অশাস্ত্রীয় এবং তৎপরদিন একাদশী করা বিধি**—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত, এই কথা শুনিয়াছি। এ সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্র-বিচার আপনার শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিলে আমরা সকলেই উপকৃত ও সুখী হইব। আশা করি কৃপা করিয়া আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আপনি আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করি-বেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

কৃপাভিক্ষু—শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (মোক্তার),
সিউরী (বীরভূম)।

(২) অধিকারী মহাশয়ের পত্র

প্রপূজ্য শ্রীপাদ কেশব মহারাজ,—

আপনার প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কয়েক সংখ্যা এই বালিয়াটী মঠে দেখিলাম। আপনি কৃপা করিয়া আমার নিম্নলিখিত এই প্রশ্ন কয়টীর উত্তর শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। প্রকাশিত পত্রিকার এক সংখ্যা বালিয়াটী মঠে পাঠাইলে আমি দেখিতে পারিব। নিবেদন ইতি—

প্রশ্ন ঃ—১। গুরুকরণের প্রয়োজন কি?

২। গুরুকরণ না করিলে জীবের কি ক্ষতি হয়?

৩। গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেই বা দোষ কি?

৪। স্ত্রী-গুরু ও পুরুষ-গুরুর মধ্যে তারতম্য আছে কিনা?

৫। কুলগুরু পরিত্যাগ করিলে কি হয়?

শ্রীগৌড়ীয় সেবক—শ্রীবিনোদবিহারী অধিকারী,
গ্রাম—বালিয়াটী (ঢাকা)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয় পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ১০ মাধব, ৪৬৩ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৫৬ ; ইং ১৪।১।৫০ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্

(ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্)

হা হা ভক্তিবিনোদঠক্কুর! গুরো! দ্বাবিংশতিস্তে সমা
দীর্ঘাদ্দুঃখভরাদশেষবিরহাদ্দুঃস্থীকৃতা ভূরিয়ম্।
জীবানাং বহুজন্মপুণ্যনিবহাকৃষ্টো মহীমণ্ডলে
আবির্ভাবকৃপাং চকার চ ভবান্ শ্রীগৌরশক্তিঃ স্বয়ম্॥১॥

দীনোঽহং চিরদুষ্কৃতির্নহি ভবৎপাদাব্জধূলিকণা-
স্নানানন্দনিধিং প্রপন্নশুভদং লব্ধুং সমর্থোঽভবম্।
কিন্ত্বৌদার্য্যগুণাত্তবাতিযশসঃ কারুণ্যশক্তিঃ স্বয়ম্
শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভোঃ প্রকটিতা বিশ্বং সমন্বগ্রহীৎ ॥২॥

হে দেব! স্তবনে তবাখিলগুণানাং তে বিরিঞ্চাদয়ো
দেবা ব্যর্থমনোরথাঃ কিমু বয়ং মর্ত্ত্যাধমাঃ কুর্ম্মহে।
এতন্নো বিবুধৈঃ কদাপ্যতিশয়ালঙ্কার ইত্যুচ্যতাং
শাস্ত্রেষ্বেব 'ন পারয়েঽহ'মিতি যদ্গীতং মুকুন্দেন তৎ ॥৩॥

ধর্ম্মশ্চর্ম্মগতোঽজ্ঞতৈব সততা যোগশ্চ ভোগাত্মকো
জ্ঞানে শূন্যগতির্জপেন তপসা খ্যাতির্জিঘাংসৈব চ।
দানে দাম্ভিকতাঽনুরাগভজনে দুষ্টাপচারো যদা
বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বিভেদ হি তদা ধাত্রা ভবান্ প্রেষিতঃ ॥৪॥

বিশ্বেঽস্মিন্ কিরণৈর্যথা হিমকরঃ সঞ্জীবয়ন্নোষধী-
র্নক্ষত্রাণি চ রঞ্জয়ন্নিজসুধাং বিস্তারয়ন্ রাজতে।
সচ্ছাস্ত্রাণি চ তোষয়ন্ বুধগণং সম্মোদয়ংস্তে তথা
নূনং ভূমিতলে শুভোদয় ইতি হ্লাদো বহুঃ সাত্বতাম্ ॥৫॥

লোকানাং হিতকাম্যয়া ভগবতো ভক্তিপ্রচারস্ত্বয়া
গ্রন্থানাং রচনৈঃ সতামভিমতৈর্নানাবিধৈর্দর্শিতঃ।
আচার্য্যৈঃ কৃতপূর্ব্বমেব কিল তদ্রামানুজাদ্যৈর্বুধৈঃ
প্রেমাম্ভোনিধিবিগ্রহস্য ভবতো মাহাত্ম্যসীমা ন তৎ ॥৬॥

যদ্ধাম্নঃ খলু ধাম চৈব নিগমে ব্রহ্মেতি সংজ্ঞায়তে
যস্যাংশস্য কলৈব দুঃখনিকরৈর্যোগেশ্বরৈর্মৃগ্যতে।
বৈকুণ্ঠে পরমুক্তভৃঙ্গচরণো নারায়ণো যঃ স্বয়ম্
তস্যাংশী ভগবান্ স্বয়ং রসবপুঃ কৃষ্ণো ভবান্ তৎপ্রদঃ ॥৭॥

সর্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাৎপরপুরে গোলোক-বৃন্দাবনে
চিল্লীলারসরঙ্গিনী পরিবৃতা সা রাধিকা শ্রীহরেঃ।
বাৎসল্যাদিরসৈশ্চ সেবিত-তনোর্মাধুর্য্যসেবাসুখং
নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ধামসেবাপ্রদঃ ॥৮॥

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্ ॥৯॥

ক্বাহং মন্দমতিস্ত্বতীবপতিতঃ ক্ব ত্বং জগৎপাবনঃ
ভো স্বামিন্ কৃপয়াপরাধনিচয়ো নূনং ত্বয়া ক্ষম্যতাম্।
যাচেঽহং করুণানিধে! বরমিমং পাদাব্জমূলে ভবৎ-
সর্ব্বস্বাবধি-রাধিকা-দয়িত-দাসানাং গণে গণ্যতাম্ ॥১০॥

শ্রীভক্তিবিনোদবিরহদশকের অনুবাদ

হা হা! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর! হে পরমগুরো! এই দ্বাবিংশবর্ষকাল দীর্ঘদুঃখময় আপন অপরিসীম বিরহে এই পৃথিবী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। জীবগণের বহুজন্ম-সুকৃতিপুঞ্জদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরশক্তি আপনি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১॥

আমি দীন ও অতি দুষ্কৃতি, তজ্জন্যই আর পাদপদ্মধূলিকণায় স্নানানন্দরূপ প্রপন্নমঙ্গলপ্রদ নিধিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু আপনার উদারতাগুণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি স্বয়ং মহাযশা আপন হইতে প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বকে অনুগ্রহ দান করিলেন (অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় আমি তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম) ॥২॥

হে দেব! আপনার নিখিল গুণরাশির (সুষ্ঠুভাবে) স্তব করিতে যখন সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও ব্যর্থমনোরথ হন, তখন অধম মনুষ্যমাত্র আমাদের কা কথা। এই উক্তিকে পণ্ডিতগণ কখনও অতিশয়ালঙ্কার বলিবেন না। কারণ ভগবান্

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই (তোমাদের ভক্তির প্রতিদান দিতে) "আমি পারি না" বলিয়া শাস্ত্রসমূহে সেই প্রসিদ্ধ গান গাহিয়াছেন ॥৩॥

যে সময়ে ধর্ম্ম চর্ম্মবিচারময়, অজ্ঞতাই সাধুতা এবং যোগ ভোগাভিসন্ধি-মূলক—যখন জ্ঞানানুশীলনে শূন্যমাত্র গতি এবং জপ ও তপস্যার যশঃ ও পরহিংসাই অন্বেষণের বিষয়—যখন দানে দাম্ভিকতার অনুশীলন এবং অনুরাগ ভক্তির নামে ঘোরতর পাপাচার প্রভৃতি বিচার বুদ্ধিমান্ জনগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বিধাতাকর্ত্তৃক আপনি প্রেরিত হইলেন ॥৪॥

এই বিশ্বে হিমকর চন্দ্র যেরূপ কিরণসমূহ দ্বারা ওষধি সকলকে সঞ্জীবিত ও তারাগণকে রঞ্জিত করিয়া নিজ জ্যোৎস্নামৃত বিস্তার করিতে করিতে শোভা পাইতে থাকেন, তদ্রূপ শুদ্ধ শাস্ত্রসমূহের (অনুশীলনদ্বারা) তোষণ এবং পণ্ডিত গণের (শ্রৌত সিদ্ধান্তদ্বারা) পূর্ণানন্দ বিধান করিয়া নিশ্চিতই এই পৃথিবীতে আপনার শুভোদয়। ইহাতে সাত্বতগণের সুখের সীমা নাই ॥৫॥

লোকসমূহের কল্যাণার্থে আপনি বহু গ্রন্থের রচনা দ্বারা এবং সাধুসম্মত নানাবিধ উপায়ে শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ প্রভৃতি মনীষিগণ ও অন্যান্য অনেক আচার্য্যও এই প্রকার কার্য্য পূর্ব্বকালে করিয়াছেন, এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু প্রেমামৃত-মূর্ত্তিস্বরূপ আপনার মাহাত্ম্যসীমা তাহাতেই (আবদ্ধ) নয় ॥৬॥

যাঁহার চিদ্ধামের জ্যোতির্মাত্র 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় বেদে সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশাংশের অংশমাত্র যোগেশ্বরগণ বহুদুঃখ স্বীকার করিয়া অন্বেষণ করেন, পরমমুক্তকুল যাঁহার পাদপদ্মে মধুকরস্বরূপে শোভমান, সেই পরব্যোমনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণেরও যিনি অংশী স্বয়ং ভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাকেই আপনি প্রদান করেন ॥৭॥

সর্ব্বপ্রকারে অচিন্ত্য গুণময় পরব্যোমের পরমোচ্চ প্রদেশে গোলোক নামক শ্রীবৃন্দাবনধামে, যেখানে সখীজনে পরিবৃত হইয়া সেই চিন্ময়লীলারস-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা বাৎসল্যাদি-রসচতুষ্টয়সেবিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যরসময় সেবাসুখ নিত্যকাল পরমানন্দের সহিত বিস্তার করিতেছেন, আপনি সেই ধামের সেবা প্রদান করিতে পারেন ॥৮॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের অনুজ্ঞালব্ধ শ্রীস্বরূপ দামোদর যাহার মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যাহা পরিবেশন করিতেছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যাহা আস্বাদন ও সমৃদ্ধ করিতেছেন,

শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহা (দূর হইতে) সম্মান করিতেছেন—অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যারসামৃত—তাহাও দান করিতে আপনি সমর্থ ॥৯॥

কোথায় আমি মন্দমতি, অতি পতিতজন, আর কোথায় আপনি জগৎ-পাবন মহাজন! হে প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক (এই স্তবকারী) আমার অপরাধ সমূহ আপনি নিশ্চিতই ক্ষমা করিবেন। হে করুণাসাগর! আপনার পাদপদ্ম-মূলে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস-গোষ্ঠীমধ্যে আমাকে গণনা করিয়া কৃতার্থ করুন ॥১০॥

শ্রীমধ্বমুনি চরিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃষ্ঠার পর)

মধ্বাচার্য্য ঋতুরাজ বসন্তের অবতার নহেন

আদিত্যপুরাণ নামে এক উপপুরাণের মধ্যে ৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়ে কোন বৈষ্ণব-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী স্বীয় ষড়্‌রিপুর চাঞ্চল্যে মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়া নিজ ঘৃণিত স্বার্থের পরিপোষণ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ঋতুরাজ বসন্তের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠ-বায়ুর অবতার

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন মত আমরা দেখিতে পাই যে, বৈকুণ্ঠ-ধাম এবং গোলোক-ধাম উভয় নিত্যাশ্রয়ই বায়ু কর্ত্তৃক ধৃত আছে। যেমন দেবীধামে বায়ু মরুতাখ্য দেব বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠ-ধারণ সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, জড়ের বায়ু বা দেবলোকের মরুদ্দেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহে।

বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরা-মৃত্যুহরং পরং।
বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্ ॥
ন বর্ণনীয়ং কবিভির্বিচিত্রং রত্ননির্ম্মিতম্।

গোলোক বিষয়ে "ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোঽগম্যং" এবং "বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ-ধারণ-

সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমাধ্বগণ বলেন—তাঁহাদের আচার্য্যপাদ বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমধ্বকে প্রাণনাথ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

দেবগণের প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণের আদেশে বায়ুদেব মধ্বের অবির্ভাব

তুলুব ও অন্যান্য প্রদেশে যে-কালে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী শঙ্কর মতাবলম্বিগণ এবং শৈবসমূহ, ভাগবত-সম্প্রদায়ের গর্হণে ব্যস্ত ছিল, তদ্দর্শনে বিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া-কলাপে উপদ্রুত অধিবাসিবর্গের মঙ্গলের জন্য শ্রীনারায়ণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠ-ধারক প্রাণনাথ বায়ুদেব তুলুবদেশে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্যাসানুচর মধ্ব দ্বাপরে ভীম, ত্রেতায় হনুমদ্দেহ-ধারী

ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠপতির সহচর হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধারক হনুমদ্দেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্বারকাধীশের সহচর হইয়া সেই মরুদ্দেব ভীমরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন। আবার কলিতে বিষ্ণুর অবতার শ্রীব্যাসদেবের অনুচর হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য-রূপে সেবা করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল বিচারে বিভিন্ন মতবাদ

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল বিচার সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। এই কাল বিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্ব্বাগ্রে ছয়টী মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীভাণ্ডারকার ও শ্রীপদ্মনাভাচার্য্যের মত

(১) শ্রীভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্ব মঠ তালিকা এবং বায়ুপুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন—বার্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠতালিকার গণনাদ্বারা অনুমান-ক্রমে শক-বর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে।

অদমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উড়ুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বান পূর্ব্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থ—মাঘী শুক্লা সপ্তমী বিলম্বী বর্ষে আচার্য্যের জন্ম, আবার অন্য শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়াদশমীতে জন্ম হয়।

'সৎকথা' নামক গ্রন্থের মত

(২) উড়ুপীস্থ অষ্ট মঠস্বামিগণের এবং উত্তরাদী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠ-তালিকা। 'সৎকথা' নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও স্বামিরাও-লিখিত গ্রন্থ, যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, সেই

তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয় কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমাধ্বপণ্ডিতগণ এই তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন নাই।

মধ্ব-প্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থের মত

(৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব ত্বয়ি কৃষ্ণত্বমাগতে।
শেষা যাস্যন্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে
গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে ॥১০০॥ (তাঃ নিঃ ৯ম অধ্যায়)
চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণান্ত কলৌ পৃথিব্যাং।
জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ ॥১৩১॥
(তাঃ নিঃ ৩২শ অধ্যায়)

মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে-কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কল্যব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্বারিংশকলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়কাল—এরূপ কথার নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাঁহার জন্ম হয়—একথা ভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্বমঠ তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায়, পরমঠ তালিকার নিরূপিত শক ও স্মৃত্যর্থসাগর-লিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয়পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণদেশে বার্হস্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ-ক্যানারা-জিলা-ম্যানুয়েল-গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক উড়ুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই।

শ্রীগোপীনাথরাও এবং উদ্ধবাচার্য্যের মত

(৪) শ্রীমচ্ছলারি স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও "দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণাখণ্ডে" শ্রীমধ্বের উদয়কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন,—

কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রামানুজং তথা।
শকে হ্যেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দে সহস্রকে ॥
নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃ সম্মতস্থাপনায় চ।
একাদশশতে শাকে বিংশত্যষ্টযুগে গতে ॥

কৃষ্ণাতীরস্থ বাইক্ষেত্র নিবাসী বালাচার্য্য তনুজ উদ্ধবাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ-প্রণীত সর্ব্বমূল গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"উৎসন্নাম্নায়ং পুনর্নিরূপয়িতুং রৌপ্যপীঠে সুপীঠে মধ্যগেহ সুগেহে আবিরাস ভগবান্ দশশততমশকশতকে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ। উক্তমেতচ্ছলারি নৃসিংহাচার্য্য-কৃত-স্মৃত্যর্থসাগরে।" নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব কাল।

প্রস্তর-ফলক-ত্রয় ও অধ্যাপক কিলহর্ণের মত

(৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তর ফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিকেল বিভাগ কর্ত্তৃক যেরূপভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্বামী কলিঙ্গ রাজ্যের শিশুরাজের অভিভাবক থাকিয়া নানাপ্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। পুরুষোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দ তীর্থের নিকট নরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন। আনন্দতীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ডদ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দতীর্থের বাক্য বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎপাদপদ্মদানে সক্ষম। এই শিলালিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ, ১২৮১ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। কূর্ম্মাচল, চিকাকোলে এবং সিংহাচল নৃসিংহ-মন্দিরে ফলকদ্বয়ও নরহরি তীর্থের তথায় অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিদ্যারণ্য, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ ও বেদান্ত দেশিক সমসাময়িক

(৬) বিদ্যারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গগিরি মঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীমাধ্ব চতুর্থ শিষ্য অক্ষোভ্যের সমসাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানীমক্ষোভ্য মুনিরচ্ছিনৎ ॥

আবার বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর

রাজের অনুরোধে বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার-মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্তদেশিক বৈভবপ্রকাশিকা গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ-বিজয়ে জয়তীর্থের সহিত বিদ্যারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যারণ্য জয়তীর্থ, অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক একই সময়ের ব্যক্তি।

উল্লিখিত ছয়টী মতের সংক্ষেপ ও সার

উপরিউক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে—

(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে জন্ম।

(২) শকাব্দা ১০৪০।

(৩) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে।

(৪) শকাব্দা ১১০০।

(৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্ব্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর ফলকত্রয় প্রমাণ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায় যে, বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

উক্ত মতবাদিগণের পরস্পর বিরোধ

ইতিহাস প্রমাণ, এই প্রমাণের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে :—

প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকলগুলিরই পোষণ করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণগুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়।

তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহ বিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

মধ্বের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাবতীয় মতের সমালোচনা

এই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির কিরূপ আক্রমণযোগ্য, তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তরফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বমঠ তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, স্মৃত্যর্থসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিলিখিত শকের সহ পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত কালের সহ পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তরফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না।

শ্রীমধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থে কাল বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, অথবা অর্থান্তর যোগ্যতাক্রমে ৪৩০০ কল্যব্দ লোক-কথিত বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কালবিষয়ে সূক্ষ্মতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

স্মৃত্যর্থসাগর রচনাকালে লোক-মুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বজন্মকাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইতিহাসের সহ সামঞ্জস্যাভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তরফলক পরে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায়, প্রস্তর ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর-ফলক-প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ঐতিহ্য সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না।

১১৬০ শকাব্দেই মধ্বের প্রকৃত জন্ম

যাহা হউক, প্রমাণগুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তি সত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ-তালিকা বা স্মৃত্যর্থসাগরের বিরোধী হইলেও অন্য চারিপ্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে। পক্ষান্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে। অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব-লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক। ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির ১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির নিকট গৃহীত-সন্ন্যাস অক্ষোভ্যতীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত দেশিকের সম-সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

কলি

কলি সকল উৎপাতের কারণ

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজং।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গভীর অর্থপূর্ণ বচনটী পাঠ করিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ আমরা বুঝিতে পারি। সম্প্রদায়-দীক্ষা লাভ করিয়া আমরা অর্চ্চন-মার্গে প্রবেশ করিয়াও প্রেমলাভ করি না। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও আমাদের বিশুদ্ধ কৃষ্ণমতি জন্মে না। অনেক ব্রতাদি আচরণ করিয়াও আমরা নির্ম্মল ভক্তি লাভ করি না। **গোস্বামি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না।** অভ্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার উপাসনা করিতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্যোপাসনা পাষণ্ড-মত

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত উপাস্য দেবতার উপাস্য এবং জগতের পরম গুরু। কৃষ্ণোপাসনা সকল জীবের সার্ব্বকালিক কর্ত্তব্য হইলেও জীবসকল কলিকালে পাষণ্ড-মত ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে প্রায় ভুলিয়া থাকে এবং তৎপ্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ধর্ম্ম আচরণ করে না। এই শ্লোকের অর্থ আবার আর এক শ্লোকে রূপান্তরে কথিত হইয়াছে। যথা,—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৪)

সংসারী জীব সর্ব্বদা ম্রিয়মান ও দুঃখে আতুর। যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম পতিত, স্খলিত বা বিকল হইয়া উচ্চারণ করিলে সেই ম্রিয়মান জীব সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন, হায়! কলিকালে তাঁহারা সেই পুরুষের নাম যজন-রূপ একমাত্র যজ্ঞে তাঁহাকে উপাসনা করেন না।

নাম-কীর্ত্তনই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু

মূল তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মই জীবের বন্ধন। সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন একমাত্র উপায়। কেবল জ্ঞানই জীবের গতি নয়, কিন্তু ভক্তিই জীবের উত্তমা গতি। কলি এরূপ অধর্ম্ম-বন্ধু ও জীব-শত্রু যে, তাহার এই নির্দ্দিষ্ট কালে জীবকে সঙ্কীর্ত্তনরূপ নির্ম্মল ধর্ম্মে স্থির হইতে দেয় না। সঙ্কীর্ত্তনকে কলির একমাত্র ঔষধ বলিয়া বলিয়াছেন। যথা,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র হইলেও কলিকালে একটী মহাগুণ আছে অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলে সহসা জীব মুক্তসঙ্গ হইয়া পরা-ভক্তিকে লাভ করেন।

এখন দেখ ভাই! শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীব কলিতে কেবল কীর্ত্তন করিবেন, আবার বলিয়াছেন যে, কলিতে জীব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা প্রায়ই করে না। ইহার হেতু কি?

বাসনাজাত চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত ও কর্ম্মের বশ

মনুষ্যের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন বিষয়-বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে, কিন্তু চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত থাকিয়া প্রেয়ঃ বিষয়ে ধাবমান হয়, বিবেককে স্থির

হইতে দেয় না। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়া এবং সল্লোকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারেন যে, মদ্যপান ও মাংস ভোজন করা মন্দ, কিন্তু লালসা-ক্রমে ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন না। শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন যে, হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই; তথাপি সামান্য কর্ম্ম-মীমাংসার বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া থাকেন। প্রাক্তনীয় ও আধুনিক বাসনা হইতেই চিত্ত-প্রবৃত্তির জন্ম হয়।

সাধুসঙ্গ ও নামে রুচি হইতেই চিত্ত-সংযম হয়, যুক্তিদ্বারা নহে

বহুতর সৎসঙ্গ ও সদালোচনা ব্যতীত চিত্ত-প্রবৃত্তির বল কম হয় না। কেবল যুক্তি-জনিত বিবেক কিছুই করিতে পারে না। অতএব ভক্তি-মীমাংসকগণ লিখিয়াছেন, যে—

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩২)

যে জীবের হরিনামে স্বল্পা রুচি অর্থাৎ চিত্ত-প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই জীবের ভক্তি হয়। কেবল যুক্তিদ্বারা কখনই ভক্তি হয় না। বেদে কেবল যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিহত-জীবের হরিনামে রুচি সহজে হয় না। বিবেকদ্বারা তাঁহারা শুনিয়া থাকেন, যে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয় ৩৮।১২৬)

কলিতে ধর্ম্মের নামে পাপাচার ও কপটতা

যখন চিত্ত-প্রবৃত্তি বেশ্যালয়ে বা মদ্যে বা সুবর্ণ প্রয়াসে টানিয়া লয়, তখন কলি-হত-জীব কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ চরিত্রের দোষ বাঁচাইতে গিয়া নানা পথ অবলম্বন করে। যুক্তিদ্বারা দেখাইতে থাকে যে, কিয়ৎ পরিমাণ মদ্য ও মাংস ভোজন না করিলে মনুষ্যের বল রক্ষা হয় না। বেশ্যা গমন ইত্যাদি যে মানবের আবশ্যক-পাপকার্য্য, তাহা নানা ভঙ্গীতে বলিতে থাকে। কপট ভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম কীর্ত্তন যে ভাল কর্ম্ম তাহা দেখাইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপনিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী কপট পন্থা বাহির করে। নাস্তিকগণ শূন্যের বা শূন্যপ্রায় কল্পিত-ব্রহ্মের

প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে এই প্রকার কপট ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উঁহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা কপট বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছেন।

কলির অধিকার ও স্থান-নির্ণয়

কলিই এই সমস্ত উৎপাতের মূল। কলির অধিকার বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা চলিতে পারেন, তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন। আমরা নিজ নিজ উপকারের জন্য কলির অধিকার বিচার করিয়া দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে—কোন সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মবলে কলিকে নিগ্রহ করিলে কলি তাঁহার নিকট কোনও একটী স্থান যাচ্ঞা করিল। পরীক্ষিৎ কহিলেন—ওরে অধর্ম্মবন্ধো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে অন্য কোন স্থান পাইবে না। চারিটী অধর্ম্ম স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৮)

কলির প্রার্থনামতে তাহাকে রাজা চারিটী স্থান অর্পণ করিলেন। দ্যূতক্রীড়া, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ—এই চারিটী যথায় ঘটে, সেই স্থান কলিকে দিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

একত্রাবস্থান যাচ্ঞা করায় রাজা তাহাকে স্বর্ণ; পরে অসত্য ব্যবহার,—মদ, কাম, রজ ও বৈর—এই কয়েকটীও দান করিলেন।

কলি-পঞ্চক ও তাহার স্থান-চতুষ্টয়

এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। যদি কলি হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে বাঞ্ছা থাকে, তবে দ্যূতক্রীড়া-স্থান, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও পশুবধ হইতে নিরস্ত থাকা আবশ্যক। সর্ব্বত্রই সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন। সেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর বিরাজমান। উক্ত চারিটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ আলোচিত হইলে বিষয়টী বিশদ হইবে।

(১) দ্যূত-ক্রীড়া—কলির স্থান

আদৌ দ্যূতক্রীড়া স্থানের বিচার হউক। অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যেস্থলে হয়, তাহাই দ্যূতক্রীড়া স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দীরূপ যত প্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সব স্থানকে দ্যূতক্রীড়া স্থান বলা যায়। অধুনাতন

লটারি-গৃহকেও দ্যূতক্রীড়ার স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনী প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যূতক্রীড়া স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায় দ্বারা অর্থলাভ জন্য বিষম কলহ ও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে, সে-সব স্থানে অনেকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ই নাশ হইতেছে। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহপ্রিয়তা লাভ করে। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পারে না। কলি যে দ্যূতক্রীড়া স্থানে বাস করে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? পথে যাইতে যাইতে আমরা অনেক বিপণী দেখিতে পাই—যেখানে কতক গুলি মানব মিলিত হইয়া তাস, শতরঞ্চ ও পাশা ক্রীড়া করিতে থাকে। সেই সব বিপণীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়ে। ক্রীড়াপ্রিয় বিপণীপতি ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; ক্রমে ক্রমে ক্রেতার সংখ্যা লাঘব হইয়া যায় এবং অল্প কালের মধ্যে বিপণী নষ্ট হয়। কখন কখন চৌরগণ বিপণীপতির ক্রীড়া-শক্তি দেখিয়া বিপণীর দ্রব্য অপহরণ করে। বিপণীপতির সহিত যাহারা খেলিতে আইসে, তাহারা বিপণীর দ্রব্য যোগেযাগে স্থানান্তরিত করিয়া বিপণীপতিকে উৎসন্ন করে। ভাই দেখ, দ্যূতক্রীড়া কি ভয়ানক! অনেক ভদ্রলোক অসৎসঙ্গে পীড়িত হইয়া ক্রীড়া-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অসৎ হইয়া যায়। এইজন্য দাস-গোস্বামীর খুড়া কালীদাস মহাশয় অসৎজনের অনুনয়ে ক্রীড়া করিতে বসিয়া নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ দ্বারা আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিতেন। যিনি উত্তম, ধার্ম্মিক বা ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অবশ্যই দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবেন।

(২) পান—কলির স্থান

এখন পানরূপ কলির স্থানটী বিচার করা যাউক। আসব মাত্রই পান। পান কোনস্থলে দ্রব জলীয়, কোনস্থানে ধূম্রাকার। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—

পর্ণপুগৌ তাম্রকূটস্তরিতা মদিরা সুরা।
ব্রতবিধ্বংশিনো হ্যেতে বলিনশ্চোত্তরোত্তরাঃ॥

নাগবল্ল্যা প্রবর্দ্ধন্তে বিলাসেপ্সাঃ সুদুর্জ্জয়াঃ।
গুবাকেন সদা চিত্তচাঞ্চল্যং পরিলক্ষ্যতে॥

তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো জাড্যং বৈমুখ্যমেবহি।
তরিতা সেবনাদ্বুদ্ধিনাশঃ কিল ভবিষ্যতি॥

অহিফেনং ধূম্রপানং মদ্রিকা চাষ্টসংখ্যকা।
স্বল্পকালে প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিপদাংশ্চ চতুষ্পদান্॥
এতে চোপাধয়ঃ শশ্বৎ বহির্ম্মুখেষু কল্পিতাঃ।
দুর্ব্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তিনিবৃত্তয়ে॥

পর্ণ (তাম্বূল), গুবাক, তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা—এই সকল আসব ব্রতধ্বংশকারী। ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্। পর্ণ সেবনে সুদুর্জ্জয় বিলাসেপ্সা বৃদ্ধি হয়। গুবাক দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্য উদয় হয়। তাম্রকূটের দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা সেবনে বুদ্ধি নাশ হয়। অহিফেন, ধূম্রপান ও অষ্টপ্রকার মদ্রিকা অল্পকালের মধ্যে দ্বিপদগণকে চতুষ্পাদ তুল্য করিয়া ফেলে। এই উপাধিসকল বহির্ম্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত কলি সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে যথা,—

সংবিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসং তারিকা তরিতা তথা।
ইত্যষ্টৌসিদ্ধিদ্রব্যাণি ভক্তিহ্রাসকরাণি বৈ।
স্বকার্য্যসিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কল্পিতানি হি॥

ভাং, কালকূট, তামাক, ধুস্তুর, আফিং, খর্জ্জুর রস, তাড়ি ও গাঁজা—এই আটটী সিদ্ধি দ্রব্য। স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কল্পনা করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে মদিরা বিষয়ে,—

মাধ্বিকমৈক্ষবং দ্রাক্ষ্যং তালখর্জ্জুরপানসং।
মৈরয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মাধুকং নারিকেলজং।
মুখ্যমন্নবিকারোত্থ মদ্যং দ্বাদশধা স্মৃতম্॥

মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষ্য, তাল, খর্জ্জুর, পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজলজাত ও অন্নজাত—এই প্রকার দ্বাদশ প্রকার মদ্য। মূল শ্লোকে পান শব্দের অর্থে স্বামী লিখিয়াছেন—'পানং মদ্যাদিঃ।' মদ্যাদি শব্দে এই সমস্ত আসবকে বুঝিতে হইবে। তাম্বূল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নবিকার পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রতনাশক মদ্য। যিনি ধর্ম্ম বাসনা করেন, তিনি অবশ্য এই সকল আসব হইতে পৃথক্ থাকিবেন। আসব সেবন দ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার হয়—এরূপ কথা কেবল আসব-পরতন্ত্র লোকের আত্মরক্ষা বাক্যমাত্র।

(৩) স্ত্রী—কলির স্থান

এখন স্ত্রী শব্দের বিচার করা যাউক। স্ত্রী শব্দে ধর্ম্ম-পত্নী এবং অধর্ম্মপত্নী উভয়কেই বুঝায় বটে। এস্থলে ধর্ম্ম-পত্নীর কথা নয়, কেননা শাস্ত্রমতে,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। (উদ্বাহ-তত্ত্ব)

ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত বর্ত্তমান হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চতম পুরুষার্থ-রূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন—ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহায়তায় জীবন নির্ব্বাহ করিলে কলিদোষ লাগে না। **যেস্থলে পুরুষ স্ত্রৈণভাবে আপনার পত্নীর বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, সেইখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান।** ধর্ম্ম-শূন্য স্ত্রীসঙ্গেই কলির বল। বৈষ্ণব ঋষিগণ, অম্বরীষাদি রাজগণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাসাদি গৃহস্থ ভক্তগণ ইহার উদাহরণ। এই কারণেই **শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণকে গৃহস্থ বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।** যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়,—

বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৪৯-১৫৩, ১৬২)

ধর্ম্মপত্নীর আদর সর্ব্বশাস্ত্রে আছে। অধর্ম্ম পত্নীর তিরস্কার সকলেই গান করেন, তথাপি **সহজিয়া ও বাউলগণ পরস্ত্রী লইয়া উপাসনার ভাণে কলির কবলে নিরন্তর পড়িয়া অবশেষে মহারৌরবে পতিত হন।**

বেশ্যালয়ে যে-সমস্ত উৎপাত হয় তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গই যে কলির কার্য্য তাহাতে ভ্রম নাই। ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ভক্তি সাধনোপযোগী জীবন নির্ব্বাহ করা এবং অধর্ম্ম পত্নী বা উপপত্নীতে রত হওয়া—দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় জানিতে হইবে। **অধর্ম্মাশ্রিত-স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই কলির অধিকারে থাকে,** অতএব তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিবে।

(৪) সূনা—কলির স্থান

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণীবধ যথায় হয়, সেস্থান কলির একান্ত স্থান। অতএব নারদ বলিয়াছেন,—

নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজো গুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ॥
হন্যন্ত পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরা মৃত্যু নশ্বরম্॥

যে প্রেয় জড়সেবা, তথায় বুদ্ধিভ্রংশকারী অন্য রজোগুণের প্রয়োজন নাই। শ্রী-মদ-রূপ রজোগুণ হইতে সৎকুল জন্মাদির বৃথা অভিমান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূত-ক্রীড়া ও আসবসেবা অর্থাৎ মদ্য, ধূম্রাদি পান ও নরগণের পরস্পর বিষয় লইয়া যুদ্ধ, জিহ্বা-লালসায় জীববলি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবহত্যায় কলি বাস করেন।

কলি-পঞ্চক সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য

রজোগুণ হইতেই অর্থলোভ হয়। সুতরাং অর্থের সুব্যবহার অর্থাৎ ভগবৎসেবা ও ভাগবতসেবা এবং বিশুদ্ধরূপে জীবন নির্ব্বাহ ব্যতীত যে সুবর্ণাশক্তি, তাহাতে কলির বাস নিত্য আছে। **অনৃত** অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ ও কপট ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য-স্বভাব অত্যন্ত দূষিত হয়। তাহাও কলির বাসস্থান। **মদ** কলির প্রিয় স্থান। ভাগবত বলেন—

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ মহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৯)

জড়ীয় শ্রী-রূপ বিভূতি, উত্তম কুলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সন্ন্যাস, রূপ ও বল—এই ছয় প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ হয়। ঐসমস্ত কলির বাসস্থান। **বৈর** যে কলির বাসস্থান তাহাতে সন্দেহ কি?

অতএব কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈরসাধন করিবে না। **কাম** যে কলির স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসেবার কাম প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান। তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

কলির অধিকার ত্যাগ না করিলে কখনই হরিভজন হইবে না। এইসকল বিষয় সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া সজ্জন-গণকে সন্তুষ্ট ও সতর্ক করিয়া থাকেন। পাঠক, বিশেষ মনোযোগে এই প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন।

—**শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**
(সজ্জনতোষণী ১ম বর্ষ ১।২ সংখ্যা)

শ্রীলপ্রভুপাদের বিরহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট গীতি

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল, 'কৈতব'॥
জড়ের-প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা 'মায়ার বৈভব'।
কনক-কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব'।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক—কেবল 'যাদব'॥

প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল 'রাবণ' যুঝিয়া 'রাঘব'।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত, কভু নহে 'অনিত্য-বৈভব'॥
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় 'জড়ের-কৈতব'।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥
'কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব'
—কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্র পুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব॥
তোমার প্রতিষ্ঠা,— শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়-রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥
তাই দুষ্ট মন, 'নির্জ্জন-ভজন',
প্রচারিছে ছলে 'কুযোগী-বৈভব'।
প্রভু-সনাতনে. পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত সেই সব॥
সেই দু'টী কথা, ভুল'না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর 'হরিনাম-রব'।
'ফল্গু' আর 'যুক্ত', 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত'
কভু না ভাবিহ একাকার সব॥

'কনক-কামিনী' 'প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী'
—ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই 'অনাসক্ত', সেই 'শুদ্ধ-ভক্ত',
সংসার তথায় পায় পরাভব॥
"যথাযোগ্য-ভোগ" নাহি তথা রোগ,
'অনাসক্ত' সেই কি আর কহব।
'আসক্তি-রহিত' 'সম্বন্ধ-সহিত'
বিষয়-সমূহ সকল 'মাধব'॥
সে 'যুক্তবৈরাগ্য', তাহা ত' 'সৌভাগ্য',
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, 'প্রতিষ্ঠা-সম্ভার'
তাহার সম্পত্তি কেবল 'কৈতব'॥
'বিষয়-মুমুক্ষু', 'ভোগের বুভুক্ষু'
দুয়ে ত্যজ মন, দুই—অবৈষ্ণব'।
'কৃষ্ণের সম্বন্ধ', অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা, জড়ের সম্ভব॥
'মায়াবাদী জন', কৃষ্ণেতর মন,
'মুক্ত' অভিমানে, সে—নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন-আহব॥
যে 'ফল্গু-বৈরাগী', কহে, নিজে, 'ত্যাগী'
সে না পারে কভু হইতে 'বৈষ্ণব'।
হরিপদ ছাড়ি', নির্জ্জনতা বাড়ি'
লভিয়া কি ফল 'ফল্গু' সে বৈভব॥
রাধাদাস্যে রহি, ছাড়ি' 'ভোগ-অহি'
'প্রতিষ্ঠাশা' নহে 'কীর্ত্তন-গৌরব'।
'রাধা-নিত্য-জন', তাহা ছাড়ি' মন
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে 'শব'।
প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন 'কৃষ্ণগাথা' সব ॥
'শ্রীদয়িত দাস' কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম-রব'।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥

শ্রীল প্রভুপাদ পরম উন্নতোজ্জ্বল-রসে শ্রীশ্রীরাধাদাস্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষাসার-স্বরূপ উক্ত গীতিটী স্বর্ণাক্ষরে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বিরহ-দিবসে ইহা আমাদের একমাত্র কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণীয়।

উক্ত গীতিটীর চরমে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।" ইহা দ্বারা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এমন কোন একটী কাল উপস্থিত হইতে পারে—যে সময়ে তথা-কথিত নির্জ্জন-ভজন সম্ভবপর। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের 'সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব' উক্তির দ্বারা তিনি **'সে-কাল'টী** নিরূপণ করিয়াছেন **কীর্ত্তন-প্রভাবে**। অর্থাৎ কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে এবং নির্জ্জন-ভজনও হইবে। 'নির্জ্জন' শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই জানাইয়াছি,—দুর্জ্জন-সঙ্গ ত্যাগ। প্রকৃত অসৎ সঙ্গ ত্যাগ—হরিকীর্ত্তন ব্যতীত কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অসৎসঙ্গ ত্যাগের একমাত্র প্রণালী—হরিকীর্ত্তন এবং ভগবল্লীলাদি স্মরণেরও একমাত্র প্রণালী—হরিকীর্ত্তন। সুতরাং 'সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব' বলিলে—সৎসঙ্গে থাকিয়া হরিকীর্ত্তন করাই নির্জ্জন-ভজন বুঝাইতেছে। গীতিটীর উপক্রম, উপসংহারাদি বিচার করিলে উহাই একমাত্র প্রতিপন্ন হয়।

এসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

শ্রীল প্রভুপাদ :—

১। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে। (পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

২। কীর্ত্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। (পত্রাবলী ২য় খণ্ড ১১৯ পৃষ্ঠা)

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ঃ—

আমার নিকট বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর, কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণাদি করিতে গেলে অনর্থের ভূত ও মায়াপিশাচী আরও ভাল করিয়া তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। (গৌড়ীয় ১৪শ খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঃ—

সাধু লোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।

(সজ্জনতোষণী ১৫শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১ম পৃষ্ঠা)

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ঃ—

১। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না।

২। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক। বৈষ্ণব-সেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে।

৩। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, পুড়িয়া মড়িবে; তাঁহার অকপট সেবা যাচ্ঞা কর।

৪। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের অর্থভোগ-কারীর কখনও মঙ্গল হয় না।

৫। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার।

৬। কৃত্রিম স্মরণ-পদ্ধতি রূপানুগ পথ নহে।

৭। শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক স্মরণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত।

(গৌড়ীয় ১৭শ বর্ষ ৫০৪-৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীল প্রভুপাদের ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর শুক্রবার চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রধান কার্য্যালয় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে তদ্দিবসের অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচী অনুসারে প্রাতঃকালে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টকম্, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ, পঞ্চতত্ত্ব, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', 'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু', 'কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার', 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন', 'প্রভু হে, তুয়া পদে এ মিনতি মোর'—প্রভৃতি স্তবস্তোত্র, প্রার্থনামূলক ও বিরহসূচক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" ২য় খণ্ড হইতে 'সর্ব্বোত্তম শুভানুধ্যায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্ম', 'শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণসুন্দর', 'বিদ্ধপঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধভক্তি', 'সাধুসঙ্গে নাম গ্রহণ' প্রভৃতি কয়েকখানি উপদেশপূর্ণ পত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি সেবা-পূজা, ভোগরাগ, ভোগারতি কীর্ত্তন প্রভৃতি বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের যাবতীয় আয়োজন ব্যাপারে মঠরক্ষক শ্রীযুত পরম ধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় উক্ত বিরহোৎসব উপলক্ষে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের বৃহৎ আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি বিভূষিত হইয়া সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি স্থাপিত হন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা করিয়া 'গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হবে,' **'দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব'**, 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ' প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট গীতি কীর্ত্তিত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সুগায়ক শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় এই সকল গীতির মূলগায়কত্ব করেন। পূজ্যপাদ স্বামীজী সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া 'গৌড়ীয়' ১৬শ খণ্ডে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'সুমেধাস্তিথি', শ্রীলভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বক্তৃতা—'দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা' এবং 'গৌড়ীয়' ১৫শ খণ্ডে প্রকাশিত 'শ্রীল প্রভুপাদের বাণী', 'শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী' প্রভৃতি ব্যাখ্যা-মুখে তাঁহার জীবোদ্ধারণ লীলায় অসমোর্দ্ধ করুণা ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর স্বামীজীর নির্দ্দেশে শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী-কৃত সানুবাদ "শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্" ও

মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত **'শ্রীশ্রীগুরুকৃপা-প্রার্থনা', 'দীনের প্রার্থনা'** প্রভৃতি অতি আবেগভরে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন এবং তাঁহার স্বরচিত **'প্রভুপাদের বিরহ-গীতি'** খোল করতালযোগে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। স্থানীয় শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ ইহাতে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

বলা বাহুল্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যান্য শাখা মঠসমূহেও এই বিরহোৎসব যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরবাসী ভক্ত মহোদয়গণের উক্ত গীতি ও কবিতাগুলি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ সেবাকার্য্য ব্যপদেশে মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশে থাকায় এই শুভ তিথিতে আমরা তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তিনি উপস্থিত থাকিলে ইহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইত।

—প্রকাশক

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহোৎসব উপলক্ষে

দীনের প্রার্থনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

জয়তি জয়তি প্রভু সরস্বতী
ভকতি সিদ্ধান্তবর।
পতিত তারিতে গোলোক হইতে
হয়েছিলে অবতার ॥১॥

গোলোকের বাণী ভূলোকেতে আনি
দানিয়া পতিত জীবে।
শোধিলে সবার চিত্ত দুর্নিবার
উপদেশি' উচ্চ রবে ॥২॥

শ্রীচৈতন্য বাণী মূর্ত্তিমন্ত তুমি
রূপানুগ-প্রেষ্ঠবর।
রূপানুগ ভক্তি দানি' জীব প্রতি
কৃপা কৈলে সুবিস্তার ॥৩॥
শ্রীহরি-ভজন ভুলি জীবগণ
(ছিল) বিষয়েতে সদা মত্ত।
তুমি অবতরি' আচরি প্রচারি
জানালে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ॥৪॥
কৃষ্ণ আর মায়া, আলো আর ছায়া,
দুই কভু এক নয়।
মায়াতমে অন্ধ হয়ে, স্বসম্বন্ধ
ভুলি কৃষ্ণ না ভজয় ॥৫॥
গুরুকৃপা-বলে কৃষ্ণালোক মিলে
এই শাস্ত্রবাণী হয়।
কৃষ্ণজ্ঞান হ'লে অতি অবহেলে
মায়া হয় পরাজয় ॥৬॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান অতি গুহ্য জ্ঞান
জৈব জ্ঞানে অসম্ভব।
গুরুরূপ ধরে জানালে সবারে
কৃষ্ণজ্ঞান সুবৈভব ॥৭॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-পূর্ত্তি মধুর মূরতি
শ্রীগৌর-বরণ শোভে।
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত
জগ-জন-মন লোভে ॥৮॥
মায়াপুর ধাম অতি মনোরম
শ্রীগৌরপ্রকট ভূমি।
থাকি সর্ব্বক্ষণ করিতে কীর্ত্তন
শ্রীগৌর-মঙ্গল-বাণী ॥৯॥
"গৌড়ীয়," "নদীয়া- প্রকাশ" করিয়া
"ভাগবত," "পরমার্থী"।
"সজ্জনতোষণী" ভক্তপ্রাণ জানি
বিলালে স্বচিত্ত মথি' ॥১০॥
করিয়া মোচন ওহে মহাজন
সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী।
নাশিয়া কু-মত, স্থাপিয়া সু-মত
বিলালে গৌরাঙ্গ-বাণী ॥১১॥
ত্রিদণ্ডীর গণে, নিজশক্তি দানে,
প্রেরিয়া জীবের দ্বারে।
করিলে তারণ, পতিত-পাবন,
বিলাইয়া গৌরবরে ॥১২॥
তুমি গৌরশক্তি দানিতে ভকতি
নরোত্তম-রূপ ধরি।
কত শত জন করিলে মোচন
অধম রহিল পড়ি ॥১৩॥
তব নিজজন আসিত যখন
আমাদের ক্ষুদ্র দেশে।
করিতেন গান তাঁরা অবিরাম
মত্ত হয়ে প্রেমাবেশে ॥১৪॥
(তখন)অতি শিশু আমি তাইত' বুঝিনি
তোমার মহিমা-তত্ত্ব।
এবে কৃপা করি' এ অধম 'পরি
আশীস্ করহ নিত্য ॥১৫॥
(তব) ভক্ত কৃপাবলে অতি শিশুকালে
তোমার মূরতি খানি।
সাধুর কৃপায় হেরেছিনু হায়
(কিন্তু) বুঝি নাই তত্ত্ব আমি ॥১৬॥
দুর্ভাগ্য আমার তাই হাহাকার
করি এই দুরদিনে।
তব কৃপাকণ না লভি' এজন
নিরাশ হৃদয়ে মনে ॥১৭॥

তুমি দয়াময় হইয়া সদয়
এ অজ্ঞ শিশুর প্রতি।
করি' আশীর্ব্বাদ নাশি' অবসাদ
ভজিবারে দেহ শক্তি ॥১৮॥
এ ঘোর সংসারে দৈবী মায়া মোরে
প্রতারিছে অবিরত।
সাধু-গুরু-জন সেবিতে কখন
নাহি চাহে মোর চিত ॥১৯॥
(তব) বিরহ-বাসরে জুড়ি দুই করে,
আজি সারস্বতগণ।
করিয়া ক্রন্দন বন্দিছে চরণ
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ঘন ॥২০॥
আমি অভাজন বিষয়ে মগন
কি দিয়ে পুজিব হায়।
(আজি) বিরহ-বাসরে জুড়ি দুই করে
বন্দি তব রাঙ্গা পায় ॥২১॥
ওহে প্রভুপাদ, করহ প্রসাদ
এই দুরজন প্রতি।
জনমে জনমে ওরাঙ্গা চরণে
থাকে যেন মম মতি ॥২২॥
নিয়তই যেন "ভকতি সিদ্ধান্ত-
শ্রীবাণী মন্দিরে" বসি।
তব গুণগান করি অবিরাম
অহৈতুকী কৃপারাশি ॥২৩॥
তব শ্রীচরণ অমূল্য রতন
সেবিবারে সদা আশ।
করিয়া প্রণতি পূজিতে শকতি
(সদা) যাচে "ভাগবত দাস" ॥২৪॥

কৃপাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস মহাপাত্র
কেশীয়াড়ী, (মেদিনীপুর)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
ত্রয়োদশ-বার্ষিক বিরহ-তিথিতে
শ্রীশ্রীগুরু-কৃপা-প্রার্থনা

জয় জয় শ্রীভকতি শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
জয় জয় জয় প্রভুপাদ।
জীবের দুর্গতি হেরি, অবনীতে অবতরি',
জগতে করিলে আশীর্ব্বাদ ॥১॥
জয় গুরু নিত্যানন্দ, তোমার চরণদ্বন্দ্ব,
শিরে ধরি করিয়ে বন্দনা।
কর কৃপা নিজ গুণে, পতিত অধম জনে,
দূর মোর হ'ক দুর্ব্বাসনা ॥২॥

জগদ্গুরু প্রেমদাতা, জগতের ত্রাণকর্ত্তা,
আচার্য্য রূপেতে কৃপাময়।
বেদ আদি পুরাণেতে, শুনি নাই কভু তাতে,
এমত দয়ালু কেহ হয় ॥৩॥
দুষ্টমত শাসনেতে, সত্য ধর্ম্ম প্রচারেতে,
জীবের কল্যাণে সদা রত।
শিক্ষা দিলে প্রেম-ভক্তি, ইহা বিনা নাহি গতি,
উদ্ধারিতে সংসার দুরন্ত ॥৪॥
গতিহীন ক্ষীণপ্রাণী, দেখি মন্ত্র সঞ্জীবনী,
বিলাইলা হরিনাম মন্ত্র।
অতি অল্প অনায়াসে, লহ গৌর-বনে ব'সে
ইহা বিনা নাহি কোন তন্ত্র ॥৫॥
নাম কীর্ত্তন ব্রত ধরি, পাষণ্ড দলন করি,
প্রেমে মত্ত করালে ভুবন।
যত উপাসনা তত্ত্ব, তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
রূপানুগ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥৬॥
মঠ মন্দিরাদি করি, (কত) ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী করি,
শত গ্রন্থ করিলে উদ্ধার।
প্রেমভক্তি মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি,
উদ্ধারিলে জগৎ সংসার ॥৭॥
অদ্যাপি তোমায় যদি, নাহি মিলাইত বিধি,
এহেন সময় পরচণ্ডে।
কলির তাণ্ডব নৃত্যে, সত্য ধর্ম্ম এ জগতে,
লুপ্তপ্রায় হ'তেছিল দণ্ডে ॥৮॥
তোমার বিরহে আজি, শূন্যপ্রায় প্রাণ ত্যজি,
গতিহীন না দেখি কাণ্ডারী।
কোথা গেলে তোমা পাব, বিষয়ানল নিবাইব,
চরণ সদা আশ্রয় করি ॥৯॥
অদোষ-দর্শী তুমি, সর্ব্বদোষে দোষী আমি,
তুমি জগতের বন্ধু গতি।

তোমার করুণা হ'লে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে,
লভে জীব কৃষ্ণপদে ভক্তি ॥১০॥
বেদব্যাস ভাগবতে, বর্ণিয়াছেন পুরাণেতে,
সর্ব্বদেবময় গুরু হন।
ছাড় মর্ত্ত্যবুদ্ধি দ্বেষ, অবতার শক্ত্যাবেশ,
ধর ধর শ্রীগুরুচরণ ॥১১॥
বল আমি কি করিনু, জানিয়া অজ্ঞান হ'নু,
কিবা মোর করম দুর্দ্দৈব।
এ দুর্দ্দিন কবে যাবে, সুদিন উদয় হবে,
তোমার অনন্ত গুণ গাব ॥১২॥
তোমার অনন্ত কীর্ত্তি, বলিতে কাহার শক্তি,
আছে বল ভুবন ভিতরে।
যদি তুমি দাও শক্তি, মূর্খ অভাজন প্রতি,
আনন্দে গাইব উচ্চৈঃস্বরে ॥১৩॥
গাইতে তোমার গুণ, জন্ম মোর হউ পুনঃ,
এই মোর হৃদয়ে বাসনা।
পতিত-পাবন নাম, ঘুষুক এ ধরাধাম,
সর্ব্বজন দেখুক করুণা ॥১৪॥
সম্পদে বিপদে ডাক, তব অনুগত থাকি,
থাকি যেন তব সেবা আশে।
জন্ম জন্মান্তর পরে, এ দাসে শোধন ক'রে,
দাস-যোগ্য কর নিজ পাশে ॥১৫॥
জীবন স্বল্পায়ুঃ হৈল, বৃথা কার্য্যে দিন গেল,
নিষ্কপটে না সেবিনু কভু।
বৃথায় জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু ॥১৬॥
শ্রীবার্ষভানবী রাধা- অন্তরঙ্গ, তবারাধ্যা,
এই তত্ত্ব সদা রহুঁ জাগি।
'শ্রীসত্যবিগ্রহদাস' হ'তে তব দাসের দাস
প্রার্থনা করয়ে কৃপা লাগি ॥১৭॥

—দাসাভাস **শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী**, লওগাঁ (মেদিনীপুর)

প্রভুপাদের বিরহ-গীতি

জাগিবে! জাগিবে কি আজ জাগিবে—
তোমার বিরহ জাগিবে!
রূপ-রঘু-বাণী করিতে প্রচার,
'তৃণাদপি' শ্লোক মিলিবে।

ব্যথিত জনের নয়ন-তারার
আকুল ব্যাকুল বরষা ধারায়
গলিয়া ঝরিয়া ধুইয়া মুছিয়া
(আমায়) শোধিবে কি আজ শোধিবে।

জগত-শান্তি গোলোক-বাণী—
তোমায় ভজিতে বলিবে।

বিরহ তিরোভাবে, মিলন আবির্ভাবে—
তোমার আরতি সাজিবে।

অমর বাদ্য খোল-করতাল
প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিবে।

'বিনোদবাণী শঙ্খের ধারা'
ঘুচাবে মায়া-দম্ভের কারা
কৃষ্ণ-বিরহ মাথুর-বিচার,
চেতনে চেতনে কহিবে।

'গৌর-গীতি-সার' প্রেমের প্লাবন,
ভুবনে আবার বহিবে!

—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী
আনন্দপুর (মেদিনীপুর)

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ—বর্ণাশ্রম কি এযুগেও শুধু গৃহীর পক্ষেই প্রযোজ্য ? শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও গৃহী-বৈষ্ণবের ভেদনীতি কোন সূত্রে কি বিদূরিত করা যায় না ? শুদ্ধ-বৈষ্ণব কি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ইত্যাদি করেন না ? আবার তাঁহারা কি রাজ্য-শাসন করিতে পারেন না ? তাঁহারা ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য গ্রহণ ও জমীদারী রক্ষা এবং তাহার আয় দ্বারা সেবা প্রভৃতি করেন না কি ? তাঁহারা চাষ, গোরক্ষা কি করেন না ? করিলে কি তাঁহারা অপরাধ করিবেন ? তাঁহারা কি একই জীবনে, একই অবস্থায় কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বা বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া যান ? হিমাচলবাসী এক শুদ্ধ-বৈষ্ণব যদি ভিক্ষাদ্বারা উপজীবিকার্জ্জন না করিয়া নিজের শরীর রক্ষার্থে চাষ করেন, তবে বহুদূর ভিক্ষার জন্য যাতায়াতের সময় বাঁচাইয়া ভগবানের নাম করিতে পারেন; তিনি কি গৃহী ?

সদুত্তর ঃ—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মবিভাগক্রমে চারিটী বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিষ্ণুপরত্ব ও সত্য—এই সকল ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, দান, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা এবং সত্য—ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গের পোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম এবং নৈপুণ্য—বৈশ্যের লক্ষণ। সাধু বিপ্রগণের প্রতি প্রণাম, শৌচ, অকপটে প্রভুর সেবা, নমস্কার, অস্তেয়, সত্য এবং গো-ব্রাহ্মণগণের রক্ষা—শূদ্রের লক্ষণ। সাধারণ নরমাত্রের ধর্ম্ম—সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশ্যাদি ব্রত উপবাস), শৌচ, দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ (দান), স্বাধ্যায় (বেদ বা অধিকারানুযায়ী শাস্ত্রাদি পাঠ) ও সরলতা। অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, অযথা কলহ, কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণা—অত্যজদিগের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজগণ গর্ভাধানাদি সংস্কার-ক্রমে উপনয়নরূপ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে গুরুকুলে বাস ও আচার্য্যসমীপে বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং মেখলা, অজিন, দণ্ড, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, জটা ও কুশ ধারণ করিবে। শুচি, সমাহিত ও মৌন হইয়া উভয় সন্ধ্যায় জপ করত অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, বিপ্র, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাগণের উপাসনা করিবে। প্রাতঃকাল

ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষালব্ধ সকল দ্রব্য আচার্য্যকে অর্পণ করিবে। তিনি যাহা ভক্ষণ করিতে অনুমতি দিবেন, তাহাই সংযত হইয়া ভক্ষণ করিবে। ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা আচার্য্যের সেবা করিবে। এইরূপ আচার-পরায়ণ ভোগবর্জ্জিত ব্রহ্মচারী বিদ্যা-সমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া গুরুকুলে বাস করিবে। ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকদিগকে নিরীক্ষণ, স্পর্শন ও তাহাদের সহিত আলাপ ও পরিহাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন এবং মিথুনীভূত প্রাণিমাত্রকেই দর্শন করিবে না।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কার্য্য সমাপ্তি হইলে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তি গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন করিবে। সকাম হইলে গৃহস্থাশ্রমে, আর নিষ্কাম হইলে বনে প্রবেশ করিবেন; আর ভগবৎপরায়ণ দ্বিজোত্তম হইতে ইচ্ছা করিলে প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিবেন। যে কোন প্রকারেই হউক, আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন, অনাশ্রমী হইবেন না।

গৃহস্থাশ্রমী সমান-জাতীয়া, অনিন্দিতা, বয়ঃকনিষ্ঠা মহিলাকে বিবাহ করিবেন। যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দান—এই তিনটী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম; আর প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন—এই তিনটী কেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজঃ ও যশের নাশক মনে করেন, তিনি অধ্যাপন ও যাজনদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন, আর উভয়েতেই কার্পণ্যাদি দোষ দর্শন করিলে স্বামি-পরিত্যক্ত ক্ষেত্র-পতিত শস্যকণা আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন অথবা আপণে পতিত শস্যকণাদি সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন করিবেন। অগৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীদের জন্য ভিক্ষা বিধি। গৃহস্থগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষিকার্য্যাদির বিধান দেখা যায়। ভিক্ষাবৃত্তি গৃহস্থের বিধি নহে।

গৃহী-বৈষ্ণব ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া পৃথক্ কথা নাই। শুদ্ধ-বৈষ্ণব গৃহেও থাকিতে পারেন, অন্য আশ্রমেও কালযাপন করিতে পারেন। ভজনের তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বত্রই সমভাবে সম্মাননীয়। কোন বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

আশা করি বোস সাহেবের তৃতীয় প্রশ্নের বাকী উত্তর আমার পূর্ব্বলিখিত "দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা" নামক প্রবন্ধ ও অপরাপর প্রবন্ধ মধ্যেই পাইবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভগবানের কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

আসুরিক বৃত্তির বহু কারণ থাকিলেও মোটামুটী তিনটী কারণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। যথা—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটী বৃত্তিকেই আত্মনাশক বা নরকের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে। ভগবানই জগতের একমাত্র মালিক এবং ভোক্তা—এই কথা যখন আমরা ভুলিয়া যাই, তখনই আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ভোগ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ভোগের অতৃপ্তিতে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং সেই প্রকার ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা "আঙ্গুর ফল টক" বলিয়া ব্যর্থচেষ্ট শৃগালের ন্যায় ত্যাগের অভিনয় করি। এই প্রকার ত্যাগের ছলনার মূলে থাকে বৃহত্তর লোভ ও ভোগ, এবং তাহাও বাসনা ভূমিকার আর একটী স্তরমাত্র। অতএব এই প্রকার ভোগ ও ত্যাগের ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যে আত্ম-ভূমিকা আছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে আমরা ভগবানের কথা বুঝিতে পারিব না। সুতরাং আসুরিক ভাবাশ্রিত থাকিয়া যাইব।

সেই প্রকার আসুরিক ভূমিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আত্ম-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইলে শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী কার্য্য করাই একমাত্র উপায়। উচ্ছৃঙ্খল, অশাস্ত্রীয় ও বিধি-বহির্ভূত কার্য্যগুলি সবই কামাচার। সুতরাং সেই প্রকার কামাচারের দ্বারা ক্রোধ এবং লোভ কোনদিনই অতিক্রম করা যাইবে না এবং তদ্দ্বারা কোন দিনই সুখলাভ ও উৎকৃষ্ট গতি লাভও হইবে না। অতএব 'in the dispensation of providence, mankind' কিভাবে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে অথবা কিভাবে শান্তিলাভ করিতে পারে তাহার পথ প্রদর্শন করিবে কে? শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। শাস্ত্র-বিধানোক্ত কার্য্য করিলেই আমরা কামাচার বা যথেচ্ছাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

কিন্তু যে যুগে আমরা উপস্থিত বাস করিতেছি তাহা ঘোরতর কলিযুগ। এই যুগের লোকগুলি সকলেই প্রায় অল্পায়ুঃ, মন্দমতি, মন্দভাগ্য এবং সর্ব্বদাই রোগ-শোক দ্বারা উৎপীড়িত। সুতরাং সহজেই তাহাদের শাস্ত্র-প্রীতি নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া বাস করিতেছে। এই সকল ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত' পালনই করে না, উপরন্তু শাস্ত্রের

কদর্থ করিয়া ক্রমেই কামোত্থ ভোগরূপ আসুরিক বৃত্তিতে অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল কলিহত জীবগণের পরিত্রাণের জন্য ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদাই চিন্তিত। ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ কৃপাসিন্ধু এবং বাঞ্ছা-কল্পতরু। তাঁহারা কলিহত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য যে যাহা প্রার্থনা করে, তৎসমুদায় তাহাদের দিয়াও ভগবৎ সম্বন্ধ যোজনা করিয়া দেন। পতিতপাবন গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্যদেব এই কলিহত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া যে উপায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্ব্বসাধারণের শাস্ত্রবিধি। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ পড়িয়া অন্যান্য যুগে যে-প্রকার চিত্ত শুদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, তাহার আর এখন সম্ভাবনা নাই; যেহেতু পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিবার সাধারণের ক্ষমতাই নাই। বহু দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণ বেদ-বেদান্ত পড়িয়া কিছুই করিতে পারিবে না। এই প্রকার সংস্কার-বর্জ্জিত অনধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট বেদান্ত ব্যাখ্যা করা—কেবলমাত্র সময় নষ্ট করা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবই এই প্রকার কলিহত জীবকে কৃপা করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাহারা যে চির-বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের দয়ার কথা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের আর 'in the dispensation of providence' অর্থাৎ মায়ার দ্বারা শাসিত হইতে হয় না। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি অনাদি কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া মায়ার দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন, তাহাদিগের জন্য ভগবান্ কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, চৌরাশী লক্ষ যোনির পর অর্থাৎ জৈব-জগতে নব লক্ষ প্রকারের জলজন্তু যোনি, বিংশ লক্ষ বৃক্ষ পর্ব্বতাদি স্থাবর যোনি, একাদশ লক্ষ ক্রিমি-কীট যোনি, দশ লক্ষ পক্ষী যোনি, ত্রিশ লক্ষ পশু যোনি এবং চারি লক্ষ মনুষ্য যোনির মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে চেতনের 'জড়াবস্থার ক্রমবিকাশ পদ্ধতি'তে ভারত-ভূমিতে মনুষ্য সমাজে জন্ম হয়। উপরোক্ত একটী একটী যোনির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কত কোটি বৎসর যে চলিয়া যায়, তাহার গণনা হয় না। সুতরাং ভারত-ভূমিতে জন্ম লাভ করিবার পরও যদি আমরা মায়ার বশে ভাসিয়া ভাসিয়া 'in the dispensation of providence'—এই হাবুডুবু খাই, তাহা হইলে আর আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

ভারত-ভূমিতে যে মহাজনগণের পথ-নিদর্শন আছে, তাহাই অনুসরণ করিলে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয়। কারণ মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের রেণু হইবার জন্য ভারতবর্ষের মনীষিগণ যেভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, এমনটী পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে মায়া-সৃষ্ট শরীর ও মনকেই কেন্দ্র করিয়া জড়বিজ্ঞান-সম্মত বহু গবেষণা ও উন্নতি হইয়াছে দেখা যায়। সেইজন্য তাঁহারা 'in the dispensation of providence' এর দ্বারা কোন প্রকার rest পাইতেছেন না। ভারতবাসীও তাঁহাদের অনুকরণপ্রিয় হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতেছেন। এখন ভারতবাসী নিজের জিনিষ জলাঞ্জলি দিয়া পরের দুয়ারে ভিক্ষার্থী হইয়াছেন এবং এই প্রকার মায়ার 'dispensation'এ আসিয়াই তাঁহারা স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতেছেন। তাহাতে কোন সুবিধা হইবে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অণুচেতন জীব ও পূর্ণচেতন ভগবানের মধ্যে যে নিত্যকালীন সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-সিদ্ধির কথা আছে, সে বিষয়ে কিছুই আলোচনা করা হয় নাই। সেইজন্য তাঁহারা জড়ের বহুমুখী উন্নতি সাধন করিয়াও বিষয়-বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং ভারতবাসীও সেইপ্রকার জ্বালার আসামী হইয়া নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এখন শান্তির জন্য ভারতবর্ষের দিকেই চাহিয়া আছেন। শান্তির কথা এই ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহাদের কাণে পৌছিবে —এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আমরা করিতে পারি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দুর্দ্দশা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই বিষয়-বিষানলে শান্তি বারিস্বরূপ তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ হইতেই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।

সাধারণ কর্ম্ম এবং শ্রীগীতোক্ত কর্ম্মযোগ—এই দুইটীতে বহু পার্থক্য আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। আজ তথাকথিত বহু কর্ম্মী-সম্প্রদায় কর্ম্মযোগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেও তাঁহাদের নিজ কর্ম্মের ফল যথাযথ ভোগ করিতেছেন দেখা যায়। গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "বুদ্ধিযোগ" কথাটী বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বুদ্ধিযোগের অর্থ—ভগবদ্ভক্তি। কারণ তিনি বলিয়াছেন— "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি," 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যাদি। সুতরাং যে-বুদ্ধিযোগদ্বারা

তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধিযোগ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভক্তি-দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় একথা চির-প্রসিদ্ধ এবং সেইজন্য ভগবানের একটী নাম ভক্ত-বৎসল।

সেই বুদ্ধিযোগ দ্বারা যে-কর্ম্মকৌশল অবলম্বন করা যায়, সেই কর্ম্ম-কৌশল দ্বারাই মানুষের শান্তি হইতে পারে। সেই প্রকার কর্ম্ম-কৌশল দ্বারাই মানুষ 'in the dispensation of providence' এ rest পাইতে পারে। সেই বুদ্ধিযোগের কথা গীতাশাস্ত্রে আমরা এইভাবে দর্শন করি। যথা—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ (গীঃ ২।৩৯-৪০)

সাংখ্য-যোগ বিশ্লেষণ করিয়া যে শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক জগতের লোকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধিযোগ দ্বারা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা যে শান্তি লাভ হয়, তাহা সর্ব্বোচ্চ সুলভ এবং ব্রহ্মানন্দরূপ শান্তিকেও তুচ্ছকারী। কারণ ভক্তি বিষয়িনী কর্ম্মের প্রগতির কখনই নাশ হয় না অর্থাৎ যতটা সম্ভব করা যায়, ততটাই লাভের বিষয় এবং তাহা কোনদিনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত বা নাশপ্রাপ্ত হয় না। তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতার সংসার বন্ধনরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীঅভয় চরণ দে**, এডিটর—ব্যাক্ টু-গড্ হেড্

অযোধ্যায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৯৭ পৃষ্ঠার পর)

[বিগত ১০ম সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় অযোধ্যায় শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহাতে দুই শতাধিক বিচিত্র ভোগ-সামগ্রী নিবেদিত হয় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশিত হইল।]

নিবেদিত বিচিত্র প্রসাদের তালিকা

/১। ঘৃতসিক্ত অন্নের স্তূপ, ২। ৺খেচরান্ন, ৩। ৺পুষ্পান্ন, ৪। ৺লুচি, ৫। ৺পুরী, ৬। ভ্রষ্টনিম্বপত্র, ৭। নিম্ববার্ত্তাকু, ৮। ৺করেলার সুখ্তা,

৯। পালংশাক, ১০। নটিয়া শাক, ১১। মূলা শাক, ১২। আলুসিদ্ধ, ১৩। কচুসিদ্ধ, ১৪। কাঁচকলা সিদ্ধ, ১৫। ধুন্দুলসিদ্ধ, ১৬। ঢেড়সসিদ্ধ, ১৭। পেঁপেসিদ্ধ, ১৮। করেলাসিদ্ধ, ১৯। বেগুণপোড়া, ২০। ধনেপাতা বাটা, ২১। কুমড়াবীজ বাটা, ২২। পোস্তবাটা, ২৩। উচ্ছেভাজা, ২৪। পটোলভাজা, ২৫। ঢেঁড়সভাজা, ২৬। বেগুনভাজা, ২৭। কাঁচকলাভাজা, ২৮। গোলআলু ভাজা, ২৯। বরবটীভাজা, ৩০। কুমড়াভাজা, ৩১। ফুলকপিভাজা, ৩২। লাল আলুভাজা, ৩৩। লঙ্কাভাজা, ৩৪। কচুভাজা, ৩৫। পাঁপড়ভাজা, ৩৬। ঝুরিভাজা, ৩৭। নারিকেলভাজা, ৩৮। বুটভাজা, ৩৯। মুগডালভাজা, ৪০। চালভাজা, ৪১। চিড়াভাজা, ৪২। আটভাজা, ৪৩। ছোলাভাজা, ৪৪। ছোলাডাল ভাজা, ৪৫। কলার ফুলুরী, ৪৬। কুমড়ার ফুলুরী, ৪৭। বেগুনী, ৪৮। লঙ্কার ফুলুরী, ৪৯। আলুর চপ, ৫০। ফুলকপির চপ, ৫১। ভাজামুগডাল, ৫২। অড়হরডাল, ৫৩। বরবটীচচ্চড়ী, ৫৪। ধুন্দুলচচ্চড়ী, ৫৫। মূলাচচ্চড়ী, ৫৬। কুন্দ্‌রীচচ্চড়ী, ৫৭। ছেঁচ্‌কী, ৫৮। আলুপোস্ত, ৫৯। পটোলপোস্ত, ৬০। ঝিঙ্গাপোস্ত, ৬১। লাফিরাব্যঞ্জন, ৬২। কুমড়ার ছক্কা, ৬৩। লাউঘণ্ট, ৬৪। আলুপটলের ডাল্‌না, ৬৫। ফুলকপির ডাল্‌না, ৬৬। ওলের ডাল্‌না, ৬৭। ছানার ডাল্‌না, ৬৮। আলু কপির দম, ৬৯। আলুপটোলের দম, ৭০। আলুকাচকলার রসা, ৭১। ধোকা, ৭২। আমসত্বের চাট্‌নি, ৭৩। আলুবোখ্‌রার চাট্‌নি, ৭৪। পেঁপের চাট্‌নি, ৭৫। কামরাঙ্গার চাট্‌নি, ৭৬। ঢেঁড়স চাট্‌নি, ৭৭। আমচুরের চাট্‌নি, ৭৮। আমের আচার, ৭৯। আমলকীর আচার, ৮০। নেবুর আচার, ৮১। আমসীর আচার, ৮২। প্রাতিনেবুর আচার, ৮৩। দধিবড়া, ৮৪। কড়ি, ৮৫। রায়তা, ৮৬। দধি-পুলী, ৮৭। পেঁপের মোরব্বা, ৮৮। পটোল মোরব্বা, ৮৯। আমের মোরব্বা, ৯০। বাতাবী নেবু, ৯১। পানিফল, ৯২। পেয়ারা, ৯৩। কামরাঙ্গা, ৯৪। পাকা পেঁপে, ৯৫। আপেল, ৯৬। কমলানেবু, ৯৭। আতা, ৯৮। মেওয়াফল, ৯৯। নাসপাতি, ১০০। পাকারম্ভা, ১০১। বাদাম, ১০২। পেস্তা, ১০৩। কিস্‌মিস্‌, ১০৪। কাচামুগডাল ভিজা, ১০৫। সাদা খৈ, ১০৬। মুড়ি, ১০৭। খই মুড়কি, ১০৮। কুমড়াবীজের মুড়কি, ১০৯। নিম্‌কি, ১১০। কাটা নিম্‌কি, ১১১। কুচা নিম্‌কি, ১১২। চাঁদ নিম্‌কি, ১১৩। ফুলকচুরী, ১১৪। কচুরী, ১১৫। আলু-সিঙ্গাড়া, ১১৬। কপি সিঙ্গাড়া, ১১৭। কিস্‌মিস্‌ সিঙ্গাড়া, ১১৮। আলুর পুরী, ১১৯। সিঙ্গাড়ার পুরী, ১২০। বেসনের পুরী, ১২১। রুটী, ১২২। গোকুলপিষ্টক, ১২৩। বেসনের লাড়ু, ১২৪। মুগের লাড়ু, ১২৫। ক্ষীরপুরী, ১২৬। বালুসাহী

১২৭। মুগসামিল, ১২৮। পেড়াবী গজা, ১২৯। জিহ্বা গজা, ১৩০। চৌকাগজা, ১৩১। রসকরা সন্দেশ, ১৩২। ছোলাডালের বরফি, ১৩৩। নারিকেলের বরফি, ১৩৪। মনোরঞ্জন, ১৩৫। চন্দ্রপুলি, ১৩৬। রাধাবল্লভী, ১৩৭। পেঁপের পান্তুয়া, ১৩৮। আলুর পান্তুয়া, ১৩৯। মোহনপুরী, ১৪০। কুমড়া নাদসা, ১৪১। মুগের বরফি, ১৪২। অমৃতি জিলিপি, ১৪৩। পাটি সাপটা, ১৪৪। পেঁপের হালুয়া, ১৪৫। কুমড়াবীজ হালুয়া, ১৪৬। চিড়ার হালুয়া, ১৪৭। চিড়ার মোয়া, ১৪৮। মুড়কির মোয়া, ১৪৯। পান্তুয়া, ১৫০। রসগোল্লা, ১৫১। চম্‌চম্‌, ১৫২। ক্ষীরের বরফি, ১৫৩। মাল্‌পো, ১৫৪। মুগের লাড্ডু, ১৫৫। ছানার জিলিপি, ১৫৬। লেডিকেনী, ১৫৭। জরভাজা, ১৫৮। দরবেশ, ১৫৯। মনোহরা, ১৬০। মুড়ির মোয়া, ১৬১। ছাতুর মোয়া, ১৬২। খাজা, ১৬৩। লবঙ্গ লতিকা, ১৬৪। ক্ষীরের গজা, ১৬৫। ক্ষীর-ছাঁচ, ১৬৬। ক্ষীরের বরফি, ১৬৭। মৃগচূর্ণ, ১৬৮। চুষির পায়স, ১৬৯। চাউলের পায়স, ১৭০। চিড়ার পায়স, ১৭১। পেঁপের পায়স, ১৭২। ছানার পায়স, ১৭৩। দুগ্ধলক্‌লকি, ১৭৪। আস্‌কা পিঠা, ১৭৫। রসপুলি, ১৭৬। রাজভোগ, ১৭৭। গোপাল ভোগ, ১৭৮। পদ্মখাজা, ১৭৯। জগন্নাথ বল্লভী, ১৮০। আটার লাড্ডু, ১৮১। বেসনের লাড্ডু, ১৮২। নারিকেলের লাড্ডু, ১৮৩। চন্দ্রপুলী, ১৮৪। নারিকেল তক্তী, ১৮৫। কচুর কোর্ম্মা, ১৮৬। কুমড়া বীজের কোর্ম্মা, ১৮৭। নারিকেলের চিড়া, ১৮৮। নারিকেলের জিরা, ১৮৯। নারিকেলের তারা, ১৯০। সরু চাক্‌লি, ১৯১। ঘোলের সরবৎ, ১৯২। ঢাকাই পরটা, ১৯৩। খুরমা, ১৯৪। দধি, ১৯৫। ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, ১৯৬। ক্ষীর, ১৯৭। সর, ১৯৮। ছানা, ১৯৯। ননী, ২০০। ঘৃত, ২০১। মাখন, ২০২। মিশ্রী, ২০৩। মধু, ২০৪। রাব্‌ড়ী, ২০৫। কালাকান্দ, ২০৬। এলাচীদানা, ২০৭। পেড়া, ২০৮। কাচাগোল্লা, ২০৯। ক্ষীরমোহন, ২১০। সরপুরী ইত্যাদি বহুবিধ ভোগসামগ্রী। এসম্পর্কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। —প্রকাশক

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১০ম সংখ্যা ৩৯০ পৃষ্ঠায় ১৭শ পংক্তিতে 'শান্তিময়' স্থলে 'অশান্তিময়', ৩৯৭ পৃষ্ঠায় ১৮শ পংক্তিতে 'দুরবস্থা' স্থলে 'দুরবস্থা দেখিয়া' এবং ১৯শ পঙ্‌ক্তিতে 'শিক্ষাভিমানিকে' স্থলে 'শিষ্যাভিমানিকে' হইবে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেলা হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
২৯শে পৌষ, ১৩৫৬ সাল।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৪শে মাঘ, ১৩৫৬, ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, মঙ্গলবার, ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরোক্ত মঠে আগামী ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত **পূজাপঞ্চক** অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরুপঞ্চক ও **তত্ত্বপঞ্চকের পূজা** ও হোম প্রভৃতি বিরাট্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, বক্তৃতা, স্তবপাঠ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলিপ্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজাপঞ্চকাদি, সোমবার অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস তালিকা

১১ নারায়ণ, ১ পৌষ, ১৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার—সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব; নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব।

১২ নারায়ণ, ২ পৌষ, ১৭ ডিসেম্বর, শনিবার—দিবা ৬।২৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ, ৩ পৌষ, ১৮ ডিসেম্বর, রবিবার—শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব। চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব।

১৭ নারায়ণ, ৭ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব।

২৬ নারায়ণ, ১৬ পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর, শনিবার—পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

২৭ নারায়ণ, ১৭ পৌষ, ১ জানুয়ারী, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫১ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৯ নারায়ণ, ১৯ পৌষ, ৩ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব। কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে বিরহ-মহোৎসব।

৪ মাধব, ২৪ পৌষ, ৮ জানুয়ারী, রবিবার—শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৫ মাধব, ২৫ পৌষ, ৯ জানুয়ারী, সোমবার শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখা মঠসমূহে বিরহ-মহোৎসব।

৭ মাধব, ২৭ পৌষ, ১১ জানুয়ারী, বুধবার—শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ মাধব, ৩০ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী, শনিবার—ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস। তৎপরদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৮ মধ্যে একাদশীর পারণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১ম বর্ষ | বাসুদেব, ১০ গোবিন্দ, ৪৬৩ গৌরাব্দ | ১২শ সংখ্যা
রবিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৫৬ ; ইং ১২।২।৫০

শ্রীশ্রীল-জগন্নাথাষ্টকম্

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং
শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রিয়ভক্তরাজম্।
শ্রীরাধিকামাধবচিত্তরামং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥১॥

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িনঃ কৃপালো-
র্বিদ্বদ্বর শ্রীমধুসূদনস্য।
প্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥২॥

শ্রীধামবৃন্দাবনবাসিভক্ত-
নক্ষত্ররাজিস্থিতসোমতুল্যম্।
একান্তনামাশ্রিতসঙ্ঘপালং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৩॥

বৈরাগ্যবিদ্যাহরিভক্তিদীপ্তং
দৌর্জ্জন্য-কাপট্যবিভেদবজ্রম্।
শ্রদ্ধাযুতেষ্বাদরবৃত্তিমন্তং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৪॥

সংপ্রেরিতো গৌরসুধাংশুনা য-
শ্চক্রে হি তজ্জন্মগৃহপ্রকাশম্।
দেবৈর্নুতং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৫॥

সঞ্চার্য্য সর্ব্বং নিজশক্তিরাশিং
যো ভক্তিপূর্ব্বে চ বিনোদদেবে।
তেনে জগত্যাং হরিনামবন্যাং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৬॥

শ্রীনামধাম্নোঃ প্রবলপ্রচারে
ঈহাপরং প্রেমরসাব্ধিমগ্নম্।
শ্রীযোগপীঠে কৃতনৃত্যভঙ্গং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৭॥

মায়াপুরে ধামনি সক্তচিত্তং
গৌরপ্রকাশেন চ মোদযুক্তম্।
শ্রীনামগানৈর্গলদশ্রুনেত্রং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৮॥

হে দেব! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম! ভক্ত্যা পরাভূত-মহেন্দ্রধিষ্ণ্য!
ত্বদ্গোত্রবিস্তারকৃতিং সুপুণ্যাং বন্দে মুহুর্ভক্তিবিনোদধারাম্॥

বর্ষশেষ

আমাদের পরমোপাস্য শ্রীগৌরসুন্দরের এবং তাঁহার নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের অসীম করুণাবলে আজ শ্রীপত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় বর্ষ সমাপ্ত হইল।

* * * *

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, বৈষ্ণবস্মৃতি, অভক্তিমার্গ, প্রতিকূল মতবাদ, গুরু-স্বরূপ, ভক্তিমার্গ, অর্থ ও অনর্থ, বদ্ধ-তটস্থ ও মুক্ত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শীর্ষক প্রবন্ধগুলি তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের পরমানন্দ বিধান করিয়াছে।

* * * *

শ্রীপত্রিকার প্রকাশ সন্দর্শনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ গৌরভক্তগণ হৃদয়ে সমধিক বল লাভ করিয়াছেন। বিষয়-মিশ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের

নিজ নিজ বিষয় সমৃদ্ধি করিবার বাসনাও এই সংসর্গে প্রবল দেখা যায়। অনেক উচ্চ-শিক্ষিত পাঠকবর্গ শ্রীপত্রিকার প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া পত্রিকার সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে স্ব স্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। সকল শুদ্ধ হরিজনবর্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু ময়াপুরচন্দ্রের অপ্রাকৃত করুণামৃত বর্ষিত হউক, আমরা এইরূপ প্রার্থনা করি।

স্বতন্ত্রভাবে শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রচারের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ হরিজনবর্গের বিশেষ প্রয়োজনীয় জানিয়া শ্রীপত্রিকাতেই শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬৩ (?) বর্ষের কাল নির্ণয় হইয়াছে। শ্রীপত্রিকা পাঠান্তে (ইহা) দ্রব্য বাঁধিবার কাগজমাত্র নহে। ইহার মধ্যস্থিত প্রবন্ধগুলি শুদ্ধভক্তের নিত্যপাঠ্যরূপে বিরাজ করিবে এবং ভাবীকালের ভক্তগণের শুদ্ধভক্তির নিদর্শন-স্বরূপে কার্য্য করিবে জানিয়া সাময়িক পত্রিকা হইলেও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সংরক্ষিত হইবে আমরা জানি।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীধামনবদ্বীপের পুরাতনগঞ্জ

যে স্থান হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবাসঅঙ্গন উঠিয়া গিয়া কুলিয়ার চরে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই স্থানকে লোকে পুরাতনগঞ্জ বলে। সম্প্রতি পুরাতনগঞ্জ গঙ্গার পশ্চিম পারে পড়িয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে পুরাতনগঞ্জের ভূমিটা গঙ্গার পূর্ব্বপারে ছিল। সার্ভে-ম্যাপে গঙ্গাদেবীর প্রাচীন ধারার চিহ্ন দেওয়া আছে। সেই চিহ্নের অপর পারে মাতাপুর, মাউগাছি, জান্নগর, বিদ্যানগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান লক্ষিত হয়। সেই পূর্ব্বধারা অবলম্বন করিয়া পুরাতনগঞ্জ ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের নহ্লাপাড়া এই দুই স্থানের মধ্য দিয়া যে গঙ্গাভরাটী বালুকা দেখা যায়, তাহাই তাৎকালিক গঙ্গাগর্ভ বলিয়া স্থির করিয়া লইলে আর কিছুই বুঝিতে কষ্ট থাকে না। সেই ধারাচিহ্ন মাতাপুর হইতে অঙ্কিত করিয়া আনিলে এখনকার গঙ্গাধারায় সংলগ্ন করত গঙ্গানগর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে।

আবার গঙ্গানগর হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববাহিনী হইয়া তখনকার গঙ্গা মায়াপুর স্পর্শ করত একটু ঘুরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম গতিদ্বারা গাদিগাছার নীচে দক্ষিণ দিকে চলিলেন। এইরূপ গঙ্গার গতি বিচার করিয়া লইলে প্রাচীন নবদ্বীপের আকৃতি স্থির হয়। নক্সায় এইরূপ গঙ্গার গতি অঙ্কিত করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে প্রাচীন নবদ্বীপ কূর্ম্মাকৃতি ভূমি। তাহারই উত্তর ভাগে শ্রীমায়াপুর বল্লালদিঘী, ব্রাহ্মণপুষ্করিণী ও প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী ও তারনবাস (যাহা তখন সিমুলিয়া ছিল)—এই সকল পল্লী দেখা যাইবে। দক্ষিণাংশে বেচ্ছপ্পর, আতপপুর, ভারুইডেঙ্গা, নিদয়া, গঙ্গানগর, পুরাতনগঞ্জ, দেওয়ানেরগঞ্জ এই সকল বসতি ছিল। গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্রমশঃ দক্ষিণস্থিত কয়েকটা পল্লী উৎসন্ন করিয়া গঙ্গানগর পর্য্যন্ত আসিবার সময় দক্ষিণ অংশের ভূমিটা গঙ্গাভরাটী বালুময় হইয়া গেল এবং তাৎকালিক গঙ্গার পশ্চিমতীর-স্থিত গ্রামগুলির সহিত মিলিত হইয়া পড়িল। ঐসব পল্লীস্থিত ব্যক্তিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজ-নবদ্বীপের প্রজা ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সংলগ্ন পশ্চিমতীরস্থ গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই অবসরে কুলিয়াগ্রামের অনেকাংশ ভূমি নিজ-নবদ্বীপবাসীর বাসভূমি হওয়ায় নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইতে লাগিল। গঙ্গাভরাটী নিজ-নবদ্বীপের ভূমি ক্রমশঃ বসতিযোগ্য হইলে তথায় স্বস্থলপয়বস্তিরূপে পুরাতনগঞ্জের উদয় হইল। পুরাতনগঞ্জে নবদ্বীপবাসিগণ আসিয়া পুনরায় ঘর ও দ্বার, দোকানাদি বসাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে বৈষ্ণবগণ তথায় শ্রীবাসঅঙ্গন সৃজন করিলেন। সেই শ্রীবাসঅঙ্গন ক্রমশঃ গঙ্গা হইতে অতিদূর হওয়ায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল কুলিয়ারচরে গিয়াছে। কুলিয়ারচরে গঙ্গার স্রোত নিকটবর্ত্তী থাকায় পুরাতনগঞ্জবাসিগণ জলকষ্টে ক্রমশঃ পুনরায় কুলিয়া নবদ্বীপ আশ্রয় করিতে লাগিলেন।

পুরাতন যে শ্রীবাসঅঙ্গন হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। শ্রীমায়াপুরে খোলভাঙ্গা ডেঙ্গার সমীপে আদি শ্রীবাসঅঙ্গন ছিল। একথা আমরা অনেক প্রমাণের সহিত পরে দেখাইব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কিছু দিবস পরেই শ্রীবাসপণ্ডিত নিজের নবদ্বীপস্থ-বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহার বহুতর প্রমাণ আছে। আবার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামাতার অদর্শনে শ্রীমায়াপুরের শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভিটা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভু বংশীবদনানন্দ ঠাকুর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি কুলিয়াগ্রামে নিজ বাটীতে লইয়া যান, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। শ্রীমায়াপুরে যে-সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহারা কয়েকটী

কারণবশতঃ স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। সে সমস্ত কারণ আমরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ আলোচনা করিব। লীলাস্থানসকল এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া বহুদিন থাকিলে পর বৈষ্ণবদিগের চিত্তে দুঃখের উদয় হইল। তাঁহারা নিজ-নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে কোন অংশে বাস করিয়া সুখলাভ করিবেন এই আশয়ে স্থানে স্থানে বৈরাগীডেঙ্গা, শ্রীবাসঅঙ্গন প্রভৃতি পত্তন করিয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সময় অনেকেই পুরাতনগঞ্জ ও কুলিয়া হইতে আসিয়া তাঁহার নির্ম্মিত রামচন্দ্রপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সে-সময়ে গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যতদূর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, সেই জলধারার পূর্ব্বতীরে রামচন্দ্রপুর পত্তন হইয়াছিল। এখন সেই ভূমিটা গঙ্গার পশ্চিমপারে বালুকামধ্যে পড়িয়াছে। সিংহ মহাশয়ের কৃত মন্দিরাদির চিহ্ন সেই সব বালুর মধ্যে এখনও দেখা যায়। রামচন্দ্রপুর ভাঙ্গিয়া গেলে গঙ্গার পশ্চিমতীরে স্বস্থল-পয়বস্তি-ভূমিতে বৈরাগিগণ গিয়া শ্রীবাসঅঙ্গনাদি পত্তন করেন। পুরাতনগঞ্জ হইতে গঙ্গা অধিক দূরে পড়িলে বৈরাগিগণ কুলিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। এই সকল কথা আমরা এই প্রবন্ধে লিখিলাম। আমাদের হস্তে এ-সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ সংগৃহীত আছে। আবশ্যকমতে প্রকাশ করিব। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে শ্রীপাটকুলিয়ার ভূমি নিরূপণ করিয়াছি। এ-প্রবন্ধে পুরাতনগঞ্জ সম্বন্ধে যাহা ব্যক্তব্য তাহাই বলিলাম। নিজনবদ্বীপ-সংস্থাপন বিষয়ে আগামী প্রবন্ধে অনেক কথা বলিব। পাঠকবৃন্দের নিকট আমরা এই অনুনয় করি যে, তাঁহারা * * * * স্বচক্ষে কুলিয়া গ্রামের সকলাংশ এবং প্রাচীন গঙ্গাধারা অবলম্বনপূর্ব্বক পুরাতনগঞ্জ পর্য্যন্ত পৌছিয়া শ্রীনবদ্বীপধামের রহস্য দৃষ্টি করিবেন। তাহা দৃষ্টি করিয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া দর্শন করুন্। নিরপেক্ষভাবে এই সকল স্থান দর্শন করত * * ভালরূপে বিচার করিতে করিতে স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট করিবেন। এবার স্থানাভাবে অধিক বলিতে পারিলাম না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠা)

সনাতনাভিন্ন শ্রীগুরুদেব

বৈরাগ্য-যুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পর-দুঃখ-দুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

(পর) দুঃখেতে কাতর, দয়ার সাগর,
গুরুদেব মহাশয়।
করিতে শোধন, মোর দুষ্ট মন,
গুরুরূপে প্রকটয়॥১॥
চাহেনা ভজিতে মোর দুষ্ট চিতে,
বিষয় ভোগেতে রত।
তবু কৃপা করি এ' অধম পরি
কহেন শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব॥২॥
অজ্ঞান আঁধারে বহুজন্ম ধ'রে,
পড়েছিনু আমি হায়!
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভজিতে কখন
মোর চিত্ত নাহি চায়॥৩॥
করিয়া যতন যেই মহাজন,
মো'হেন অজ্ঞান জনে।
বৈরাগ্য-যুকত ভক্তি-রস পূত
সচেষ্ট করাতে পানে॥৪॥
সম্বন্ধ প্রদাতা, গুরুদেব ত্রাতা
সনাতনাভিন্ন হ'ন।
সে গুরু চরণে, এই মূঢ় জনে,
(যেন) থাকে নত সর্ব্বক্ষণ॥৫॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

বোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর

—চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—

আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় দেখিতে পাই—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বজীবকেই উপদেশ করিয়াছেন যে, জীব ক্ষণমাত্র কালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। স্ব-স্ব-প্রকৃতিবশে অবশভাবেও কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বিচার করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম নির্ণয়পূর্ব্বক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আবার কর্ম্ম বলিতে কেবল ভগবৎকর্ম্মই করা উচিত, অন্যথা কর্ম্মের বন্ধন হইয়া থাকে ;—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীতা—৩৯)

অর্থাৎ হরিতোষণার্থ নিষ্কামকর্ম্মকে 'যজ্ঞ' বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদয়ই **'কর্ম্মবন্ধন'** বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদয় আচরণ কর। **কামনার উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কর্ম্মও বন্ধন-হেতু হয়,** অতএব ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্য কর্ম্ম কর।

ভগবত্তোষণপর কর্ম্মকে ভক্তিরই অন্তর্গত বলিয়া জানিতে হইবে। গীতার কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্য ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসিত। তদ্ব্যতীত সমস্ত গীতার সারমর্ম্ম অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, একমাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করাই জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহা শেষ অধ্যায়ে পরিস্ফুট হইয়াছে ; যথা—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ (গীতা ১৮।৬৪-৬৫)

গুহ্য—'ব্রহ্ম-জ্ঞান' ও গুহ্যতর—'ঐশ্বর-জ্ঞান' তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে গুহ্যতম—ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি। ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর। কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না। সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর। তাহা হইলে তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিবে—

ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই এই নির্গুণভক্তির উপদেশ করিলাম।

আবার সর্ব্বশেষে বলিলেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ঐশ্বর-জ্ঞান-লাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদিধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগের যে-সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্যলাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে। কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরি-জীব জীবন নির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিন প্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়-সুখ-নিষ্ঠারূপ অধম নিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধম নিষ্ঠা হইতেই অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। তাহা অনর্থ-জনক। তিনপ্রকার উত্তম নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক এক প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ও ধ্যানযোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলাভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। (গীতার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষ্য)

নানা প্রতিবন্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত আমি কি প্রকারে তদ্গতচিত্ত হইব, এই আশঙ্কার সমাধানার্থ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অবতারণা। নিত্যধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ জন্য 'সর্ব্ব'-শব্দ-প্রয়োগ। 'পরি' উপসর্গ দ্বারা ধর্ম্ম সকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন করিলেন। ধর্ম্মত্যাগ দুই প্রকারে সম্ভব হয়—স্বরূপতঃ ও

ফলতঃ ত্যাগ। অনুষ্ঠান পরিত্যাগ স্বরূপতঃ ত্যাগ, আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলতঃ ত্যাগ হয়। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-শরণাপত্তির জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও ত্যাগ করা উচিত। 'বর্ণাশ্রম' ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত; তাহা ত্যাগ করিলে প্রত্যবায় ঘটে। এই আশঙ্কার নিরসনার্থ "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" বাক্যের উল্লেখ। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-পালনই ধর্ম্ম, আর তাহা লঙ্ঘন করাই অধর্ম্ম। একবার দৃঢ়তা সম্পাদন নিষেধ-বাক্য দ্বারা বলিলেন-- "মা শুচঃ" অর্থাৎ তুমি নিশ্চিন্তমনে আমার ভজন কর।

বহুবিধ বাক্যের পর মহোপসংহার বাক্যে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' বাক্যদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই উপদেশ গ্রহণ কর—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই অনুরূপ শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায়—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ—১।২।৬)

অর্থাৎ যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানে অহৈতুকী ও প্রতিবন্ধক রহিতা ভক্তি জন্মে, তাহাই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম; তাহার দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। পুনশ্চ বলিতেছেন,—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ (ভাঃ ১১।১৯।১৮)

কর্ম্মকাণ্ডনিরত জনগণের উপাস্য আধিকারিক দেবতা বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ত্রিগুণতাড়িত অধিষ্ঠানগুলিই অমঙ্গলের আকর। কেননা, উহারা বিকার জগতে আবদ্ধ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহ জগতে লৌকিক ক্ষণভঙ্গুরতা ও দোষপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া পরোক্ষবাদীর পরজগতের নশ্বরতা ও অমঙ্গল দর্শন করেন। কর্ম্মপথপ্রাপ্য ব্যাপার আত্মবিদের অপ্রয়োজনীয়। ইহা বুঝিতে না পারিলেই নশ্বর কর্ম্মকাণ্ড জীবকে আবদ্ধ করে।

অতএব কলিযুগে ভক্তিযোগই সর্ব্বব্যক্তির পক্ষে একমাত্র মুখ্য ধর্ম্ম। তদ্ব্যতীত অন্য ধর্ম্মে বাস্তবিক মঙ্গলের আশা নাই। এজন্যই এযুগের বৈষ্ণব মহাজনগণ নির্ভীকভাবে ভক্তিযোগেরই প্রচার করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অন্য ধর্ম্মের বা অন্য কথার প্রচার তাঁহাদের নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভগবানের কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৩৬ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধ ভক্তিযোগ একটিই মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিযোগ কৌশলে কর্ম্ম ও জ্ঞানে নিয়োজিত করিবার উপায়—এই গীতাশাস্ত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধিযোগ যখন কর্ম্মের সীমাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মমিশ্রা হয়, তখনই তাহাকে 'কর্ম্মযোগ' আখ্যা দেওয়া হয়। আবার জ্ঞানের সীমাকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানমিশ্রা হইলে তাহা 'জ্ঞানযোগ' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু তদুভয় সীমাকে অতিক্রম করিয়া যখন কেবলা-ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত হয়, তখনই তাহা বিশুদ্ধ 'ভক্তিযোগ' নামে অভিহিত হয়।

ইহজগতে লৌকিক বা বৈদিক যে-সকল কর্ম্মের আমরা অনুষ্ঠান করি তাহা সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রসব করে। সেই সকল বহুধা ফল ভোগ করিবার সময়ে আবার নূতন নূতন কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের সৃষ্টি হয়; সেগুলিও আবার পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রসব করে বলিয়া সেই সমস্ত কর্ম্মগুলি কর্ম্মযোগ আখ্যা পাইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরূপ একটি বৃহৎ বৃক্ষ বিরাট শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। কর্ম্মফলভোগী সেই বৃহৎ বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে করিতে যে সংসার-দশা লাভ করে তাহাই 'in the dispensation of providence' এর দুঃখালয়রূপ অশাশ্বত অশান্তির আকর। জন্মজন্মান্তরেও সেই সংসার-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া যায়। ফলে চৌরাশীলক্ষ নানা যোনিতে উপর্যধো ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দগ্ধিভূত হইয়া কোনমতেই rest বা শান্তি পায় না। অথচ সেই প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিবারও আমাদের উপায় নাই। সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিবার অভিনয় করিয়া তথাকথিত সন্ন্যাসীর বেশ লইয়াও উদরপূর্ত্তির জন্য বহু প্রকার কর্ম্ম করিতে হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অধস্তন সন্ন্যাসীবর্গের অবস্থা চিন্তা করিয়াই বলিয়াছিলেন, "উদর-নিমিত্তং বহুকৃত-বেশম্"। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করিবার উপায় মোটেই নাই। সেইজন্য অর্জ্জুন মহাশয় তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম—যুদ্ধ ত্যাগ করিবার অভিনয় করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন, যথা—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ (গীঃ ৩।৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন মহাশয়কে উপদেশ করিলেন, তুমি সর্ব্বদাই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে থাক। কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। অনধিকারী ব্যক্তি নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়। শরীর যাত্রাই যখন কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সাধিত হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগও সম্ভব নহে। অথচ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরূপ যে সংসার-বৃক্ষ গড়িয়া উঠে, তদ্দ্বারা জীবের কোন প্রকারই শান্তির আশা নাই। সেই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম কিভাবে করিতে হইবে তাহার উপদেশ করিলেন, যথা—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (গীঃ ৩।৯)

কর্ম্ম করিয়াও যে-কর্ম্মফল বন্ধন না করিয়া মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা 'Providence' এর আর একপ্রকার 'dispensation'। সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞার্থে অর্থাৎ বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে করাই মুক্তসঙ্গ-কর্ম্ম-পদ্ধতি বা কর্ম্ম-যোগ-কৌশল। এই প্রকার কর্ম্ম-যোগ-কৌশলদ্বারা কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া জীবের নিত্য-সিদ্ধ ভগবদ্-ভক্তি ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এই কর্ম্মযোগকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগও বলা যায়। নিষ্কাম বলিতে—যে কর্ম্মে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক কোন কামনা নাই। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মফলই নিজে ভোগ না করিয়া ভগবানকে সেই ফল প্রদান করা।

আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সকলকেই সামর্থ্যানুযায়ী অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হয়। অর্থাদির বিনিময়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং সেই দ্রব্যাদিই ভোজ্যরূপে পরিণত হইলে আমাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যথাযথ ভোজন না করিলে শরীর রক্ষা হয় না এবং শরীর রক্ষা না হইলে আবার ভোজ্য বস্তুও সংগ্রহ হয় না। কোন্‌টি কারণ এবং কোন্‌টি কার্য্য তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং উভয়ই উভয়ের কার্য্য-কারণ বলিয়া ইহাকে এককথায় কর্ম্মচক্র বলা যাইতে পারে। এইপ্রকার কর্ম্মচক্রে জন্মজন্মান্তর ঘুরপাক খাওয়াই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ। সেই প্রকার ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণশীল কোন ভাগ্যবান্ জীব ভগবানের এবং সাধুগুরুর কৃপায় নিজের দুরবস্থার কথা বুঝিতে পারে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া মুক্তসঙ্গ হইবার চেষ্টা করে।

জড়জগতের যে একটা তাৎকালিক সুখ শান্তি আছে তাহাই আমাদের প্রাপ্য বস্তু নহে। যেহেতু আমরা সকলেই নিত্য শাশ্বত বস্তু, সেহেতু আমাদের নিত্য সুখের জন্য আবাহমানকাল চেষ্টা। কিন্তু আমরা আলেয়ার সুখ-শান্তির জন্য

জন্মজন্মান্তর কেবল শরীর পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতেছি। ইহার কোন হিসাবই আমরা করি না। অথচ ১০।২০ বৎসরের সুখ-শান্তির জন্য আমরা কি ভাবেই রক্তপাত করিতেছি। আমরা আসুরিক বৃত্তিতে যে সুখ বা রসের অন্বেষণ করি, তদ্দ্বারা আমাদের শান্তি লাভ হয় না; কারণ আমরা জানি না যে সুখশান্তি কোথায়। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের বলিয়াছেন, "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং"।

আমরা কিন্তু স্বার্থান্বেষণ করিতে করিতে উদ্দেশ্যহীন হইয়া জড় শরীর ও মনরূপ জাহাজে বসিয়া সংসার সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কূল না পাইয়া কেবল ধাক্কাই খাইতে থাকি ও মনে করি "in the dispensation of providence man cannot have any rest." আমরা যদি জানিতাম যে আমাদের ভবসিন্ধুর কূল বা আমাদের চরম-স্বার্থ "বিষ্ণু," তাহা হইলে আর আমাদের দুঃখ থাকিত না। সেই কথা আমাদের জানা নাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানাইলেন যে যজ্ঞার্থে বা বিষ্ণু-প্রীত্যর্থেই কর্ম্ম করা আবশ্যক। ঋক্‌মন্ত্রেও আমাদের এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যথা—"তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি। অতএব যাঁহারা সূরয়ঃ অর্থাৎ দেবতাপর্য্যায়ভুক্ত তাঁহারা সর্ব্বদা বিষ্ণুপাদপদ্মকেই স্বার্থগতি বলিয়া জানেন। সুতরাং তদর্থে অর্থাৎ সেই বিষ্ণুরই প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করাই আমাদের মুক্তসঙ্গের সমাচরণ। যদি কর্ম্মচক্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয় তাহা হইলে মনুষ্যজাতিকে বিষ্ণুর পাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে অসুর হইয়া যাইতে হইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বিগণ বা সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ যাঁহারা হিন্দু নামে অভিহিত হইতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ করিয়া যাঁহারা উচ্চবর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুকেই কেন্দ্র করিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সকল আশ্রমেই বিশেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমিগণ প্রত্যেকেই গৃহে বিষ্ণুসেবারূপ নিত্য যজ্ঞ করিতেন বা এখনও বহু নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ তাহা করেন।

সেই বিষ্ণুসেবার জন্যই অর্থ সংগ্রহ করা, অর্থের বিনিময়ে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য বিষ্ণুরই ভোগের জন্য রন্ধন করা এবং পরে সেই বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রসাদরূপে সম্মান করা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের ভিতর বিষ্ণুপ্রীতি বা যজ্ঞ সাধিত হইত। তাহা পূর্ব্বে সম্ভব ছিল বা এখনও কোথাও কোথাও প্রকটিত আছে। সেই পদ্ধতি সার্ব্বজনীনভাবে সর্ব্বত্র এবং সকল বিষয়েই

প্রযোজ্য হইতে পারে। অতএব সেই স্বার্থগতি বিষ্ণু যিনি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ তাঁহারই প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই আমরা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইব। প্রগতিশীল কর্ম্মের প্রতিরোধ না করিয়া সমস্ত কর্ম্মই 'তদর্থে' কর্ম্ম অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে সম্পাদন করাই বিধেয়। পণ্ডিতগণ বলেন, বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই মুক্তি, "মুক্তিঃ বিষ্ণুঙ্ঘ্রিলাভঃ", বিষ্ণুর স্বার্থেই নিজের স্বার্থ পরিপূর্ণ হয়, ইহাই কর্ম্মযোগের ক্রমপন্থা। এবং সেই কর্ম্মের ফল কি সে-বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যজ্ঞ বা ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে কার্য্য না করিলে সমস্ত কার্য্যেই গরল বা পাপ উৎপত্তি হইয়া জগদ্‌বিপ্লব উপস্থিত হয়।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ (গীঃ ৩।১৩)

শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য উল্লিখিত যে বিষ্ণুসেবার পদ্ধতি কথিত হইল, তদ্দ্বারা কোনপ্রকার আপাতদৃষ্টিতে পাপ কার্য্যের উদ্ভব হইলেও, তাহা হইতে যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করিলে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আমরা অত্যন্ত সাবধানে থাকিলেও এবং খুব দৃঢ়ভাবে অহিংস-নীতি অবলম্বন করিলেও আমরা যে কর্ম্মচক্রের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, তাহাতে অজ্ঞাতসারে বহুপ্রকার পাপই সাধিত হইয়া যাইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ লোকাচার এবং ব্যবহারিক কার্য্যে বিশেষ করিয়া রাজনীতি কার্য্যে প্রায়ই পাপ করিতে হয়। মুখে অহিংসার কথা বলিয়া কার্য্যে হিংসা করা ব্যতীত বাঁচিবারই উপায় নাই। সর্ব্বপ্রকার পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইলেও অন্ততঃ 'পঞ্চসূনা' নামক পাপ-কার্য্য হইতে কিছুতেই বাঁচিবার উপায় নাই। রাস্তায় চলিবার সময় অনিচ্ছায় বহু পিপীলিকার প্রাণ নাশ করিতে বাধ্য হই। গৃহাদি মার্জ্জনকালে বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর হিংসা হইয়া যায়। পেষণী কার্য্যে, জলকুম্ভের নিকট এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার সময়ও বহু প্রাণীর হিংসা হইয়া যায়। এইপ্রকার আহার-বিহার কার্য্যে অনেক সময় বাধ্য হইয়া অন্যায় অনাচার করিয়া কিল্বিষ বা পাপ ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় হইয়া যায়। মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে অহিংস-নীতি অবলম্বন করি, তদ্দ্বারা একজনের সুবিধা, অন্যের অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয় চরণ দে,
সম্পাদক, ব্যাক্-টু-গড্ হেড্

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-চরণে
আর্ত্তি-নিবেদন

দয়ার ঠাকুর মোর,
নমো নমঃ শ্রীভকতিবিনোদ
শুদ্ধভক্তি প্রচারে যাঁহার আমোদ
কর কৃপা দীনহীনে অজ্ঞ অবোধ
দুর্দ্দৈব অতি ঘোর।
দয়ার ঠাকুর মোর ॥

হে পতিত-পাবন,
পতিত তারিতে এ মর-জগতে
শ্রীগৌরশক্তি প্রেম প্রদানিতে
চির বহির্ম্মুখে চির সুখ দিতে
আর কে আছে এমন ?
হে পতিত-পাবন ॥

হে আচার্য্যবর,
আপনি আচরি করিলে প্রচার
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন সর্ব্বধর্ম্ম-সার
নাম বিনা জীবের গতি নাহি আর
জানাইলে চরাচর।
হে আচার্য্যবর !!

হে জগৎ-তারণ,
বিশ্ব যখন হইল মগন
আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন
পাশ্চাত্য স্রোতে ভাসে জীবগণ
এলে তুমি তখন।
হে জগৎ-তারণ !!

আমিত আত্মঘাতী,
মৃত্যুসঞ্জীবনী বৈকুণ্ঠ অপগা
বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি শ্রীরূপানুগা
পান করিল যাহারা সুভগা
তুমিত ভূরিদ অতি,
আমিত আত্মঘাতী ॥

হৃদয় পাষাণ মোর,
ভক্তগণ আজি তোমার বিরহে
মুহ্যমান সবে চক্ষে ধারা বহে
কাতর কণ্ঠে আজি তব গুণ গাহে
অভাগ্যের নাহি ওর,
হৃদয় পাষাণ মোর ॥

বিচ্ছেদব্যথা তরঙ্গে,
তোমার বিরহ তীব্র যাঁহার
ভাগ্যবান্ তিনি কি বলিব আর
সর্ব্বক্ষণ তুমি হৃদয় তাঁহার
গৌর-পরিকর সঙ্গে।
বিচ্ছেদব্যথা তরঙ্গে ॥

এসেছিলে গৌড়ভূমি,
মহাপ্রভু যবে লীলা সম্বরিলা
ষড়্‌গোস্বামী ক্রমে অদর্শন হৈলা
গৌড়ীয়গগন ঘনঘটা আচ্ছাদিলা
এহেন সময়ে তুমি
এসেছিলে গৌড়ভূমি ॥

হে আচার্য্য-ভাস্কর,
গৌরজন্মস্থান মায়াপুর ধাম
কাল-প্রভাবে কেহ না জানিত নাম
গৌরাঙ্গ আদেশে সেই লীলাস্থান
প্রচারিলে প্রভুবর
হে আচার্য্য ভাস্কর !!

তুমিত পণ্ডিতবর,
জৈবধর্ম্ম আর শিক্ষামৃত,
কল্যাণকল্পতরু যাতে সর্ব্বহিত,
শতাধিক গ্রন্থ করিয়া নির্ম্মিত
কৃষ্ণভক্তি সাধ্যসার,
তুমিত পণ্ডিতবর ॥

হে ভক্তিবিনোদ,
ভক্তবিরহ দুঃখ শ্রেষ্ঠতম
সে দুঃখ কিন্তু হয় পূজ্যতম
কৃষ্ণ কার্ষ্ণের যুগপৎ দর্শন
বিরহে হয় প্রমোদ।
হে ভক্তিবিনোদ !!

হে বিনোদ বিভু,
শ্রীনামহট্ট করিয়া স্থাপন
স্বহস্তে তুমি করিলে মার্জ্জন
সেই শতমুখীর একটী কণ
হ'তে পারিব কি কভু ?
হে বিনোদ বিভু !!

অপ্রাকৃত সাহিত্যিক,
হিতের সহিত যাহা বর্ত্তমান
সে পুস্তক পায় সাহিত্য সম্মান,
যে-শাস্ত্রে হয় কৃষ্ণ বিস্মরণ
কাক-কোলাহল ধিক্,
অপ্রাকৃত সাহিত্যিক ॥

বুঝিব কি সেই ব্যথা,
বিরহ-গাথার তীব্র বেদন
গাহিয়াছেন তাহা ঠাকুর নরোত্তম,
অশ্মসার আমি অতি অভাজন
পাষাণে কুটিলে মাথা
বুঝিব কি সেই ব্যথা ?

অকিঞ্চনবর,
প্রতিষ্ঠাশা সম শত্রু নাহি আর
সাধকের যাহা অতি দুর্নিবার
কত না যত্নে জানালে বারবার
না হইল কর্ণগোচর,
অকিঞ্চনবর ॥

কি বর্ণিব গুণ,
বাঙ্গালা-ইংরাজী-উড়িয়া-সংস্কৃত
উর্দ্দু-পার্সী-ভাষায় গ্রন্থ অলঙ্কৃত
সুপাণ্ডিত্য তোমার হৈল ঘোষিত
সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ,
কি বর্ণিব গুণ ॥

অবিদ্যা-পীড়িত আমি,
ভব-ঔষধি শ্রীনাম মহামন্ত্র
স্থাপিয়াছ বিচারি বেদাগম তন্ত্র
হরিনাম চিন্তামণি পান-পাত্র
সাধুবৈদ্যরাজ তুমি
অবিদ্যাপীড়িত আমি ॥

সকলিত জান তুমি,
মহিমা তোমার করিতে কীর্ত্তন
অক্ষম সতত ন্যাসী অগণন
সারদা সারঙ্গে করেন কীর্ত্তন—
কি জানি বর্ণিতে আমি
সকলিত জান তুমি ॥

কি বলিব আমি,
জগতে প্রকট ছিলেন যখন
ভাগ্যদোষে না জানিনু তখন
সে দুঃখ আর না হইবে মোচন
জান তুমি অন্তর্য্যামী
কি বলিব আমি ॥

পাইব কি আর কভু ?
অমন্দউদয়া দয়া বিতরিয়া
নিজ নিকেতনে গিয়াছ চলিয়া
তোমার বৈভব সরস্বতী দিয়া
হারাইয়াছি সে প্রভু
পাইব কি আর কভু ?

কোথা গেলে প্রভুবর,
তোমা রত্নহারা হইয়া ধরণী
অত্যন্ত দুঃখিত অধীর গুর্ব্বিণী
শোক-সন্তপ্ত শূন্য মেদিনী
দেখিব কি আর ?
কোথা গেলে প্রভুবর ॥

গৌরশক্তি দুইজন,
গদাধর গোলোক-বিজয় দিনে
সেই বিচ্ছেদে অতি ব্যাকুল মনে
প্রপঞ্চ লীলা ত্যজিলে তখনে
একচিত্ত একমন
গৌরশক্তি দুইজন ॥

পূজিতে শ্রীচরণ,
মঠ মন্দির গোপুর প্রাঙ্গন
পত্র পুষ্পমাল্যে হয় সুশোভন
দ্বারে দ্বারে শোভে বিচিত্র তোরণ
সব মঙ্গল আচরণ
পূজিতে শ্রীচরণ ॥

তব অদর্শনে,
ভক্তগণ সব সজল-নয়নে
করিছে অর্চ্চন অগুরু চন্দনে
অন্তরীক্ষে পুষ্প বর্ষে দেবগণে
হর্ষ-বিষাদ মনে।
তব অদর্শনে ॥

করহ অভয়,
জয় তিথিবরা নিত্য তব জয়
তব কৃপা হ'লে প্রভুর কৃপা হয়,
দুরিত দুষ্ট আমি দুরাশয়
পুনঃ গাই জয় জয়।
করহ অভয় ॥

কোটি কোটি নমস্কার,
হে সুমেধা তিথি ! নাহি জানি স্তুতি
ভক্তিগন্ধহীন আমি মূঢ়মতি
নিজগুণে কৃপা কর দাস প্রতি
বার বার এইবার,
কোটি কোটি নমস্কার ॥

দেহ দীনে আশ্রয়,
পতিত-পাবন তুমি দয়াময়
মো সম পতিত পাবে না ধরায়
বিরহ-তিথির বেদনা জাগায়
না ঠেলিও রাঙ্গা পায়,
দেহ দীনে আশ্রয় ॥

বহু জন্মের অপরাধী জান প্রভু তুমি।
প্রতি জন্মে চরণ-রেণু মাগে তুর্য্যাশ্রমী ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্‌ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

বর্ষান্তে নিবেদন

শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা রক্ষিতা

আমরা ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম বর্ষের শেষ ১২শ সংখ্যায় উপনীত হইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমেই শ্রীপত্রিকার আদ্যন্ত শ্রীগোবিন্দের দ্বারাই সুরক্ষিত হইতেছেন। পারমার্থিক কাল-বিচারের বর্ষ গণনায় শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া 'গোবিন্দ'-মাসেই তাঁহার সম্পাদন কার্য্য আরম্ভ করিয়া 'গোবিন্দ'-মাসেই তাঁহার অন্ত দর্শন করিতেছি। জগৎপাতা শ্রীগোবিন্দদেব চিরদিনই তাঁহার নিজ জনগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরূদ্বহ"—বাক্যটী এস্থলে স্মৃতিপটে আসিতেছে। ভগবান্ যেরূপ তাঁহার সেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বারকাপুরী সর্ব্বতোভাবে শ্রীভুজের দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অধোক্ষজ শ্রীগোবিন্দ-দেবও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আদ্যন্ত স্বীয় ভুজের দ্বারা আবৃত করিয়া প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বর্ষান্তে ইহা আমরা স্মরণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীপত্রিকা রূপানুগ অভিধেয়-তত্ত্বের প্রকাশিকা

উপাস্য-বিচারে শ্রীগোবিন্দদেবই অভিধেয় তত্ত্বের অধিদেবতা। যেহেতু অভিধেয়-তত্ত্বের আচার্য্য-কুল-মুকুটমণি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীগোবিন্দেরই প্রকাশক এবং শ্রীগোবিন্দই শ্রীপত্রিকার সংরক্ষক হওয়ায় ইহা শ্রীল রূপপাদেরই অত্যন্ত প্রিয় আদরের ধন। যিনি নির্জ্জন-ভজন-রোধিকা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনে অনন্তকোটী লেখনী প্রসার করিয়াছেন, যাঁহার প্রভাবে আমাদের ন্যায় ধৃষ্টমতি অনভিজ্ঞ-চিত্ত গুরুদাস্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিসকলও রূপানুগ কীর্ত্তনীয়া বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম-প্রয়োজন লাভের অভিধেয় প্রকাশিকা রূপানুগাগণের অগ্রগণ্যা হইয়াছেন। চিরদিনই শ্রীপত্রিকা রূপানুগা ভক্তিবিনোদ-ধারায় সকলকে স্নান করাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ও তাঁহার অভিন্ন বিগ্রহ গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভের অধিকার দিবেন। আমরা ইহার আকার ও ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীপত্রিকা সকলের শিক্ষাগুরু

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীল রূপপাদের এই শিক্ষা-বাক্য লক্ষ্য করিলে শ্রবণ যে কীর্ত্তনের একান্ত অচ্ছেদ্য ও নিত্য সঙ্গী, তদ্বিষয়ে সম্যগ উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। কীর্ত্তন হইলেই শ্রবণ হইবে; কীর্ত্তনকারী কীর্ত্তন করিলেই শ্রবণকারী তাহা শ্রবণ করিবেন। উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলাম, কেহই শ্রবণ করিল না—এরূপ ক্ষেত্র অসম্ভব। অন্ততঃ স্বয়ংই তাহার শ্রোতা হইতে হয়। কীর্ত্তনকারীই একাধারে কীর্ত্তনীয়া ও শ্রোতা। কীর্ত্তনীয়া ও শ্রোতা উভয়েই চেতন। চেতনই চেতনের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রোতা, তাঁহারা কীর্ত্তনকারীকে শিক্ষক বলিয়া অভিমান করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বিবিধ প্রবন্ধাদিতে শ্রীরূপশিক্ষা প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তনকারীর ন্যায় শিক্ষা-গুরুর আসন অধিকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার সে-প্রকার অভিমানের ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হইতেছে না। তথাপি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সর্ব্বোত্তমা প্রকাশিকা হইবার অভিমান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষক কীর্ত্তন করেন এবং ছাত্র তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। আরও দেখা যায়, শিক্ষকের ইচ্ছাক্রমে ছাত্রই কীর্ত্তন করেন এবং শিক্ষক স্বয়ং তাহা শ্রবণ করেন। বিদ্যার্থীর অধিগত বিদ্যা সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষাই সে-স্থলে উদ্দেশ্য। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কীর্ত্তনকারীরূপে আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট শিক্ষক-স্বরূপ এবং কাহারও নিকট ছাত্র-স্বরূপ প্রতিভাত হইলে ভক্তির ব্যাঘাত ঘটিবে।

শ্রীপত্রিকার স্বজন, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব

আমরা শ্রীপত্রিকার বক্তা ও শ্রোতাগণকে বিশেষ আনন্দের সহিত, প্রাণের সহিত কৃতজ্ঞতাময় ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাঁহারা বিবিধ পদ্য, প্রবন্ধ ও সমালোচনাদির দ্বারা শ্রীপত্রিকার সেবা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত স্বজন। যাঁহারা শ্রীপত্রিকা পাঠ করিয়া পরম সন্তোষের সহিত ইঁহার প্রশংসাসূচক পত্রাদির দ্বারা আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পরম আত্মীয়। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিবিধ প্রশ্নের দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণকে ভগবৎ কথা আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের একান্ত বান্ধব। যাঁহারা শ্রীপত্রিকা নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতেছেন, আমরা সেই গ্রাহকবর্গ ও তাঁহাদের উৎসাহদাতা বন্ধুবর্গের নিকট সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। যাঁহারা শ্রীপত্রিকার সম্পাদন, সঙ্কলন ও প্রকাশ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বজন, আত্মীয়, বান্ধবাদি সর্ব্বসাধারণের আনন্দ ও প্রীতিবিধান করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের আন্তরিক বন্ধু।

তাঁহাদের এই প্রকার সেবা-চেষ্টা দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও তাঁহার নিজ-জনগণ পর জগৎ হইতে নিশ্চয়ই প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

শ্রীপত্রিকায় মঙ্গলাচরণ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সঙ্কলন ব্যাপারে আমরা সর্ব্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ গুরুবর্গের বন্দনামূলক স্তোত্রাদি প্রকাশ করিয়াছি। বৈষ্ণব-জগতের ইহা প্রাচীনতম ধারা। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা—সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই বন্দনা বিধেয়। আমরা সে পদ্ধতি গোবিন্দের কৃপায় সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি। এ সম্বন্ধে গুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদাষ্টকম্ প্রভৃতি সুললিত সুমধুর কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রগুলির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীপত্রিকার গৌরব-প্রবন্ধ ও তাহার ভাষা

প্রতি সংখ্যার প্রথমেই **শ্রীল প্রভুপাদের** ও **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** একটী করিয়া প্রবন্ধ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সর্ব্বোত্তম গৌরব উপাস্যরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সর্ব্বপ্রথমে দার্শনিক জগতের সর্ব্বোচ্চতম বিষয়সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমূলক শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধ-গুলি সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে অতীব দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সাধারণের নিকট সরল করিবার জন্য প্রত্যেকটী প্রবন্ধের প্রত্যেক অনুচ্ছেদের কথাসার-স্বরূপ সংক্ষেপ শিরোনামা লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণের নিকট উহা দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। গভীর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের ভাষায় যতই সারল্য থাকুক না কেন, ভাবের গাম্ভীর্য্যহেতু তাহা সাধারণের নিকট স্বভাবতঃই দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। আমরা ইহার পরিবর্ত্তন করিতে অপারক বিধায় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। গুরুবর্গের প্রবন্ধের ব্যাখ্যা রচনা করিবার অধিকার আমাদের আছে; কিন্তু তাহার ভাব ও ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটাইবে কে? বহু উচ্চ সুশিক্ষিত পাঠকবর্গই আমাদিগকে পত্রদ্বারা এবং সাক্ষাতে ও প্রচারকবর্গের সমক্ষে বিভিন্ন প্রকারে জানাইয়াছেন যে, শ্রীপত্রিকার ভাষা সুকঠিন ও সুখবোধ্য নহে।

শ্রীপত্রিকার অন্যান্য প্রবন্ধ

উক্ত অতিমর্ত্ত্য মহাজনদ্বয়ের প্রবন্ধ ব্যতীত ত্যক্তগৃহ ও আশ্রমশ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডি-পাদগণের ও অন্যান্য আচারবান্ পণ্ডিত উপদেশকগণের বিচারপূর্ণ দার্শনিক

প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধেও ঐ প্রকার অভিমত শ্রবণ করিয়া আসিতেছি এবং তাঁহারা শ্রীপত্রিকার গৌরবের প্রতি ও সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বোত্তম মঙ্গলদায়কত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সরল ভাষায় প্রবন্ধাদির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে এ-বিষয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদয় পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীপত্রিকার আলোচিত বিষয়সমূহ

আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, ইতিহাস, ভূগোল, ছন্দ, জ্যোতিষ, দর্শন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বিরহ, উৎসব, স্তোত্র প্রভৃতি ও বিবিধ সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারের উপরে নির্ভর করিয়া সিদ্ধ ও সাধনমার্গের অতীব উপাদেয় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীপত্রিকায় সর্ব্বসমেত একশত পঁচিশটীর অধিক বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়গুলি কোন্ কোন্ প্রবন্ধে কি-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের সুধী পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে না, তাঁহারা স্বয়ংই উহা বাছিয়া লইতে পারিবেন। আমাদের উল্লেখ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাববশতঃ আমরা এখানে বিবিধ শ্রেণীর বিভাগমূলে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করিলাম না। বৈষ্ণব-জগতে ভগবৎপ্রীতি লাভোপযোগী সাধনমার্গের যাবতীয় ব্রত-ধর্ম্মাদির অনুশীলনীয় সেবা পদ্ধতির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে এই বৎসরে বর্ণিত হইয়াছে।

আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়ের পরিচয়

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি—**আগামী বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা হইয়া প্রকাশিতা হইবেন।** নানাপ্রকার ত্রৈবর্ণ চিত্র-সম্বলিত উপাস্য ও উপাসকগণের আলেখ্য মূর্ত্তিসমূহ শ্রীপত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। প্রবন্ধাদিও যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে যত্নের বিন্দুমাত্রও ত্রুটী হইবে না। প্রত্যেক সাধকবর্গের ভজনোন্মুখী শিক্ষাপ্রণালী, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে রীতিমত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। এবৎসর আমরা সত্যানুসন্ধিৎসু বহু সজ্জন বান্ধবগণের নিকট হইতে বহু প্রশ্ন পাইয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পত্রিকার কলেবর-সংকীর্ণতাহেতু আরও বহু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রকাশ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমাদিগকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আগামী বর্ষে প্রত্যেকটি প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিমূলে ধারাবাহিকভাবে সদুত্তর প্রকাশিত হইবে। পরিপ্রশ্নকারী বান্ধব-বর্গকে আমরা আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীপত্রিকা এত অল্প সময়ের মধ্যেই এত অধিক সংখ্যক লোকের আদরের বস্তু হইবেন, তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান কালের গতি, তাহাতে এই কলির প্রথম পাদে ধর্ম্ম-কথার বিশেষতঃ পারমার্থিক বৈকুণ্ঠ জগতের কথার প্রতি তত অধিক আদর হইবে না বলিয়াই অধিক সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত হয় নাই। ফলে এরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে যে, নূতন গ্রাহকগণকে আমরা আর প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি নাই; তজ্জন্য বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের গ্রাহকবর্গ প্রায় সকলেই যথারীতি তাঁহাদের দেয় ভিক্ষা সমুদায় পত্রিকা পাইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে প্রদান করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের বিশেষ প্রার্থনা—আগামী বর্ষের জন্যও তাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীপত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হইবার আবশ্যকতা

বর্ত্তমানযুগে দিনের পর দিন ধর্ম্ম-জগতে যেরূপ বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তজ্জন্য আমাদিগকে এখন হইতেই সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই দুর্দ্দিনে ধর্ম্মকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ। ক্রমশঃ ভারত হইতে ধর্ম্মের উৎসাদনের যে অপচেষ্টা চলিতেছে, তাহার সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস হওয়াই প্রয়োজন। ভারতের প্রতি অণু-পরমাণু ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত। ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার আসুরিক চিন্তাসমূহকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আগামী বর্ষে অভিনব ভাবধারা লইয়া প্রকাশিতা হইবেন। আপনারা প্রত্যেকেই আগামী বর্ষের জন্য গ্রাহক হউন্ এবং আপনাদের আত্মীয়বর্গকে শ্রীপত্রিকা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করুন্।

কৃপা প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষা

পরিশেষে আমরা সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি—গুরুসেবক-গণের আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবায় বল সঞ্চারিত করুন্। আমরা শ্রীপত্রিকা সকলেরই প্রীতিবিধানের জন্য প্রকাশ করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও করিব। কাহারও অন্তঃকরণে আঘাত দেওয়া শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য নহে। যদি কেহ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সর্ব্বদা নির্ভীক সত্যকথা প্রচার করিবেন। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অদ্য বর্ষান্তে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান করিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে আগামী বর্ষের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

জয় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।
জয় শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।
জয় শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়।
জয় শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।
জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কী জয়।

শ্রীঅযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীঊর্জ্জব্রত

শ্রীধাম অযোধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্নকূট মহোৎসবের বিবরণ গত ১০ম ও ১১শ সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার যথাক্রমে ৩৯৩ ও ৪৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। পরিক্রমা প্রভৃতির ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য অনেকেই আমাদের নিকট কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য এবং অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্যের ভৌগোলিক বিবরণ বহু তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বিশেষ উপকারে আসিবে মনে করিয়া পরিক্রমা-বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

গত ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, বুধবার উক্ত সমিতি যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে ১৭নং আপ দিল্লী অক্সপ্রেসে ২ খানি বগী (৭খানা কামরা) রিজার্ভ করিয়া শ্রীঅযোধ্যা যাত্রা করেন। ১৯শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া একটু বিলম্বে সকালে ৬টার সময় তাঁহারা অযোধ্যা ষ্টেশনে পৌছেন। প্রারম্ভিক বন্দোবস্তের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলান্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভৃতি কয়েকজন সেবক অযোধ্যায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ **লছমন্-কিলায়** পরিক্রমা-সঙ্ঘের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এই কিলার মোহান্ত মহারাজের ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের সরল অমায়িক ব্যবহারে ও সাদর আহ্বানে তাঁহারা ইহা ব্রত পালনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

১৯শে আশ্বিন সকালে পরিক্রমা-সঙ্ঘ অযোধ্যা ষ্টেশনে অবতরণ করিলে পূর্ব্ব-প্রেরিত সেবকগণের সহিত লছমন্-কিলার মোহান্ত মহারাজের পক্ষ হইতে

তাঁহার ম্যানেজার উক্ত সঙ্ঘকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীবিগ্রহ ও পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। সঙ্ঘের ও যাত্রীদের মালপত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই যানবাহনাদির সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীশ্রীদ্বারকাধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীউর্জ্জব্রত" প্রবন্ধে আপনারা পরিক্রমার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন, এবারেও তদনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। পরিক্রমাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহ একটী সুসজ্জিত সুন্দর শিবিকায় সমিতির সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইতেন এবং পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রভৃতি হস্তে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেন। সুতরাং তদনুসারে ষ্টেশন হইতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে পূর্ব্ব-বর্ণিত লছমন্-কিলায় যাত্রা করেন। সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাকালে এতদ্দেশীয় ভক্তগণ শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বিশেষ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন। এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বিশেষভাবে প্রচার না থাকিলেও তখনকার অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সাক্ষাদ্ বাণীর সত্যতা নিরূপনার্থ ও এতদ্দেশবাসী জনগণকে তাঁহার তত্ত্ব অবগত করাইবার জন্যই তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং অর্চ্চামূর্ত্তিতে অযোধ্যায় পদার্পণ করিয়াছেন। যথাসময়ে উক্ত সঙ্ঘ লছমন্-কিলায় উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীরামসীতা-লক্ষ্মণজীর মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং তথায় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবিকা স্থাপিত হইলে পরিক্রমা-সঙ্ঘ উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন সহযোগে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করেন। এই সময়ে মন্দিরের পূজারী ভক্তবর শ্রীলক্ষ্মণ শরণজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিজয়-বিগ্রহের অর্চ্চন ও ধূপ-দীপাদি দ্বারা তাঁহার আরতি করেন। শ্রীমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরাজিত হন এবং অযোধ্যায় থাকাকালে এস্থানে অবস্থান করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তগণের নিত্য সেবাপূজা গ্রহণ করেন। কিলার মোহান্ত মহারাজের পক্ষ হইতে ম্যানেজার শ্রীসিয়ামোহন শরণজী, মন্দিরের পূজারীজী ও অপরাপর সকলে পরিক্রমা-সঙ্ঘের নিয়ামক পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা ও আদর যত্ন দ্বারা আপ্যায়িত করেন। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে সকলের থাকিবার স্থান অতি সুন্দর ও রমণীয় হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে বিপুল সমারোহে ভোগারতি কীর্ত্তন ও আরতি

সমাপ্ত হইলে যাত্রিগণ প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম লাভ করেন। এইস্থান প্রাচীন ইতিহাস-বিজড়িত। সুতরাং ইহার অবস্থিতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি শ্রীঅযোধ্যা-ধাম কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ভক্ত রাজা বিক্রমাদিত্য বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর কৃপায় এই তীর্থ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুনরায় লোক-লোচনের গোচরীভূত করেন। অযোধ্যার ভৌগোলিক মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, শ্রীগোবিন্দের ভূজের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীর ন্যায় এই অযোধ্যাধামও প্রায় চতুর্দ্দিকেই সরযূদ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজা ইক্ষাকু রাজগুরু বশিষ্ঠের দ্বারা এই সরযূজীকে মানস-সরোবর হইতে আবাহন করাইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া এই সরযূ জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। আমাদের আলোচ্য লছমন্-কিলাও অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিম কোণে এই সরযূর তীরেই অবস্থিত। সরযূর গর্ভ হইতেই এই বিরাট্ কিলা নির্ম্মিত হইয়া আজও প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহাই বলদেবাভিন্ন রামচন্দ্রানুজ শ্রীলক্ষ্মণজীর কেল্লা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইস্থানের দৃশ্য অতীব মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। কিলার সম্মুখেই স্রোতস্বিনী সরযূ অতিবেগে প্রবাহিতা। দেখিয়া মনে হয়, যেন শ্রীসরযূমাতা শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্পর্শ লালসায় দ্রুত গতিতে ধাবমানা হইয়াছেন। সূর্য্যোদয়ের পর সরযূর মধ্যে মধ্যে শুভ্র সৈকতপূর্ণ স্থানগুলি দেখিয়া দূর হইতে প্রবাল-দ্বীপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বিবরণ অতীব চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী।

গত ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, শুক্রবার হইতে পৌর্ণমাস্যারম্ভ-পক্ষে ঊর্জ্জব্রত, কার্ত্তিক ব্রত, দামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হয়। এইদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে "শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা" "শ্রীশ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরা," 'শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্,' 'পঞ্চতত্ত্ব,' 'শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্,' 'উদিল অরুণ পূরব-ভাগে' প্রভৃতি উষঃকীর্ত্তন হইবার পর পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা ব্যাখ্যামুখে অযোধ্যা পরিক্রমার উদ্দেশ্য এবং শ্রীদামোদর-ব্রত পালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুষ্ঠু ও দৃঢ়ভাবে উক্ত ব্রত-পালনে অনুরোধ করেন। আলোচনামুখে তিনি আরও বলেন যে, "এই ব্রত সুষ্ঠু ভাবে পালন করিলে ভগবান্ দামোদর শ্রীহরি তাঁহার প্রিয়া শ্রীরাধারাণীর সহিত পরম প্রীত হন।

দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে স্ব স্ব গৃহ হইতে কোন তীর্থস্থানে যাইয়া উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস এ-সম্বন্ধে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রতিবৎসর উর্জ্জব্রত উপলক্ষে আপনাদিগকে নিত্য-নূতন তীর্থস্থানে উক্ত ব্রত পালনের জন্য আহ্বান করা হয়।" তিনি পাঠের মুখে শ্রোতৃমণ্ডলীকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সুযোগ সুবিধা হইলে অন্য সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সভাপতি মহারাজ উক্ত ব্রত উদ্‌যাপন-কালে কয়েক দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পরিক্রমা-দিবস ব্যতীত প্রত্যহ সকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করেন। তাঁহার পাঠের অন্তে 'রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা,' 'রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে' প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইবার পর 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীতুলসী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-বিগ্রহ শ্রীচরিতামৃত পরিক্রমা করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীতুলসী-আরতি—'নমো নমঃ তুলসী মহারাণি' ও অন্যান্য মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা পাঠ করেন। পণ্ডিতজীও উক্ত ব্রত উদ্‌যাপন-কালে কয়েকদিন ছায়াচিত্রে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাদি ও সময়োচিত স্থান-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রবণের সুযোগ প্রদান করত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। দামোদর-ব্রতকালে বিশেষ বিশেষ পরিক্রমা-দিবস ব্যতীত উক্ত দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী প্রত্যহ যথারীতি পালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। পরিক্রমা-সঙ্ঘ যাত্রিগণকে নগর-সঙ্কীর্ত্তনযোগে অযোধ্যা-ধামস্থ শ্রীরাম-চন্দ্রের বিভিন্ন লীলাস্থলী ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন এবং তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণের সুযোগ দান করিয়া তাঁহাদের নিত্য কল্যাণ লাভের সহায়তা করেন। পরিক্রমার ও অন্যান্য বিশেষ দিবসের বিবরণও নিম্নে যথাসম্ভব ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হইল।

গত ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর, সোমবার—পরিক্রমার নিয়ামক-মহারাজের আনুগত্যে যাত্রিগণ প্রাতঃকালে নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে শিবিকারূঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের **জন্মভূমিতে** (মূল আবির্ভাব-ক্ষেত্র—মসজিদের বহির্ভাগে) কৌশল্যা মাতার কোলে **শিশু শ্রীরামচন্দ্র, জন্মস্থানে** সীতার রন্ধনশালা—**সীতা-রসুই, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা-ভবন**—ভরত ও

লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের জন্ম-স্থান, **শ্রীরাম-দরবারে** শ্রীরামচন্দ্রের **রাজসভা, কনকভবনে** (এই স্থানে সখীগণ পরিবৃতা হইয়া সীতা সর্ব্বদা বিরাজমানা) **শ্রীশ্রীরামসীতাজীউ** ও পরে **হনূমান্-গঢ়ীতে হনূমান্‌জী** প্রভৃতি দর্শন করেন। ইহা পবন-নন্দন শ্রীহনূমানাদি বীর কর্ত্তৃক সুরক্ষিত গড় বা দুর্গ। এখানে রামচন্দ্রের সীতাসহিত নিত্য অবস্থান-লীলা, লক্ষ্মণ বীরাসনে সেবা করিতেছেন এবং ভরত, শত্রুঘ্ন, হনূমান্, সুগ্রীব, জাম্বুবান্, সুষেণ, বিভীষণ, নীল, নল, অঙ্গদ, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য প্রভৃতি পার্ষদ-বীর ও দেবর্ষিগণ শ্রীরামসীতার শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদানে নিযুক্ত। এস্থান হইতে যাত্রিগণ **দ্বাদশমন্দিরে** (আম্মা-মা ও টিকারীরাজ-প্রতিষ্ঠিত "শ্রীভুবনেশ্বরী-হরহরেশ-মণি-মন্দির") বামদিক হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত **শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, হনূমান্‌জী** (জন্মস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ, বীরস্বরূপ ও রাজস্বরূপে), নব দুর্গা, দশ মহাবিদ্যা, দশ দিক্‌পাল, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহা-সরস্বতী, কাল-ভৈরব, পঞ্চমুখী মহাদেব, সপ্তর্ষি-ভবন, ত্র্যম্বকেশ্বরনাথ মহাদেব, **শ্রীরাম-মহাল,** শ্রীরাম-দরবার, সরযূগঙ্গা এবং মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত শেষশায়ী বিষ্ণু, সূর্য্য-নারায়ণ, গণপতি, দুর্গা, পঞ্চম-শিব বা **অর্দ্ধনারীশ্বর** প্রভৃতি দর্শন করেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত পঞ্চোপাসনার নিদর্শন-স্বরূপ এই অর্দ্ধনারীশ্বরই মূল দেবতা। এই শ্রীমূর্ত্তির দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ শিব এবং বাম অর্দ্ধাংশে পার্ব্বতীর অবস্থান। অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণ ও অর্দ্ধাংশ শুভ্র। পার্ব্বতীর হস্তে পরশু এবং শিব ত্রিশূল ও ভিক্ষাপাত্রধারী। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও কর্ম্মফলবাধ্য কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনার কোনরূপ প্রশ্রয় দেন না, বা ঐরূপ ভ্রান্তিমূলক বিচারকে গর্হণই করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ শম্ভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিয়া এইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের একত্রাবস্থান ও অঙ্গাঙ্গীর একত্র সমাবেশ দর্শন করিয়া বেদান্ত-দর্শনের "শক্তিঃ শক্তিমতোরভেদঃ" সিদ্ধান্ত স্মরণ করেন। অতঃপর যাত্রিগণ দর্শন সমাপনান্তে লছমন্-কিলায় উপনীত হন।

তৎপরদিবস ২৪শে আশ্বিন, ১১ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—যাত্রিগণ পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে **দর্শনেশ্বরনাথ মন্দিরে** রাজা দর্শনেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত **নর্ম্মদেশ্বর দ্বারপাল শিব,** মূল-মন্দিরের বায়ু-কোণে শ্রীপার্ব্বতী, ঈশান-কোণে বিষ্ণু ও শ্রীরামেশ্বর শিব, অগ্নি-কোণে শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ও নৈঋৎকোণে শ্রীগণেশের দর্শন লাভ করেন। পরিক্রমা-সঙ্ঘ সুসজ্জিত শিবিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-

বিগ্রহকে লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে মন্দিরের পূজারী তাঁহাকে ধূপ-দীপাদি দ্বারা আরতি করেন। তৎকালে অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল—প্রাণপ্রিয় বৈষ্ণবরাজ শম্ভুকে দর্শন দান ও তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার অভিনয়। এইস্থানে শিব বৈষ্ণব-বিচারে পূজিত হইয়া থাকেন।

২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর, শনিবার—পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ লছমন্-কিলা হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তনযোগে প্রথমতঃ সরযূ-তীরস্থ **পাপমোচন ঘাট, গৌঘাট, সরযূঘাট, সরযূমাতা, স্বর্গদ্বার** প্রভৃতি দর্শন ও স্পর্শন করেন। এইস্থানে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে সংক্ষেপে জানাইয়াছেন—"পাপমোচন ঘাটে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত ও গৌঘাটে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্কপটে বৈষ্ণব-সেবাপর হইলে ত্রিলোক-পাবনী সরযূ-মাতা ও বৈষ্ণবোত্তম শম্ভুর কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহাতে স্বর্গদ্বার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ প্রবেশের অধিকার লাভ হয়। এই স্বর্গদ্বারই বৈকুণ্ঠের দ্বার অর্থাৎ প্রবেশ-পথ।" এই স্থান হইতে যাত্রিগণ **নাগেশ্বর মহাদেব** দর্শন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম-জন্মস্থানের আদি বিগ্রহ শ্রীরামসীতা, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তৎপরে তাঁহারা সরযূর তীরে তীরে পরিক্রমা করিয়া ক্রমশঃ **সীতাঘাট** ও **রামঘাট** দর্শন করিয়া লছমন্-কিলায় পৌঁছেন।

১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—পরিক্রমা-সঙ্ঘ শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা-বিগ্রহের অনুগমনে অযোধ্যার পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় বহির্গত হন। এই পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় এতদ্দেশীয় বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত যোগদান করেন। যাত্রিগণ পরিক্রমার নিয়মানুযায়ী গৌঘাট, সরযূ ঘাট, স্বর্গদ্বার প্রভৃতি দর্শনান্তে **সীতাঘাট,** রামঘাট প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া **ব্রহ্মঘাট, ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মাজী, কৌশল্যা-ঘাট, কৈকেয়ী-ঘাট, সুমিত্রাঘাট, রাজঘাট,** পাপমোচন ঘাট, **লছমন্ ঘাট** প্রভৃতি দর্শন ও স্পর্শন করিয়া যথাসময়ে লছমন্-কিলায় উপনীত হইয়া পরিক্রমা সমাপন করেন।

২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শনিবার হইতে ৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ছয় দিবস ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে ধারাবাহিকভাবে

হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদান করেন।

৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর, রবিবার—যাত্রিগণ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে পরিক্রমা-সঙ্ঘের আনুগত্যে অযোধ্যা হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী **শ্রীসূর্য্যকুণ্ড** ও **শ্রীসূর্য্যনারায়ণ** দর্শন ও পরিক্রমা করেন। এইস্থানে সূর্য্যদেব শ্রীরাম-চন্দ্রের আরাধনা করেন। এইস্থান হনুমান্ গঢ়ীর মোহান্ত মহারাজের পরিচালনাধীন। ইহা দর্শন-নগর রেলওয়ে ষ্টেশনের অতি নিকটবর্ত্তী। যাত্রিগণের সুবিধার্থ পরিক্রমা-সঙ্ঘের সভাপতি মহারাজের আদেশ ও ব্যবস্থানুযায়ী এখানে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সকলেই দধি-চিড়া প্রসাদ পান এবং পথচারী সাধারণকেও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইরূপ এক প্রকার পুলিন-ভোজনের আয়োজন লক্ষ্য করিয়া যাত্রিগণ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। কাহারও কাহারও ইহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রদত্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দধিচিড়া মহোৎসবের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়।

পরদিবস ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর, সোমবার—পরিক্রমা-সঙ্ঘ অতি প্রত্যূষে শিবিকা-বাহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তনযোগে অযোধ্যা হইতে ফয়জাবাদ সহর হইয়া ৮ মাইল দূরবর্ত্তী **গোপ্তারঘাট** নামক স্থানে উপনীত হন এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীরামসীতা ও লক্ষ্মণজীকে দর্শন করেন। এইস্থলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লীলা সংগোপন করেন। এই স্থানের সম্বন্ধে সঙ্ঘের স্বামীজী মহারাজ বলেন—"ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য। তিনি মানুষের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া এ-জগতে লীলা করিলেও তাহা মায়িক বা অনিত্য নহে। সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব। চিজ্জগতে সর্ব্বক্ষণই তাঁহার নিত্যলীলা চলিতেছে। একই উদ্দেশ্যে জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা। তবে ভক্তের পক্ষে ইহা বিরহ-ক্ষেত্র।" পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী এস্থলেও যাত্রিগণের জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই দধিচিড়া প্রসাদ পান। দর্শন সমাপন করিয়া যাত্রিগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে লছমন্-কিলায় পৌছেন।

উর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপনকালের মধ্যে পরিক্রমা-সঙ্ঘ অযোধ্যায় মোট বিংশতি দিবস অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহারা ৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার পরিক্রমাকারী যাত্রিগণকে লইয়া ভোর ৪-৪৭ মিনিটে ১৭নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া বালামৌ জং হইয়া পরদিবস বৈকাল ৪ টার সময় নৈমিষারণ্য ষ্টেশনে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, বালামৌ জংএ যাত্রিগণের জন্য দ্বিপ্রহরে প্রসাদের

সংক্ষেপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। পরিক্রমা-সঙ্ঘ নৈমিষারণ্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে নৈমিষারণ্যস্থিত পরমহংস মঠের প্রবীণ সেবক শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রজবাসী, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা-বিগ্রহকে ও পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজকে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর ষ্টেশন হইতে সঙ্কীর্ত্তনযোগে যাত্রিগণ পরমহংস মঠ দর্শনান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহাদের থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান বড় ধর্ম্মশালায় উপনীত হন এবং যথাসময়ে প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, এস্থলেও পূর্ব্ব-বর্ণিত ঊর্জ্জব্রত পালনের দৈনন্দিন সেবা-পঞ্জী যথারীতি সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়।

১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর, শুক্রবার দিবসে সঙ্ঘের সভাপতি-মহারাজ প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা আলোচনাকালে প্রসঙ্গ-ক্রমে নির্জ্জন ভজনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন এবং বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান করত ভজনকেই নির্জ্জন ভজন বলিয়া লক্ষ্য করেন। ব্যাখ্যামুখে তিনি আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্ঘের আনুগত্যে থাকিয়া ভজনের প্রয়োজন ও অনধিকারীর পক্ষে নির্জ্জন ভজনের অপকারিতা সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন—গোষ্ঠানন্দী ও বিবিক্তানন্দী কেহই নির্জ্জন ভজন করেন না। বিবিক্তানন্দীকে আপাতঃদৃষ্টিতে একান্তে নির্জ্জন ভজন করিতে দেখা গেলেও তিনি গোষ্ঠানন্দীর শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারের সহায়ক-রূপে অনুকূলভাব পোষণ করেন ও তাঁহার সহায়তাই করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর আদেশ ও নির্দ্দেশ—লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন ও শ্রীনামপ্রেম-প্রচারোদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পর ইষ্ট-গোষ্ঠীতে মিলিত হইয়াছেন দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসার তাঁহার মনোঽভীষ্ট-গীতি হইতে "কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব" ও অনধিকারীর প্রতি নির্জ্জন-ভজন সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনবর্গের নির্দ্দেশ ও শিক্ষাগুলিও অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পর পর দিবসত্রয় স্বামীজী এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। প্রবন্ধ বিস্তার-বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা প্রকাশিত হইল না।

১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর, মঙ্গলবার—যাত্রিগণ সকাল ৭টার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তনযোগে শিবিকারূঢ় শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা-বিগ্রহের অনুগমনে শ্রীনৈমিষারণ্য পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনে বহির্গত হন। সর্ব্বপ্রথম যাত্রিগণ পরিক্রমা-সঙ্ঘের

আনুগত্যে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত **পরমহংস মঠ** প্রদক্ষিণান্তে **শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ** দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ বিশেষ করিয়া এস্থলে যাত্রী সাধারণকে তাঁহাদের সাধ্যমত মঠ সেবার আনুকূল্য করিবার জন্য আহ্বান জানান এবং তাহাতে যাত্রিগণ যথাসাধ্য সাহায্য করেন। তথা হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে **ললিতা মন্দির, লোমহর্ষণ সূতগাদী, বালাজী মন্দিরে শ্রীবলদেবজী** প্রভৃতি দর্শন করেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই মন্দিরের পূজারী শ্রীহনূমান্ দাসজী শিবিকা-বাহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহের অর্চ্চনান্তে ভোগ প্রদান করেন ও আরতি করেন। যাত্রিগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া **কাশীকুণ্ড, যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত, কাশীর ললার কূপ** (৬০ হাজার তীর্থের সঙ্গমস্থল), **শ্রীভৈরবনাথ, শ্রীতুলসীদাসজীর ভজন-স্থান, শ্রীহনূমান্‌জী** এবং পরে **শ্রীব্যাসগাদীতে পরাশর ঋষি,** শ্রীমদ্ভাগবত-কর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন **শ্রীবেদব্যাস, শ্রীশুকদেব গোস্বামী** ও **শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে** দর্শন করেন। ইহা পূর্ব্বগুরুর স্থান জানিয়া ভক্তগণ আনন্দোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং মন্দির-প্রাঙ্গনে বসিয়া 'শ্রীশ্রীভাগবত-গুরু-পরম্পরা' কীর্ত্তন করেন। এখানে সঙ্ঘের সভাপতি স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতামুখে যাহা বলিয়াছেন তাহার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বর্ত্তমানে আমরা যে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা শ্রীব্যাসগাদী নামে পরিচিত। উক্ত নামে পরিচিত হইলেও ইহাই প্রকৃত লোমহর্ষণ-নন্দন প্রসিদ্ধ পুরাণবক্তা উগ্রশ্রবাঃ সূতগাদী। নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সূতগোস্বামীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারই এই স্থান। সূতগোস্বামী নিজ পরমগুরু শ্রীব্যাসদেবের সম্মানার্থ ও জগতে তাঁহার মহিমা প্রচারার্থ দৈন্যবশে এই স্থানের ঐরূপ নামকরণ করিয়াছেন। সুতরাং এই স্থান আমাদের পূর্ব্বগুরুর পীঠস্থান ও পরম পবিত্র। এই স্থানই আমাদের একমাত্র আদরণীয়। পূর্ব্বে আমরা যে সূতগাদী দর্শন করিয়াছি, উহা লোমহর্ষণ সূতগাদী। সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেবের অবজ্ঞাকারী লোমহর্ষণ, তাঁহারই হস্তে নিহত হয় এবং শ্রীবলদেব উগ্রশ্রবাঃ সূতগোস্বামিকে শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষিবর্গের কাতর অনুরোধে পুরাণ বক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহান্ত-গুরুর চরণে অপরাধী, তাঁহার অবমাননা ও অবজ্ঞাকারীকে শ্রীবলদেব দণ্ড দান করিয়া তাহার মঙ্গল বিধান করেন। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবও জীবের অজ্ঞানান্ধকার

বিদূরিত করিয়া তাহাকে দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। সুতরাং আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ও তচ্চরণে অপরাধ ঘটিলে জীবের ভক্তিলতা-বীজের অঙ্কুর সমূলেই বিনষ্ট হয় এবং তখন সে পাষণ্ডতা-ক্রমে গুরুদ্রোহী হইয়া তাঁহার আচার-প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। অতএব লোমহর্ষণ সূতের গাদীতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই বা ঐস্থানে শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও কোন হেতু নাই। শাস্ত্রের "অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্" বাণী অনুসারে ভগবত্তত্ত্ব অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে আলোচনাদ্বারা অভিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য লইয়াই তথায় আমরা গিয়াছিলাম। শৌনকাদি ৮০ হাজার ঋষি এখানে সূতগোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন—এখানকার তীর্থ পাণ্ডাগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তবে আমরা সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পাই যে, শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষিকুলই নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এ-বিষয়ে মতদ্বৈত থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সংখ্যা সম্বন্ধে কাহারও কোন মতান্তর নাই।" স্বামীজী আরও বলেন, "বেদব্যাস ঋষি শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত-গুরুপরম্পরায় চতুর্থ অধস্তন; তাঁহার অধস্তন শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং সূতগোস্বামী তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য। সুতরাং শ্রীব্যাসের বাণী ও শিক্ষাই শ্রীশুকমুখে অমৃত সংযুক্ত হইয়া শ্রীসূতগোস্বামীর মধ্যে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত। আমরা বৈয়াসকি সম্প্রদায়-ভুক্ত। অতএব শ্রীব্যাসদেব ও তদীয় ধারায় স্নাত তদনুগত শ্রীজগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী—অধস্তনগণের বাণীই আমাদের একমাত্র জীবাতু ও আশ্রয়স্থল। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তই সাক্ষাৎ সেই বাণীরূপা সরস্বতী।" স্বামীজী আরও বলেন, "এই নৈমিষারণ্যক্ষেত্রেই ব্রহ্মসূত্র ও গায়ত্রীর অর্থনির্ণায়ক ও অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ অধিবেশন হয়। ভারতের অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ই শ্রীব্যাসদেবকে তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। এমন কি, মায়াবাদী অদ্বৈতপন্থীগণও তাঁহাকে পূর্ব্বগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা শ্রীব্যাসদেবের রচিত নিখিল শাস্ত্রসার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদানে কুণ্ঠিত। তবে আজকাল মায়াবাদিদিগের মধ্যে কথঞ্চিৎ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার আগ্রহ ও প্রয়াস লক্ষিত হইলেও তাহা কপটতা ও অন্যাভিলাষমূলে জাত এবং সম্প্রদায়-দোষদুষ্ট। যাঁহারা ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া ব্যাসের বাণীতে—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে ভ্রম প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ-কল্পিত মতবাদ প্রচার করিয়া উৎকট গুরুভক্তি (?)

দেখাইতে চান, তাহারা শ্রীব্যাসচরণে—শ্রীগুরুচরণে অপরাধী। স্বপ্নেও কখন তাহাদের সঙ্গ যেন আমাদের না ঘটে। শ্রীব্যাসের সম্বন্ধে ইহা আমাদের গুরু-পীঠ ও পরম আদরের স্থান। শ্রীব্যাসদেব ও তদীয় অনুগত জনগণের শিক্ষা ও বাণী যাহাতে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের একান্ত সকাতর প্রার্থনা।"

অতঃপর তথা হইতে যাত্রিগণ **ব্রহ্মকুণ্ড (ব্রহ্মাবর্ত্ত), গঙ্গোত্তরী, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজী, শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণজী, নাগেশ্বর শিব, দশাশ্বমেধ ঘাট, গোমতী-গঙ্গা, যজ্ঞবরাহ কূপ, বড় হনুমান্‌জী, পঞ্চপাণ্ডব, প্রাচীন পাণ্ডব-কেল্লার সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ, শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব, ভূতেশ্বর নাথ** ও পরে **চক্রতীর্থ** দর্শন করেন। এইস্থানে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রহ্মার মনোময় চক্র কিরূপে এস্থলে স্তব্ধীভূত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এবং চক্রতীর্থের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য-বিষয় যাত্রিগণের নিকট বক্তৃতামুখে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন—"কেবল-কর্ম্মের হেয়ত্ব প্রদর্শন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানের নিরাকরণ এবং ভক্তিধর্ম্মের—প্রেম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্থানে ব্রহ্মার মনোময় চক্র স্তব্ধীভূত হয়। পরমহংসগণের উপাসনাস্থলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের কোন আবরণ নাই বা তাহার কোন প্রভাব থাকিতে পারে না। কর্ম্ম ও জ্ঞান, পরমহংস মুক্তকুলের সেবা প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা করযোড়ে অবস্থিত। মুক্তকুলের উপাসনা-স্থল এই নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্র কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে অনাবৃত ও প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণের পরম আদরের স্থান।" অদ্য **শ্রীশ্রীউত্থান একাদশী ব্রতোপ-বাস** ও **নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথিতে** পণ্ডিতজী সন্ধ্যার পর বাবাজী মহারাজের পূত চরিতাবলী কীর্ত্তন করিয়া দৈন্যমুখে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নৈমিষারণ্য তীর্থের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া যাত্রিগণকে অবহিত করান।

পরদিবস ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, বুধবার হইতে ১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ সকালে পরিক্রমার নিয়ামক মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ বা নারদ-বসুদেব সংবাদ পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে ১৬ই কার্ত্তিক, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের প্রারম্ভেই শ্রীল বাবাজী মহারাজের কঠোর বৈরাগ্য, দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-শিক্ষায়

দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা, অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিরন্তর অভীষ্টদেবের সহিত নিত্য-লীলায় মগ্ন থাকিয়াও প্রাকৃত জগতের অন্ধের ন্যায় অভিনয়, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও নিরক্ষর অজ্ঞের ভাণ করিয়া বহির্ম্মুখ জনগণের প্রতি বঞ্চনা-লীলা, নিজজনের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য ও অমায়ায় কৃপা প্রভৃতি তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী কীর্ত্তন করেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসবের অয়োজন করা হইয়াছিল এবং স্থানীয় গণ্যমান্য বহু ভদ্রমহোদয়গণকে ও দেশবাসী জনসাধারণকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পণ্ডিতজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার, পরিক্রমা-সঙ্ঘ বড় ধর্ম্মশালা হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, খোল-করতালযোগে ধ্বজ-পতাকাদি পরিশোভিত হইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে নৈমিষারণ্যে রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হন। পরে তাঁহারা ট্রেনযোগে মিশ্রিক রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছেন। তথা হইতে যাত্রিগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে **সীতাকূপ, সীতাকুণ্ড ও বাল্মীকি-আশ্রম**-স্থিত লব, কুশ, সীতাঠাকুরাণী, বাল্মীকি মুনি প্রভৃতির দর্শন লাভ করেন। এই স্থানেই জগল্লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবী পাতাল প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভৌম চিজ্জগতের প্রকট-লীলা সংগোপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এস্থলে সীতাকুণ্ডের তীরে অবস্থিত বাল্মীকি আশ্রমের মোহান্ত শ্রীগোবর্দ্ধনদাসজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডীর প্রতি মর্য্যাদাবোধ ও তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ বিশেষ মুগ্ধ হন। তথা হইতে যাত্রিগণ **দধীচিকুণ্ড** পরিক্রমা করিয়া কুণ্ড-তীরস্থ মন্দিরে **দধীচি মুনি, নরনারায়ণ,** পৃথক্ মন্দিরে **অষ্টভুজা মহামায়া,** পরে **দধীচি মুনির গাদি** বা **তপস্যা-স্থান** প্রভৃতির দর্শন লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। এইস্থানে পূজ্যপাদ শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বৃত্রাসুরের জন্ম ও দধীচি মুনির অস্থি-নির্ম্মিত বজ্রে ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধ উপাখ্যান বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন। যাত্রিগণ যথাসময়ে নৈমিষারণ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারতির পর কীর্ত্তনান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী প্রভু হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন।

শ্রীনৈমিষারণ্যে পরিক্রমা-সঙ্ঘ সর্ব্বসমেত দশ দিবস অবস্থান করেন। ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর শনিবার, পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ উর্জ্জব্রত সমাপনান্তে সন্ধ্যার

গাড়ীতে নৈমিষারণ্য হইতে বালামৌ জংএ পৌছেন এবং তৎপরদিবস সকাল ৫-৩০ মিনিটে ১০নং ডাউন দুন্ এক্সপ্রেসের রিজার্ভ গাড়ীতে ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬, ইং ৭ই নভেম্বর, ১৯৪৯ সোমবার হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের সুযোগ-সুবিধার যথোপযুক্ত সুবন্দোবস্ত থাকিলেও সর্ব্বদা সকলের অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইকে পরিক্রমাকারী সুকৃতিবান্ শ্রদ্ধালু সজ্জন-গণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তাঁহারা পরিক্রমাকালের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা ও ক্লেশের বিষয় বিস্মৃত হইয়া মাসাধিক কাল শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্ঘের আনুগত্যে থাকিয়া স্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণমুখে তীর্থস্থানাদি দর্শন ও শ্রীহরিকথা শ্রবণে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবানন্দে মগ্ন থাকিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে চুঁচুড়া সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** আগামী ২৪শে মাঘ, ১৩৫৬, ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০, মঙ্গলবার, শ্রীব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি-পূজা উপলক্ষে** আগামী ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত **পূজা-পঞ্চক** ও **তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা** বিরাট্-ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। সতীর্থ ও ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ,
(নদীয়া)
৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৬, ইং ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৫০ শনিবার, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী **আবির্ভাবতিথিপূজা** উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরোক্ত ঠিকানায় আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহসেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ, শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত ৯টী দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থানমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ পরিক্রমা** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনদ্বারা বিরাট-**মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসবপঞ্জী

১। ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার—(১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব পল্লী এবং (প্রসাদ-সেবান্তে)

(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামণপুরা ও হংসবাহন।

২। ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)--গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি (শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মন্দির) এবং (৪) ঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য)—রাহুতপুর বা রাতুপুর।

৩। ১৭ই ফাল্গুন, বুধবার—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।

(৬) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)—মামগাছি (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর বা মহৎপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—পোড়ামাতলা ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শনান্তে রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা।

৫। ১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার—(৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং

(৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং (প্রসাদ-সেবান্তে) মুরারি গুপ্তের পাট।

৬। ২০শে ফাল্গুন, শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২১শে ফাল্গুন, রবিবার—সাধারণ মহামহোৎসব (সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

বিশেষ-পঞ্জী ও উপবাস-তালিকা

১৯ মাধব, ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী, সোমবার—**শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব।** শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের তিরোভাব। **শ্রীপঞ্চমী।**

২১ মাধব, ১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী, বুধবার—**মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব।**

২৩ মাধব, ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী, শুক্রবার--শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৪ মাধব, ১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী, শনিবার—শ্রীমদ্ রামানুজ আচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ মাধব, ১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী, রবিবার—**ভৈমী একাদশীর ও শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস।**

২৬ মাধব, ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী, সোমবার—**পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৪৫ মধ্যে শ্রীবরাহদেবের অর্চ্চনান্তে ৯।৪৫ গতে ১০।০ মধ্যে ভৈমী একাদশীর পারণ। শ্রীবরাহ দ্বাদশী।**

২৭ মাধব, ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী, মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর উপবাস।** চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও সমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহে সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব।

২৮ মাধব, ১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী, বুধবার—**পূর্ব্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর পারণ।**

২৯ মাধব, ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—**শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।**

৫ গোবিন্দ, ২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—**জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব ও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা। চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে অদ্য পর্য্যন্ত শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে মহোৎসব।**

———

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীভগবৎ-কৃপায় আমাদের প্রথম বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সুশৃঙ্খলে প্রকাশিতা হইয়াছেন। বর্ত্তমান ১২শ সংখ্যায় মঙ্গলাচরণের পরেই শ্রীল প্রভুপাদের "বর্ষশেষ"-শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র আশীর্ব্বাদী প্রবন্ধ শ্রীপত্রিকার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। তাহাতে তিনি উপদেশ করিয়াছেন—শ্রীপত্রিকা সাধারণ সংবাদপত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হইবে না। ইঁহাতে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বাণী প্রকাশিতা হইয়াছে। ইঁহা যত্নসহকারে গ্রন্থাকারে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। গুরুবর্গের এইরূপ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা আমাদের পাঠকবর্গের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে বাঁধিয়া রাখিবেন। তজ্জন্য আমরা এই সংখ্যার শেষভাগে আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপট ও "প্রথম বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রবন্ধ-সূচী" মুদ্রিত করিয়াছি। উহা এই সংখ্যা হইতে পৃথক্ করিয়া কাটিয়া লইয়া ১ম সংখ্যার প্রথমেই সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকারে বাঁধিয়া লইবেন।

এই বর্ষে আমাদের বিশেষ যত্ন লওয়াসত্ত্বেও স্থানে স্থানে ভুল-ভ্রান্তি, মুদ্রাকর প্রমাদাদি রহিয়াছে। তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। আগামী বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নানাপ্রকার রঙ্গীন চিত্র-বিচিত্র আলেখ্য-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিতা হইবেন এবং তাহাতে যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় প্রবন্ধাদি থাকিবে। আগামী **ভৈমী একাদশী-তিথির পারণ** সম্বন্ধে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে প্রকাশিত "শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা"য় ভুল লিখা হইয়াছে। আপনাদের অবধানের জন্য জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান **'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের' ৯।৪৫ মিনিটের পর ১০টার মধ্যে** উক্ত পারণ সম্পন্ন করিতে হইবে। পারণের দিন উক্ত পঞ্জিকায় ঠিক লিখা আছে। 'শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকায়' বহু স্থানে ভ্রান্তিমূলক তিথি-উপবাসাদির বিচার মুদ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা ভজন-পথের পথিকগণের সুবিধার জন্য প্রতি মাসের পালনীয় তিথি-দিবসাদির পঞ্জী শ্রীপত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করিব। একাদশী-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী প্রশ্ন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী বর্ষে শাস্ত্র-বিচারমূলে সে-বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে এবং রথযাত্রা সম্বন্ধেও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে মুদ্রাকর প্রমাদাদি না থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গ্রাহকগণের আনন্দ বিধান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ২॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে অতি সত্বর তাহা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জানাইতে হইবে। সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত ও শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমন-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না।

৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে "কার্য্যাধ্যক্ষ, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)" এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

৭। এজেণ্টদিগকে শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। দশখানির কমে এজেণ্ট নিযুক্ত করা হয় না। অবিক্রীত সংখ্যা ফেরত লওয়া হয় না এবং মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের জন্য আবশ্যক হইলে ব্লক প্রভৃতি বিজ্ঞাপনদাতাকে দিতে হইবে এবং বিজ্ঞাপনের কাল অতীত হইলে উহা তাঁহারা নিজ ব্যয়ে ফেরত লইবেন।

২। এক মাসের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে তাহার টাকা অগ্রিম দিতে হইবে।

৩। ষাণ্মাষিক বা ততোধিক সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে সিকি টাকা অগ্রিম দেয়, বাকী টাকা বর্ষান্তে অথবা বিজ্ঞাপনের কাল-শেষ হইবামাত্র দিতে হইবে।

৪। বিজ্ঞাপনের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অন্ততঃ ১৫ পনর দিন পূর্ব্বে কার্য্যাধ্যক্ষকে পরিষ্কার করিয়া জানাইতে হইবে।

৫ আবরণ পৃষ্ঠায়ও বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন। উহার হার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনের হার পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

Regd. No. C. 3205.

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তিকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচারী।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী।

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
৩৩/২ বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা-৩)
রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ
সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীঅনঙ্গ মোহন ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীপিছলদা পাদপীঠ
পিছলদা, ঈশ্বরপুর পোঃ (মেদিনীপুর)

শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পরমপ্রিয় পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রেম-ভক্তি লাভের উপায়স্বরূপ **শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু** নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিস্তৃতভাবে রচনা করিয়াছেন। ইহা ভক্তিতত্ত্বের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের অপূর্ব্ব রসময় লীলামাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্ব্বপ্রকার রসসেবার উপযোগিতা নিঃসন্দেহে লাভ করিতে পারা যায়। পাঠকগণ! এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ সত্বর সংগ্রহপূর্ব্বক আচার মুখে অধ্যয়ন করিয়া গুণাতীত রসতত্ত্ব সাগরে অবগাহন করিয়া ধন্য হউন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষ যত্নে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা যথাসম্ভব বড় বড় সুস্পষ্ট অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। সাধারণ পাঠকের শ্লোকার্থ বোধের জন্য এই সংস্করণে সরল ও সুবিস্তৃত অন্বয়, বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতিশব্দ, অর্থবিবরণ এবং শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর দুর্গম সঙ্গমনী নাম্নী সুপ্রসিদ্ধ টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**
চৌমাথা,
পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী)।

(২) **প্রকাশক—শ্রীসখীচরণ রায়**
১৪০-এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪